যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা

মওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.

অনুবাদ: মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা

[নশরুত্-তীব ফীযিক্‌রিন্নাবিয়্যীল হাবীব (স.)]

মূল

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত

মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)

অনুবাদ

আলহাজ্জ মওলানা

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

মোম্‌তাজুল মোহাদ্দেসীন, রিসার্চ স্কলার

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা
মূল : হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)
অনুবাদ : আলহাজ্জ মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
ই. ফা. বা. প্রকাশনা : ১৩০৪/১
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার : ২৯৭·৬৩

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৮০

দ্বিতীয় (ই. ফা. বা. প্রথম) মুদ্রণ
জুন ১৯৮৬

তৃতীয় (ই. ফা. বা. দ্বিতীয়) মুদ্রণ
রবিউল আউয়াল ১৪১০
কার্তিক ১৩৯৬
অক্টোবর ১৯৮৯

প্রকাশনায়
ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ অংকনে
রায়হান শরীফ

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।

মূল্য : ৫৫·০০ টাকা

JE FULER KHUSHBUTEY SARA JAHAN MATWARA : written by Hazrat Mawlana Ashraf Ali Thanvi (R.), translated by Alhaj Mawlana Mohammad Aminul Islam and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka—1000. October 1989

Price : Tk. 55.00 (Inland) U. S. Dollar : 4.00 (Foreign)

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

'যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা' হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) কর্তৃক লিখিত হযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনী-গ্রন্থ 'নশরুত্-তীব ফীযিক্‌রিন্না-বিয়্যীল হাবীব (স.)' শীর্ষক কিতাবের বাংলা তরজমা। তরজমা করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম লেখক আলহাজ্জ মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। বাংলা ভাষায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকখানি মৌলিক ও তরজমা সীরাত-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অনূদিত সীরাত-গ্রন্থসমূহের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থখানি বিশেষ মরতবা ও মর্যাদার দাবীদার এ কারণে যে, এর লেখক হযরত থানবী (রহঃ)। এমনিতে যে কোন সীরাত-গ্রন্থের মর্যাদা যথেষ্ট অধিক, তদুপরি মরহুম হযরত থানবী (রহঃ)-এর মত এক সর্বজনপরিচিত বুযুর্গের হাত থেকে আসায় স্বভাবতই এই সীরাত-গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে এ কিতাবখানিকে অনন্য মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে।

www.pathagar.com

রসূলে করীম (স.)-এর জীবনী-গ্রন্থের 'যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা' নামকরণের মধ্যেও অনুবাদকের রসূল-প্রীতির গভীরতা ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে। আসলে হুযূর পাক (স.) তো সারা দুনিয়াকে তাঁর শিক্ষার সুরভিতে সুরভিত ও সুবাসিতই করে গেছেন, যা সত্যসন্ধ মানুষ কখনও ভুলতে পারে না।

অনুবাদক তাঁর ভূমিকায় যে মর্মস্পর্শী ভাষায় কিয়ামতের ময়দানে এই কিতাবখানিকে নাজাতের উসিলা হিসাবে পাওয়ার আকুতি জানিয়েছেন, তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রকাশের সঙ্গে জড়িত থেকে আমরাও একইভাবে রসূল (স.)-এর শাফা'আত লাভের জন্য আকুতি জানাই। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই কাজের সাথে জড়িত সকলকে নাজাত দিন এবং তাঁর প্রিয় হাবীব (স.)-এর দরবারে বার বার হাযিরা দেওয়ার তওফীক দান করুন।

—আমীন

www.pathagar.com

উৎসর্গ

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর নামে—

মোঃ আমিনুল ইসলাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি, যিনি মহত্তম আদর্শের অধিকারী, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের প্রিয়তম রসূল, পিয়ারা হাবীব, বিশ্ব-সভ্যতায় যাঁর অবদান সর্বাধিক, যিনি সমগ্র বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য প্রেরিত।

যাঁর আগমনের অপেক্ষা করেছেন লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কিরাম যুগ যুগ ধরে। যিনি সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতিমুন্ নাবিয়্যীন। যাঁর দীদার লাভ না হলে ব্যাকুল হতেন ফিরিশতাদের দলপতি হযরত জিবরাঈল (আঃ)। যাঁর দরবারে জিবরাঈলকে ২৩ বছরে ২৪ হাজার বার হাযির হতে হয়েছে, যিনি আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ করেছেন শবে মি'রাজে।

যিনি সর্বপ্রথম মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেছেন, সারা বিশ্বে আজ দেড় শত কোটি মানুষ যাঁর অনুসারী। যাঁর আদর্শ মহান, অতুলনীয়, অদ্বিতীয়, চিরস্মরণীয়, চিরঅনুকরণীয়, চির সংরক্ষিত, চির-প্রশংসিত, তিনিই তো সেই অনন্যসাধারণ ফুল যাঁর সম্পর্কে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি কোন কস্তুরী, কোন আম্বর এবং কোন সুগন্ধি বস্তু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিকতর খুশবুদার পাইনি। যদি কারও সঙ্গে প্রিয়নবী (স.) মুসাফাহা (করমর্দন) করতেন, তবে সমস্ত দিন ঐ ব্যক্তির হাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মুসাফাহার খুশবু লেগেই থাকতো। আর যদি কখনও কোন শিশুর মাথায় তিনি হাত বুলিয়ে দিতেন তবে খুশবুর কারণে ঐ শিশু হাজারো শিশুর মাঝে অত্যন্ত সহজে পরিচিত হতো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার হযরত আনাস (রাঃ)-এর গৃহে বিশ্রাম করছিলেন; প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দেহ মুবারক ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। হযরত আনাসের মাতা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দেহ মুবারকের ঘাম একটি শিশিতে পুরে নিচ্ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি করছো? তিনি জবাব দিলেনঃ হুযূর আমরা এগুলোকে আমাদের খুশবুর সঙ্গে মিশ্রিত করবো। কেননা আপনার এই ঘাম সর্বোত্তম সুগন্ধি।

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত জাবির (রাঃ)-এর সূত্রে 'তারীখে কবির' গ্রন্থে উল্লেখ করেনঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যদি কোন দলের সঙ্গে কোথাও গমন করতেন, যদি কেউ তাঁর অনুসন্ধান করতো তবে সে শুধু খুশবুর কারণেই তাঁর সন্ধান লাভ করতো।

তাই, তিনিই সেই অপূর্ব বিস্ময়কর ফুল—
'যে ফুলের খুশবুতে সারাজাহান মাতোয়ারা'।

বহুদিন ধরে মনের গোপনতর প্রকোষ্ঠে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলাম যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান পূত-পবিত্র জীবনাদর্শ বাংলাভাষী মুসলমানদের খিদমতে পেশ করবো।

আলহাম্‌দুলিল্লাহ্! আল্লাহ্ পাকের অগণিত শোকর যে, তিনি হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর অমর অবদান 'নশরুত্-তীব ফীযিক্‌রিন্নাবিয়্যীল হাবীব' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'যে ফুলের খুশবুতে সারাজাহান মাতোয়ারা' নামে পেশ করার তওফিক দান করেছেন।

আল্লাহ্ পাকের এই বিশেষ নিয়ামত এবং তওফিকের জন্য তাঁর মহান হুযূরে পেশ করছি সিজদায়ে শোকরানা।

যাঁরা এই গ্রন্থের জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং যাঁরা এই পর্যায়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, আমি তাঁদের সকলের জন্য আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দু'হাত তুলে মুনাজাত করছি।

প্রিয় পাঠক!

দিন, রাত, সকাল, সন্ধ্যা, সপ্তাহ, মাস এবং বছরের নামে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মুহূর্তগুলো অতিবাহিত হচ্ছে। ঘনিয়ে আসছে এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে বিদায়ের পালা। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছি প্রকৃত মন্‌যিলের দিকে। সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমাকে হাযির হতে হবে এক আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে।

কিন্তু কি নিয়ে যাব? সেদিনের জন্য কোন সম্বলই যে সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি, তাই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় অবশেষে এই গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছি। প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের

www.pathagar.com

মহান আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে তাঁর আশ্রয় নিয়েছি যাতে করে কিয়ামতের কঠিন দিনে তাঁর শাফা'আত লাভে ধন্য হই। রাহমাতুল্লিল আলামীনের আশ্রিত হয়ে আল্লাহ্ পাকের রহমতের ছায়ায় স্থান লাভ করি।

মূলত এই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই জীবনের সকল সাধনা এবং সকল আরাধনা। হে আল্লাহ! কবুল কর। হে আল্লাহ্। কবুল কর। হে আল্লাহ্। যদি এই গ্রন্থের জন্য আমাকে সওয়াব দান করা পছন্দ কর, তবে তা এই অধমের তরফ থেকে তোমার প্রিয় নবী (স.)-কে দিও আর এই অধমকে তাঁর মহান দরবারে বারে বারে হাযির হয়ে সালাম পেশ করার এবং তাঁর শাফা'আত লাভ করার তওফিক দিও।

বিনীত
মোঃ আমিনুল ইসলাম
২৮/১২/৮০

www.pathagar.com

সূচীপত্র

নূরে মুহাম্মদীর বিবরণ	১
আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট প্রিয় নবী (সঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার বিবরণ	৭
প্রিয় নবী (সঃ)-এর উচ্চ বংশের বিবরণ	১৩
প্রিয় নবী (সঃ)-এর নূরের নিদর্শনের কথা	১৬
হযরত রসূলে করীম (সঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন প্রকাশিত বরকতসমূহ	১৯
প্রিয় নবী (সঃ)-এর জন্মগ্রহণের সময়ের বিভিন্ন ঘটনা	২১
প্রিয় নবী (সঃ)-এর জন্মের দিন, মাস, বছর ও স্থান সম্পর্কে আলোচনা	২৮
হুযূর (সঃ)-এর শৈশবকালের বিভিন্ন ঘটনা	৩০
প্রিয় নবী (সঃ) যাঁদের স্নেহ যত্ন লাভ করেছেন	৩৯
প্রিয় নবী (সঃ)-এর যৌবন থেকে নুবুওয়ত লাভ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন ঘটনা	৪১
ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের বিরোধিতা	৪৪
মি'রাজ	৫০
আবিসিনিয়ার হিজরত	১১৮
নুবুওয়ত লাভের পর মক্কী-জীবনের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা	১২০
হিজরতে মদীনা	১২৪
হিজরতের পরের ঘটনাবলী	১২৯
জিহাদের বিভিন্ন ঘটনা	১৩২
বিভিন্ন দলের ইসলাম গ্রহণ	১৫৬
কর্মচারী নিয়োগ	১৫৯
বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট দাওয়াতনামা প্রেরণ	১৬০
মু'জিযা প্রসঙ্গ	১৬৩
হুযূর (সঃ)-এর বিভিন্ন নাম ও তার সংক্ষিপ্ত অর্থ	১৭৭
হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্য	১৮০
হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে	১৮৩
হুযূর (সঃ)-এর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সাহাবায়ে কিরাম ও খাদিমবৃন্দ	১৯৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রিয় নবী (সঃ)-এর ওফাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমত ও নিয়ামতসমূহ ১৯৮
হুযূর আকরাম (সঃ) আলমে বরযখে ২১৫
প্রিয় নবী (সঃ)-এর কয়েকটি বিশেষ ফযীলত যা কিয়ামতের ময়দানে প্রকাশিত হবে ২২০
প্রিয় নবী (সঃ)-এর সেসব ফযীলত, যা জান্নাতে প্রকাশিত হবে ২২৭
সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে হুযূর (সঃ)-ই সর্বোত্তম ২৩২
পবিত্র কুরআনের কয়েকটি জটিল আয়াতের ব্যাখ্যা ২৩৬
হুযূর আকরাম (সঃ)-এর বন্দেগীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ২৪৩
উম্মতের প্রতি মহানবী (স.)-এর দয়া-মায়া ২৪৭
মহানবী (সঃ)-এর প্রতি উম্মতের দায়িত্ব ২৫৩
মহানবী (সঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ২৫৮
মহানবী (সঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ফযীলত ২৬৯
হুযূর (সঃ)-কে উসিলা গ্রহণ করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া প্রার্থনা করা ২৭৯
হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর আলোচনা অধিক পরিমাণে হওয়া ২৮৪
স্বপ্নে প্রিয় নবী (সঃ)-এর দীদার লাভ সম্পর্কে ২৮৮
সাহাবায়ে-কিরাম আহলি বায়ত এবং উলামায়ে কিরামের মর্যাদা ২৯৩
সালাত ও সালামের চল্লিশ হাদীস ৩০১
পরিশিষ্ট ৩১৪

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

নূরে মুহাম্মদীর বিবরণ

প্রথম বিবরণ

আবদুর রাজ্জাক তাঁর সনদসহ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আন-সারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, "আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আমাকে এই খবর দিন যে, আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম কোন্ বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন?"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ হে জাবির। আল্লাহ্ পাক সবকিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূরকে নিজের নূর থেকে (অর্থাৎ নিজের নূরের ফায়েজ দ্বারা) সৃষ্টি করেছেন। সেই নূর আল্লাহ্ পাকের কুদরতে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণরত ছিল; আর সে সময় লওহ, কলম, বেহেশত, দোযখ কিছুই ছিল না, ফেরেশতাও ছিল না, এমনকি আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, জিন ও মানব—এক কথায় কিছুই ছিল না।

অতঃপর যখন আল্লাহ্ পাক বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, তখন সেই নূরকে চারভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগ দ্বারা কলম সৃষ্টি করলেন, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা লওহ, আর তৃতীয় অংশ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করেন। এরপর সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা এই কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নূরে মুহাম্মদী হলো আল্লাহ্ পাকের সর্বপ্রথম সৃষ্টি। কেননা, যেসব জিনিসের ব্যাপারে প্রথমে সৃষ্টি হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়, সেসবের সৃষ্টি যে নূরে মুহাম্মদীর পর, তা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয় বিবরণ

হযরত 'ইরবাজ ইবনে সারিয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের

www.pathagar.com

নিকট আমি তখন খাতিমুন্নাবীয়্যীন নির্বাচিত হয়েছিলাম, যখন আদম আলায়হি ওয়া সাল্লাম পয়দাও হননি। এই বিবরণটি আহমদ এবং বায়হাকীর। আর হাকেম এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করেছেন। (ফায়দা) মিশকাত শরীফেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় বিবরণ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! কোন্ সময় থেকে আপনার নুবূওয়ত লাভ হয়েছে ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ যখন আদম (আঃ) দেহ এবং আত্মার মাঝামাঝি [অর্থাৎ যখন হযরত আদম (আঃ)-এর দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়নি]। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে তিরমিযী শরীফে। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসের প্রশংসা করেছেন।

আর এমনি শব্দ মায়সারা গেবতীর বিবরণে এসেছে ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় ইতিহাসে এবং আবূ নাঈম হুলিয়াতে এই বিবরণ পেশ করেছেন। আর হাকেম তার সত্যতা বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ বিবরণ

শাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে, এক ব্যক্তি আরয করলো ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ। কবে আপনি নবী নির্বাচিত হয়েছেন ? তিনি ইরশাদ করলেন ঃ আদম আলায়হিস সালাম যখন রূহ এবং দেহের মাঝখানে ছিলেন, তখন আমার নিকট থেকে নুবূওয়তের শপথ লওয়া হয়েছে (যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন "এবং স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আমি শপথ গ্রহণ করেছিলাম নবীদের থেকে আর আপনার নিকট থেকে এবং নূহ আলায়হিস সালাম থেকে")।

পঞ্চম বিবরণ

ইমাম জয়নাল আবেদীন তাঁর পিতা হযরত ইমাম হুসাইন আলায়হিস সালাম থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি আদম আলায়-হিস সালামের জন্মের ১৪ হাজার বছর পূর্বে আমার পরোয়ারদিগারের দরবারে একটি নূর ছিলাম।

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ এই সংখ্যায় কম হতে পারে না, বেশী হওয়াটাকে বাঁধা দেওয়া যায় না। সুতরাং যদি বেশীর বিবরণের প্রতি দৃষ্টিপাত হয় তবে সন্দেহ করা উচিত হবে না। প্রশ্ন হতে পারে যে, বিশেষ করে এই সংখ্যা উল্লেখ করার কারণ কি? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, স্থানীয় কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়ত এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ বিবরণ

আবি সহল কাহ্তানের 'আমালী' গ্রন্থের একাংশে সহল ইবনে সালিহ্ হামদানী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (অর্থাৎ ইমাম বাকের) থেকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তাঁর আগমন তো সকলের শেষে হয়েছে, এমন অবস্থায় তিনি সকলের অগ্রবর্তী কিভাবে হলেন?

তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্ পাক যখন সমগ্র মানব জাতিকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠ থেকে বের করেছিলেন, তখন সকলকে (আত্মাকে) প্রশ্ন করেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সর্বপ্রথম তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন بلى হাঁ "অবশ্যই" বলে। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সকলের পরে প্রেরিত হয়েও সর্বাগ্রে রয়েছেন, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

ফায়দা ঃ যদি এই অঙ্গীকার গ্রহণের সময় দেহের সাথে রূহের মিলনও ঘটতো তবে তখনও রূহের হুকুমই প্রভাবশালী হতো। এজন্য এই রিওয়ায়িতকে নূরের বিবরণে সন্নিবেশিত করা সমীচীন মনে করেছি। আর পূর্বে ইমাম শা'বীর রিওয়ায়েতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্বে হযরত আদম আলায়হিস সালাম থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করার উল্লেখ রয়েছে। আর এই অঙ্গীকার হলো 'আলাসতু বিরাব্বিকুম"। বিভিন্ন রিওয়ায়েতের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এটি আদম আলায়হিস সালামের সৃষ্টির পরের ঘটনা, সম্ভবত নুবুওয়তের এই অঙ্গীকার শুধু তাঁর সাথেই ছিল আর কেউ এতে শরীক হয়নি যেমন উক্ত হাদীসেও এর কিছু ইঙ্গিত রয়েছে।

www.pathagar.com

সপ্তম বিবরণ

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তবুকের যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) আরয করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্। আমাকে অনুমতি দান করুন আমি আপনার কিছু প্রশংসা করি (যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসাও ইবাদত, তাই)। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ বলুন, আল্লাহ্ পাক আপনার রসনাকে রক্ষা করুন।

কবিতা ঃ

من قبلها طبت فى الظلال وفى
مستودع حيث يخصف الورق
ثم هبطت البلاد لا بشر
انت ولا مضغة ولا علق
بل نطفة تركب السفين وقد
الجم نسرا واهله الغرق
تنقل من صالب الى رحم
اذا مضى عالم بدا طبق
وردت نار الخليل مكتتما
فى صلبه انت كيف يحترق
حتى احتوى بيتك المهيمن من
خندف علياء تحتها النطق
انت لما ولدت اشرقت
الارض وضاءت بنورك الافق
فنحن فى ذالك الضياء وفى النور
سبل الرشاد نخترق

অর্থাৎ, পৃথিবীর বুকে আবির্ভাবের পূর্বে আপনি বেহেশতের ছায়ায় ছিলেন অত্যন্ত খোশহাল অবস্থায় আর সেই আমানতের স্থানে যেখানে

www.pathagar.com

বেহেশ্‌তের বৃক্ষের পাতাগুলো জড়ানো হতো (অর্থাৎ, আপনি ছিলেন আদম আলায়হিস সালামের পৃষ্ঠে যখন তিনি পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে জান্নাতের ছায়ায় ছিলেন তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও সেখানে ছিলেন ; আর আমানতের স্থানের ব্যাখ্যাও এখানে পৃষ্ঠ, যেমন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো মুস্তাওদাউন। আর বৃক্ষপত্র জড়ানোর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই ঘটনার দিকে যে, আদম আলায়হিস সালাম নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করলে জান্নাতী পোশাক আপনা-আপনি চলে যায়, তখন তিনি বৃক্ষপত্রগুলো একত্রিত করে শরীরে জড়িয়েছিলেন অর্থাৎ তখনও তিনি মুস্তাওদাওয়ে ছিলেন)। অতঃপর তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তখন তিনি পূর্ণ মানুষও ছিলেন না, মাংসপিণ্ডও ছিলেন না, জমাট রক্তও ছিলেন না। এই অবস্থাটা অপূর্ণ দেহ তৈরী হওয়ার নিকটতম অবস্থা। আর হযরত আদম আলায়হিস সালামের অবতরণের সময় পূর্ণ দেহ যে ছিলেন না, তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, আর পৃথিবীতে অবতরণও আদম আলায়হিস সালামের মাধ্যমে হয়েছিল। যা হোক, তিনি তখন পূর্ণ মানুষও ছিলেন না, জমাট রক্তও ছিলেন না, মাংসপিণ্ডও ছিলেন না। বরং পূর্বপুরুষের পৃষ্ঠে শুক্রজাত বস্তু ছিলেন আর সেই বস্তু যখন নূহ আলায়হিস সালামের তরীতে আরোহণ করলো তখন অবস্থা এমন ছিল যে, নসর নামক মূর্তি এবং তাঁর অনু-সারীরা প্রলয়ংকরী বন্যার শিকার হয়ে ধ্বসস্তূপে পরিণত হচ্ছিল ; অর্থাৎ হে রসূলুল্লাহ্। তোমার উসিলায়ই নূহ আলায়হিস সালামের তরী রক্ষা পেয়েছিল। মাওলানা জামী তাঁর এক কবিতায়ও এই কথাটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ যদি তুমি হে রসূলুল্লাহ্ নূহের তরীর আরোহী না হতে তবে কি করে সেই তরী জুদি পাহাড়ে পৌঁছত এবং রক্ষা পেত ? আর সেই শুক্র একের পরে এক পৃষ্ঠ থেকে স্বস্থান পরিবর্তন করতে লাগলো এবং সম্মুখে অগ্রসর হলো এবং হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের পৃষ্ঠেও উপনীত হয়ে নমরূদের অগ্নি থেকে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের রক্ষা পাওয়ার কারণ হলো, কেননা যখন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের পৃষ্ঠে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রয়েছেন, তখন অগ্নি তাকে কিভাবে স্পর্শ করতে পারে ? আর এভাবে তিনি পরপর স্থান বদল করে খন্দফ-এর বংশে এসে উপস্থিত হন।

www.pathagar.com

খন্দফ খেতাব হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দূর সম্পর্কীয় পিতামহ মুদরিকা ইবনে ইলিয়াসের মাতার, যাঁর বংশধরদের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বংশের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর।

আর যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তখন যমীন আলোকিত হয়, তাঁর নূরে সমগ্র বিশ্ব জ্যোতির্ময় হয়, তাই আমরা সেই নূরের আলোতেই হিদায়েতের পথ অতিক্রম করি।

কবিতা ঃ

وكل اى اتى الرسل الكرام بها
فانما اتصلت من نوره بهم
فانه شمس فضل هم كواكبها
ويظهرن انوارها للناس فى ظلم
يا رب صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم

অর্থাৎ, আর যত মু'জিযা, যত অলৌকিক ঘটনা অনান্য রসূলের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, তা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নূরের বরকতে হয়েছে। কেননা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হলেন নুবূওয়তের আকাশের সূর্য, সকল গুণ, যাবতীয় মাহাত্ম্যের অধিকারী সূর্য, আর অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম আলায়হিস সালাম হলেন সেই সূর্যের চারপার্শ্বে নক্ষত্ররাজি।

হে পরোয়ারদিগার! চিরদিন দরূদ ও সালাম নাযিল কর তোমার প্রিয় নবীর প্রতি, যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট প্রিয় নবী (সঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার বিবরণ

প্রথম বিবরণ

হাকেম বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আদম আলায়হিস সালাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নাম মুবারক আরশের উপর লিপিবদ্ধ দেখেছেন। আর আল্লাহ্ পাক আদম আলায়হিস সালামকে ইরশাদ করেছেন ঃ যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর সৃষ্টির ইচ্ছা না হতো তবে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

ফায়দা ঃ এতদ্বারা হযরত আদম আলায়হিস সালামের নিকট হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ফযিলত প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় বিবরণ

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন আদম আলায়হিস সালামের দ্বারা ভুল হয়ে গেল, তখন তিনি আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে আরয করলেন—হে পরোয়ারদিগার। আপনার নিকট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উসিলায় দরখাস্ত করছি যে, আমাকে মাফ করুন। তখন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন ঃ "হে আদম! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিচয় কিভাবে লাভ করলে? অথচ আমি এখনও তাঁকে সৃষ্টি করিনি।" আদম আলায়হিস সালাম আরয করলেন ঃ হে পরোয়ারদিগার! আমি এভাবে তাঁর পরিচয় পেয়েছি যে, যখন আমাকে আপনি স্বহস্তে সৃষ্টি করলেন, আর আমার মাঝে আত্মা দান করলেন তখন আমি মহান আরশের খুঁটির উপর লিপিবদ্ধ দেখলাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, আপনি নিজের পবিত্র নামের সাথে এমন এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি আপনার নিকট সমগ্র সৃষ্টিজগতের মাঝে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হবেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—তুমি সত্যবাদী, সত্যই সে আমার নিকট সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়। আর যখন তুমি আমার নিকট তাঁর উসিলায় দরখাস্ত করেছ, তাই আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

বায়হাকী এই হাদীসখানি রিওয়ায়িত করেছেন আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলামের বিবরণ থেকে। আর বলেছেন, এর সঙ্গে আবদুর রহমান একা রয়েছেন, আর হাকেমও এই রিওয়ায়িত করেছেন এবং এই বিবরণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিবরানীও এর উল্লেখ করেছেন। তবে তাতে একটি বাক্য বেশী আছে যে, (আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন) তিনি তোমার সন্তানদের মধ্যে সমস্ত নবীদের পরে সর্বশেষ নবী।

তৃতীয় বিবরণ

ইবনুল যওজি স্বীয় গ্রন্থ 'সালাতুল আহযান'-এ লিখেছেন যে, আদম আলায়হিস সালাম যখন হযরত হাওয়া আলায়হাস সালামের নৈকট্য কামনা করলেন তখন তিনি মোহর দাবী করলেন। আদম আলায়হিস সালাম তখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই বলে দোয়া করলেন--হে পরোয়ারদিগার আমি তাকে মোহর হিসাবে কি বস্তু প্রদান করব? ইরশাদ হলো, হে আদম! আমার হাবীব মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বিশ বার দরূদ পেশ কর। আদম আলায়হিস সালাম তাই করলেন।

চতুর্থ বিবরণ

আহমদ, বাজ্জাজ, তিবরানী এবং হাকেম ও বায়হাকী ইরবাজ ইবনে সারিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আমি আমার পিতামহ হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের দোয়া এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের খোশ-খবরী।

ফায়দা ঃ এতে পবিত্র কুরআনের দু'টি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথমত,

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ٥ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ -

দ্বিতীয়ত,

يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ -

প্রথম আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ)-এর দোয়া এই যে, আমাদের বংশধরদের মধ্যে তোমার অনুগত একটি দল সৃষ্টি করো, আর এই দলে এমন একজন পয়গম্বর প্রেরণ কর, যার এই গুণাবলী হবে। এতদ্বারা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, তিনি ভিন্ন এমন কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি, যিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-ও ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর।

আর দ্বিতীয় আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ আমি সুসংবাদ প্রদান করি এমন একজন রসূলের, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম আহমদ হবে।

পঞ্চম বিবরণ

মিশকাতে বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনিল 'আস থেকে এই বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যে, তাওরাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই গুণ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, "হে পয়গম্বর, আমি আপনাকে উম্মতের অবস্থার সাক্ষী হিসেবে এবং সু-সংবাদদাতা হিসাবে, ভয় প্রদর্শনকারীরূপে এবং উম্মী দলের আশ্রয়স্থল-স্বরূপ প্রেরণ করেছি ('উম্মী দল' শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীয়া উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

করা হয়েছে, যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমরা একটি উম্মী জামা'আত)। আপনি আমার বান্দা এবং পয়গম্বর, আমি আপনার নামকরণ করেছি মুতাওয়াক্কিল, আপনি মন্দ স্বভাবের লোক নন, আপনি কড়া মেযাজের লোক নন। আপনি হাট বাজারে চিৎকার করে ফিরেন না। আপনি মন্দের বদলা মন্দ কাজ দ্বারা দেন না বরং মাফ করে দেন। আল্লাহ্ পাক সে পর্যন্ত আপনাকে মৃত্যুবরণ করাবেন না, যে পর্যন্ত কুফরকে ঈমানের দ্বারা পরিবর্তন না করেন এভাবে যে মানুষ কলেমা পড়তে লাগবে আর সেই কলেমার বরকতে অন্ধ চক্ষুগুলো দেখতে লাগবে, বন্ধ কর্ণগুলো শ্রবণ করতে লাগবে এবং রুদ্ধ অন্তরগুলো উন্মুক্ত হবে (অর্থাৎ, যে পর্যন্ত না সত্য ধর্ম পরিপূর্ণভাবে প্রচার এবং প্রসার লাভ করবে সে পর্যন্ত আপনার মৃত্যু হবে না)।"

ষষ্ঠ বিবরণ

মিশকাত শরীফে মাসাবিহ্ এবং দারমী থেকে হযরত কা'বের যে বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে তাওরাতের উদ্ধৃতি রয়েছে। আর তাতে লেখা রয়েছে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমার বান্দা এবং পছন্দনীয় বান্দা। তিনি মন্দ ব্যবহারের প্রতিশোধ মন্দ ব্যবহার দ্বারা গ্রহণ করেন না বরং ক্ষমা প্রদর্শন করেন। মক্কা তাঁর জন্মস্থান। মদীনা শরীফ তাঁর হিজরতের স্থান। আর তাঁর ক্ষমতার কেন্দ্র হলো সিরিয়া।

ফায়দা ঃ যেমন খুলাফায়ে রাশেদীনের পরে সিরিয়াই ছিল মুসলমান-দের রাজধানী আর সেখান থেকে ইসলামের প্রচার হয়েছে ব্যাপকভাবে।

সপ্তম বিবরণ

মিশকাত শরীফে তিরমিযী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাওরাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর পাশাপাশি একথাও রয়েছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম তাঁরই পার্শ্বে সমাধিস্থ হবেন।

ফায়দা ঃ সর্বশেষ উল্লিখিত এই তিনটি বিবরণের বর্ণনাকারিগণ সাবেক আসমানী গ্রন্থসমূহের অভিজ্ঞ আলিম ছিলেন। প্রথম এবং শেষ হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী আর মধ্যম বিবরণের বর্ণনাকারী তাবেঈ। আর পবিত্র কুরআনের কোন কোন আয়াতও এই বিবরণসমূহের অর্থ

www.pathagar.com

বহন করে। যেমন, দুটি আয়াতের অর্থ এই অধ্যায়ের চতুর্থ বিবরণীর ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে। আর তিনটি আয়াত আরও উল্লিখিত হচ্ছে। তৃতীয় আয়াত সূরায়ে 'আরাফে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন : "এমন সব লোক যারা অনুসরণ করে উম্মী নবীর, যাদের উল্লেখ তাওরাত-ইঞ্জিলে এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তারা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, উত্তম বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল ঘোষণা করবে আর মন্দ বস্তুসমূহকে হারাম জানবে। আর যে সব হুকুম অত্যন্ত কঠিন সেগুলোকে মূলতবী করবে।

চতুর্থ আয়াত সূরায়ে ফাতহে সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্ পাকের রসূল আর তাঁর সাথে যারা রয়েছে তারা এমন গুণে গুণান্বিত আর তাদের গুণাবলী ইঞ্জিল ও তাওরাতে এভাবে স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম আয়াত সূরায়ে বাকারায় আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন : "আল্লাহ্ পাক যখন আহলে কিতাবের নিকট তাদের অর্জিত জ্ঞানের সত্যতা বর্ণনাকারী কিতাব প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ কুরআনে করীম নাযিল হয়েছে আর তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে কাফিরদের মুকাবিলায় বিজয় লাভের জন্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উসিলায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করত অথবা এই আহলে কিতাবগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের খবর তাদের নিকট প্রকাশ করতো। অতএব, তাদের নিকট পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার এবং যাঁর প্রতি পবিত্র কুরআন নাযিল হবে, তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা তাঁর সত্যতা অস্বীকার করে বসলো।

ফায়দা : তাদের এই পরিচিতি লাভ হয়েছে সাবেক আসমানী গ্রন্থ-সমূহ থেকে। অতএব, সাবেক আসমানী গ্রন্থসমূহে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উল্লেখ রয়েছে। তাদের এই পরিচিতির কথা পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় এভাবে ইরশাদ হয়েছে :

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ -

www.pathagar.com

"আহলে কিতাবদের সন্তানদেরকে যেভাবে তারা জানে, এমনিভাবে তারা শেষ নবী (সঃ) সম্পর্কেও জানে।"

কবিতা ঃ

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِىْ خَلْقٍ وَّخُلُقٍ
وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِىْ عِلْمٍ وَّلَا كَرَمٍ

وكلهم من رسول الله ملتمس
غرفا من البحر اورشفا من الديم
وواقفون لديه عند حدهم
من نقطة العلم اومن شكلت الحكم
مولاى صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم -

অর্থাৎ, পিয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সুন্দরতম আকৃতি এবং প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। উভয় দিক থেকে তিনি সকল নবীর মাঝে সর্বোচ্চ মরতবার অধিকারী ছিলেন। আর তাঁরা জ্ঞান এবং মর্যাদার দিক থেকে তাঁর নিকটবর্তী হতে পারেন নি। সকল নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে অন্বেষণকারী, তাঁদের অবস্থা এমন যেন তাঁর মারিফতের মহাসমুদ্র থেকে সামান্য পরিমাণ পানীয় গ্রহণকারী। আর তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজ নিজ নির্দিষ্ট মাকামে দণ্ডায়মান। তাঁদের অবস্থা তাঁর জ্ঞানের অনুপাতে একটি কিতাবের মধ্যে ক্ষুদ্রতম নোক্তার সমান অথবা একটি জবরের সমান। হে পরোয়ারদিগার! সর্বদা দরূদ ও সালাম পেশ কর তোমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচ্চ বংশের বিবরণ

প্রথম বিবরণ

মিশকাত শরীফে তিরমিযী শরীফের সূত্র থেকে হযরত 'আব্বাস (রাঃ)-এর বিবরণ সংকলিত হয়েছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) 'আবদুল্লাহ্‌র পুত্র 'আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। আল্লাহ্ পাক সমগ্র সৃষ্টি-জগতের মাঝে আমাকে সর্বোত্তম হিসাবে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ মানবরূপে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—-আরব ও আজম। আমাকে উত্তম ভাগ অর্থাৎ আরবের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, আর আরবের মধ্যে কয়েকটি গোত্র রয়েছে, আমাকে উত্তম গোত্র অর্থাৎ কুরায়শ গোত্রে সৃষ্টি করেছেন। আর কুরায়শদের মধ্যেও কয়েকটি বংশ সৃষ্টি করেছেন, আমাকে সর্বোত্তম বংশ বনি হাশিম বংশে সৃষ্টি করেছেন। আমি ব্যক্তিগত-ভাবে উত্তম আর বংশের দিক থেকেও আমি সর্বোত্তম।

দ্বিতীয় বিবরণ

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি বিবাহের মাধ্যমেই জন্ম লাভ করেছি, ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। হযরত আদম থেকে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত বর্বরতার যুগের কোন ব্যভিচারের ঘটনা ঘটেনি (অর্থাৎ আমার বংশ সম্পূর্ণ পবিত্র রয়েছে। তিবরানী আবূ নাঈম, ইবনে আসাকের আর মাওয়াহিবেও এমনি বিবরণ রয়েছে)।

তৃতীয় বিবরণ

এই বিবরণটি উপস্থাপিত করেছেন আবূ নাঈম ; হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন নারী পুরুষ অবৈধভাবে

www.pathagar.com

মেলামেশা করেনি অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর বংশকে সর্বদা পবিত্র রেখেছেন। পূর্ব পুরুষকে সর্বদা মন্দ ও ঘৃণ্য কাজ থেকে পবিত্র রেখেছেন। আর যখন বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে যেমন আরব-অনারব, কুরায়শ এবং অকুরায়শ। এমন অবস্থায় আমাকে আল্লাহ্ পাক উত্তম গোত্রে রেখেছেন।

চতুর্থ বিবরণ

দালায়েলে আবূ নাঈমে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিবরণ স্থান পেয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রিয় নবী (সঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আর প্রিয় নবী (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর কথা বর্ণনা করেছেন ঃ আমি সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছি, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তম কোন মানুষ দেখিনি। আর বনি হাশিমের চেয়ে উত্তম কোন গোত্রও দেখিনি, তিবরানীও অনুরূপ বিবরণ পেশ করেছেন। শেখুল ইসলাম হাফেজ ইবনে হাজর বর্ণনা করেন ঃ এই হাদীসের সত্যতা প্রমাণিত। এমন বিবরণ স্থান পেয়েছে মাওয়াহিবেও। হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর এই কথার যেন যথার্থ অনুবাদ করা হয়েছে ঃ

آفاقها گر دیده ام مهر بتان ورزیده ام
بسیار خوبان دیده ام لیکن تو چیزے دیگری

অর্থাৎ, সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছি, অনেক সুন্দরীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, কিন্তু তবুও বলব তুমি অন্যান্য সাধারণ, তুমি অদ্বিতীয়।

পঞ্চম বিবরণ

মিশকাত শরীফে মুসলিম শরীফ থেকে ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা'র বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ পাক ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের থেকে কেনানাকে নির্বাচন করেছেন, আর কেনানা থেকে কুরায়শকে নির্বাচন করেছেন, আর কুরায়শ থেকে বনি হাশিমকে এবং বনি হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন। আর তিরমিযী শরীফের বিবরণে রয়েছে ঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের থেকে ইসমাঈল (আঃ)-কে নির্বাচন করেছেন।

www.pathagar.com

أكرم به نسبا طابت عناصره

أصلا وفرعا وقد سادت به البشر

مطهر من سفاح الجاهلية لا

يشوبه قط لا نقص ولا كدر

يا رب صل وسلم دائما أبدا

على حبيبك من زانت به العصر

১. তাঁর বংশ কত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, বস্তুত, তাঁর দ্বারা মানব জাতি সম্মানিত হয়েছে।

২. মূর্খতার যুগের যাবতীয় কালিমা থেকে তাঁর বংশ পবিত্র রয়েছে, তাঁকে কোন দোষ স্পর্শ করেনি।

৩. হে পরোয়ারদিগার! তোমার পিয়ারা হাবীবের প্রতি সর্বদা দরূদ ও সালাম নাযিল কর, যাঁর দ্বারা যুগ যুগ ধরে মানবতার মান উন্নীত হয়েছে, বিভিন্ন যুগ সৌন্দর্য এবং গৌরবের অধিকারী হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নূরের নিদর্শনের কথা, যা তাঁর পিতা ও অন্যান্য পূর্বপুরুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে

প্রথম হাদীস

হাফেজ আবূ সাঈদ নিশাপুরী আবূ বকর ইবনে আবি মরিয়াম থেকে, আর তিনি সাঈদ ইবনে আমর আনসারী থেকে এবং তিনি স্বীয় পিতা থেকে, আর তিনি কা'বুল আহ্বার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নূরে মুবারক আবদুল মুত্তালিবের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়, আর তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তিনি একদিন হাতীমে ঘুমিয়ে পড়েন। যখন তিনি জাগ্রত হলেন তখন দেখলেন চোখে তাঁর সুর্মা ব্যবহৃত হয়েছে এবং মাথায় তৈল ব্যবহৃত হয়েছে এবং অত্যন্ত সুন্দর পোশাক পরিধান করানো হয়েছে। তিনি নিজেকে এই অবস্থায় দেখে হতবাক হলেন এবং কিছুই জানতে সক্ষম হলেন না যে, এ সবকিছু কে করেছে?

তাঁর পিতা কুরায়শদের গণকদের নিকট গমন করলেন এবং সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তখন তারা জবাব দিল, "জেনে রাখ যে, আসমান যমীনের স্রষ্টা এই যুবককে বিয়ে করার হুকুম দিয়েছেন, তাই তিনি সর্বপ্রথম 'কাইলা' নাম্মী এক নারীর পাণি গ্রহণ করলেন। তার মৃত্যুর পর ফাতিমাকে বিয়ে করলেন এবং তিনি অন্তঃসত্বা হলেন আর আবদুল মুত্তালিবের দেহ থেকে কস্তুরীর সুগন্ধ আসতে লাগলো এবং হুযূর (সঃ)-এর নূর তাঁর ললাটে চমকে উঠলো। আর যখন কুরায়শ গোত্র অভাবগ্রস্ত হতো তখন আবদুল মুত্তালিবের হাত ধরে তারা মুছবির পাহাড়ের দিকে গমন করত এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হতো এবং বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করত। আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর নূরের বরকতে রহমতের বৃষ্টি দান করতেন।[১]

১. মাওয়াহিব।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় হাদীস

আবূ নাঈম এবং খারায়েকী ও ইবনে আসাকের হযরত আতার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবদুল মুত্তালিব তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে তাঁর বিবাহের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে একজন য়াহূদী মহিলা গণকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে ইতিপূর্বে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ পাঠ করেছিল। তার নাম ছিল ফাতিমা খাশিয়া। সে আবদুল্লাহ্‌র চেহারায় নূরে নুবূওয়ত দেখতে পেয়ে তাঁকে নিজের দিকে ডাকল; কিন্তু আবদুল্লাহ তার নিকট যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। মাওয়াহিব গ্রন্থেও এই বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

তৃতীয় হাদীস

যখন আবরাহা বাদশা তার বিরাট হস্তিবাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফ ধ্বংস করার জন্য পবিত্র মক্কা নগরীতে আগমন করল তখন আবদুল মুত্তালিব কুরায়শ গোত্রের কয়েকজন লোকসহ মুছবির পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তখন আবদুল্লাহর ললাটে হুযূর (সঃ)-এর নূর মুবারক গোলাকার চক্রের ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। এমনকি তাঁর জ্যোতি বায়তুল্লাহ্ শরীফের উপর বিচ্ছুরিত হলো। আবদুল মুত্তালিব এই নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করে কুরায়শদেরকে বললেনঃ আমরাই বিজয়ী হব। অতঃপর আবরাহার সৈন্যরা আবদুল মুত্তালিবের উষ্ট্রে আবদুল মুত্তালিবের চেহারার নূর দেখতে পেয়ে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়ে আবদুল মুত্তালিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাঁকে নিজের পার্শ্বে উপবেশন করালেন। মোটকথা, হুযূর (সঃ)-এর নূর মুবারকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্ম্য এত অধিকতর ছিল, যে কারণে আবরাহা বাদশা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য হয়।[১]

ما فيه الا همام قد سما عظما

او سيد نحو فعل الخير مبتدر

অর্থাৎ, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে রয়েছেন সকলেই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী বা এমন মহান নেতৃবৃন্দ যাঁরা ছিলেন মানুষের কল্যাণকামী এবং কল্যাণকর কাজের দিকে দ্রুতগামী।

---

১. তারিখে হাবীবে ইলাহ : মওলানা এনায়েত আহমদ।

www.pathagar.com

حتى بدا مشرقا من و الديه و قد
تجملت بعلاه الشمس و القمر

অর্থাৎ, অবশেষে তিনি তাঁর পিতামাতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং সারা বিশ্বকে আলোকময় করে দিলেন, এমনকি তাঁর নূর থেকেই চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত আলো লাভ করলো।

يا رب صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك من زانت به العصر

অর্থাৎ, হে রব! দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বদা তোমার হাবীবের প্রতি।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (সঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন প্রকাশিত বরকতসমূহ

প্রথম হাদীস

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পুণ্যময়ী মাতা হযরত আমিনা বিনতে ওহাব থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন হুযূর (সঃ) তাঁর মাতৃগর্ভে আগমন করলেন তখন তাঁর মাতাকে স্বপ্নে এই সুসংবাদ দান করা হলো যে, তুমি এই উম্মতের দলপতিকে গর্ভধারণ করেছ। যখন তিনি জন্মগ্রহণ করবেন, তখন তুমি পাঠ করবে ঃ

أُعِيْذُهٗ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ -

এবং তার নাম মুহাম্মদ রাখবে।[১]

দ্বিতীয় হাদীস

হুযূর (সঃ)-এর মাতা অন্তঃসত্বা থাকাকালীন এমন একটা নূর বা আলো প্রকাশিত হতো, যদ্দ্বারা সুদূর সিরিয়া ও বসরার ইমারতসমূহ পর্যন্ত তিনি দেখতে পেতেন।[২]

ফায়দা ঃ হুযূর (সঃ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁর মাতা এমনি নূর দেখেছিলেন তবে উপরোল্লেখিত ঘটনা জন্মগ্রহণকালীন ঘটনা থেকে পৃথক।

তৃতীয় হাদীস

হুযূর (সঃ)-এর মাতা আরও বর্ণনা করেন যে, আমি কোন স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থা এত অধিক সহজ ও হালকা দেখিনি, যত হালকা এই সময় ছিল।

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।

২. সীরাতে ইবনে হিশাম।

www.pathagar.com

'সুবুক' অর্থ ভারী ছিল না, আর 'সহল' অর্থ কোন প্রকার কষ্ট অলসতা দুর্বলতা ক্ষুধা না হওয়ার কষ্ট ছিল না। 'শামামা' নামক গ্রন্থে রয়েছে, বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, গর্ভাবস্থায় এই পরিমাণ ওযন হয়েছিল যে মা আমিনা অন্যান্য মহিলার নিকট এ বিষয়ের উল্লেখ করে-ছিলেন। হাফিজ আবূ নাঈম বলেন যে, গর্ভের প্রারম্ভিক অবস্থায় বেশ ওযন হয়েছিল। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলেন, এ ছিল মাহাত্ম্যের ওযন যেমন ওহী নাযিল হওয়ার সময় ওযন হয়েছিল। এমন ওযন অবশ্য মনের প্রফুল্লতা দূরীভূত করে না। অতঃপর সেই ওযন হালকা হয়ে যায়। গর্ভ ধারণের সময় সাধারণত মাতৃজাতির যে কষ্টদায়ক অবস্থা হয়, হুযূর (সঃ)-এর মাতার অবস্থা তার চেয়ে অনেক সহজ ও আরামদায়ক ছিল।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রিয় নবী (সঃ)-এর জন্মগ্রহণের সময়ের বিভিন্ন ঘটনা

প্রথম হাদীস

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ হযরত আতা ও ইবনে আব্বাসসহ আরও বহু লোক থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযুর (সঃ)-এর মাতা হযরত আমিনা বলেন যে, তার জন্মলগ্নের পর মুহূর্তেই একটা নূর প্রকাশিত হল, যার আলোতে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সবকিছুই আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি যমীনের উপর স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করে এক মুষ্টি মাটি গ্রহণ করলেন এবং মাথা উত্তোলন করে আসমানের দিকে তাকালেন।[1]

ফায়দা ঃ এই নূরের কথা অন্য এক হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঐ নূর দ্বারা হুযুর (সঃ)-এর মাতা সিরিয়ার শাহীমহল পর্যন্ত দেখতে পেয়েছেন। এই ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

ورؤيا امى التى رات

এবং একই হাদীসে হুযুর (সঃ) আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وكذالك امهات الانبياء يرين -

অর্থাৎ, "আম্বিয়াদের মাতাগণও এমনি নূর দেখেছেন।" ইমাম আহমদ, বাজ্জার, তিবরানী, হাকেম, বায়হাকী হযরত ইবরাজ থেকে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হাফীজ ইবনে হাজার বলেছেন যে, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম এই বর্ণনাকে সত্য ও সঠিক বলেছেন। মাওয়াহিবে অনুরূপ বিবরণ রয়েছে।

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত উসমান বিন আবিল আস স্বীয় মাতা ফাতিমা বিন্তে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী (সঃ)-এর জন্মগ্রহণের সময় আমি দেখতে পেলাম যে 'বায়তুল্লাহ' নূরের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল এবং

১. মাওয়াহিব।

www.pathagar.com

তারকারাজি যমীনের এত নিকটবর্তী হয়ে এলো যে, আমার ধারণা হতে লাগল যে, হয়ত আমার উপর এসে পড়বে।[১]

তৃতীয় হাদীস

আবূ নাঈম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে এবং তিনি তাঁর মাতা শেফা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন মা আমিনার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন তখন আমি তাঁকে নিজের কোলে গ্রহণ করলাম। শিশুদের অভ্যাস অনুযায়ী যখন তাঁর মুখ থেকে আওয়াজ প্রকাশিত হলো তখন আমি কোন একজন অদৃশ্য ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনলাম ঃ "হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি আরও বলেন যে, আমি দুনিয়ার প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সবকিছুই জ্যোতির্ময় হয়ে যেতে দেখলাম। এমনকি রোমের বিভিন্ন শাহীমহল পর্যন্ত দেখতে পেলাম। অতঃপর তাঁর মাতা থেকে আমি তাঁকে দুগ্ধ পান করালাম এবং বিছানায় শুইয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আমি একটা অন্ধকারে ডুবে গেলাম এবং আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম এবং মুহাম্মদ (সঃ) আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অতঃপর আমি একজন অদৃশ্য ঘোষককে একথা বলতে শুনলাম যে, কে একজন প্রশ্ন করছে যে, তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো? অন্য একজন জবাব দিচ্ছে যে, প্রাচ্যে। শেফা বলেন, এই ঘটনা সর্বদাই আমাকে প্রভাবিত করে রাখলো। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁকে নুবূওয়ত দান করলেন এবং তিনি ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলেন।[২]

ফায়দা ঃ উপরের বর্ণনায় প্রাচ্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এতে প্রতীচ্যে নিয়ে যাওয়ার কথা অস্বীকার করা হয় না। শামামা গ্রন্থের এক বর্ণনায় প্রতীচ্যের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থ হাদীস

প্রিয় নবী (সঃ)-এর জন্মলগ্নের অলৌকিক ঘটনাসমূহের মধ্যে এই ঘটনাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় ইরানের শাহীমহল কেঁপে উঠেছিল। চৌদ্দটি পাথর সেই শাহীমহল থেকে খসে পড়েছিল, তবরীয়া হ্রদ হঠাৎ

---

১. বায়হাকী, মাওয়াহিব।

২. মাওয়াহিব।

www.pathagar.com

শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, পারস্যের এক হাজার বছরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নিভে গিয়েছিল। ইমাম বায়হাকী, আবূ নাঈম, খারায়েতী 'হাওয়াতিফ' নামক গ্রন্থে এই সব ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ফায়দা : এ সমস্ত ঘটনা ইরান ও সিরিয়ার তৎকালীন রাজত্বের ধ্বংসের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

পঞ্চম হাদীস

'সীরাতে ওয়াকিদী' থেকে 'ফতহুল বারী' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুযূর (সঃ) জন্মগ্রহণের সময়ই কথা বলেছেন।[১]

মহানবী (সঃ)-এর জন্মগ্রহণ সম্পর্কে আহলে কিতাবদের ভবিষ্যদ্বাণী

ষষ্ঠ হাদীস

ইমাম বায়হাকী ও আবূ নাঈম হযরত হাসান বিন সাবিত থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি তখন সাত-আট বছরের বালক, আমার বোধশক্তি হয়েছে। একদিন সকালে একজন য়াহূদী হঠাৎ চিৎকার করে অন্য য়াহূদিগণকে ডাকতে আরম্ভ করল। তার চিৎকার শ্রবণে সকলে একত্রিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল : তোমার কি হয়েছে ? এমনিভাবে চিৎকার করছ কেন ? হযরত হাসান (রাঃ) বলেন : আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং তাদের কথা শ্রবণ করছিলাম। সেই য়াহূদী জবাব দিল যে, আহ্‌মদ (সঃ)-এর সেই তারকা আজ সকালে (যখন তাঁর জন্মগ্রহণের নির্দিষ্ট মুহূর্ত ছিল) উদিত হয়ে গেছে।[২]

সীরাতে ইবনে হিশামে একথা উল্লেখ রয়েছে যে, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন ইসহাক সাঈদ বিন্ আবদুর রহমান বিন্ হাসসান বিন্ সাবিতকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হুযূর (সঃ) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় তশরিফ আনেন, তখন হাসসান বিন সাবিতের বয়স কত ছিল? তিনি বললেন : ষাট বছর। আর হুযূর (সঃ) ৫৩ বছর বয়সে হিজরত করে মদীনায় তশরিফ আনেন। তাই এই হিসাব মুতাবিক দেখা যায় হাসসান

১. মাওয়াহিব।
২. ঐ

www.pathagar.com

বিন সাবিত হুযূর (সঃ) থেকে বয়সে সাত বছর বড়। কাজেই তিনি ঐ য়াহূদীর কথা সাত বছর বয়সের সময় শ্রবণ করেছিলেন।

সপ্তম হাদীস

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ যে রাতে প্রিয় নবী (সঃ) জন্মগ্রহণ করলেন, সেই রাতে একজন য়াহূদী মক্কার দিকে আগমন করছিল। সে কুরায়শদেরকে সম্বোধন করে বললঃ হে কুরায়শ সকল! আজ রাতে তোমাদের মধ্যে কি কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? তারা জবাব দিলঃ আমরা জানি না। তখন সেই য়াহূদী বললঃ অনুসন্ধান কর। কেননা, আজ রাতে এই উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন, যার দুই কাঁধের মাঝখানে একটা চিহ্ন রয়েছে (যাকে মুহ্‌রে নুবূওয়ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে)। অতঃপর কুরায়শরা অনুসন্ধান করার পর জানতে পারল যে, আবদুল্লাহ্‌ বিন মুত্তালিবের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই য়াহূদী হুযূরের মাতা আমিনার খিদমতে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি হুযূর (সঃ)-কে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। সেই য়াহূদী হুযূরের সেই চিহ্ন দর্শন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর বললঃ "আজ থেকে নুবূওয়ত বনি ইসরাইলদের থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। হে কুরায়শগণ! শুনে রাখ, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, এই শিশু (মুহাম্মদ) তোমাদের উপর এমন বিজয় লাভ করবে, যার সংবাদ দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত থেকে প্রচারিত হবে। ইয়াকুব বিন সুফিয়ান নির্ভরযোগ্য সূত্রেই এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[১] হুযূর (সঃ)-এর জন্মগ্রহণের সময়ই আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশিত হয়েছে। হে মানব জাতি! তাঁর সৌন্দর্যময় জন্মগ্রহণ ও তিরোধানের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

কবি বলেছেনঃ

يَوْمًا تَفَرَّسَ فِيهِ الْفُرْسُ اَنَّهُمْ

قَدْ اُنْذِرُوا بِحُلُولِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَمِ

১. ফতহুল বারী, মাওয়াহিব।

www.pathagar.com

অর্থাৎ, এমন এক বরকতময় দিনে হুযূর (সঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন, যেদিন পারস্যবাসী বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে এবং তারা জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার কারণে একথা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। কেননা, মহানবী হুযুর (সঃ)-এর জন্মগ্রহণের কারণে তাদের রাজত্ব ধ্বংস করে দেওয়ার এবং বিভিন্ন বিপদাপদের সময় অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে পড়ে।

وَبَاتَ اِيْوَانُ كِسْرٰى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ

كَشَمْلِ اَصْحَابِ كِسْرٰى غَيْرَ مُلْتَئِمِ

অর্থাৎ, এবং নওশেরওয়া বাদশার শাহীমহল হুযূর (সঃ)-এর জন্ম-গ্রহণের সময় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়েছে আর পারস্যের সেনাবাহিনীর অবস্থা অনুরূপই হয়েছিল। অতঃপর তারা আর কখনও সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগই পায়নি।

وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ مِنْ اَسَفٍ

عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِى الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ

অর্থাৎ, অগ্নিপূজক পারস্যবাসীর হাজার বছরের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড আক্ষেপের কারণেই নিভে গেল এবং ফোরাত নদী এমন আত্মহারা হলো যে, দীর্ঘ দীনের প্রবাহ গতি বন্ধ হয়ে হঠাৎ শুষ্ক হয়ে গেল।

وَسَاءَ سَاوَةَ اَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا

وَرُدَّ وَارِدُهَا حِيْنَ ظَمِىْ

অর্থাৎ, ফোরাতের পার্শ্ববর্তী 'সাদাহ' এলাকার লোকেরা এ কারণে অত্যন্ত চিন্তিত হলো যে, তাদের নদী শুষ্ক হয়ে গেছে, তাই কোন তৃষ্ণার্ত লোক তার তীরে পানি পান করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

www.pathagar.com

كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ

حُزْنًا وَبِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ ضَرَمِ

অর্থাৎ, এমন মনে হচ্ছে যে, অগ্নি যেন পানিতে আর পানি যেন অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ

وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مَعْنًى وَمِنْ كَلِمِ

অর্থাৎ, জ্বীন জাতিও মহানবী (সঃ)-এর শুভাগমনের জয়গানে এবং তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁর নূরে সকলেই আলোকিত এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয়েরই সত্য প্রকাশিত।

عَمُوْا وَصَمُّوْا فَاِعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ

تُسْمَعْ وَبَارِقَةُ الْاَنْذَارِ لَمْ تُشَمِ

অর্থাৎ, অবিশ্বাসিগণ অন্ধ ও বধির হয়ে গেল, তাই তারা সুসংবাদও শ্রবণ করল না, ভীতি-প্রদর্শনের প্রতিও কর্ণপাত করল না।

مِنْ بَعْدِ مَا اَخْبَرَ الْاَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ

بِاَنَّ دِيْنَهُمُ الْمُعْوَجَّ لَمْ يَقُمِ

অর্থাৎ, আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাদের গণকরা তাদের জাতিসমূহকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়ার পরেই তারা সত্য গ্রহণে অস্বীকার

www.pathagar.com

করল যে, অচিরেই তাদের অগ্নি নিভে যাবে, তাঁদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَبَعْدَ مَا عَايَنُوْا فِي الْأُفُقِ مِنْ شُهُبٍ

مُنْقَضَّةٍ وَّفْقَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَنَمٍ

অর্থাৎ, এবং আসমানের প্রান্তে ফেরেশতাগণ কর্তৃক (জ্বীন) শয়তানের প্রতি অগ্নিবর্ষা নিক্ষিপ্ত হতে দেখার পরও তারা সৎপথ গ্রহণ করা থেকে বিরত রইল ও অন্ধ এবং বধির হয়ে গেল।

يا رب صل وسلم دائما ابدا ٥ على حبيبك خير الخلق كلهم

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর জন্মগ্রহণের দিন, মাস, বছর ও স্থান সম্পর্কে আলোচনা

জন্মগ্রহণের দিন ও তারিখ

হুযূর (সঃ) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছেন, এ সম্পর্কে সকলেই একমত কিন্তু তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন রবিউল আউয়ালের আট তারিখ, কেউ বলেছেন এই মাসের বার তারিখ।[১]

মাস

এ সম্পর্কেও সকলেই একমত যে, হুযূর (সঃ)-এর জন্মগ্রহণের মাস ছিল রবিউল আউয়াল।

বছর

এখানেও সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, 'আমে-ফীল' অর্থাৎ যে বছর আবরাহা বাদশাহ তার বিশাল হস্তীবাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফের উপর আক্রমণ করেছিল, সে বছরই মহানবী (সঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। 'সুহায়লির' বর্ণনানুযায়ী এই ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর এবং 'দিময়াতীর' বর্ণনানুযায়ী পঞ্চান্ন দিন পর হুযুর (সঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন।[২]

সময়

কেউ বলেছেন রাত্রে, কেউ বলেছেন দিনে। এ দু'টি রায় আল্লামা 'যারকাশী' উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন সোব্হে সাদিকের সময় হুযুর (সঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন।[৩]

---

১. শামামা

২. ঐ

৩. ঐ

www.pathagar.com

স্থান

প্রিয় নবী হযূর (সঃ)-এর জন্মস্থান মক্কাতুল মুকাররমা।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

অর্থাৎ, হে রব! দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক সর্বদা তোমার প্রিয় হাবীবের প্রতি।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

হুযূর (সঃ)-এর শৈশবকালের বিভিন্ন ঘটনা

প্রথম হাদীস

ইবনে শায়েখ 'খাসায়েস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হুযূর (সঃ)-এর দোলনা ফেরেশ্তাগণ দোলা দিতেন।[১]

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম বায়হাকী ও ইবনে আসাকীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত হালিমা (রাঃ) বলতেন যে, যখন তিনি হুযূর (সঃ)-কে দুগ্ধ পান বন্ধ করে দিলেন তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই কথা হুযূরের জবান মুবারক দিয়ে প্রকাশিত হতে শ্রবণ করলেনঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا -

আর যখন তিনি একটু বড় হলেন তখন বাড়ীর বাইরে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং অন্যান্য ছেলেদের খেলা দেখতেন কিন্তু তিনি কোনদিন খেলা-ধুলায় অংশগ্রহণ করতেন না।[২]

তৃতীয় হাদীস

ইবনে সাদ, আবূ নাঈম এবং ইবনে আসাকীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত হালিমা হুযূর (সঃ)-কে সর্বদা নিজের কাছাকাছিই রাখতেন, দূরে কোথাও যেতে দিতেন না। একদিন তাঁর অজান্তে হুযূর (সঃ) তাঁর দুধভগ্নি শীমার সঙ্গে দ্বিপ্রহরের সময় বক্‌রী চরাতে মাঠের দিকে তশরিফ নিয়ে গেলেন। হযরত হালিমা হুযূরের খোঁজে বের হলেন। খুঁজতে খুঁজতে যখন শীমার সঙ্গে হুযূর (সঃ)-কে দেখতে পেলেন

---

১. মাওয়াহিব।
২. ঐ

www.pathagar.com

তখন তিনি তাকে বললেনঃ এত গরমের মধ্যে তাঁকে কেন এনেছ ? শীমা জবাব দিল, আম্মা! আমার এই ভ্রাতার কোন প্রকার গরমই লাগে না; কারণ, একটা মেঘের টুকরা তার মাথার উপরে সর্বদাই ছায়াপাত করছিল। যখন তিনি কোথাও অপেক্ষা করতেন, সেই মেঘমালাও স্থির অপেক্ষা করত এবং পুনরায় যখন তিনি চলতেন ঐ মেঘমালাও সঙ্গে সঙ্গে চলত! এমনিভাবেই আমরা এ পর্যন্ত পেঁ ছিলাম।[১]

চতুর্থ হাদীস

হযরত হালিমা সাদিয়া থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, সাদ গোত্রের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমি তায়েফ থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের অনু-সন্ধানে পবিত্র মক্কা নগরীতে আগমন করলাম (এই গোত্রের স্ত্রীলোকদের এটা পেশা ছিল)। ঐ বছর দেশে খুব অভাব ছিল। আমার কোলে একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল কিন্তু আমার স্তনে এই পরিমাণ দুগ্ধ ছিল না, যা আমার ঐ ছেলের জন্য যথেষ্ট। সারা রাত তার চিৎকারের কারণে আমাদের নিদ্রায় দারুণ অসুবিধা হতো এবং আমাদের উষ্ট্রের স্তনেও তখন দুধ ছিল না। এই সফরে আমি একটা গাধার উপর আরোহণ করেছিলাম, যা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে সঠিকভাবে চলতে অক্ষম ছিল। সফরের সাথিগণ এতে খুব বিরক্ত বোধ করছিল। আমরা মক্কা শরীফে পেঁছার পর যে স্ত্রীলোকই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে দেখত এবং একথা শ্রবণ করত যে তিনি ইয়াতীম তখন কেউ তাকে গ্রহণ করত না। কেননা, এক্ষেত্রে অধিক সম্মানী লাভের কোন আশা ছিল না আর এদিকে হালিমার স্তনে দুগ্ধ অল্প থাকায় সেও কোন ধনবান লোকের সন্তান লাভ করতে সক্ষম হলো না। হযরত হালিমা বলেনঃ আমি আমার স্বামীকে বললাম যে, একেবারে শূন্যহাতে ফিরে যাওয়া তো ভাল মনে হয় না। তাই আমি এই ইয়াতীম শিশুটিই গ্রহণ করি। হালিমার স্বামী বললেনঃ হয়ত আল্লাহ্ পাক এতেই বরকত দান করবেন। মোটকথা, আমি ইয়াতীম মুহাম্মদ (সঃ)-কেই নিয়ে এলাম।

হযরত হালিমা বর্ণনা করেনঃ আমি মুহাম্মদ (সঃ)-কে নিয়ে আমাদের শিবিরে আগমন করলাম এবং কোলে নিয়ে দুগ্ধ পান করাতে আরম্ভ

---

১. মাওয়াহিব।

www.pathagar.com

করলাম। তখন আমার স্তনে এত অধিক পরিমাণ দুগ্ধ এলো যে, তিনি এবং তার 'দুধভাই' অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুগ্ধ পান করলেন ও ঘুমিয়ে পড়লেন এবং আমার স্বামী পূর্বের সেই দুগ্ধশূন্য উষ্ট্রীর নিকট এসে দেখলেন তার স্তনও দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তিনি উষ্ট্রীর দুগ্ধ দোহন করলেন। আমরা সকলে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে তা পান করলাম এবং তৃপ্তি ও শান্তির নিদ্রায় রাত্রি যাপন করলাম। অথচ এর পূর্বে রাত্রিতে নিদ্রা যাপন আমাদের ভাগ্যে ছিল না। এ সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আমার স্বামী বলতে লাগলেন, হালিমা! তুমি তো অত্যন্ত মুবারক শিশু লাভ করেছ। হালিমা বললেন ঃ আমারও তাই বিশ্বাস। অতঃপর আমরা মক্কা নগরী থেকে আমাদের সফর আরম্ভ করলাম। আমি যখন মুহাম্মদ (সঃ)-কে কোলে নিয়ে সেই দুর্বল গাধার উপর আরোহণ করলাম তখন সেই গাধা এত দ্রুতগতিতে চলতে আরম্ভ করল যে, অন্য কোন সওয়ারী তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হলো না। হালিমা বলেন ঃ আমার সঙ্গী স্ত্রীলোকগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে আরম্ভ করল, হালিমা! একটু মন্থর গতিতে অগ্রসর হও, এটা তো সেই গাধাই, যার উপর আরোহণ করে তুমি এসেছিলে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তখন তারা বলল ঃ নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য রয়েছে।

অতঃপর আমাদের সফর শেষ হলো। আমরা বাড়ী পৌঁছলাম। তখন দেশে খুব দুর্ভিক্ষ ছিল। বাড়ী ফিরে দেখলাম আমার বকরীগুলোর স্তনও দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে অথচ অন্যান্য লোকদের জীবজন্তুর স্তনে এক ফোঁটা দুগ্ধও ছিল না। আমাদের গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ রাখালদেরকে বলত যে, তোমরাও সেই মাঠে বক্‌রী নিয়ে যাও, যেখানে হালিমার বক্‌রী নিয়ে যায়। কিন্তু এর পরেও অন্যদের বক্‌রী দুগ্ধশূন্য অবস্থায় ফিরে আসত এবং আমাদের বক্‌রী দুগ্ধপূর্ণ হয়ে ফিরে আসত (কেননা, এতে চারণভূমির কোনই অবদান ছিল না, যে কারণে আমার বক্‌রী দুগ্ধপূর্ণ হয়েছে সে তো সকলের অজানা)। মোটকথা, আমরা নিত্য নতুন খায়ের বরকত লাভ করতাম, এমনিভাবেই তাঁর বয়সের দু'বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। আমি তখন তাঁর দুগ্ধপান বন্ধ করে দিলাম। হুযূর (সঃ)-এর দৈহিক গঠন ও আকৃতি অন্যান্য ছেলের আকৃতি থেকে বেশ বড় ছিল। দু'বছর বয়সেই তাঁকে অপেক্ষাকৃত বড় মনে হচ্ছিল। অতঃপর আমরা তাঁকে তাঁর মাতা আমিনার নিকট নিয়ে গেলাম কিন্তু গত দু'বছর যাবত হুযূর (সঃ)-এর

www.pathagar.com

কারণে যে অব্যাহত বরকত আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাচ্ছিল, সেজন্য আমাদের মনের একান্ত বাসনা ছিল যে, তিনি আরও কিছুদিন আমাদের মাঝে অবস্থান করেন। আমাদের এই আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে একটা উপযুক্ত অজুহাত এই ছিল যে, তখন মক্কা শরীফে মহামারীর প্রকোপ ছিল ; তাই আমরা এই মহামারীর অজুহাত তুলে মা আমিনার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে পুনরায় আমাদের সঙ্গে নিয়ে এলাম। অতঃপর কয়েক মাস পরেই হুযুর (সঃ) তার দুগ্ধভ্রাতার সঙ্গে মাঠে গমন করলেন। এমনি সময়ে তাঁর দুগ্ধভ্রাতা দৌড়ে এসে আমাদের নিকট এই সংবাদ দিল যে, আমার কুরায়শ ভাইকে দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত লোক এসে ধরাশায়ী করে তাঁর উদর মুবারক বিদীর্ণ করেছে, আর আমি তাঁকে সে অবস্থায়ই রেখে এসেছি। হালিমা বর্ণনা করেনঃ এ সংবাদ শ্রবণ করে আমরা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত ঘটনাস্থালে পেঁৗছে দেখলাম যে, তিনি দণ্ডায়মান রয়েছেন তবে তাঁর চেহারার বর্ণ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলামঃ বাবা, কি হয়েছিল? তিনি ইরশাদ করলেনঃ সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোক এসে আমাকে ধরাশায়ী করে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে তার অভ্যন্তর থেকে খোঁজ করে কি যেন বের করেছে। হালিমা বলেনঃ একথা শ্রবণ করে আমরা তাকে বাড়ী নিয়ে এলাম। আমার স্বামী আমাকে বললেনঃ হালিমা এই শিশুর প্রতি প্রেতাত্মার আক্রমণ রয়েছে, তাই তার কোন প্রতিক্রিয়া হওয়ার পূর্বেই তাঁকে তাঁর মাতার নিকট পেঁৗছিয়ে দাও। অতঃপর আমি তাঁকে নিয়ে তাঁর মায়ের নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ 'হালিমা! তুমি তো ওকে' নিজের নিকটেই রাখতে চেয়েছিলে, এখন নিয়ে এলে কেন? আমি বললাম—এখন আল্লাহ্‌র ফজলে সে বুদ্ধিমান হয়ে গেছে ; এতদ্ব্যতীতে আমি আমার খিদমত সুসম্পন্ন করেছি। আল্লাহ্‌ পাক জানেন কখন কি ঘটনা ঘটে যায় তাই নিয়ে এলম! আমিনা বললেনঃ প্রকৃত ঘটনা কি তাই বল! আমি সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করার পর তিনি বললেনঃ হালিমা, তুমি কি এই ধারণা করেছ যে, তাঁর প্রতি শয়তানের বদ নজর পড়েছে? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেনঃ কখনো না। আমার ছেলের একটা বিশেষ শান রয়েছে, তাই তাঁর প্রতি কখনও শয়তানের বদ নজর পড়তে পারে না। অতঃপর তিনি গর্ভধারণ ও জন্মলগ্নের অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করলেন (যা পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম হাদীসের শেষভাগে বর্ণিত হয়েছে)। তৎপর

www.pathagar.com

হুযূর (সঃ)-এর মাতা হালিমাকে বললেনঃ ঠিক আছে, তাকে রেখে তুমি চলে যাও।[১]

ফায়দা ১ঃ এই হাদীসে একাধিক কারামত উল্লিখিত হয়েছে।

ফায়দা ২ঃ হালিমার স্বামীর নাম হারিছ বিন আবদুল উজ্জা, তার পুত্রের নাম আবদুল্লাহ্ এবং একটি কন্যার নাম আনিসা ও অন্যটির নাম যুজামা আর এরই অপর নাম শীমা। বিভিন্ন মনীষী এদের সকলের ঈমান গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম হাদীস

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তুর ইবনে ইয়াজিদ থেকে এই বক্ষ বিদীর্ণ করার পরের ঘটনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে ঃ হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, ঐ দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তির মধ্যে একজন অন্যজনকে বলল যে, তাঁকে অর্থাৎ হুযূর (সঃ)-কে তাঁর উম্মতের দশ ব্যক্তির সঙ্গে ওযন কর। অতঃপর ওযন করার পর আমিই অধিক ওযনের প্রমাণিত হলাম। তৎপর একশত, তারপর এক হাজার লোকের সঙ্গে ওযন করার পরও আমি পরিমাপে ভারী প্রমাণিত হলাম। অতঃপর সেই ফেরেশতা বলল ঃ হয়েছে, আর নয়; আল্লাহ্ পাকের শপথ, একে যদি তাঁর সমস্ত উম্মতের সঙ্গে ওযন দাও তবুও তিনিই অধিক ওযনের প্রমাণিত হবেন।[২]

ফায়দা ১ ঃ এই বাক্যে হুযূর (সঃ)-কে এই সুসংবাদ দান করা হচ্ছে যে, আপনি নবী হবেন।

ফায়দা ২ ঃ হুযূর (সঃ)-এর বক্ষ-বিদীর্ণ করার এমনি ঘটনা চার-বার হয়েছে। সর্বপ্রথম হুযূর-এর দুগ্ধভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে চারণ ভূমিতে হয়েছিল, যার ঘটনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হল। দ্বিতীয়বার, দশ বছর বয়সের সময় মরুভূমিতে হয়েছিল। তৃতীয়বার, রমযান মাসে নুবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হেরা গুহায়। চতুর্থবার, মি'রাজের রাত্রে। পঞ্চম বার সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। (শামামা)

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) আলামনাশরাহ সূরার তফসীরে এই কয়েকবারের বক্ষ-বিদীর্ণ করার ঘটনা সম্পর্কে এই তথ্য উল্লেখ করেন

---

১. শামামা, যাদুল মা'আদ।

২. সীরাতে ইবনে হিসাম।

www.pathagar.com

যে, প্রথমবার হুযূর (সঃ)-এর বক্ষ মুবারক বিদীর্ণ করে তার মন থেকে খেলাধুলার আকর্ষণ বের করা হয়েছে যা সাধারণত বালকদের মনে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়বার বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর মন থেকে যৌবনের সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য দূর করা হয়েছে, যার কারণে যুবকরা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি-জনিত কাজে লিপ্ত হয়। তৃতীয়বার করা হয়েছিল ওহীর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করা ও ওহীর ওযন বহনে তাঁর মনকে অধিক ক্ষমতা-সম্পন্ন করার জন্য এবং শেষবার অর্থাৎ চতুর্থবার তাঁর মনের মধ্যে ঊর্ধ্বজগতের অলৌকিক নির্দেশনসমূহ প্রত্যক্ষ করার শক্তি দান করা হয়েছে।[১]

ষষ্ঠ হাদীস

হুযূর (সঃ) হালিমার দুগ্ধ পানের সময় শুধুমাত্র ডান স্তন থেকেই দুগ্ধ পান করতেন, বাম স্তন তাঁর দুগ্ধভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌র জন্য রেখে দিতেন। এমনি ইনসাফ ছিল হুযুরের স্বভাবের মধ্যে। হুযুর (সঃ) শিশু অবস্থায় কখনও কাপড়ের মধ্যে প্রস্রাব বা মলত্যাগ করতেন না বরং নির্দিষ্ট সময়েই তিনি প্রস্রাব বা মলত্যাগ করতেন। কখনও তিনি উলঙ্গ হতেন না; ঘটনাক্রমে কখনও যদি উলঙ্গ হয়ে পড়তেন তখন সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতা-গণ পরিধেয় পোশাক দিয়ে তাঁকে আবৃত করে দিতেন।[২]

হুযূর (সঃ) তাঁর বাল্যকালের একটা ঘটনা নিজেই ইরশাদ করেছেন ঃ "একবার আমি অন্যান্য বালকের সঙ্গে গর্দানে বহন করে পাথর এনে-ছিলাম। সকল বালকই তাদের নিজ নিজ পরিধেয় কাপড় খুলে গর্দানে রেখে পাথর বহন করছিল, যাতে কষ্ট কম হয়। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন, আমিও একবার অনুরূপ কাজ করার ইচ্ছে করেছিলাম (কারণ এই বয়সে মানুষ একে তো নিষ্পাপ থাকে উপরন্তু এই বয়সে কখনও উলঙ্গ হলে কেউ নির্লজ্জ মনে করে না)। কিন্তু আমার দেহে খুব জোরে যেন একটি ধাক্কা লাগল এবং অদৃশ্য থেকে কে যেন বলল 'পোশাক পরিধান কর।' আমি সঙ্গে সঙ্গে লুঙ্গি পরিধান করে বস্ত্রহীন গর্দানেই পাথর বহন করতে আরম্ভ করলাম।[৩]

---

১. তারীখে হাবীবে ইলাহ।

২. ঐ

৩. সীরাতে ইবনে হিসাম।

www.pathagar.com

সপ্তম হাদীস

ইবনে আসাকির হালিমা বিন তারূক্বা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি একবার মক্কা মুয়ায্যমায় গমন করলাম। তখন মক্কাবাসী খুব দুর্ভিক্ষে দিন যাপন করছিল। কুরায়শের লোকেরা আবূ তালিবকে বলল : পানির জন্য 'দোয়া' করুন। আবূ তালিব দোয়া করার জন্য বায়তুল্লাহ্র দিকে চললেন। তার সঙ্গে এত সুন্দর একজন বালক ছিল, মনে হচ্ছিল বাদলঘেরা আকাশের মাঝখানে সূর্যের উদয় হয়েছে [এই বালকই মহানবী (সঃ), যিনি তখন আবূ তালিবের সঙ্গে ছিলেন]। আবূ তালিব হুযূর (সঃ)-এর পিঠ মুবারক খানায়ে কা'বার সঙ্গে লাগালেন এবং হুযূর (সঃ) স্বীয় আঙুল দ্বারা আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। এতক্ষণ সমস্ত আসমানে এক টুকরা মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না; কিন্তু হুযূর (সঃ)-এর ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে মেঘমালা এসে ঘনীভূত হতে লাগল এবং অতঃপর প্রবলভাবে বর্ষণ হল। এই ঘটনাও হুযূরের শৈশবকালে ঘটেছিল।[১]

অষ্টম হাদীস

একবার হুযূর (সঃ) তাঁর পিতৃব্য আবূ তালিবের সঙ্গে বার বছর বয়সে ব্যবসার জন্য সিরিয়ায় গমন করলেন। পথিমধ্যে একজন খৃস্টান রাহেবের (বুহায়রার) নিকট রাত্রি যাপন করলেন। রাহেব হুযূর (সঃ)-কে দেখে এবং তাঁর নুবুওয়তের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তাঁর পরিচয় পেলেন এবং সেই ব্যবসায়ী দলকে দাওয়াত করলেন। তখন আবূ তালিবকে তিনি বললেন : ইনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের সর্দার ও পয়গাম্বর। য়াহূদী ও খৃস্টানরা তাঁর চরম শত্রু। একে সিরিয়াতে নিয়ে যেও না। আল্লাহ্ না করুন তাদের হাতে এর কোন ক্ষতি সাধন হয়ে যায়। সুতরাং আবূ তালিব ব্যবসার জিনিসপত্র সেখানেই বিক্রয় করে হুযূর (সঃ)-কে নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে আবূ তালিবের অনেক মুনাফা হয়েছিল।[২]

ফায়দা : সীরাতে ইবনে হিশামে এই ঘটনা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১. মাওহাহিব।

২. তারীখে হাবীবে ইলাহ।

www.pathagar.com

নবম হাদীস

আবু তালিবের সঙ্গে থাকাকালীন যখন হুযুর (সঃ) পরিবারের সকলের সঙ্গে একত্রে আহার গ্রহণ করতেন তখন পারিবারের সকলে খাবার খেয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করত কিন্তু যখন হুযুর (সঃ) তাদের সঙ্গে আহার গ্রহণ করতেন না, তখন তারা খাবার খেয়ে তৃপ্তি লাভ করত না।

কবি বলেছেন ঃ

وَيَاهَذَا ابْنَةَ سَعْدٍ فَهِيَ قَدْ سَعِدَتْ

سَعَادَةً قَدْرُهَا بَيْنَ الْوَرَى خَطَرٌ

অর্থাৎ, হযরত হালিমা মহান ভাগ্যবতী। তিনি এমন সৌভাগ্য অর্জন করেছেন যা সমস্ত মানুষের দৃষ্টিতে মহান।

اِذْ اَرْضَعَتْ خَيْرَ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِمْ

هَذَا هُوَ الْفَوْزُ لَامُلْكٌ وَلَا وَزَرٌ

অর্থাৎ, কেননা, তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম সত্তাকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন। এটি মহাসাফল্য। মন্ত্রিত্ব ও রাজত্ব কিছুই তার সমমানের নয়।

رَأَتْ لَهُ مُعْجِزَاتٍ فِي الرِّضَاعِ بَدَتْ

وَشَاهَدَتْ بَرَكَاتٍ لَيْسَ تَنْحَصِرُ

অর্থাৎ, তিনি মহানবী (সঃ)-এর অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, যা তাঁর দুগ্ধ পানকালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তিনি এমন বরকতসমূহ লাভ করেছেন, যা অন্তহীন।

www.pathagar.com

وَحَدَّثَتْ قَوْمَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ بِمَا

يَكُوْنُ فِيْ شَأْنِهِ مُذْ شَخَصَهُ نَظَرُوْا

অর্থাৎ, এবং আহলে কিতাব অর্থাৎ পূর্ববর্তী গ্রন্থধারী লোকেরা যখন থেকে মহানবী (সঃ)-কে দেখেছে তখন থেকেই জাতির নিকট তাঁর অবস্থা বর্ণনা করেছে।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

প্রিয় নবী (সঃ) যাঁদের স্নেহ-যত্ন লাভ করেছেন এবং যাঁদের দুগ্ধ পান করেছেন তাঁদের বিবরণ

হুযূর (সঃ) যখন মাতৃগর্ভে, তখনই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেছেন।[১] তার গর্ভকাল যখন মাত্র দু'মাস তখন তদীয় পিতা আবদুল্লাহ্ কুরায়শদের ব্যবসায়ী দলের সঙ্গে সিরিয়া গমন করেছিলেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনা মুনাওয়ারায় স্বীয় মামার গৃহে অবস্থানকালে রোগাক্রান্ত হন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।[২] হুযূর (সঃ) যখন ছয় বছরের বালক, তখন তাঁর মাতা আমিনা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হুযূর (সঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গমন করলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে তিনিও ইন্তিকাল করেন।[৩] তখন উম্মে আইমান তাদের সঙ্গে ছিলেন।[৪] অতঃপর প্রিয় নবী (সঃ) আপন দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে রইলেন। যখন হুযূর (সঃ)-এর বয়স আট বছর, তখন আবদুল মুত্তালিবও ইহজগত ত্যাগ করলেন। তিনি হুযূর (সঃ)-এর লালন-পালন সম্পর্কে আবূ তালিবকে অসিয়ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি চাচা আবূ তালিবের নিকট রইলেন। আবূ তালিব হুযূর (সঃ)-এর নুবূওয়তের যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৫]

হুযূর (সঃ) সাত দিন পর্যন্ত মা আমিনার দুগ্ধ পান করেছেন,[৬] অতঃপর কয়েকদিন আবূ লাহাবের আযাদ করা বাঁদী সওবিয়ার দুগ্ধ পান করেছেন। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে এবং হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবূ সালমা ও হযরত হামযাকেও দুগ্ধপান

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।
২. তারীখে হাবীবে ইলাহ।
৩. সীরাতে ইবনে হিশাম।
৪. মাওয়াহিব।
৫. সীরাতে ইবনে হিশাম।
৬. তারীখে হাবীবে ইলাহ।

www.pathagar.com

করিয়েছেন এবং সেই সময় তার নিজ পুত্র "মস্‌রূহকেও" দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। অতঃপর হালিমা সা'দিয়া হুযূর (সঃ)-কে দুগ্ধ পান করিয়েছেন। হালিমার পুত্রকন্যা যাহারা হুযূর (সঃ)-এর দুগ্ধভাই-বোন ছিল তাদের নাম ও ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ বর্ণনার অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত হালিমা হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই আবূ সুফিয়ান বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিবকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন, যিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর ঐ সময় হযরত হামযাও সা'দ গোত্রের কোন এক স্ত্রীলোকের দুগ্ধ পান করতেন। ঐ সময় ঐ স্ত্রীলোকটিও হুযূর (সঃ)-কে একবার দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। তখন হুযূর (সঃ) হযরত হালিমার নিকট। তাই, দেখা যাচ্ছে হযরত হামযা দু'জন স্ত্রীলোকের দুগ্ধপানে হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে শরীক হওয়ার কারণে হুযূর (সঃ)-এর দুধভাই হয়েছেন ; একজন সওবিয়ার, অন্যজন সা'দ গোত্রীয় একজন স্ত্রীলোক। হুযূর (সঃ) যাঁদের কোলে প্রতিপালিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন ঃ হুযূর (সঃ)-এর মাতা "আমিনা", "সওবিয়ার", হালিমা, শীমা এবং উম্মে আইমান একজন হাবসী বাঁদী যার নাম বরকত। হুযূর (সঃ) তাঁর পিতার উত্তরাধিকার থেকে এই বাঁদীটি লাভ করেছিলেন। হুযূর (সঃ) যায়দের সঙ্গে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) তাঁদেরই পুত্র-সন্তান।

---

১. যাদুল মা'আদ।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

প্রিয় নবী (সঃ)-এর যৌবন থেকে নুবুওয়ত লাভ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন ঘটনা

প্রথম হাদীস

যখন হুযূর (সঃ)-এর বয়স চৌদ্দ কি পনর বছর, কোন কোন বর্ণনা মুতাবিক বিশ বছর, তখন কুরায়শ এবং কায়সে আয়লান গোত্রের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। হুযূর (সঃ) সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, যুদ্ধের সময় আমি স্বীয় পিতৃব্যদেরকে শত্রুর তীর থেকে রক্ষা করেছি। এই ঘটনা সুদীর্ঘ।[১]

দ্বিতীয় হাদীস

যখন হুযূর (সঃ)-এর বয়স পঁচিশ বছর, তখন হযরত খাদীজা (মক্কার একজন অর্থসম্পদশালী মহিলা, তিনি অনেক লোক দ্বারা নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করাতেন) হুযূর (সঃ)-এর সততা, আমানতদারী এবং মহত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর প্রশংসা শ্রবণ করে তার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সিরিয়া গমনের অনুরোধ জানালেন এবং বললেন, আমার গোলাম "মাইসারা" আপনার খিদমতে থাকবে। হুযূর (সঃ) খাদীজার অনুরোধ গ্রহণপূর্বক সিরিয়া গমন করলেন এবং কোন এক সুযোগে তিনি একটা বৃক্ষের নীচে অবতরণ করলেন। সেখানে একজন পাদ্রীর উপাসনালয় ছিল। সেই পাদ্রী হুযূর (সঃ)-কে দেখে মাইসারাকে জিজ্ঞাসা করল, এই ব্যক্তি কে? মাইসারা জবাব দিল, ইনি মক্কা শরীফের অধিবাসী কুরায়শ বংশের একজন লোক। পাদ্রী বলল, এই বৃক্ষের নীচে নবী ব্যতীত অন্য কেউ কোন দিন অবতরণ করে নি। হুযূর (সঃ) সিরিয়ায় ব্যবসা করে অনেক লাভবান হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। মাইসারা কখনও কখনও প্রত্যক্ষ করেছে যে, যখন সূর্যের তাপ প্রখর হতো তখন দু'জন ফেরেশতা তাঁকে ছায়া দান করত।

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।

www.pathagar.com

মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর হুযূর (সঃ) হযরত খাদীজাকে তাঁর ব্যবসায়ের মালপত্র বুঝিয়ে দিলেন। হযরত খাদীজা দেখলেন যে, এই ব্যবসায় প্রায় দ্বিগুণ লাভ হয়েছে [এখানে হুযূর (সঃ)-এর সততা ও আমানতদারীর তিনটা প্রমাণ ছিল]। এদিকে মাইসারা খাদীজার নিকট পাদ্রীর মন্তব্য এবং ফেরেশতাদ্বয়ের ছায়াদানের ঘটনা বর্ণনা করল। খাদীজা ওরাকা ইবনে নওফল (যিনি তাঁর চাচাত ভাই ও ঈসায়ী ধর্মের একজন বিখ্যাত আলিম ছিলেন)-এর নিকট এসে হুযূর (সঃ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ওরাকা বললেনঃ খাদীজা, তোমার এই বর্ণনা যদি সত্য হয় তবে জেনে রাখ মুহাম্মদ (সঃ) এই উম্মতের নবী। আমি আসমানী গ্রন্থ থেকে জানতে পেরেছি যে, এই উম্মতের মধ্যে একজন নবী আবির্ভূত হবেন আর তাঁর যুগ এটাই। হযরত খাদীজা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। তাই তিনি ওরাকার এই কথা শ্রবণ করে হুযূর (সঃ)-এর খিদমতে এই পয়গাম প্রেরণ করলেন যে, আপনার ভদ্রতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও মহত্তম চারিত্রিক গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে আমি আপনার সঙ্গে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে চাই। হুযূর (সঃ) চাচাদেরকে এই পয়গাম সম্পর্কে অবহিত করলেন। অতঃপর তাদের ব্যবস্থাধীনে হযরত খাদীজার সঙ্গে মহানবী (সঃ)-এর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।[১] ঐ পাদ্রীর নাম ছিল 'নাসতূরা।'[২]

তৃতীয় হাদীস

রসূলে পাক (সঃ)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন কুরায়শরা বায়তুল্লাহকে পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা করল। যখন হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপনের সময় এলো, তখন প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তিই এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করল যে, "হাজরে আসওয়াদকে তার নির্দিষ্ট স্থানে আমি স্থাপন করব।" এ নিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধ ও খুনাখুনি হওয়ার উপক্রম। সর্দারগণ পরামর্শ করে বললেন যে, আগামীকাল সর্বপ্রথম যে বায়তুল্লায় পৌঁছতে সক্ষম হবে, তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা সকলে কাজ করব। পরদিন হুযূর (সঃ)-ই সর্বপ্রথম আগমন করলেন। কুরায়শরা দেখে বললেনঃ ইনি মুহাম্মদ! ইনি আমীন! নুবূওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে মক্কাবাসী হুযূর (সঃ)-কে 'আল-আমীন' খেতাবে ভূষিত করেছিল। অতঃপর হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপনের এই

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।

২. তারিখে হাবীবে ইলাহ।

www.pathagar.com

গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সকলেই হুযূর (সঃ)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হলো। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেনঃ একটা বড় চাদর আন। অতঃপর হাজরে আস্‌ওয়াদকে ঐ চাদরের উপর রেখে সবাই মিলে চাদরের চতুষ্কোণ ধরে খানায়ে কা'বা পর্যন্ত আনার পর হুযূর (সঃ) তাকে স্বহস্তে তার নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করলেন।[১] এই পন্থা গ্রহণ করার কারণে সকলেই সন্তুষ্ট হলো। কারণ, পাথর উত্তোলনের সৌভাগ্য কিছু না কিছু সকলেই লাভ করতে পারল এবং যেহেতু সকলে ঐকমত্যে হুযূর (সঃ)-কে উকিল নির্বাচন করেছেন তাই নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর পাথর সংস্থাপন করা পরোক্ষভাবে এতেও সকলের অংশ রয়েছে।[২]

কবি বলেছেনঃ

وَفِي خَدِيجَةِ الْكُبْرَى وَقِصَّتِهَا

عَجَائِبٌ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا

অর্থাৎ, হযরত খাদীজাতুল কুবরার ঘটনার মধ্যে অনেক আশ্চর্যজনক তথ্য রয়েছে, হে বুদ্ধিমানেরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

اِخْتَارَتِ الْمُصْطَفَى بَعْلًا وَقَدْ نَظَرَتْ

فِي مُعْجِزَاتِ رَسُولِ اللهِ تَنْتَشِرُ

অর্থাৎ, তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-কে স্বামীরূপে বরণ করলেন, আর নিশ্চয় মহানবী (সঃ)-এর পবিত্র মু'জিযাসমূহে গভীর চিন্তা করেছিলেন।

১. সীরাতে ইবনে।

২. তারীখে হাবীবে ইলাহ।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের বিরোধিতা

হযূর (সঃ)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন তিনি নির্জনতাই ভালবাসতেন, হেরা নামক গুহায় গমন করতেন এবং একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন এবং নুবূওয়ত লাভের ছয়মাস পূর্বে তিনি সত্য ও বাস্তব স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। একবার 'গারে হেরার' মধ্যে রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখে সোমবার দিন হঠাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং সূরায়ে ইকরার প্রথম পাঁচ আয়াত হযূর (সঃ)-এর নিকট পৌঁছালেন এবং তখনই তিনি নুবূওয়তের মহান দায়িত্ব লাভে ধন্য হলেন।

এর কিছুদিন পর সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হলো। فَأَنذِرْ অর্থাৎ, আপনি লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন। এই নির্দেশ অনুযায়ী তিনি ইসলামের তবলীগ আরম্ভ করলেন কিন্তু এ তবলীগ ছিল নিতান্ত গোপনীয় পন্থায়। তৎপর যখন فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ এই আয়াত নাযিল হলো তখন হযূর (সঃ) প্রকাশ্যভাবে ইসলামের তবলীগ শুরু করলেন। অতঃপর কাফিররা হযূর (সঃ) ও মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করল কিন্তু আবূ তালিব হযূর (সঃ)-এর সার্বিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

একবার কাফিরের দল একত্রিত হয়ে আবূ তালিবকে বলল: হয় তুমি মুহাম্মদ (সঃ)-কে আমাদের হাতে সমর্পণ কর, অন্যথায় আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আবূ তালিব যখন হযূর (সঃ)-কে তাদের হাতে সমর্পণ করতে রাযী হলেন না, তখন কাফিররা মহানবী (সঃ)-কে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করল। আবূ তালিব হযূর (সঃ)-কে নিয়ে হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের সকল লোকজনসহ পাহাড়ের একটা ঘাঁটিতে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কাফিররা হযূর (সঃ) ও আবূ তালিব

www.pathagar.com

সহ হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের লোকদের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সঙ্গে বয়কট শুরু করল এবং সকল ব্যবসায়ী লোকদেরকে তাদের নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য পৌঁছাতে নিষেধ করে দিল। আর একটি কাগজের মধ্যে এই বয়কটের চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করে খানায়ে কা'বার দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিল। দীর্ঘদিন এই বয়কট অবস্থা চলার পর অবশেষে আল্লাহ্ পাক ওহী দ্বারা হুযূর (সঃ)-কে এই সংবাদ দিলেন যে, বায়তুল্লার ঝুলানো বয়কটের চুক্তিপত্র পোকায় খেয়ে ফেলেছে। তবে ঐ চুক্তিপত্রের যে যে স্থানে আল্লাহ্ পাকের নাম লিপিবদ্ধ ছিল তা যথাবিহিত অবশিষ্টই ছিল। এতদ্ব্যতীত আর একটি শব্দও অবশিষ্ট ছিল না। হুযূর (সঃ) এই কথা আবূ তালিবের নিকট প্রকাশ করলেন। আবূ তালিব ঘাঁটি থেকে বের হয়ে কুরায়শদের নিকট এ সংবাদ দিয়ে বললেনঃ তোমরা ঐ চুক্তিপত্রের অনুসন্ধান কর। যদি মুহাম্মদ (সঃ)-এর কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে আমি তাঁকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করে দেব। আর যদি তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তবে কমপক্ষে এতটুকু তো করো যে, এই বয়কট অবস্থা পরিহার করো। কুরায়শরা বায়তুল্লাহ থেকে চুক্তিপত্র নামিয়ে দেখল সত্য সত্যই তা পোকায় খেয়ে ফেলেছে। তখন কাফিররা সেই চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিল এবং বয়কট পরিহার করল। আবূ তালিব হুযূর (সঃ)-সহ বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিবের সকল লোকজন সহ সেই ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এলেন এবং হুযূর (সঃ) যথারীতি পুনরায় আল্লাহ্র দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন।[১]

এই চুক্তিপত্র মনসুর বিন আকরামা বিন্ হিশামের হাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং নুবূওয়তের সপ্তম বছরের মুহররম মাসে তা বায়তুল্লাহ্ শরীফের দেয়ালে ঝুলানো হয়েছিল। ঐ চুক্তিপত্র লেখক মনসুরের হস্ত অবশ হয়ে গিয়েছিল। নুবূওয়তের দশম বছরে সকলে শোয়াবে আবূ তালিব থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। তিন মাস পর আবূ তালিবের ইন্তিকাল হয় এবং তার মাত্র তিনদিন পর বিবি খাদীজা ইন্তিকাল করেন।[২] হযরত খাদীজার ইন্তিকালের পর হুযূর (সঃ) আরও দুজন স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আয়েশা (রাঃ)। ছয় বছর

১. তারীখে হাবীবে ইলাহ।

২. শামামা।

www.pathagar.com

বয়সে তিনি হুযূর (সঃ)-এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। আক্‌দ মক্কা মুয়াযযামায় সুসম্পন্ন হয় এবং মদীনাতে হিজরতের পর নয় বছর বয়সে হুযূর (সঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন আর দ্বিতীয় বিবাহ সাওদা বিনতে যাম'আর সঙ্গে (তিনি ছিলেন বিধবা) মক্কাতেই সুসম্পন্ন হয় এবং হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গেই মদীনাতে হিজরত করেন।[১] এই দশম বছরেই হুযূর (সঃ) তায়েফে বনি সাকিফ-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত ও তাদের নিকট থেকে সাহায্য সহানুভূতি লাভের আশায় তশরীফ নিয়ে গেলেন। [কেননা, আবূ তালিবের মৃত্যুর পর কোন প্রতাপশালী ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হুযূর (সঃ)-এর পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসাবে অবশিষ্ট ছিল না।] কিন্তু তায়েফের সর্দারগণ হুযূর (সঃ)-কে কোনরূপ সাহায্য করল না বরং নিম্ন শ্রেণীর অবাঞ্ছিত লোকদেরকে লেলিয়ে দিয়ে হুযূর (সঃ)-কে বর্ণনাতীত কষ্ট দিল। হুযূর (সঃ) সেখান থেকে অত্যন্ত ব্যথিত মনে মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই প্রত্যাবর্তনকালে যখন হুযূর (সঃ) মক্কা থেকে একদিনের দূরত্ব 'বত্‌নে নাখলা' নামক স্থানে পেঁছিলেন তখন রাত্রির অন্ধকার নেমে এলো। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেখানে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

রাত্রে নামাযের মধ্যে হুযূর (সঃ) কুরআনে পাক তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় ইরাকের মোসেল প্রদেশের নিনওয়া নামক পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী সাতজন অথবা নয়জন জ্বীন সেখানে পেঁছিল এবং তারা আল্লা-হ্‌র কালামের তিলাওয়াত শ্রবণ করে অপেক্ষমান রইল। হুযূর (সঃ)-এর নামায শেষ করার পর তারা মহানবী (সঃ)-এর মহান দরবারে আত্মপ্রকাশ করল। হুযূর (সঃ) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সূরায়ে আহ্‌-কাফের وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ এ ইআয়াতে সেই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ঐ সকল জ্বীনেরা তখনই ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিজ জাতির নিকট গিয়ে তারাও ইসলামের তবলীগ করল।

অতঃপর হুযূর (সঃ) মক্কা শরীফে তশরীফ নিয়ে এলেন এবং মক্কা-বাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। হুযূর (সঃ) উকাজ, মাজান্না এবং জিল্‌-মাজাজ নামক আরবের বিভিন্ন বাজারে গমন করে

---

১. তারীখে হাবীবে ইলাহ।

www.pathagar.com

মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন। কিন্তু কোন গোত্রই হুযূর (সঃ)-এর দাওয়াতের প্রতি কর্ণপাত করত না।

নুবূওয়তের একাদশ বছরে হুযূর (সঃ) হজ্জের মৌসুমে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এই সময় আনসারদের কিছু বিশিষ্ট লোক হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হুযূর (সঃ) তাদের নিকট ইসলামের তবলীগ করলেন। আনসারদের সেই সমস্ত ব্যক্তি মদীনার য়াহূদীদের নিকট থেকে একথা শ্রবণ করেছিলেন যে, অচিরেই একজন পয়গাম্বর জন্মগ্রহণ করবেন। মদীনার সেই য়াহূদীরা সর্বদাই আনসারদের সম্মুখে পরাজিত হয়ে থাকত। তাই তারা বলত যখন সেই নবী জন্মগ্রহণ করবেন তখন আমরা তাঁর সঙ্গে একত্রিত হয়ে তোমাদিগকে দমন করব। আনসারগণ হুযূর (সঃ)-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত শ্রবণ করে বলল যে, মনে হয় ইনিই সেই নবী, য়াহূদীরা যার উল্লেখ করেছে। আনসারগণ এই আশংকা করলেন যে, হতে পারে য়াহূদীরা আমাদের পূর্বেই এই নবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের কথানুযায়ী আমাদের প্রতি আক্রমণ করে। তাই, ঐ আনসারদের মধ্য থেকে ছয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা এই অঙ্গীকার করলেন যে, আমরা আগামী বছর পুনরায় হাযির হবো।

পরে মদীনা মুনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা হুযূর (সঃ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন, এমনকি প্রত্যেক ঘরে মহানবী (সঃ) সম্পর্কে আলোচনা হতে লাগল।

পরের বছর বার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মক্কা আগমন করে হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইসলামের যাবতীয় নির্দেশ পালন এবং হুযূর (সঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ সম্পর্কে বায়'আত করলেন। এই বায়'আতকে 'বায়'আতে উকাবায়ে উলা' বলা হয়। সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী মদীনার এই প্রতিনিধি দলের অনুরোধক্রমে প্রিয় নবী (সঃ) কুরআনে পাক ও শরীয়তের নির্দেশাবলী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মাস'আব বিন উমায়রকে মদীনায় প্রেরণ করলেন। মাস'আব বিন উমায়র মদীনা গমনের পর হুযূর (সঃ)-এর নির্দেশানুসারে কুরআনে পাক ও শরীয়তের নির্দেশাবলী শিক্ষাদান ও ইসলামের তবলীগের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। হযরত মাস'আবের

www.pathagar.com

তবলীগের কারণেই মদীনার অধিকাংশ আনসার ইসলাম গ্রহণে ধন্য হল। আনসারদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই তখন অমুসলিম ছিল।

পরের বছর অর্থাৎ নুবূওয়তের ত্রয়োদশ বছরে আনসারদের নেতৃস্থানীয় সত্তর জন ব্যক্তি মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ আগমন করে মহানবী (সঃ)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে তওহীদের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁরা হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে এই অঙ্গীকার করলেন যে, যখন আপনি মদীনা শরীফ আগমন করবেন তখন আমরা আপনার সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করব এবং কোন শত্রু আপনার প্রতি আক্রমণ করলে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। এই বায়‘আতের নাম ‘বায়‘আতে উক্‌বায়ে ছানীয়া’। ‘উকবা’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘাঁটি, যেহেতু এই দু‘বারের বায়‘আতই পাহাড়ের একটা ঘাঁটিতে হয়েছিল, তাই তাকে ‘উকবা’ বলা হয়।[১]

কবি বলেছেনঃ

وَعِنْدَ مَا جَاءَهُ جِبْرَائِيْلُ وَقَالَ لَهُ

اِقْرَأْ وَاُنْزِلَتِ الْاٰيَاتُ وَالسُّوَرُ

অর্থাৎ, এবং হযরত জিবরাঈল মহানবী (সঃ)-এর পাক দরবারে হাযির হয়ে বললেনঃ আপনি পাঠ করুন। অতঃপর সূরাসমূহ এবং আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হলো।

دَعَى لِدِيْنِ اِلٰهِ الْعَرْشِ فَابْتَدَرَتْ

لِمَا دَعَى زُمَرٌ مِنْ بَعْدِهَا زُمَرٌ

১. তারীখে হাবীবে ইলাহ, সীরাতে ইবনে হিশাম।

www.pathagar.com

অর্থাৎ হুযূর (সঃ) মানবজাতিকে মহান আরশের প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করলেন। মানুষ দলে দলে হুযূর (সঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর মহান দরবারে হাযির হলো।

وَقَامَ يُنْذِرُ قَوْمًا خَالَفُوا سَفَهًا ○ وَكَذَّبُوا حَسَدًا وَالْحَقَّ هُمْ بَطِرُوا -

অর্থাৎ, মহানবী (সঃ) এমন এক জাতিকে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলেন, যারা মূর্খতার কারণে তাঁর বিরোধিতা করেছে এবং হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে হুযূর (সঃ)-কে অস্বীকার করেছে এবং সত্যের বিরুদ্ধে অহঙ্কার প্রকাশ করেছে।

কাফিররা মহানবী (সঃ)-এর প্রতি যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, আল্লাহ্ পাক তা থেকে হুযূর (সঃ)-কে সম্পূর্ণরূপে পাক ও পবিত্র প্রমাণিত করলেন; তাদের সকল কথাই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ছিল।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ○ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ -

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

মি'রাজ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নুবূওয়তের মহা গুণাবলীর অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন হলো মি'রাজের ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনাটি ইমাম জুহ্‌রীর বর্ণনা মুতাবিক নুবূওয়তের পঞ্চম সনে ঘটে (ইমাম নববীও এই অভিমতই পোষণ করেন)।

এই বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ যে সমস্ত মহান সাহাবায়ে কিরাম থেকে আমরা লাভ করি, তাঁরা হলেনঃ হযরত উমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাস'উদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে উমর (রাঃ), হযরত ইবনে আমর (রাঃ), হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রাঃ), হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ), হযরত জাবির (রাঃ), হযরত বুরায়দা (রাঃ), হযরত সামুরা ইবনে জুন্‌দুব (রাঃ), হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ), হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ), হযরত শোয়ায়েব (রাঃ), হযরত মালিক ইবনে ছায়ছায় (রাঃ), হযরত আবী আনাসা (রাঃ), হযরত আবূ আইউব (রাঃ), হযরত আবূ যর (রাঃ) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব্‌ (রাঃ)।

আর নারীদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আসমা বিন্‌তে আবূ বকর (রাঃ), হযরত উম্মে হানী (রাঃ), হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে এমন কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন।

প্রথম ঘটনা

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আমি হাতীমে শায়িত ছিলাম (বুখারী শরীফের বর্ণনা)। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে তিনি শোয়াবে আবী তালিবে ছিলেন (ওয়াকিদীর বর্ণনা)।

www.pathagar.com

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি হযরত উম্মে হানীর ঘরে ছিলেন (তিবরানীর বর্ণনা)।

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি স্বগৃহে ছিলেন এবং তাঁর ঘরের ছাদ খুলে ফেলা হয় (বুখারী শরীফের বর্ণনা)।

এই বিবরণসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে এভাবে যে, উম্মে হানীর বাড়ী, যা শোয়াবে আবী তালিবে অবস্থিত ছিল, তাকে তিনি নিজের বাড়ী বলেছেন, আর সেখান থেকে তাঁকে মসজিদে হারামের হাতীম নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যেহেতু তাঁর চক্ষে তখনও ঘুম ছিল, তাই তিনি হাতীমে পোঁছেও শায়িত হন। আর ছাদ খুলবার মধ্যে এই হিকমত ছিল যে, প্রথম থেকেই যেন তিনি জানতে পারেন, কোন বিশেষ অসাধারণ ঘটনা তাঁর সাথে ঘটতে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ঘটনা

কিছু ঘুমও ছিল আর কিছুটা জাগ্রত অবস্থাও ছিল। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মসজিদুল হারামে নিদ্রিত ছিলেন। তাঁর নিকট হযরত জিবরাঈল (আঃ) এলেন। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ তিন ব্যক্তি এলেন। একজন বললেন ঃ তিনি অর্থাৎ উপস্থিত লোকদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন ঃ যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি তিনিই। তৃতীয় ব্যক্তি বললেন ঃ তবে যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি তাঁকেই নিয়ে চলো।

পরবর্তী রাত্রে উক্ত তিন ব্যক্তি পুনরায় আগমন করেন। আর কোন কথা বললেন না, তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন।[১] নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যকার অবস্থা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। আর তাকেই নিদ্রা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারপর তিনি জাগ্রত ছিলেন আর সমস্ত ঘটনা তাঁর জাগরণ অবস্থায়ই ঘটেছে। আর কোন কোন বিবরণে রয়েছে, যা মিরাজের ঘটনার শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে, "এরপর আমি জাগ্রত হয়েছি, এর অর্থ হলো আমি মি'রাজের সেই অলৌকিক তথা অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছি। আর একথা যে বলা হয়েছে উপস্থিত লোকদের মধ্যে তিনি কে? এর কারণ হলো কুরায়শ গোত্রের লোকেরা কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে

১. বুখারী শরীফ।

www.pathagar.com

শয়ন করত। আর তিবরানীতেই রয়েছেঃ প্রথমে জিবরাঈল ও মিকাইল (আঃ) আগমন করেন, আর এসব কথা বলে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনজন উপস্থিত হন।

আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছেঃ আমি একজনকে বলতে শুনেছি, এই তিনজনের মধ্যে একজন রয়েছেন, যিনি দুজনের মধ্যে আছেন।

মাওয়াহিবে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি হলেন হযরত হামযা (রাঃ) এবং হযরত জাফর; প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁদের মাঝে শায়িত ছিলেন।

তৃতীয় ঘটনা

সর্বপ্রথম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর বক্ষ উপর থেকে নিচের দিকে বিদীর্ণ করা হয় এবং তাঁর কাল্‌ব বের করে ফেলা হয়। একটি সোনালী বাটিতে ছিল আবে যম্ যম্। এই আবে যম্ যম্ দ্বারাই তাঁর কাল্‌বকে ধৌত করা হয়। এরপর আর একটি বাটি আনা হলো, তাতে ছিল ঈমান এবং হিকমত, যা তাঁর কাল্‌বে রাখা হলো। এরপর কাল্‌বকে যথাস্থানে সঠিকভাবে রাখা হলো।[১]

ফেরেশতারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাল্‌বকে যম্-যম্ দ্বারা ধৌত করলেন, অথচ কওসরের পানিও এই পর্যায়ে ব্যবহার করা সম্ভব হতো। কোন কোন আলিমের মতে এটি হলো একথার প্রমাণ যে, আবে যম্ যম্ আবে কওসর থেকেও উত্তম।[২] আর স্বর্ণের তশতরীর ব্যবহার অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ব্যবহার হলো এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারেঃ (১) স্বর্ণ ব্যবহার হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে মদীনা মুনাওয়ারায়। মি'রাজের ঘটনার সময় এটি হারাম ছিল না।[৩] (২) মি'রাজের ঘটনা হলো আখিরাতের ব্যাপার আর আখিরাতে স্বর্ণের ব্যবহার বৈধ হবে। (৩) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বর্ণ ব্যবহার করেন নি, করেছেন ফিরিশতাগণ আর তাদের জন্য এই হুকুম নয়।[৪] আর ঈমান ও

১. মুসলিম শরীফ।

২. শেখুল ইসলাম আল বলকানী।

৩. ফত্হুল বারী।

৪. ইবনে আবি জমরাহ।

www.pathagar.com

হিকমত তশতরীতে থাকার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এমন কোন গায়বী বস্তু ছিল যদ্দ্বারা ঈমান ও হিকমতের উন্নতি সাধিত হতো। তার দৃষ্টান্ত হলো এরূপ কোন বস্তুর ব্যবহার অন্তর এবং মস্তিষ্কে এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার করে। আর যেহেতু সেই বস্তু হিকমত ও ঈমানের বৃদ্ধির কারণ ছিল এজন্য এই নামকরণ করা হয় (ইমাম নববীও তাই বলেছেন)।

চতুর্থ ঘটনা

অতঃপর তাঁর নিকট শুভ্র বর্ণের একটি জন্তু উপস্থিত করা হলো, যাকে বুরাক বলা হয়। যা লম্বা-কর্ণ বিশিষ্ট জন্তু থেকে সামান্য একটু উঁচু এবং খচ্চর থেকে একটু নীচু ছিল যা এত দ্রুতগামী ছিল যে, যতদূর তার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হত ততদূরেই সে তার পা ফেলত।[১] আর সেই জন্তুটির উপর তার পৃষ্ঠদেশে ছিল জিন, মুখে ছিল লাগাম।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন সেই জন্তুটির উপর আরোহণ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন সে একটু দুষ্টামি করতে লাগল। হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তাকে সম্বোধন করে বললেন : তোমার কি হল ? আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিকতর কোন সম্মানিত ব্যক্তি তোমার উপর আরোহণ করেনি।

এই কথাটি শ্রবণ করা মাত্র সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো[২] এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বুরাকের উপর আরোহণ করলেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর বুরাকের রেকাব ধরলেন। আর মিকাঈল আলায়হিস সালাম লাগাম হাতে নিলেন।

ফায়দা : বুরাকের দুষ্টামি ক্রোধবশত ছিল না, ছিল আনন্দের ছলে। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উচ্চ মর্যাদার কথা শ্রবণ করে লজ্জিত এবং অনুগত হয়। যেমন, একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের উপর তশরীফ রাখলেন, তখন পাহাড় নড়ে উঠল। অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ শ্রবণ করে সে স্থির হয়ে গেল। তিনি তখন পাহাড়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

اثبت فانما عليك نبى و صديق و شهيدان -

---

১. মুসলিম শরীফ।

২. তিরমিযী শরীফ।

www.pathagar.com

অর্থাৎ, হে পাহাড়। স্থির হও, কেননা তোমার উপর রয়েছেন নবী ও সিদ্দীক এবং দুইজন শহীদ।

অন্যান্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম আমার হাত ধরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে পৌছেন।[১]

অপর বিবরণে রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বুরাকের উপর নিজের পশ্চাতে আরোহণ করিয়েছেন।[২]

উপরোল্লিখিত বিবরণের সঙ্গে এই বর্ণনার কোন বিরোধ নেই। কেননা, হয়ত হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম প্রথম প্রথম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তাঁর সঙ্গে আরোহণ করিয়েছেন, যাতে হুযূর (সঃ) ভীত না হন। পরে বুরাক থেকে অবতরণ করে বুরাকের রেকাব হাতে নিয়েছেন, আর উভয় অবস্থায় মাঝে মধ্যে প্রয়োজন মুতাবিক হুযূর (সঃ)-এর হাতও ধরেছেন।

পঞ্চম ঘটনা

যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মান্‌যিলের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন এমন একটি এলাকায় উপস্থিত হলেন যেখানে ছিল অনেক খেজুর বৃক্ষ। এ সময় হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তাঁকে বললেনঃ এখানে অবতরণ করে নফল নামায আদায় করুন। হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম আরও বললেন, আপনি ইয়াসরিব নামক স্থানে (মদীনা শরীফ) নামায আদায় করেছেন। অতঃপর এমন একটি এলাকায় আগমন করলেন, যেখানে যমীন ছিল সাদা। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেনঃ এখানে অবতরণ করে নামায আদায় করুন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামায আদায় করলে জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেনঃ আপনি মাদায়েনে নামায আদায় করেছেন। অতঃপর বায়তুল্লাহামে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করলেন। হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেনঃ এটি হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের জন্মস্থান (বাজ্জার, তিবরানী এবং বায়হাকীও এই বিবরণের সত্যতা বর্ণনা করেছেন)।

---

১. বুখারী শরীফ।
২. ইবনে হাব্বান।

www.pathagar.com

আর একটি বিবরণে মাদায়েনের স্থলে 'তুরেছিনা' উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তুরেছিনাতে নামায আদায় করেছেন, যেখানে আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা আলায়হিস সালামের সাথে কথা বলেছিলেন।[১]

ষষ্ঠ ঘটনা

এতে আলমে বরযখের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। আর তা হলো এই যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পথে একটি বৃদ্ধাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে জিবরাঈল, এটি কি? তিনি বললেন ঃ চলুন, চলুন, আপনি চলতে থাকুন। অতঃপর একজন বৃদ্ধ লোক দেখা গেল। সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এভাবে ডাকতে লাগল, 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এদিকে আসুন।' তখন জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ চলুন চলুন। অতঃপর অন্য একটি দলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। তারা তাঁকে এইভাবে সালাম করলো ঃ আস্‌সালামু 'আলায়কা ইয়া আউয়াল, আস্‌সালামু 'আলায়কা ইয়া আখির, আস্‌সালামু 'আলায়কা ইয়া হাশের। তখন জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তাঁকে বললেন ঃ এদের জওয়াব দিন।

এই হাদীসের শেষে উল্লিখিত আছে যে, যে বৃদ্ধাকে আপনি পথে দেখেছিলেন তা ছিল দুনিয়া। অতএব, দুনিয়ার এতখানি বয়স রয়েছে, যা সাধারণত একজন বৃদ্ধার থাকে। আর যে আপনাকে আহ্‌বান করেছিল সে ছিল ইবলিস। যদি আপনি ইবলিস এবং দুনিয়ার আহ্বানে সাড়া দিতেন, তবে আপনার উম্মত দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিত। আর যাঁরা আপনাকে সালাম করেছিলেন তাঁরা হলেন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম।

তিবরানী এবং বাজ্জার-এর বিবরণে হযরত আবূ হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা হচ্ছে এই যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মি'রা-জের এই সফরে এমন এক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ লাভ করলেন, যারা একই দিনে বীজ বপন করে এবং সেই একই দিনে ফল কাটে। আর ফল কর্তনের পর পুনরায় সেই অবস্থা হয় যা ফল কর্তনের পূর্বে ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু

১. নাসায়ী শরীফ।

www.pathagar.com

আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কি? তিনি জওয়াব দিলেন, এরা হলেন আল্লাহ্‌র রাহের মুজাহিদ। তাঁদের নেকী ৭ শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় আর তারা যা খরচ করে আল্লাহ্‌ পাক তার উত্তম বিনিময় দান করেন, আর তিনি উত্তম রিযিক-দাতা।

এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো, যাদের মাথা পাথর দ্বারা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা হয়। পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে আর এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে জিবরাঈল, এটি কি? তিনি বললেন, এরা সেই সব লোক, যারা ফরয নামায আদায়ে প্রস্তুত হত না।

এরপর এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যাদের লজ্জাস্থান অগ্রে এবং পশ্চাতে বস্ত্রখণ্ড আবৃত ছিল আর লোকগুলো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বিচরণ করছিল, আর জকুম এবং জাহান্নামের পাথর ভক্ষণ করছিল। হুযূর (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই লোকগুলো কারা? জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ এরা সে-সব লোক, যারা স্বীয় অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় করত না। আল্লাহ্‌ পাক তাদের প্রতি জুলুম করেন নি। আর আল্লাহ্‌ পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

অতঃপর আর একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যাদের সম্মুখে একটি পাতিলে পরিপক্ক গোশ্‌ত রাখা আছে, আর অন্য একটি পাতিলে কাঁচা পচা গোশ্‌ত রাখা আছে। এই লোকগুলো পচা কাঁচা গোশত ভক্ষণ করছে, আর পরিপক্ক গোশ্‌ত স্পর্শ করছে না। হুযূর (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই লোকগুলো কারা? হযরত জিবরাঈল (আঃ) জবাব দিলেনঃ এরা আপনার উম্মতের সে-সব লোক, যাদের নিকট ছিল বৈধ স্ত্রী, তবুও তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছেঃ এইভাবে সেসব স্ত্রীলোকগণ, যাদের বৈধ স্বামী থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

এরপর এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যে জ্বালানি সংগ্রহ করে তার এতবড় একটি বোঝা তৈরী করেছিল যা সে বহন করতে সক্ষম নয় আর এরপরও আরও জ্বালানি সে সংগ্রহ করে চলেছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কি? হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম জওয়াব দিলেনঃ এ হলো আপনার উম্মতের সেই

www.pathagar.com

ব্যক্তি, যার উপর মানুষের বহু আমানত ও অধিকার রয়েছে, যার আদায়ে সে সক্ষম নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সে আরও বোঝা নিতে উদ্যত।

অতঃপর তিনি অন্য এমন একটি সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেলেন, যাদের রসনা এবং ওষ্ঠদ্বয় লোহার কেচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে আর কর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাবস্থা ফিরে আসছে। এই অবস্থা কোন সময় বন্ধ হয় না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কি? জিবরাঈল আলায়হিস সালাম জওয়াব দিলেনঃ এ হলো পথভ্রষ্টকারী ওয়ায়েজ বা উপদেশক।

অতঃপর তিনি একটি ছোট পাথর দেখলেন। ঐ পাথর থেকে একটি বড় গরু সৃষ্টি হয়। গরুটি পুনরায় উক্ত পাথরে প্রবেশ করতে চায় কিন্তু তা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কি? জিবরাঈল আলায়হিস সালাম জওয়াব দিলেন ঃ এটি হলো সেই ব্যক্তির অবস্থা, যে মুখে অনেক বড় কথা বলে পরে লজ্জিত হয়; কেননা, তা ফেরত দিতে অক্ষম হয়।

এরপর তিনি এমন একটি ময়দানে তশরিফ নিলেন, যেখানে পবিত্র আনন্দদায়ক বাতাস এবং মৃগনাভির সুগন্ধ রয়েছে। এরপর একটি শব্দ শ্রবণ করলেন। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটা কি? জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেনঃ এটি জান্নাতের শব্দ। জান্নাত বলে, "হে পরওয়ারদিগার, যা আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছেন তা আমাকে দান করুন। কেননা, আমার সু-উচ্চ ইমারতসমূহ, তার মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভার, মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত, রেশমী পোশাক-পরিচ্ছদ, সোনালী রূপালী পাত্রসমূহ, মূল্যবান কুরসী-কেদারা, বাহনসমূহ, মধু-পানি এবং অন্যান্য সুস্বাদু পানীয় দ্রব্য অনেক বেশী একত্রিত হয়েছে। তাই আমার প্রতিশ্রুত জান্নাতবাসীদেরকে আমার নিকট প্রেরণ করুন, যাতে করে তাঁরা এই নিয়ামতসমূহ উপভোগ করতে সক্ষম হন।"

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেনঃ তোমার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষ যে আমার প্রতি ও আমার রসূলদের প্রতি বিশ্বাসী হবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না, আমাকে ভিন্ন অন্য কারো প্রতি বিশ্বাস না করবে, আর যে আমাকে ভয় করবে সে শান্তিতে বসবাস করবে; সে যা আমার কাছে চাইবে আমি তা তাকে দান করবো।

www.pathagar.com

আর যে আমাকে করজ দেবে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাহে খরচ করবে) আমি তাকে উত্তম বিনিময় দান করবো। আর যে আমার প্রতি ভরসা করবে আমি তার জন্য যথেষ্ট হবো। আমি আল্লাহ্‌। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না। আর মুমিনদের সাফল্য সুনিশ্চিত। আর আল্লাহ্‌ পাক যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা, তিনি বরকতময়।

জান্নাত বলল: আমি রাযী হয়েছি।

অতঃপর একটি ময়দানে গমন করতে হলো। সেখান থেকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হচ্ছিল, আর দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন: এটি কি? জিবরাঈল আলায়হিস সালাম জবাব দিলেন, এটি জাহান্নামের আওয়াজ। জাহান্নাম বলে, "হে পরওয়ারদিগার! আমার সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে (অর্থাৎ দোযখীদের দ্বারা জাহান্নাম ভরপুর করে দেওয়া) তা পূর্ণ করুন। কেননা, আমার জিঞ্জিরসমূহ, আমার বাধনসমূহ, আমার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আমার গরম পানি এবং অন্যান্য আযাবসমূহ অনেক মাত্রায় একত্রিত হয়েছে, আমার গর্ত অত্যন্ত গভীর এবং তাপ অতীব সতেজ হয়েছে। আল্লাহ্‌ পাকের ইরশাদ হলো যে, প্রত্যেক মুশরিক নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক কাফির নারী ও পুরুষ এবং প্রত্যেক অহংকারী দীন ইসলামের দুশমন যে কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করে না, তোমার জন্যে নির্দিষ্ট হবার প্রস্তাব গৃহীত হলো।

দোযখ বলল: আমি রাযী হয়েছি।

আর আবূ সাঈদের বিবরণ 'বায়হাকী' থেকে এভাবে বর্ণিত আছে যে, হুযূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আমাকে ডান দিক থেকে জনৈক আহ্‌বায়ক আহ্‌বান করলো: 'আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো।' আমি তার কথার কোন জবাব দিইনি। অনুরূপভাবে আর একজন আমাকে বাঁদিক থেকে আহ্‌বান করলো; আমি তারও কোন জবাব দিইনি। আর এই বিবরণে একথাও রয়েছে যে, একটি স্ত্রীলোক দেখা গেল যে, তার হাতগুলো উন্মুক্ত করে রেখেছে আর সে সম্পূর্ণভাবে সুসজ্জিত রয়েছে, আর আল্লাহ্‌র দানস্বরূপ সে সৌন্দর্য লাভ করেছে। সেও আমাকে বললো: 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আমি আপনার নিকট থেকে কিছু কথা জানব। আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত করিনি।

www.pathagar.com

আর এই হাদীসেই রয়েছে যে, জিবরাঈল আলায়হিস সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বললেনঃ প্রথম আহ্বায়ক ছিল য়াহূদী-দের আহ্বায়ক। যদি আপনি তার জবাব দিতেন তবে আপনার উম্মত য়াহূদী হয়ে যেত। আর দ্বিতীয় আহ্বায়ক নাসারা বা খৃস্টানদের পক্ষ থেকে ছিল। যদি আপনি তার জবাব দিতেন তবে আপনার উম্মত খৃস্টান হয়ে যেত। আর সেই স্ত্রীলোকটি ছিল দুনিয়া। যদি আপনি তার আহবানে সাড়া দিতেন তবে আপনার উম্মত দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হয়ে আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিত!

এইসব ঘটনা আসমানসমূহে সফরের পূর্বেই ঘটেছিল আর কোন কোন ঘটনা আসমানে অবতরণের পর ঘটেছে। যেমন এই হাদীসেই রয়েছে যে, হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আসমানে তশরিফ নিয়ে যাওয়ার পর হযরত আদম আলায়হিস সালামকে দেখতে পেলেন। আর সেখানে অনেক দস্তরখান পাতা রয়েছে, তাতে রয়েছে পবিত্র গোশ্ত। কিন্তু এই দস্তরখানে কোন লোক নেই। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি দস্তরখান রয়েছে; তাতে রয়েছে পচা গোশ্ত এবং তাতেই রয়েছে মানুষের ভীড়। অনেক লোক সেই পচা গোশ্ত ভক্ষণ করছে। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বলেনঃ এরা সেই সব লোক, যারা হালালকে বাদ দিয়ে হারাম খায়!

এই বিবরণে এই কথাও রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই সফরে এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলেন, যাদের উদর মনে হয় যেন একটি ঘর! যখন তাদের কেউ দণ্ডায়মান হতে চায় তখন সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বললেনঃ এরা হলো সূদখোর লোক। এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেলেন, যাদের ওষ্ঠদ্বয় উষ্ট্রের ন্যায়; তারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভক্ষণ করে আর সেগুলো তাদের নিম্নদেশের পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেনঃ এরা সেসব লোক, যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ হজম করে। আর এই সফরে এমন একদল নারীকে দেখলেন, যাদেরকে তাদের স্তনের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে; এরা ছিল ব্যভিচারিণীর দল।

আর এই সফরে এমন এক সম্প্রদায়কেও দেখলেন, যাদের পাঁজরের গোশত কর্তন করে তাদেরকেই ভক্ষণ করানো হচ্ছিল; এরা ছিল চোগলখোর।

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ আলমে বরযখের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন তাকে প্রত্যক্ষ করার জন্যে প্রত্যক্ষদর্শীর সেই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকা জরুরী নয়। এই সম্ভাবনাও আছে যে, এই সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে সেই আকৃতিসমূহের যা হযরত আদম আলায়হিস সালামের বাঁদিকে ছিল যার উল্লেখ হবে নবম ঘটনায়।

এই পর্যায়ে কতগুলো এমন ঘটনা রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়নি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মহাশূন্য পরিভ্রমণের পূর্বে দেখেছিলেন, কি পরে ; যেমন হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মি'রাজে গমন করেন তখন কোন কোন আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যাঁদের সাথে বিরাট জনগোষ্ঠী ছিল, আর কোন কোন নবীর সঙ্গে নিতান্ত সামান্য সংখ্যক লোক ছিল ; কোন কোন নবীর সাথে কেউই ছিল না।

অতঃপর তিনি দেখলেন ঃ এক বিরাট দল ; আমি জিজ্ঞাসা করলে আমাকে বলা হয়, মূসা (আঃ) এবং তার উম্মত। কিন্তু একটু উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, আর দেখুন। এরপর যা দেখলাম তা হলো এক অত্যন্ত বিরাট জনসমাবেশ ; চারদিক লোকে লোকারণ্য। তখন আমাকে বলা হলো, এটি আপনার উম্মত। এতদ্ব্যতীত আপনার উম্মতের আরও ৭০ হাজার লোক রয়েছে, যারা কোন হিসাব ব্যতীতই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ এরা সে সব লোক, যারা দেহে কোন প্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করে না। যারা মন্ত্র দ্বারা ঝাঁড়ফুক করে না, যারা কোন বস্তু দ্বারা ভাল-মন্দ হবার, কল্যাণকর অকল্যাণকর হবার আলামত নির্ণয় করে না, আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হয়।[১]

সপ্তম ঘটনা

যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বায়তুল মুকাদ্দাস পেঁছি-লেন (মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েত), হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি বুরাক ঠিক সেই স্থানে বেঁধে দিলাম, যেখানে অন্য নবীগণ তাঁদের বাহনসমূহ বাঁধতেন।

---

১. তিরমিযী শরীফ।

www.pathagar.com

বাজ্জার বর্ণনা করেছেন বুরায়দা থেকে যে, জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটস্থ একটি পাথরে স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা ছিদ্র করেন এবং তাতে বুরাককে বেঁধে দেন।

ফায়দা ঃ উভয় বিবরণের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, সেই ছিদ্রটি হয়ত প্রাচীনকাল থেকেই ছিল কিন্তু কোন কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জিবরাঈল আলায়হিস সালাম স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা খুলে দেন আর বুরাক বাঁধার ব্যাপারে হয়ত দুজনেই অংশ গ্রহণ করেন।

এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করার কোন ন্যায্য কারণ নেই যে, বুরাককে বেঁধে রাখার কি প্রয়োজন ছিল, তাকে ত অনুগত করেই প্রেরণ করা হয়েছে। কারণ, এই বিশ্বে অবতরণের পর হয়ত তাঁর মধ্যে জাগতিক চরিত্র প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা ছিল। যদি বুরাক ছুটে যাওয়ার আশংকা নাও থাকে তবুও তার কোন প্রকার দুষ্টামি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্তরকে সাময়িকভাবে পেরেশান করার সম্ভাবনা ছিল! এতদ্ব্যতীত আরও বহু হিকমত থাকতে পারে, যা অনুধাবন করা মানুষের সাধ্যাতীত।

অষ্টম ঘটনা

তফসীরে ইবনে আবী হাতিমে রয়েছে, বিবরণ হযরত আনাস (রাঃ)-এর যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলেন আর সেই স্থানে পৌঁছলেন, যার নাম বাবে মুহাম্মদ, তখন বুরাক বেঁধে দিলেন এবং উভয়ে মসজিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। তখন জিবরাঈল আলায়হিস সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আপনি কি আপনার প্রতিপালকের নিকট এ দরখাস্ত করেছিলেন যে, আপনাকে যেন হুর দেখান হয়। তিনি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন। তখন জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ এ স্ত্রীলোকদের নিকট তশরিফ নিন এবং তাদেরকে সালাম দিন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান ঃ আমি তাদেরকে সালাম দিলাম। অতঃপর তারা আমার প্রশ্নের জবাব দিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তোমরা কার জন্য? তারা বলল ঃ আমরা নেক এবং আমরা সুন্দরী। আমরা এমন লোকদের স্ত্রী যারা অপরিচ্ছন্ন হবে না, যারা চিরদিন বেহেশতে বাস করবে, কোন দিন বেহেশত থেকে বিদায় নেবে না, যারা চিরঞ্জীব, যাদের মৃত্যু হবে না কোন দিন। এরপর কিছু সময় অতিবাহিত

www.pathagar.com

হলো। অনেক লোক সমবেত হলো, তৎপর একজন মুয়াযযিন আযান দিলেন। ইকামতও হলো। আমরা সকলে কাতারবন্দী অবস্থায় অপেক্ষমান রইলাম যে, কে ইমাম হবেন। এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) আমার হাত ধরে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি সকলের ইমামতি করলাম। যখন নামায সুসম্পন্ন হলো, জিবরাঈল (আঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন? আপনি কি জানেন যে আপনার পেছনে কারা নামায পড়েছেন? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ এই পৃথিবীতে যত নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন, সকলেই আপনার পেছনে নামায আদায় করেছেন।

বায়হাকী আবূ সাঈদের বিবরণ পেশ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি এবং জিবরাঈল (আঃ) উভয়েই বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করি এবং আমরা দুই রাকাত নামায আদায় করি। আর ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বিবরণে এইটুকু বেশী কথা সংযোজিত রয়েছে যে, আমি মসজিদে প্রবেশ করে আম্বিয়া (আঃ)-কে দেখতে পাই। তাঁদের কেউ দণ্ডায়মান অবস্থায়, কেউ রুকূ অবস্থায় আর কেউ সিজদারত ছিলেন। এরপর মুয়াযযিন আযান দিলেন। আমরা কাতার-বন্দী হয়ে এই অপেক্ষায় রইলাম যে, কে ইমাম হবেন? ঠিক এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) আমার হাত ধরে আমাকে সম্মুখের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সকলের ইমাম হিসাবে নামায আদায় করলাম।

হযরত ইবনে মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংক-লিত হয়েছে। তাতে রয়েছে ঃ যখন নামাযের সময় হলো এবং আমি তাদের ইমাম হলাম।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আকসায় পৌঁছলেন, তখন দণ্ডায়মান হয়ে নামায পড়তে লাগলেন আর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁর সাথে নামায পড়লেন।

আর বায়হাকীতে আবূ সাঈদের বর্ণিত যে হাদীস সংকলিত হয়েছে, তা হলো এই যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে ফেরেশতাদের সঙ্গে নামায আদায় করলেন (অর্থাৎ তিনি ফেরেশ্তাদের জামা'আতের ইমাম হলেন)। যখন নামায সুসম্পন্ন হলো তখন ফেরেশ্তারা জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার সঙ্গে ইনি কে?

www.pathagar.com

জিবরাঈল আলায়হিস সালাম জবাব দিলেনঃ ইনি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, খাতিমুন নাবিয়্যীন। ফেরেশ্‌তারা বললেন? তাঁর নিকট নুবূওয়তের জন্য কোন পয়গাম এসেছে, নাকি তাঁকে আসমানে নিয়ে যাওয়ার দাওয়াত এসেছে? জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেনঃ হ্যাঁ, তাই। ফেরেশতারা বললেনঃ আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি নাযিল করুন। উত্তম ভাই উত্তম খলীফা (অর্থাৎ, আমাদের ভাই আল্লাহ্‌র খলীফা)। অতঃপর আম্বিয়ায়ে কিরামের রূহের সহিত মুলাকাত হলো। তাঁরা সকলেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম এইভাবে ভাষণ দান করলেনঃ সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি আমাকে বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন, যিনি আমাকে দান করেছেন বিরাট ক্ষমতা। যিনি আমাকে অনুসরণীয় করেছেন, যিনি আমাকে নমরূদের অগ্নি থেকে নাজাত দিয়েছেন। আর সেই অগ্নিকে আমার জন্য শান্তির উপকরণ হিসাবে তৈরী করেছেন।

এরপর হযরত মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এইভাবে ভাষণ দান করলেনঃ সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি আমার সাথে বিশেষভাবে কথা বলেছেন। আর আমাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, আর আমার প্রতি 'তাওরাত' নাযিল করেছেন। আর ফিরাউনের ধ্বংস এবং বনি ইসরাঈলের নাজাত আমার হস্তে প্রকাশ করেছেন। আর আমার উম্মতকে এমনি এক সম্প্রদায়ে পরিণত করেছেন যারা সত্যের আলোকদিশারী এবং সত্য অনুসারে সুবিচার করে।

এরপর হযরত দাঊদ আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এইভাবে ভাষণ দান করেছেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি আমাকে বিরাট ক্ষমতা দান করেছেন, যিনি আমাকে জবুরের ইলম দান করেছেন, আর আমার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছেন। আমার জন্য পাহাড়কে অনুগত করে দিয়েছেন, আর পক্ষীদেরকেও আমার অনুগত করে দিয়েছেন এবং আমাকে দান করেছেন হিকমত ও সুস্পষ্ট ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতা।

এরপর হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এইভাবে ভাষণ দান করেছেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি আমার জন্য বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছেন, যিনি শয়তানদেরকে অনুগত

www.pathagar.com

করে দিয়েছেন, আমি যখন যা চাই, তারা আমার জন্যে তা-ই প্রস্তুত করে, যেমন বড় বড় অট্টালিকাসমূহ এবং মূর্তিসমূহ (তখন তা বৈধ ছিল) এবং যিনি আমাকে পক্ষীদের ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যিনি বিশেষ দানে আমাকে সবকিছু দান করেছেন এবং যিনি আমার জন্যে শয়তান, মানুষ, জ্বীন ও পক্ষীদের সৈন্যদেরকে অনুগত করে দিয়েছেন। আর যিনি আমাকে এমন বাদশাহাত দান করেছেন, যা আমার পরে আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না এবং যিনি আমাকে এমন পবিত্র বাদশাহাত দান করেছেন, যে সম্পর্কে আমার কোনও হিসাব হবে না!

অতঃপর হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করে এইভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করেনঃ সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্ পাকের, যিনি আমাকে তাঁর কলেমা বলে আখ্যা দিয়েছেন, যিনি আমাকে আদম আলায়হিস সালামের ন্যায় সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে মাটি দিয়ে তৈরী করে আদেশ দিয়েছেন, 'তুমি আত্মা বিশিষ্ট হও' আর তিনি আত্মা বিশিষ্ট (জীবন্ত মানুষ হয়েছেন) আর যিনি আমাকে লিখবার ক্ষমতা হিকমত এবং তৌরাত ও ইঞ্জিলের ইলম দান করেছেন। আর যিনি আমাকে এই শক্তি দান করেছিলেন যে আমি যখন মাটি দ্বারা পক্ষীর আকৃতি তৈরী করে তাতে ফুঁক দিতাম, তখন আল্লাহ্ পাকের হুকুমে তা জীবন্ত পাখীতে পরিণত হতো। আর যিনি আমাকে এই শক্তি দান করেছিলেন যে, আমি আল্লাহ্ পাকের হুকুমে জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে দিতাম আর মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিতাম এবং যিনি আমাকে পবিত্র করেছেন এবং যিনি আমাকে ও আমার মাতাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হিফাজত করেছেন; এই জন্যেই আমাদের প্রতি শয়তান কোন সফলতা লাভ করেনি।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র প্রশংসা করেন এবং বলেন ঃ আপনারা সকলে আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করেছেন। আমিও আমার পরওয়ারদিগারের প্রশংসা করছি। সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন রূপে এবং সমস্ত মানুষের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে, যিনি আমার প্রতি কুরআনে করীম নাযিল করেছেন, যাতে রয়েছে সবকিছুর বিবরণ এবং যিনি আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত হিসাবে ঘোষণা করেছেন, যাদের আবির্ভাব হয়েছে সমগ্র মানব জাতির

www.pathagar.com

কল্যাণার্থে, যিনি আমার উম্মতকে সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী উম্মত হিসাবে তৈরী করেছেন আর যিনি আমার উম্মতকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যে, প্রথমেও তারা (অর্থাৎ মরতবা ও মর্যাদার দিক থেকে সর্বাগ্রে তারা) আর শেষেও তারা (অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে তারা সর্বশেষ) আর যিনি আমার বক্ষকে প্রশস্ত করেছেন, আমার বোঝাকে হালকা করেছেন এবং আমার আলোচনাকে সর্বোচ্চ মরতবায় স্থান দিয়েছেন আর আমাকে সকলের উদ্বোধনকারী এবং পরিসমাপ্তিকারী নির্বাচন করেছেন (অর্থাৎ নূরের দিক থেকে সর্বপ্রথম এবং প্রকাশ হওয়ার দিক থেকে সর্বশেষ)।

এরপর হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম সকলকে সম্বোধন করে বললেনঃ অতএব এইসব গুণের কারণেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আপনাদের সকলের উপরে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আসমানসমূহের ভ্রমণের উল্লেখ করেন। আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে তিনজন পয়গাম্বরের যথা—হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম, হযরত মূসা আলায়হিস সালাম এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের ভাষণ এবং তাদের আকৃতি বর্ণনা করেছেন। আর এই বিবরণে একথাও রয়েছে যে, যখন আমি নামায থেকে অবসর পেলাম তখন একজন আমাকে বলল, "হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! ইনি হলেন মালিক। ইনি দোযখের দারোগা। আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে আমাকে সালাম পেশ করলো।

আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শবে মি'রাজে দাজ্জালকেও দেখেছেন এবং দোযখের খাজেনকেও দেখেছেন।[১]

এইভাবে পাশাপাশি উল্লেখ করাতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জালকেও তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে দেখেছেন অর্থাৎ তার আকৃতির কোন নমুনা তিনি দেখেছেন, কেননা, সেই মুহূর্তে দাজ্জাল যে সেখানে উপস্থিত ছিল না, একথা সুস্পষ্ট।

---

১. মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

নবম ঘটনা

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, প্রিয় নবী হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামায সুসম্পন্ন করার পর যখন মসজিদ থেকে বাইরে তশরীফ আনলেন তখন হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তাঁর সম্মুখে দুটি পাত্র পেশ করলেন। একটিতে ছিল শরাব আর একটিতে ছিল দুধ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমি দুধকে বেছে নিলাম।" জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেনঃ আপনি স্বভাবধর্মকে পছন্দ করেছেন। এরপর আসমানের দিকে গমন করেন।[১]

আর আহমদের বিবরণে রয়েছে, বর্ণনাকারী হলেন হযরত ইব্নে আব্বাস। দুটি পাত্রের একটি হলো দুধের আর একটি মধুর।

আর বাজ্জারের বিবরণে রয়েছে তিনটি পাত্রের কথা—দুধ, শরাব এবং পানি। এবং সাদ্দাদ ইব্নে আউসের হাদীসে রয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নামাযের পর আমি পিপাসাগ্রস্ত হলাম। তখন এই পাত্রসমূহ আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। আমি যখন দুধ গ্রহণ করলাম তখন একজন বুযুর্গ, যিনি আমার সম্মুখে ছিলেন, তিনি জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে বললেনঃ তোমার বন্ধু স্বভাবধর্মকে গ্রহণ করেছেন।

ফায়দাঃ বুরাক বাঁধার পরে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সেগুলির তারতীব এভাবে হবেঃ

১. মসজিদের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে হুরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা।

২. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং জিবরাঈল আলায়হিস সালামের দু'রাকাত করে নামায আদায় করা। সম্ভবত এটি ছিল তাহিয়্যাতুল মসজিদ। ঐ সময় হয়ত অন্যান্য নবীগণ পূর্বাহ্নে মসজিদে সমবেত ছিলেন। তাদেরকে তিনি বিভিন্ন অবস্থায় দেখেছেন। কেউ রুকূ অবস্থায় ছিলেন, কেউ সিজদারত ছিলেন, হয়ত সকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করছিলেন। আর তাঁদের মধ্যে কোন কোন নবী তাঁর পরিচিত

---

১. মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

ছিলেন। আর মনে হয় নবীগণ নিজেদের নামায শেষ করার পর এই তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাযে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুক্তাদী হয়েছিলেন।

৩. অতঃপর অন্যান্য আম্বিয়ায়ে আলায়হিস সালামের একত্রিত হওয়া।

৪. তৎপর আযান, ইকামত, নামায এবং জামা'আত হওয়া, আর এই জামা'আতেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইমাম ছিলেন এবং আম্বিয়ায়ে আলায়হি মুসল্লী এবং কিছু সংখ্যক ফেরেশতা তাঁর মুক্তাদী ছিলেন। এঁদের কোন কোন লোককে তিনি চিনতেন না, এইজন্যই জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেনঃ সমস্ত নবী-রসূল আপনার পিছনে নামায পড়েছেন।

এটি কোন্ নামায ছিল, এ প্রশ্নের জবাব পরে আলোচিত হবে। আর আযান এবং ইকামত হয়ত এইভাবেই হয়েছে যেমন বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে, যদিও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পর এই বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে অথবা অন্য কোন প্রকারের আযান ইকামত হয়েছে।

৫. অতঃপর ফেরেশতাদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব। এই পর্যায়ে দোযখের খাজেনের সঙ্গে মুলাকাত হলো। তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করলো তাঁর পরিচয়। জিবরাঈল আলায়হিস সালামের মাধ্যমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম শ্রবণ করে তারা জিজ্ঞাসা করলো--তার নিকট কি কোন ওহী প্রেরিত হয়েছে? ঐসব কথারই প্রমাণ যে, ফেরেশতারা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জানতো যে তাঁর সাথে এমন ঘটনা ঘটবে। এ সম্পর্কে অবশ্য দুটি সম্ভাবনা আছে। প্রথমত, হয়ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নুবূওয়ত লাভের জ্ঞান হয়ত তখন পর্যন্ত তাদের হয়নি, কেননা, ফেরেশতাদের প্রতি থাকে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব অর্পিত। সর্বদা অন্যান্য ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, নুবূওয়তের ব্যাপারে হয়ত তাদের জ্ঞান ছিল, আর প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো মি'রাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া। এমনিভাবে আসমানসমূহের পরিভ্রমণের সময় যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছে সে সম্পর্কেও একই কথা।

www.pathagar.com

৬. আম্বিয়ায়ে আলায়হিমুস সালামের সঙ্গে মুলাকাত।

৭. আম্বিয়ায়ে আলায়হিমুস সালামের ভাষণ।

৮. পাত্রসমূহ পেশ করা, এই সম্পর্কে বিবরণসমূহের চিন্তা করলে জানা যায় যে, পাত্র ছিল চারটি—দুধ, মধু, শরাব এবং পানি। কোন কোন বর্ণনাকারী দুটির উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করেছেন, আর কেউ তিনটি উল্লেখ করেছেন। অথবা পাত্র তিনটিই ছিল, একটি পাত্রে পানি ছিল, মিষ্টি যা মধুর ন্যায় ছিল, কখনও তাকে মধু বলা হয়েছে আর কখনও পানি। আর শরাব তখন পর্যন্ত হারাম বলে ঘোষিত হয়নি। কেননা, এই ঘোষণা হয় মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর! এটি আনন্দদায়ক বস্তু, এজন্য এটি দুনিয়ার রূপক। মধু অধিকাংশ সময় স্বাদ ভোগ করার জন্য পান করা হয়, খাদ্য হিসাবে নয়। তাই এটিও একটি অপ্রয়োজনীয় বস্তু, আর এ দ্বারা ইঙ্গিত হলো দুনিয়ার আনন্দ উল্লাসের দিকে আর পানি খাদ্য-বস্তুর সহকারী খাদ্য নয়। যেভাবে দুনিয়া দীনের সাহায্যকারী, আসল উদ্দেশ্য নয়, পক্ষান্তরে দীন আধ্যাত্মিক খাদ্য যা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেমন দুধ যা দেহের মৌলিক খাদ্য। যদিও আরও অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্য রয়েছে, কিন্তু তবুও সেগুলির উপর দুধের প্রাধান্য রয়েছে, এটি খাদ্য এবং পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর এভাবে সিদরাতুল মুনতাহার পরেও পাত্রসমূহের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (হাফেয ঈমাদুদ্দীন ইবনে কাসির) হয়ত এতে সদৃঢ় করা, তাম্বিহ করা, তাকীদ করা এবং ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য হতে পারে।

৯. অতঃপর আসমানের ভ্রমণ। আর উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা যে-ভাবে ঘটনাবলীর বিন্যাস করা হয়েছে তাতে একদিকে ঘটনাবলীকে এক-ত্রিত করা হয়েছে, অন্যদিকে উল্লিখিত বিবরণসমূহের মধ্যকার গরমিলও দূরীভূত হয়েছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্বর্ধনার জন্যেই হয়ত বায়তুল মুকাদ্দাসে আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ফেরেশতাদের একত্রিত করা হয়েছিল। মূলত আল্লাহ্ পাকই সর্বজ্ঞাত।

দশম ঘটনা

এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আসমানের পরিভ্রমণ শুরু করেন। কোন কোন বিবরণে রয়েছে যে, তিনি বুরাকের উপর আরোহণ করে আসমানে পরিভ্রমণ সু-সম্পন্ন করেন।

www.pathagar.com

বুখারী শরীফে হাদীস সংকলিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ অন্তরকে বিধৌত করে তাকে ঈমান এবং হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ করার পর আমাকে বুরাকে আরোহণ করানো হয়েছে। বুরাক তার দৃষ্টির শেষ সীমানায় পদক্ষেপ গ্রহণ করত। আর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে এইভাবে দুনিয়ার সংলগ্ন আসমানে পৌঁছে। এতে এ কথাই সুস্পষ্ট ভাষায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি বুরাকে আরোহণ করেই আসমানে তশরিফ নিয়ে যান; যদিও পথিমধ্যে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে তশরিফ নেন। বায়হাকীতে আবূ সাঈদের বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ অতঃপর (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের পর) আমার সম্মুখে একটি সিঁড়ি আনা হয়, যাতে মানব জাতির রূহসমূহ (মৃত্যুর পর) আরোহণ করে। তাই এ সিঁড়ি থেকে সুন্দরতর আর কিছু দেখা যায়নি।

কোন কোন মৃত ব্যক্তিকে উন্মিলিত চোখে আসমানের দিকে চেয়ে থাকতে দেখা যায়—এর কারণও এই যে, সে এই সিঁড়িকে দেখে আনন্দিত হয়।

আর শরফুল মুস্তমা গ্রন্থে রয়েছে যে, এই সিঁড়িটি জান্নাতুল ফিরদাউস থেকে আনা হয়েছে আর তার ডানে এবং বামে, উপরে এবং নিম্নে ফেরেশতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

কাবের বিবরণে রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি রৌপ্য নির্মিত এবং একটি স্বর্ণ নির্মিত সিঁড়ি আনা হয় এবং তিনি ও জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তাতে আরোহণ করেন।

আর ইবনে সাকীর বিবরণ হচ্ছে এই যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আমি যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের ঘটনা থেকে অবসর পেলাম তখন এই সিঁড়ি আনা হয় এবং আমার ভ্রমণের সাথী জিবরাঈল আমাকে আরোহণ করায় এবং আসমানের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

ফায়দাঃ বুরাক এবং সিঁড়ির বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব যে, কিছু পথ বুরাকের উপর আরোহণ করে আর কিছু পথ সিঁড়ির উপর আরোহণ করে অতিক্রম করেছেন, যেভাবে সম্মানিত মেহমানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের যানবাহন উপস্থাপিত করা হয়। এতে করে তাঁর জন্য এই সুযোগ ও অধিকার থাকে যে, তিনি সামান্য পথ অতিক্রম করে সকল যানবাহনের সদ্ব্যবহার করেন। আর বুরাক যদিও অত্যন্ত দ্রুতবেগে ভ্রমণ

www.pathagar.com

করে কিন্তু তার দ্রুতগমন একজন আরোহীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। কেননা, বুরাকে আরোহণ করার পর বিভিন্ন স্থানে ও মকামে অবতরণ এবং বিভিন্ন মনযিলে বিভিন্ন প্রকার দৃশ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ একথারই প্রমাণ বহন করে যে, এই ভ্রমণ ছিল অত্যন্ত শান্ত অবস্থায়।

একাদশ ঘটনা

হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামের সঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে পৌঁছলেন। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম আসমানের দুয়ার খুলবার ব্যবস্থা করলেন। দ্বাররক্ষী ফেরেশতাগণের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে? তিনি বললেনঃ আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তোমার সাথে কে আছেন? তিনি জবাব দিলেনঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তাঁর নিকট আল্লাহ্র পয়গাম (নুবূওয়তের জন্য অথবা আসমানে উপস্থিতির জন্য) প্রেরিত হয়েছে কি? জিবরাঈল আলাহিস সালাম বললেনঃ হ্যাঁ।[১]

আর বায়হাকীর হাদীসে আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আসমানের দুয়ারসমূহের মধ্য থেকে একটি দুয়ারে পৌঁছেন। এই দুয়ারটির নাম বাবুল হাফাজা। এতে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন, তাঁর নাম ইস-মাঈল। তাঁর অধীনে রয়েছে বার হাজার ফেরেশতা।

শোরায়েকের বর্ণনা যা বুখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, যমীনে আল্লাহ্ পাকের কি পরিকল্পনা রয়েছে সে সম্পর্কে আসমানের অধিবাসীরা তেমন একটা খবর রাখেন না, যে পর্যন্ত না তাঁদেরকে এই সম্পর্কে অবগত করানো হয়। যেমন, এখানে জিবরাঈল আলায়হিস সালামের ভাষায় জানা যায়, এতে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার কারণও সুস্পষ্ট যে, এর বিবরণ অষ্টম ঘটনার পঞ্চম নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেখানে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করার যৌক্তিকতা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বুখারী শরীফের বিবরণে রয়েছে যে, ফেরেশতারা একথা শ্রবণ করে বলেছে 'মারহাবা' আপনার আগমন মুবারক। এরপর দুয়ার খুলে দেওয়া হয়। প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আমি ওখানে পৌঁছে দেখি হযরত আদম আলায়হিস

১. বুখারী শরীফ।

www.pathagar.com

সালাম উপস্থিত রয়েছেন। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস সালাম। তাঁকে সালাম দিন। আমি তাঁকে সালাম পেশ করলাম। তিনি সালামের জওয়াব দিলেন আর বললেন ঃ মারহাবা সুসন্তানকে, মারহাবা নবীয়ে সালেহ্‌কে।

অন্য একটি বিবরণে রয়েছে যে, দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখলাম, যাঁর ডানে কিছু আকৃতি ছিল এবং বামেও। যখন তিনি ডানদিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠে। পক্ষান্তরে যখন বাঁদিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তিনি কাঁদতে থাকেন। আমি জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইনি কে? তিনি জবাব ছিলেন ঃ ইনি আদম আলায়হিস সালাম। ডানদিকের এবং বামদিকের এই আকৃতিগুলি হলো তাঁর সন্তানদের রূহসমূহ। ডানদিকে যারা রয়েছে তারা জান্নাতী আর বাঁ দিকে যারা রয়েছে তারা দোযখী। এজন্যই তিনি ডান দিকে দেখে খুশী হন এবং বাঁদিকে দেখে কাঁদতে থাকেন। (মিশকাত শরীফেও অনুরূপ বিবরণ সংকলিত হয়েছে)।

আর বাজ্জারের হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রার বিবরণ হলো এই যে, তার ডানদিকে একটি দুয়ার থেকে খুশবু আসছিল আর বাঁদিকেও একটি দুয়ার ছিল। তা থেকে আসছিল দুর্গন্ধ। যখন তিনি ডানদিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন খুশী হতেন। আর যখন বাঁদিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন চিন্তিত হতেন। আর শোরায়েকের উপরোক্ত বিবরণে একথাও রয়েছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নীল এবং ফোরাতকে দেখেছেন। আর এই বিবরণেই রয়েছে যে, দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে তিনি আর একটি নহরও দেখেছেন। এতে রয়েছে মুক্তা এবং জবরজদ পাথরের নির্মিত মহল আর এটিই হলো কাওসার।

ফায়দা ঃ হযরত আদম আলায়হিস সালাম ইতিপূর্বে সকল আম্বিয়ার সঙ্গে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হয়েছেন। এমনিভাবে সমস্ত আসমানেও যে আম্বিয়ায়ে কিরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের সম্পর্কেও একই প্রশ্ন উত্থিত হয়। এর তাৎপর্য এই যে, কবরে তাঁর মূল দেহ থাকে। আর অন্যান্য স্থানে তার রূহ আকৃতি ধারণ করে, যাকে সূফিগণ জিসমে মিছালি বলে থাকেন। রূহের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে বিদ্যমান। আর সেই জিসম

www.pathagar.com

বা দেহের সংখ্যাও হয় একাধিক; আর একই সময় সেই দেহসমূহের সাথে রূহের সম্পর্ক গড়ে ওঠাও সম্ভব। কিন্তু তার নিজস্ব শক্তিতে নয় বরং শুধু এক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের খাস কুদরতে ও মর্জিতে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এই জিসমে মিছালি যা উভয় স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়েছে প্রত্যেক জায়গায় তা স্বতন্ত্র আকৃতির অধিকারী ছিল। এজন্য বায়তুল মুকাদ্দাসে দেখা হওয়া সত্ত্বেও আসমানে হযরত আদমকে চিনতে পারেন নি। অবশ্য ঈসা আলায়হিস সালাম যেহেতু আসমানে পূর্ণ দেহসহ আছেন সেইজন্য আস-মানে তাকে ঐ অবস্থায় দেখাটা সম্ভব। কিন্তু তাকে যে বায়তুল মুকাদ্দাসে দেখেছেন, যার উল্লেখ অষ্টম ঘটনায় রয়েছে ঐ দেখা দেহসহ ছিল না। বরং তা ছিল জিসমে মিছালি আর আত্মার সঙ্গে মৃত্যুর পূর্বেও জিসমে মিছালির সম্পর্ক অলৌকিকভাবে সম্ভব। যদিও এটাও সম্ভব যে, বায়তুল মুকাদ্দাসেও তিনি স্বশরীরে ছিলেন। প্রথমত, আসমান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে এসেছেন। অতঃপর আসমানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অবশ্য এটা অসা-ধারণ অবস্থা। আর আল্লাহ্ পাকই এসব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

আর আদম আলায়হিস সালামের ডানে এবং বামে যে আকৃতিসমূহ পরিলক্ষিত হয় সেগুলিও দৃষ্টান্তমূলক আকৃতি।

আর বাজ্জারের সংকলিত বিবরণে চিন্তা করলে এই সত্য উদঘাটিত হয় যে, এই আত্মাসমূহ ঐ সময়ে আসমানে উপস্থিত এবং আসমানের অধিবাসী ছিল না বরং নিজ নিজ ঠিকানায় ছিল। আর সেই ঠিকানাও আদম আলায়হিস সালামের স্থানের মধ্যে একটি দুয়ার ছিল। সেই দুয়ার দিয়ে এই আকৃতিসমূহের প্রতিবিম্ব সেই স্থানে পড়েছিল। অথবা সেই বাতাস যা এসেছিল তাও দেহের রূপ ধারণ করে এবং তাতে ছিল প্রতিবিম্ব প্রকাশের বৈশিষ্ট্য, যেমন বাতাস যখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গে সম্মিলিত হয় তখন তা প্রত্যক্ষ করার ন্যায় যোগ্যতা অর্জন করে। কেননা, এই বিবরণে দুয়ারের অস্তিত্বের কথা উল্লিখিত রয়েছে আর এটি সুস্পষ্ট—এই দুয়ারটি ছিল ওই আকৃতিসমূহের প্রতিবিম্ব প্রকাশের মাধ্যম। আর আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী। আর এতে এ প্রশ্ন আর রইল না যে কুরআনে করীমের যে আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ

www.pathagar.com

أَبْوَابُ السَّمَاءِ -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ পাকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে এবং অহংকার করে আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে তাদের আসমানের দ্বার খোলা হবে না।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কাফিরদের রূহ আসমানে যেতে পারবে না। অতঃপর দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে হযরত আদম আলায়হিস সালামের বাঁদিকে কাফিরদের আত্মা কিভাবে সমবেত হল?

এতদ্ব্যতীত নীল এবং ফোরাত নদীকে সপ্ত আসমানের উপর সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখার কথা রয়েছে অথচ এই নদীসমূহ রয়েছে দুনিয়াতে! এই কথার তাৎপর্য কি সিদরাতুল মুনতাহার নিকট নীল ফোরাতকে দেখার ব্যাখ্যা সিদরাতুল মুনতাহার বিবরণের স্থানে প্রদত্ত হবে। এখানে শুধু বিবরণীসমূহ একত্রিত করার ব্যাখ্যা উপলব্ধি করা দরকার।

হয়ত সিদরাতুল মুনতাহার মূলেই রয়েছে নীল ও ফোরাতের কেন্দ্র আর সেখান থেকে পানি দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আসে এবং সেখান থেকে যমীনে আসে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে হবে।

অন্যান্য হাদীসের বিবরণ হলো এই যে, হাউজে কাউসার জান্নাতে রয়েছে, অর্থাৎ, মূল হাউজ সেখানেই রয়েছে। আর একটি শাখা এখানে রয়েছে। যেমন একটি শাখা কিয়ামতের ময়দানেও হতে পারে।

দ্বাদশ ঘটনা

বুখারী শরীফে রয়েছে যে, আমাকে জিবরাঈল আলায়হিস সালাম সম্মুখের দিকে নিয়ে গেলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলেন এবং দুয়ার খোলা হলে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে? বললেনঃ আমি জিবরাঈল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তোমার সঙ্গে কে? জবাব দিলেনঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তাঁর নিকট কি আল্লাহ্র পয়গাম প্রেরণ করা হয়েছে? জিবরাঈল বললেনঃ হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ একথা শ্রবণ করে বললোঃ মারহাবা! আপনার আগমন মুবারক হোক। এরপর দুয়ার খুলে দেওয়া হলো। (প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ) আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম সেখানে রয়েছেন হযরত ইয়াহিয়া আলায়হিস সালাম ও হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম, তাঁরা উভয়ে আত্মীয় (খালাত ভাই)।

জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ ইনি ইয়াহিয়া, ইনি ঈসা, তাঁদেরকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম, তাঁরা উত্তর দিলেন। এরপর বললেনঃ মারহাবা নেক ভাইকে, মারহাবা নেক নবীকে।

ফায়দাঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর খালা হলেন হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর মাতা। অতএব হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর মাতার খালার নাতি। আর নানি যেহেতু মায়ের পর্যায়ে হয়, এইজন্য হযরত ঈসা (আঃ)-এর নানীকে তাঁর মাতার স্থানে রাখা হয়, যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাতা হতেন, তবে হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) তাঁর খালাত ভাই হতেন। তাই তিনি ইয়াহিয়া (আঃ)-এর খালাত ভাই অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর খালার সন্তান। যদিও ছেলে নয়, তবে নাতি। আর যেহেতু তাঁরা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্বপুরুষদের মধ্যে নন, তাই তাঁরা তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন।

ত্রয়োদশ ঘটনা

বুখারী শরীফে রয়েছে যে, অতঃপর আমাকে জিবরাঈল (আঃ) তৃতীয় আসমানে নিয়ে গেলেন। দুয়ার খোলা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে? বললেনঃ আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তোমার সাথে কে রয়েছেন? তিনি বললেনঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তাঁর নিকট কি কোন পয়গাম প্রেরিত হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ একথা শ্রবণ করে বললেনঃ মারহাবা! আপনার আগমন মুবারক হোক এবং দুয়ার খুলে দেওয়া হলো। যখন আমি ওখানে পৌঁছলাম তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সেখানে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ ইনি ইউসুফ! তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ মারহাবা নেক ভাইকে। মারহাবা নেক নবীকে।

www.pathagar.com

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সৌন্দর্যের একটা (বড়) অংশ দেওয়া হয়েছে।[১]

আর বায়হাকীর সংকলিত হাদীসে আবূ সাঈদের বিবরণে এবং তিবরানীর হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রার বিবরণে রয়েছেঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম যিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, আর যিনি সৌন্দর্যের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে এমন ফযীলতের অধিকারী যেমন সমস্ত তারকারাজির মাঝে চতুর্দশীর চাঁদ।

ফায়দা ঃ এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছেঃ প্রথমত এই কথায় হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্তর্ভুক্ত নন, তার প্রমাণ একখানি হাদীস, যা তিরমিযী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক এমন কোন নবীকে প্রেরণ করেন নি, যিনি সুন্দর এবং মধুর কণ্ঠ নন। আর তোমাদের নবী তাঁদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, এই বর্ণনার ঐ সাবিক পন্থা আপন অবস্থায় থাকতে পারে আর বিশেষ কোন ফযীলত সাবিক ফযীলতের বিরোধী নয়, অথবা একথা বলা যেতে পারে যে, সৌন্দর্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এক প্রকারে হযরত ইউসুফ (আঃ) সবচেয়ে বেশী সুন্দর হতে পারেন আর অন্য প্রকারে আমাদের প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বাধিক সুন্দর হবেন। আর উভয় প্রকারের মধ্যে এমনিভাবে পার্থক্য হবে যে হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রকাশ্য দৃষ্টিতে সর্বাধিক সুন্দর এবং এই সৌন্দর্যেরও একটি সীমা নির্দিষ্ট রয়েছে।

আর লাবণ্যের দিক থেকে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশী সুন্দর। আর এই সৌন্দর্যের কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। যেমন, যতই দৃষ্টি নিবদ্ধ করি ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাঁর সৌন্দর্য। আর সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকই ওয়াকিফহাল। আর এই স্থানটি হলো নিতান্তই আদবের স্থান।

---

১. মিশকাত শরীফ।

www.pathagar.com

চতুর্দশ ঘটনা

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে গেলেন; দুয়ার খোলা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তোমার সঙ্গে কে রয়েছেন? তিনি বললেনঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁর নিকট কি আল্লাহ্ পাকের কোন পয়গাম প্রেরিত হয়েছে?

জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ এই কথা শ্রবণ করে বললেনঃ মারহাবা। আপনার আগমন মুবারক হোক। দুয়ার খোলা হলো। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম, সেখানে রয়েছেন হযরত ইদরীস (আঃ)। জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ ইনি ইদ্রীস (আঃ)। তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম, তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর বললেনঃ মারহাবা নেক ভাইকে এবং নেক নবীকে।

ফায়দাঃ যদিও হযরত ইদ্রীস আলায়হিস সালাম হযূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্বপুরুষের মধ্যে ছিলেন তবুও নুবূওয়তের ভ্রাতৃত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর পৌত্রের সম্পর্কের উপর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো আদব। সাধারণত সমসাময়িক সন্তানকে অথবা নিজের থেকে উচ্চ মরতবার অধিকারী সন্তানকে ভাই বলে ডাকা হয়। আর ইবনুল মুনীর বলেছেন যে, একটি অপরিচিত সূত্রের বিরণে রয়েছে; 'মারহাবা নেক সন্তানকে'। আর কারও কারও মতে ইদরীস হলো হযরত ইলিয়াস আলায়হিস সালামের লকব আর তাঁরই সঙ্গে চতুর্থ আসমানে মুলাকাত হয়েছে আর তিনি নবীর পূর্বপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত নন এবং আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী।

পঞ্চদশ ঘটনা

বুখারী শরীফে রয়েছে যে, অতঃপর জিবরাঈল আলায়হিস সালাম আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে গেলেন। দুয়ার খোলা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে? তিনি বললেনঃ আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তোমার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বললেনঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তার নিকট কি কোন পয়গাম প্রেরিত হয়েছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। পরে সেখান থেকে বলা হলোঃ মারহাবা! আপনার আগমন মুবারক হোক। আমি সেখানে পৌঁছে

www.pathagar.com

দেখলাম হারুন আলায়হিস সালাম রয়েছেন। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেনঃ ইনি হারুন আলায়হিস সালাম। তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর বললেনঃ মারহাবা নেক ভাইকে এবং নেক নবীকে।

ষোড়শ ঘটনা

বুখারী শরীফে রয়েছেঃ অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে উপরের দিকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলেন। দুয়ার খোলা হলোঃ জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে? তিনি বললেনঃ আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ আপনার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বললেনঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তাঁর নিকট কি কোন পয়গাম প্রেরণ করা হয়েছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন বলা হলোঃ মার-হাবা! আপনার আগমন মুবারক হোক। আমি সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে। হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেনঃ ইনি মূসা আলায়হিস সালাম। তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তিনি জওয়াব দিলেনঃ অতঃপর বললেনঃ মারহাবা নেক ভাইকে এবং নেক নবীকে। অতঃপর আমি যখন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম, তখন হযরত মূসা আলায়হিস সালাম কাঁদলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনার কান্নাকাটির কারণ কি? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদি যে, আমার পরে একজন যুবক পয়গাম্বর প্রেরিত হয়েছেন। যার উম্মতের জান্নাতী লোকদের সংখ্যা আমার উম্মতের জান্নাতী লোকদের থেকে অনেক বেশী। (এই কারণে আমার উম্মতের জন্য আমার দুঃখ এবং আক্ষেপ হয় যে, যেভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মত তাঁর অনুসরণ করেছেন ঠিক তেমনিভাবে আমার উম্মত আমার অনুসরণ করেনি আর এভাবে আমার উম্মতের এমন লোকেরা বেহেশ্‌ত থেকে বঞ্চিত হলো। তাই তাঁদের জন্য আসে আমার কান্না)।

ফায়দাঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কে 'যুবক' শব্দটা ব্যবহার করা এই দিক থেকে হয়েছে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক লোক তাঁর অনুসারী হবে, যখন তিনি বৃদ্ধকালেও পৌঁছ-বেন না। অথচ অন্য নবীগণ বয়সে বৃদ্ধ হওয়ার পরও তাঁদের অনুসারী

www.pathagar.com

হয়নি, এতদ্ব্যতীতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বয়স হয়েছে তেষট্টি বছর, অথচ হযরত মূসা (আঃ)-এর বয়স হয়েছিল একশত পঞ্চাশ বছর।[১]

সপ্তদশ ঘটনা

বুখারী শরীফে রয়েছে যে, অতঃপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করলেন। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে? বললেনঃ আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ আর তোমার সঙ্গে কে আছেন? বললেনঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তাঁর নিকট কি কোন পয়গাম প্রেরিত হয়েছে? বললেনঃ হ্যাঁ। তখন বলা হলোঃ মারহাবা! আপনার আগমন মুবারক হোক। আমি ওখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ ইনি আপনার পিতামহ ইবরাহীম (আঃ)। তাঁকে সালাম দিন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেনঃ মারহাবা নেক সন্তানকে এবং নেক নবীকে।

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কোমর বায়তুল মামুরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আর বায়তুল মামুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে, যাঁদের দ্বিতীয়বার আসবার আর সুযোগ হয় না (অর্থাৎ আগামী দিন আরও নতুন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করবে।[২]) আর দালায়েলে বায়হাকীতে আবূ সাঈদের বিবরণে রয়েছে যে, যখন আমাকে সপ্তম আসমানে আরোহণ করানো হলো তখন আমি সেখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। তিনি অতি সুন্দর। আর তাঁর সাথে তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু লোক রয়েছে। আর আমার উম্মতেরও দুই প্রকার লোক রয়েছে। প্রথমত, যাদের পরনে পরিচ্ছন্ন পোশাক ছিল। দ্বিতীয়ত, যারা ময়লা পোশাক পরিহিত ছিল। আমি যখন বায়তুল মামুরে প্রবেশ করলাম তখন পরিচ্ছন্ন পোশাকধারী লোকেরাও আমার সঙ্গে প্রবেশ করল। দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকে বাধা দেওয়া হলো। অতঃপর আমি আমার সঙ্গীদেরসহ নামায আদায় করলাম!

১. কাসাসুল আম্বিয়া।

২. মিশকাত শরীফ, মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ কোন কোন বিবরণে আম্বিয়ায়ে আলায়হিমুস সালামের মরতবার তরতীব অন্য প্রকার এসেছে, কিন্তু উপরোল্লিখিত তরতীবই অধিকতর শুদ্ধ এবং আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী। বায়তুল মামুর সম্পর্কে সিদরাতুল মুনতাহার উল্লেখের পরে আরও আলোচনা সন্নিবেশিত হবে।

অষ্টাদশ ঘটনা

বুখারী শরীফে রয়েছে যে, আমাকে অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহার দিকে উঠান হয়। তার কুল এত বড় ছিল যেন হিজর নামক স্থানের মটকা, আর তার পাতাগুলো এত বড় ছিল যেন হাতীর কান। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেনঃ এটি সিদ্‌রাতুল মুনতাহা। আর সেখানে চারটি নদী রয়েছে, দুটি ভিতরের দিকে যায়, দুটি বাইরের দিকে আসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে জিবরাঈল! এটি কি? তিনি বললেন, যে নদী দুটি ভিতরে যাচ্ছে, সেগুলো জান্নাতের আর যেগুলো বাইরে আছে সেগুলো নীল এবং ফোরাত। তৎপর আমার নিকট একটি পাত্রে শরাব এবং অন্যটিতে দুধ, তৃতীয়টিতে মধু পেশ করা হয়। আমি দুধকে গ্রহণ করলাম। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ এটি স্বভাবধর্ম। যার উপর আপনি রয়েছেন এবং আপনার উম্মতও তারই উপর কায়েম থাকবে।

বুখারী শরীফের অন্য একটি বিবরণে রয়েছে যে, সিদ্‌রাতুল মুনতাহার বুনিয়াদে এই চারটি নদী রয়েছে। আর মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, সিদ্‌রাতুল মুনতাহার বুনিয়াদ থেকেই এই চারটি নহর প্রবাহিত হয়। আর ইবনে হাতেম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামকে দেখবার পর আমাকে সপ্তম আসমানের উপরের ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়। এমন কি তিনি একটি নদীর নিকট পৌছেন। সেখানে ইয়াকুত মুক্তা ও জবরজদ পাথর দ্বারা নির্মিত পাত্রসমূহ ছিল এবং তার উপর সবুজ সূক্ষ্ম পর্দা ছিল। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ঃ এটি কাওসার, যা আপনাকে আপনার পরওয়ারদিগার দান করেছেন। এতে সোনালী এবং রূপালী পাত্রসমূহ ছিল আর তা ইয়াকুত এবং জমরদ নামক মূল্যবান প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রবাহিত হয়। তার পানি দুধের চেয়েও ধবধবে সাদা। আমি একটি পাত্র থেকে পানি পান করে দেখলাম। তা মধু থেকে অধিকতর মিষ্টি এবং কস্তুরী থেকে অধিকতর খুশবুদার ছিল।

www.pathagar.com

আর বায়হাকীর সংকলিত হাদীসে আবু সাঈদের বিবরণে রয়েছে যে, সেখানে ছিল একটি ঝরনা। যার নাম 'সালসাবীল'। আর সেই ঝরনা থেকে দুটি নহর প্রবাহিত—একটি কাওসার, দ্বিতীয়টি রহমতের নহর।

মুসলিম শরীফের বিবরণে রয়েছে যে, আমাকে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছান হয়, আর তা ষষ্ঠ আসমান এবং যমীন থেকে যে সব আমল উপরে উত্তোলন করা হয় তা সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে। আর সেখান থেকে উপরে নেওয়া হয়। আর যা হুকুম আহকাম উপর থেকে আসে সেগুলো সর্বপ্রথম সিদরাতুল মুনতাহার উপরেই অবতীর্ণ হয়। আর সেখান থেকে দুনিয়াতে আনা হয়। আর এজন্যেই তাকে সিদরাতুল মুনতাহা বলা হয়।

বুখারী শরীফে রয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহায় এত রঙের বিপুল সমাবেশ হয়েছে যে, এখন এ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করাও মুশকিল হয়ে গেছে।

আর মুসলিম শরীফে রয়েছে, এগুলো হলো সোনালী পাখী।

আর একখানি হাদীসে রয়েছে, এগুলো হলো সোনালী টিডি্ড পাখী। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, সিদরাতুল মুনতাহাকে ফেরেশতারা পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

মুসলিম শরীফের একটি বিবরণে রয়েছে, যখন আল্লাহ্‌র হুকুমে একটি আশ্চর্য জিনিস সিদরাতুল মুনতাহাকে ঢেকে দিয়েছে, তখন তার আকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তাই কোন মখলুক সিদরাতুল মুনতাহার সত্যিকার অবস্থার বিবরণ পেশ করতে সক্ষম হয় না।

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহা দেখার এবং পানি পেশ করার মধ্যে এই বাক্য সংযোজিত হয়েছে, অতঃপর আমার সম্মুখে বায়তুল মামুর উত্তোলন করা হয়।[১]

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহা দেখার পর আমাকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে আমি মুক্তা-নির্মিত গুম্বেদ দেখেছি আর বেহেশতের মাটি হলো কস্তুরী।

---

১. মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাকে একটি আশ্চর্যজনক বস্তু ঘিরে ফেলল, তখন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেল। সৃষ্টিজগতে কেউ তার অবস্থা বর্ণনা করতে পারে না। অপর এক বর্ণনায় সিদরাতুল মুনতাহা দেখা এবং পাত্রগুলির উপস্থিত করার মধ্যে এই কথাটি রয়েছে যে, পুনরায় বায়তুল মামুরকে আমার সম্মুখে উত্তোলন করা হয়েছে।[১] অন্য আরও একটি বর্ণনায়—সিদরাতুল মুনতাহা দেখার পর আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং সেখানে মুক্তা দ্বারা নির্মিত স্তম্ভ রয়েছে। আর তার মাটি হলো কস্তুরী।[২]

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় যে, সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আসমানে রয়েছে আর ষষ্ঠ আসমানে হওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই, হয়ত তার ভিত্তি ষষ্ঠ আসমানেই রয়েছে। আর এতে একথা জরুরী নয় যে, চারটি নহরও ষষ্ঠ আসমানেই হবে; যেমন অন্যান্য বিবরণেও রয়েছে যে, এই নহরগুলো সিদরাতুল মুনতাহার ভিত্তি থেকেই প্রবাহিত হয়। প্রকৃত অবস্থা এই যে, যখন ষষ্ঠ আসমান পার হয়ে সপ্তম আসমানে নহর প্রবাহিত হয় তখন প্রবাহিত হওয়ার এই স্থানকে ভিত্তি বলে ধরা যায়, যা সপ্তম আসমানে রয়েছে। অতএব এই নহর-সমূহ যা দ্বিতীয় ভিত্তি থেকে প্রবাহিত হয়ে ভিতরের দিকে যাচ্ছিল, এগুলো হলো কাওসার এবং রহমতের নহর। এই উভয়টি সালসাবিলের শাখা। সম্ভবত এই সালসাবিল আর এই স্থান যেখান থেকে কাওসার এবং রহমতের নহর প্রবাহিত হচ্ছে। এইসব সিদরাতুল মুনতাহার দ্বিতীয় ভিত্তিতেই হবে। আর ইবনে আবি হাতিমের উপরোল্লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় কাওসার জান্নাতের বাইরে রয়েছে। এর ব্যাখ্যা হয়ত এই হবে যে, কাওসারের সেই অংশটুকু বাইরে রয়েছে যা সিদরাতুল মুনতাহার ভিত্তিতেই রয়েছে, অবশিষ্ট অধিকাংশ জান্নাতের ভিতরেই রয়েছে। যেমন অন্যান্য হাদীসের বিবরণ দ্বারাও একথা জানা যায়।

---

১. মুসলিম শরীফ।

২. মিশকাত শরীফ।

www.pathagar.com

আর নীল এবং ফোরাত নদী আসমানে হওয়া এইভাবে সম্ভব হতে পারে যে, দুনিয়াতে যে নীল ও ফোরাত নদী রয়েছে তা বৃষ্টির পানি একত্রিত হয়ে প্রস্তর থেকে প্রবাহিত হয় আর বৃষ্টি আসমান থেকে। তাই বৃষ্টির যে অংশটি নীল এবং ফোরাতের মূল কেন্দ্রে রয়েছে তা হয়ত আসমান থেকে এসেছে, তাই নীল এবং ফোরাতের ভিত্তি আসমানে রয়েছে বলে প্রকাশ করা হয়েছে। আর সিদরাতুল মুনতাহার রঙের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা রূপক হিসাবেই বলা হয়েছে, কেননা, সে তো ফেরেশতা ছিল। আর এই কথা বলা যে, "জানি না কি ছিল"।—এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, হয়ত প্রথমত জানা যায় নাই অথবা এই ভাষা স্বীয় বিস্ময় প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এই মর্মে যে, সিদরাতুল মুনতাহার অপরিসীম সৌন্দর্যের বিবরণ পেশ করার জন্য ভাষা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

আর মুসলিম শরীফের বিবরণ, যা বায়তুল মা'মুর সম্পর্কে রয়েছে তা দ্বারা মনে হয় বায়তুল মামুর সিদরাতুল মুনতাহারও উপরে, যেমন এই শব্দ দ্বারা "অতঃপর বায়তুল মামুর উত্তোলন করা হলো"। আর এই উত্তোলন সিদরাতুল মুনতাহা দেখার পর হয়েছে। আর সিদরাতুল মুনতাহার স্থান হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের মাকামের উপরে বলে মনে হয়। যেমন এই শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় "আর আমাকে উত্তোলন করা হয়েছে সিদরাতুল মুনতাহার দিকে"। এই বাক্যটি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর। এমন অবস্থায় এই ব্যাক্যের কি তাৎপর্য যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) বায়তুল মা'মুরের সঙ্গে তার কোমর ঠেকিয়ে রেখেছিলেন? যা সপ্তম ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে. সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আসমানে রয়েছে আর হযরত ইব-রাহীম (আঃ) তার দেয়ালের নিম্নাংশের সঙ্গে কোমর ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। আর উত্তোলন উচ্চস্থান থেকে উচ্চস্থানে হতে পারে, সিদরাতুল মুনতাহা থেকে যা সপ্তম আসমান থেকেও উচ্চে আরও উচ্চে হতে পারে।

সপ্তম ঘটনায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হয-রত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে নামায পড়ার যে কথা রয়েছে তাতেও কোন প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে না, কেননা, নামায নিম্ন মঞ্জিলে হয়েছিল, যেমন সাধারণত মসজিদসমূহে হয়।

www.pathagar.com

আর তিব্‌রানী কাতাদার বিবরণ সংকলন করেছেন যে, "প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, বায়তুল মা'মুর একটি মসজিদ যা আসমানে কা'বা শরীফের সোজা-সুজি উপরে রয়েছে এইভাবে যে, যদি তা' নিক্ষিপ্ত হয় তবে নিক্ষিপ্ত হবে কা'বা শরীফের উপরেই। তাতে ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রতিদিন প্রবেশ করে। আর যে একবার বেরিয়ে আসে সে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। আর উপরে জান্নাতে প্রবেশ করার যে কথা উল্লিখিত হয়েছে হয়ত তা বায়তুল মা'মুর দেখার পূর্বে হবে, আর হয়তবা পরেও হবে। কিন্তু পবিত্র কুরআন থেকে এতটুকু জানা যায় যে, জান্নাত সিদ-রাতুল মুনতাহার নিকটেই রয়েছে, কিন্তু তার উপরে। যেমন, বায়হাকী আবূ সাঈদ খুদরী (রঃ)-র বর্ণনা সিদরাতুল মুনতাহার সফরের পরের অবস্থা এইভাবে সংকলন করেছে যে,—অতঃপর আমাকে জান্নাতের দিকে উঠানো হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী। আর বায়হাকী সংকলিত হাদীসে এই কথা উল্লিখিত আছে যে, জান্নাত ভ্রমণের পর আমার সম্মুখে দোযখ উপস্থিত করা হয়, তাতে ছিল আল্লাহ্ পাকের গযব, আযাব এবং প্রতিশোধ। যদি তাতে লোহা এবং পাথরও নিক্ষেপ করা হয় তবে তাকে হজম করে ফেলে, অতঃপর তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই বর্ণনার ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, দোযখ স্বস্থানে ছিল, আর হযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও ছিলেন স্বীয় অবস্থানে। মাঝখান থেকে আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাঁকে দেখানো হয়।

ঊনবিংশ ঘটনা

বুখারী শরীফে বায়তুল মা'মুর এবং দুধের পাত্রের উল্লেখের পর এই বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যে, তৎপর আমার প্রতি দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। অন্য একটি বিবরণে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের মুলাকাতের পর এই কথা রয়েছে যে, তৎপর আমাকে উচ্চ মাকামে উঠান হয়, এমন কি আমি এক সমতল ময়দানে পৌছি। আমি সেখানে কলমের শব্দ শ্রবণ করি (যা লেখার সময় হয়) তখন আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায ফরয করা হয়।[১]

---

১. মিশকাত শরীফ।

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ প্রথম বিবরণে নামায ফরয হওয়ার কথা বায়তুল মামুর ভ্রমণের অনেক পরে মনে হয়। কেননা, এই বিবরণের সুম্মা ثُمَّ শব্দটির ব্যাকরণগত তাৎপর্য এটিই। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় বিবরণে নামাযের ফরয হওয়ার হুকুম বায়তুল মা'মুরের ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অনতিবিলম্বে ঐ সমতল ময়দানে পৌঁছার সময়ে হয় বলে প্রমাণিত হয়। আর এ বিবরণে ব্যবহৃত অক্ষরটির তাৎপর্য এ হয়। এই দু'টি বিবরণের মধ্যে চিন্তা করলে যে সত্য উদঘাটিত হয় তা হলো এই যে, বায়তুল মা'মুরের ভ্রমণের পর এবং উল্লিখিত ময়দানে পেঁছার পর নামায ফরয হয়, আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী।

এতদ্ব্যতীত আরও একটি ইঙ্গিত থেকেও ঐ কলম ব্যবহারের স্থান সিদরাতুল মুনতাহা ও বায়তুল মা'মুরের উপরে হওয়া প্রমাণিত হয়। আর তা হলো এই যে, এই কলমগুলি হচ্ছে অদৃষ্টের, যা দৈনন্দিন যাবতীয় কর্মসূচীকে লাওহে মাহফুজ হতে নকল করে চলছে। আর সিদরাতুল মুনতাহা সম্পর্কিত আলোচনা ষোড়শ ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপর হতে যে সকল বিধান অবতীর্ণ হয় তা প্রথমে ঐখানেই আসে, সুতরাং সিদরাতুল মুনতাহা তার নিচে বলেই ধরা যায়। এমনিভাবে বায়তুল মা'মুরের ভিত্তি সপ্তম আসমানেই বিদ্যমান, যেখানে ফেরেশতাকুল আল্লাহ্ পাকের ইবাদতে নিয়োজিত আর আসমানসমূহ উক্ত সাধারণ বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলোর মধ্যে বিধানসমূহ নাযিল হতে থাকে। অতএব বায়তুল মা'মুরও সিদরাতুল মুনতাহার নিম্নদেশেই রয়েছে।

বিংশ ঘটনা

বাজ্জার মি'রাজ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর তাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর বুরাকের উপরে আরোহণ করে চলবার কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি ঐ অবস্থায় পর্দা পর্যন্ত পেঁছেন। আর এই কথাও বলেন যে, একজন ফেরেশতা পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ সেই আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমি যখন থেকে পয়দা হয়েছি আমি কোনদিনও এই ফেরেশতাকে দেখিনি, অথচ আমি বিশ্বসৃষ্টির মাঝে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহ্ পাকের অত্যন্ত নৈকট্য লাভে ধন্য।

www.pathagar.com

আর দ্বিতীয় হাদীসে রয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট থেকে সরে গেলেন, সমস্ত শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।[১]

আবুল হাসান ইবনে গালিব আবূ রবি ইবনে সাবা শিফাউস-সুদুর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমার নিকট জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন, আমার পরওয়ারদিগারের মহান দরবারের সফরের সময় আমার সঙ্গী ছিলেন; এমন কি এক স্থানে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন। আমি বললাম ঃ হে জিবরাঈল! এমন স্থানে এসে কোন বন্ধু কি বন্ধুকে পরিত্যাগ করে? জিবরাঈল বললেনঃ যদি আমি আর একটুও অগ্রসর হই তবে আমার পর গুলো জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। বিখ্যাত বুজুর্গ সাধক কবি সা'দী আলায়হির রহমাহ্ এই কথারই ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

اگر ایک سر موئے برتر پرم
فروغ تجلی بسوزد پرم

আর এই হাদীসে রয়েছে যে, আমাকে অতঃপর নূর দ্বারা শক্তিশালী করা হয় এবং সত্তর হাজার পর্দা আমাকে পার করান হয়, যেগুলোর একটি পর্দা অপর পর্দাটির সাথে সামঞ্জস্যহীন ছিল এবং আমার সাথে মানব ও ফেরেশতাকুলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ঐ সময় যখন আমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় তখন এক ঘোষণাকারী আবূ বকর (রাঃ)-র কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করলেন—"থামুন, আপনার প্রভু সালাতে নিয়োজিত রয়েছেন, আর সেখানে একথাও ছিল যে, আমি আবেদন করলাম, যে দু'টি বিষয় আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্যজনক মনে হলো, তার একটি হচ্ছে যে, তবে কি আবূ বকর আমার চাইতেও অগ্রগামী রয়েছেন? দ্বিতীয়ত, আমার পরওয়ারদিগার সালাতের মুখাপেক্ষী নন।

তখন ইরশাদ হয়েছে ঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, এই আয়াত পাঠ করুন ঃ

---

১. শরহে মুসলিম নববী।

www.pathagar.com

هو الذى يصلى عليكم وملئكته ليخرجكم من الظلمات

الى النور وكان بالمؤمنين رحيما -

অর্থাৎ, সুতরাং আমার সালাত-এর অর্থ হলো আপনার ও আপনার উম্মতের প্রতি রহমত। আর আবূ বকর (রাঃ)-র কণ্ঠস্বরের ঘটনা হলো এই যে, আমি একজন ফেরেশতা আবূ বকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি যে, আপনাকে ডাকবে আবূ বকরের কণ্ঠস্বরে যাতে করে আপনার অস্বস্তি দূরীভূত হয় আর আপনি এতটা ভীত না হন, যা আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।

শিফাউস্‌সুদুর গ্রন্থের এক বিবরণে রয়েছে যে, পর্দাসমূহের উঠে যাবার পর একটি রফ রফ তথা সবুজ রঙের একটি মসনদ আমার জন্য আনা হয় এবং আমাকে তাতে রাখা হয়, তৎপর আমাকে উপরে উঠান হয়, এমনকি আমি আরশ পর্যন্ত পৌঁছি। সেখানে আমি এমন মহান বিষয় দেখেছি, যার বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাওয়াহিবে ইবনে গালিবের সূত্র থেকে এ বিবরণসমূহকে শিফাউস্‌সুদু'র থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

ফায়দা : বাজ্জারের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, আকাশসমূহের উত্তোলনও বুরাকের উপরেই হয়েছে (এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী)। আর মহাপ্রভুর রহমতের দৃষ্টির জন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি থেমে যাওয়ার যে আদেশ হয়েছিল তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সম্মুখে চলতে থাকলে আল্লাহ্‌র কাজে বিঘ্ন ঘটবে যেমনি সৃষ্টিজগতের একটি ব্যস্ততা অপরটির জন্য বিঘ্নের সৃষ্টি করে। বরঞ্চ এর তাৎপর্য হলো এই যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা এই সময় বিশেষ রহমত প্রদানে নিয়োজিত, আপনি আপনার পরিভ্রমণ ক্ষান্ত করুন এবং এতে নিয়োজিত হোন, কেননা, আপনার পরিভ্রমণের ব্যস্ততা এই বিশেষ রহমত লাভের মনোনিবেশে বিঘ্ন ঘটাবে (এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী)। আর শিফাউস্‌সুদু'রের উল্লিখিত বিবরণে এটাও বর্ণিত ছিল। অতঃপর আমাকে আগের পরের সকলের ইল্‌ম দান করলেন, আমাকে আরও বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান দান করেছেন এবং তার গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হলো। এছাড়া আমি নিজেও অনুভব করছিলাম যে, এর মর্যাদা রক্ষা করা আমি ব্যতীত

www.pathagar.com

অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। আর আমাকে ইলম দান করেছেন সেইসব বিষয়ের, যেসব বিষয়ে আমাকে অধিকার দান করেছেন এবং আমাকে কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর জিবরাঈল বললেন ঃ তিনি আমাকে স্মরণ করলেন এ বিষয়ে আর আমাকে শিক্ষা দিলেন আমার উম্মতের সর্বসাধারণের নিকট ইহার প্রচারের। সুতরাং বিভিন্ন সূফীর এ কথার নির্ভুলতায় সন্দেহ হতে পারে, যেমন তাঁরা বলছেন যে, মি'রাজে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর এমন কিছু লিখিত জ্ঞান লাভ হয় যা বিশেষ সূফীদেরকেই প্রদান করা হয়েছে। অতএব বুঝে নিতে হবে যে, প্রথমত, ঐ বর্ণনাতেই প্রশ্ন আছে যেমন العهدة عليه (এবং দায়িত্ব তার উপর) বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যখন এর গোপনীয়তার অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে তখন সূফীদেরকেই বা কিভাবে জানান হলো। তৃতীয়ত, যদি এই বিষয়কেও সেইসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা করা হয়, যার অধিকার নবী (সঃ)-কে দান করা হয়েছে, তাহলে এতে এই সত্যকে মেনে নিতে হবে যে, হয়ত তিনি সূফীদেরকে ভিন্ন কোন ইলম শিখিয়েছেন, আর এই যে তাঁদের বক্তব্যের কোন কোন বিষয় শরীয়তের খেলাফ হলেও হাকীকত এবং তরীকতে তা বৈধ। এই ইলমসমূহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে মানুষের মাধ্যমে অলিখিতভাবে চলে আসছে। এই ধরনের বিশ্বাসকে অধর্ম ব্যতীত আর কি বলা যেতে পারে? কেননা, এটি কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ঘোষণা বিরোধী কথা।

যদি একথা মেনে নেওয়া যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমন কোন কথা কারোর নিকট বলেছেন, তবে তা নিশ্চয়ই শরীয়ত বিরোধী হবে না, অবশ্য এই অবস্থা হতে পারে যে, শরীয়ত এইসব বিষয়ে নির্বাক। তবে এই সমস্ত ইলম এমন নয়, যার উপরে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি নির্ভরশীল, কেননা, এমন ইল্ম শুধু ইল্মে দীনই। আর ইল্মে দীনের পরিপূর্ণতা এবং তার প্রচার সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট দলীল প্রমাণ দ্বারা হয়েছে। তবে এই পর্যায়ে একটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যেতে পারে, আর তা হলো শেষ যমানার ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কীয় ইল্ম--- এই বিষয়ে কোন কোন সাহাবীকে অবগত করানো হয়েছে আর কোন কোন সাহাবীকে এ বিষয়ে জানানো হয়নি, যা সাধারণত এ ধরনের বিষয়ে স্বাভাবিক গ্রহণীয় নীতি হয়।

www.pathagar.com

যা কিছুই হোক অন্তর থেকে অন্তরে সত্য পৌঁছবার যে দাবি তা মোটেই সত্য নয়। অন্তর থেকে অন্তরে পৌঁছবার যে কথা, তার তাৎপর্য হলো আধ্যাত্মিক সম্পর্ক যা প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সম্পর্কের ফলশ্রুতি। যেহেতু মানুষ এসব ব্যাপারে ভুল করে তাই এই বিষয়ে তাকীদ করা হলো।

একবিংশ ঘটনা

আল্লাহ্ পাকের দিদার এবং তাঁর সঙ্গে কথাঃ তিরমিযী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে—হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন। আবদুর রাযযাক মুআম্মারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শপথ করে বলেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন। আর ইবনে খুজায়মা ওরওয়া ইবনে যুবায়রের সূত্র থেকে এ বিবরণকে প্রমাণিত করেছেন, আর ইবনে আব্বাসের সঙ্গিগণও এই মত পোষণ করতেন। জুহরী এবং মুআম্মার এই মতের উপর আস্থাশীল ছিলেন। আর ইমাম নিসায়ী বিশুদ্ধ সনদসহ আকরামার সূত্র থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং হাকীম সেই বর্ণনার সত্যতা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা কি আশ্চর্যবোধ কর যে, খুল্লাত বন্ধুত্ব হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের জন্য হোক, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা আলায়হিস সালামের সঙ্গে কথা বলেছেন আর তাঁর দীদার লাভ করেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আর তিবরানী বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পরওয়ারদিগারকে দু'বার দেখেছেন— একবার স্বচক্ষে আর একবার অন্তরে। আর খেলাল কিতাবুস্সুন্নায় মরুজী থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমি ইমাম আহমদকে বলেছিলাম লোকে বলে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একথা মনে করে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন, সে আল্লাহ্ পাকের প্রতি একটি অসত্য আরোপ করে, এমন অবস্থায় হযরত আয়েশার এ কথার জবাব দেওয়া কোন দলীল দ্বারা? ইমাম আহমদ তাঁর জবাবে বলেন: স্বয়ং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের

www.pathagar.com

কথা দ্বারা তাঁর জওয়াব দেব। তিনি বলেছেন "রা আইতু রাব্বী" অর্থাৎ আমি আমার পরওয়ারদিগারকে দেখেছি [অতএব ইমাম আহমদ (রঃ) রিওয়ায়িত মুতাবিক এই মরফু হাদীসটিও প্রমাণিত হলো।] আর কথা বলা? সহীহ্ হাদীসসমূহে এ সমস্ত বিষয়সহ এসেছে যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করা হয়েছে এবং সূরায়ে বকরের শেষ আয়াত-সমূহ দান করা হয়েছে এবং তাঁর উম্মতের যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক না করবে তার গুনাহ মাফ করা হবে—এভাবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আর এই প্রতিশ্রুতিও প্রদত্ত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে আর সে কাজ সুসম্পন্ন করতে সক্ষম না হয় তবে তার আমলনামায় একটি নেকী লিপিবদ্ধ হবে। আর যদি সে কাজ করতে সক্ষম হয় তবে কমপক্ষে দশটি করে নেকী লিপিবদ্ধ হবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর সে কাজ না করে তবে তা তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে না। আর যদি সে মন্দ কাজ করে তবে একটি বদ কাজের কথা লিপিবদ্ধ হবে।[১]

আর বায়হাকী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে একটি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরয করলেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামকে বন্ধুত্ব এবং একটা বিরাট ক্ষমতা দান করেছেন। হযরত মূসা আলায়হিস সালামের সঙ্গে কথা বলেছেন, হযরত দাউদ আলায়হিস সালামকে দান করেছেন বিরাট রাজত্ব এবং তাঁর জন্যে লৌহকে নরম হওয়ার এবং পাহাড়সমূহের অনুগত হওয়ার ব্যবস্থা। আর হযরত সোলায়মান আলায়হিস সালামকে দান করেছেন বিরাট রাজত্ব ও জ্বিন, মানুষ এবং শয়তানদের ও বাতাসের আনুগত্য এবং অদ্বিতীয় দেশ। আর ঈসা আলায়হিস সালামকে দান করেছেন 'ইঞ্জিল' এবং শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য করার মুজিযা এবং মৃতকে জীবিত করার অলৌকিক ক্ষমতা, তাঁকে এবং তাঁর মাকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করা।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ আরযির জবাবে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেনঃ আমি আপনাকে আমার হাবীব মনোনীত

১. মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

করেছি এবং সমগ্র মানব জাতির নিকট আপনাকে প্রেরণ করেছি আর আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করেছি আর আপনার আলোচনাকে সর্বত্র পৌঁছিয়েছি, তাই যখন আমার আলোচনা হয় তখন আপনার আলোচনাও হয়, আর আপনার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত ও উম্মতে আদেলা বলে ঘোষণা করেছি, আর শুরুতেও আপনাকে রেখেছি, শেষেও আপনাকে রেখেছি।

আর এজন্য কোন নবীর কোন কথা সে পর্যন্ত গ্রহণীয় হয় না, যে পর্যন্ত না সে আপনাকে আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়। আর আপনার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছি যাদের অন্তরে আসমানী গ্রন্থ রেখে দিয়েছি, আর আপনাকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছি এবং সর্বপ্রথম প্রেরণ করেছি আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আপনার উম্মতের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর আমি আপনাকে দান করেছি সূরা 'ফাতিহা এবং সূরায়ে বাকারার শেষ আয়াতসমূহ, আর এতে অন্য কোন নবীকে শরীক করিনি। এবং দান করেছি আপনাকে কাওসার, ইসলাম, হিজরত, জিহাদ, নামায, সাদকা, রমযানের রোযা এবং সত্যের নির্দেশ দেওয়ার এবং অসত্য থেকে বাধা দেওয়ার বিধান। আর আমি আপনাকে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ (নবী) মনোনীত করেছি। এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবূ জাফর নামে এক ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁর সম্পর্কে ইবনে কাসীর মন্তব্য করেছেন যে, তার স্মরণশক্তি দুর্বল।

ফায়দা ঃ কোন কোন সাহাবী এ মত পোষণ করেছেন যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাককে স্বচক্ষে দেখেন নি, এটি তাঁদের নিজস্ব অভিমত, যার ভিত্তি হলো কুরআন শরীফের সাধারণ ঘোষণা, যেমন "লাতুদরিকু হুল আবসার" অর্থাৎ তাঁকে চোখে দেখতে পাবে না ; কিন্তু সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হবার পর এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হবে যে, কোন মানুষ আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ মারিফত হাসিল করতে পারে না। আর এ পর্যায়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যে মন্তব্য রয়েছে তার বাখ্যা হলো এই যে, নূর বা জ্যোতি যে স্তরে পৌঁছলে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্ভব হয় না, ঐ স্তর পর্যন্ত দেখা হয়নি। আর আখিরাতে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে, আর এত সুস্পষ্টভাবে দেখা সম্ভব হবে যার চেয়ে বেশী মানুষের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। এ মন্তব্য দ্বারা আল্লাহ্ পাকের দীদারের অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয় না।

www.pathagar.com

এতদ্ব্যতীত সূরায়ে বাকারার শেষ আয়াতসমূহ সম্পর্কে উপরিউল্লিখিত হাদীসে যে ঘোষণা রয়েছে তার ব্যাখ্যা হলো এই যে, মি'রাজের সময় হয়ত এর প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে এবং পরে মদীনা শরীফে এই আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে নাযিল হয়েছে। আর (এই রাতে) পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাওয়ার তাৎপর্য হলো এই যে, অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই রয়ে গেছে। প্রকাশ্যে এইসব কথাবার্তা দীদারে ইলাহীর স্থানেই হয়েছে। এটা সম্ভব হতে পারে যে, নামায ফরয হওয়া মসী চালনার স্থান পরিবর্তনের পূর্বের ঘটনা। আর যে সমস্ত বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো একই সময়ের ঘটনা। আর যখন নামায ফরয হওয়ার এটিই সময়, তখন কথাবার্তার সময়ও তাই হবে এবং আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

বিভিন্ন হাদীসে কা'বের যে কথা রয়েছে—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তাঁর দীদার এবং কথা বলাকে ভাগ করে দিয়েছেন—হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এবং হযরত মূসা আলায়হিস সাল্লামের মধ্যে।[১] এতদ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কথা না হওয়া প্রমাণিত হয় না। উপরোক্ত হাদীসে রয়েছে, হযরত মূসা আলায়হিস সালামের সঙ্গে আল্লাহ্ পাক দুবার কথা বলেছেন। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাককে দু'বার দেখেছেন। এই দু'বার দেখার তাৎপর্য বর্ণনা করে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ একবার অন্তর দ্বারা আর একবার চক্ষু দ্বারা। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামকে তার বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্‌র দীদার লাভের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এর তাৎপর্য হলো হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামকে আল্লাহ্‌পাক স্বীয় বন্ধুত্বের কয়েকটি বিশেষ গুণ দান করেছেন। এতদ্বারা হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে বন্ধুত্ব না থাকা প্রমাণিত হয় না।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ সৎ কাজের ইচ্ছার কথাও লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু অসৎ কাজের ইচ্ছার কথা লিপিবদ্ধ হয় না। এই ইচ্ছার অর্থ হলো যা সংকল্পের পর্যায়ে নয়। কেননা, কোন বিষয়ের সংকল্প করা একটা স্বতন্ত্র কাজ বরং এই ইচ্ছা হলো আকাঙ্ক্ষা পর্যায়ের। কিন্তু

১. তিরমিযী শরীফ।

www.pathagar.com

সৎকাজের আকাঙ্ক্ষা দূর করার ইচ্ছা যদি না হয়, আর অসৎ কাজের আকাঙ্ক্ষা দূর করার ইচ্ছা যদি হয়, তবে এমন অবস্থায় আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ হবে। আর অসৎ কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ হবে না।

দ্বাবিংশ ঘটনা

আসমানের উচ্চতর মকাম থেকে আসমানের দিকে প্রত্যাবর্তন ঃ বুখারী শরীফে বায়তুল মা'মুরের ভ্রমণ এবং দুধ, শরাব ও মধু পেশ করার ঘটনার পর যার উল্লেখ ইতিপূর্বে হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে ঃ অতঃপর আমার প্রতি দিন ও রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। এরপর আমি প্রত্যাবর্তন করি। প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ আমি প্রত্যা-বর্তন করি এবং মূসা আলায়হিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, (আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে) আপনার প্রতি কি হুকুম হয়েছে?

আমি বললাম ঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার উম্মতের পক্ষে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সম্ভব হবে না। অমি ইতিপূর্বের লোকদের সম্পর্কে উক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বনি ইসরাঈলের দ্বারা নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেছি। স্বীয় প্রতিপালকের নিকট (অর্থাৎ যে মকামে এই আদেশ হয়েছে, সে মকামে) গমন করুন। আর স্বীয় উম্মতের জন্য এই আদেশকে সহজতর করার দরখাস্ত পেশ করুন। আমি প্রত্যাবর্তন করলাম। তাই আল্লাহ্ পাক দশ ওয়াক্ত নামায কম করে দিলেন। তৎপর মূসা (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি পুনরায় ঐভাবে বললেন ঃ আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলাম। তখন আরও দশ ওয়াক্ত নামায কম করা হলো। তিনি পুনরায় একই কথা বললেন। আমি প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আরও দশ ওয়াক্ত নামায কম করা হলো। তৎপর আবার মূসা আলায়হিস সালামের নিকট পৌঁছলাম। তিনি একই কথা বললেন, আমি পুনঃ ফিরে গেলাম। আমার প্রতি দৈনিক দশ ওয়াক্ত আদায়ের হুকুম হলো। তৎপর মূসা আলায়হিস সালামের নিকট এলে তিনি পুনঃ একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তৎপর আমি ফিরে গেলাম। তখন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হুকুম রয়ে গেল। মূসা আলাহিস সালাম বললেন ঃ আপনার উম্মত (অর্থাৎ সকল

www.pathagar.com

উম্মত) প্রতিদিন পাঁচবার নামায আদায়ে সক্ষম হবে না, আর আমি আপনার পূর্বের লোকদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আর বনী ইসরাঈলের দ্বারা কষ্ট পেয়েছি। পুনরায় আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট গমন করুন আর নিজের জন্যে সহজতর হুকুমের আবেদন করুন। আমি বললাম, আমার পরওয়ারদিগারের নিকট অনেক দরখাস্ত করেছি, এখন আমি লজ্জাবোধ করছি (যদিও আরও দরখাস্ত করা সম্ভব ছিল) কিন্তু আমি এতে রাযী এবং আমি এই আদেশ মেনে নিলাম।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি যখন সেখান থেকে অগ্রসর হই তখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এই ঘোষণা করা হয় যে, আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি এবং আমার বান্দাদের জন্যে হুকুমকে সহজ করে দিয়েছি। । আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে যে, পাঁচ পাঁচ ওয়াক্ত করে নামায কম করা হয়েছে আর সর্বশেষে ইরশাদ হয়েছে, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) দৈনিক এই পাঁচটি নামায, আর প্রত্যেকটি নামায দশটি নামাযের সমান, তাই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযই হলো।

আর নিসায়ী শরীফে রয়েছে, আল্লাহ্ পাক আমার নিকট ইরশাদ করেছেন ঃ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছি সেদিন আপনার প্রতি এবং আপনার উম্মতের প্রতি পঞ্চাশবার নামায ফরয করেছি। অতএব, আপনি এবং আপনার উম্মত যত্ন-সহকারে এই আদেশ পালন করুন। এ হাদীসে হযরত মূসা আলায়হিস সালামের ইরশাদ হলো এই যে, বনী ইসরাঈলের প্রতি দুটি নামায ফরয ছিল কিন্তু তাদের দ্বারা তা আদায় করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। আর এই হাদীসের শেষাংশে রয়েছে এই পাঁচটি পঞ্চাশটি নামাযের সমান। অতএব আপনি এবং আপনার উম্মত নিয়মিতভাবে এটি পালন করুন। আমি তখন উপলব্ধি করলাম যে, এটি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যখন মূসা আলায়হিস সালামের নিকট এলাম তখন তিনি বললেন, পুনরায় গমন করুন (এবং আরও সহজতর করার চেষ্টা করুন), কিন্তু আমি পুনরায় গমন করলাম না। আর বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের রিওয়ায়িতে রয়েছে যে, যখন নামায কম করার পর পাঁচটি রয়ে গেল, তখন ইরশাদ হলো, এই পাঁচটি সওয়াবে পঞ্চাশটির সমান। আমার নিকট কথার এতটুকু ব্যতিক্রম

www.pathagar.com

হয় না (অর্থাৎ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব দেওয়া সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত ছিল, তাতে কোন পরিবর্তন হয়নি)।

ফায়দা ঃ নামায ফরয হওয়ার পর প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে এই বিষয় জরুরী নয় যে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন বরং এরই মধ্যে দীদারে ইলাহী এবং অন্যান্য কথাবার্তা হওয়ার পর প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর নিসায়ীর বিবরণ থেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের লজ্জিত হওয়া এবং নামাযের সংখ্যা কমাবার জন্যে দরখাস্ত না করার এই কারণ জানা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ—"এই হলো পাঁচ ওয়াক্ত পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান আর আমার এখানে কোন কথার পরিবর্তন নেই" —এই কথা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযের এই সংখ্যাই আল্লাহ্ পাকের পসন্দনীয়, (এই কারণেই) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই সংখ্যা আরও কমাবার দরখাস্ত করেন নি।

এদ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, বর্তমান পাঁচের সংখ্যা যা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান। এর তাৎপর্য হচ্ছে, এই সংখ্যা এর চেয়ে কম ফযীলত রাখে না।

ত্রয়োবিংশ ঘটনা

আসমান থেকে যমীনের দিকে প্রত্যাবর্তন ঃ ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব যাঁর নাম হেন্দ, তার সূত্র থেকে আমি এ বিবরণ লাভ করেছি। তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মি'রাজ হয়েছে এই অবস্থায়, যখন তিনি আমার ঘরে নিদ্রিত ছিলেন। তিনি এশার নামায আদায় করার পর নিদ্রায় গমন করলেন, আমরাও ঘুমিয়ে পড়েছি। ফজরের নামাযের পূর্বে আমাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত করেছেন, যখন তিনি নামায আদায় করে ফেলেছিলেন আর আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম, তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ "হে উম্মে হানী, আমি তোমাদের সঙ্গে এশার নামায আদায় করেছি যেমন তোমরা দেখেছ, তৎপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করেছি এবং তাতে নামায আদায় করেছি। এখন আমি তোমাদের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করেছি যেমন তোমরা দেখেছ।" অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বাইরে

www.pathagar.com

যেতে লাগলেন, আমি তখন তার চাদর স্পর্শ করে আরয করলামঃ "হে আল্লাহ্‌র নবী! মানুষের নিকট এই ঘটনা প্রকাশ করবেন না, কেননা তারা আপনার কথাকে মিথ্যা জ্ঞান করবে আর আপনাকে কষ্ট দেবে।" তিনি ইরশাদ করলেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই এই ঘটনা প্রকাশ করব। (হযরত উম্মে হানী বলেন) আমি অতঃপর আমার একটি হাবশী বাঁদীকে বললাম—তুমি তাঁর অনুসরণ করো এবং যা তিনি মানুষকে বলেন এবং মানুষ যা তাঁকে বলে তা শ্রবণ কর। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বাইরে তশরিফ নিয়ে গেলেন। তিনি মানুষকে সংবাদ দিলেন, মানুষ বিস্মিত হলো এবং বলল, হে মুহাম্মদ (সঃ)! এই (বিস্ময়কর) ঘটনার কোন নিদর্শন আছে কি? যদ্দারা আমাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়, আমাদের ইয়াকীন সুদৃঢ় হয়, কেননা, এমন কথা আমরা কোনদিন শ্রবণ করিনি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ এর নিদর্শন এই যে, অমুক ময়দানে অমুক গোত্রের কাফেলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তাদের একটি উষ্ট্র হারিয়ে যায়, আমি তাদেরকে বলেছিলাম, সে সময় আমি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করছিলাম (অর্থাৎ মি'রাজ সফরের প্রথম পর্যায় ছিল) অতঃপর আমি প্রত্যাবর্তন করি। এমন কি আমি যখন যাজনান নামক স্থানে অমুক গোত্রের কাফেলার নিকট পৌঁছি, তখন দেখি তারা সকলেই রয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায়, তাদের একটি পাত্রে পানি ছিল, আমি সেই পাত্র থেকে পানি পান করেছি এবং পাত্রের উপর যথা-রীতি ঢাকনাটি দিয়ে রেখেছি। আর আমার ভ্রমণের আর একটি নিদর্শন হলো ঐ কাফেলা এখন "বয়জা" নামক স্থান থেকে সানিয়াতুন ত্যান্য়ীম পর্যন্ত আসছে। এই কাফেলার সর্বপ্রথম উষ্ট্রটি ধূসর রঙের তার উপর রয়েছে দুটি বোঝা—একটি সাদা রঙের কাপড় দ্বারা আবৃত, অপরটি ধারীদার কাপড় দ্বারা।

এই কথা শ্রবণ করে অনেক লোক 'সানিয়াতুন ত্যান্য়ীম' নামক স্থানের দিকে দ্রুত গমন করলো এবং সেখানে ধূসর রঙের সেই উষ্ট্রটি তারা দেখতে পেল, যেমন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলে-ছিলেনঃ তাদেরকে পানির পাত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা এই খবর দিল, আমরা পাত্রে পানি রেখেছিলাম, আর পাত্রের উপর ছিল ঢাকনি, কিন্তু পাত্রে পানি পাইনি, ঢাকনি যথাস্থানে রয়েছে।

www.pathagar.com

আর যেসব লোকের উষ্ট্র হারিয়ে গিয়েছিল, তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হলো। তারাও বললো ঃ হ্যাঁ তিনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের উষ্ট্র হারিয়ে গিয়েছিল। এরা ততক্ষণে মক্কা শরীফ পৌঁছে গিয়েছিল, তারা আরও বললো। আমরা এক ব্যক্তির কন্ঠ শ্রবণ করি যিনি আমাদিগকে উষ্ট্রের দিকে ডাক দিচ্ছিলেন, অবশেষে আমরা উষ্ট্রটি পাকড়াও করি।[১]

আর বায়হাকীর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট মক্কাবাসী মি'রাজের নিদর্শন সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ কাফেলা (যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে সংবাদ দেওয়া হয়েছে) বুধবার দিন মক্কায় পেঁছিবে। কিন্তু বুধবার দিন অতিবাহিত হতে চললো, আর কাফেলা পেঁছিলো না, এমনকি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ্ পাক সূর্যকে স্থির করে রেখে দিলেন, সেই কাফেলা মক্কা শরীফে পেঁছা পর্যন্ত সূর্যকে অস্তমিত হতে দিলেন না। অতঃপর তারা মক্কায় পেঁছিলো, যেমন তিনি ইরশাদ করেছিলেন।

ফায়দা ঃ এই বর্ণনাসমূহ দ্বারা কয়েকটি কথা প্রমাণিত হচ্ছে। প্রথমত, এশার ও ফজরের নামাযের মধ্যেই মি'রাজ সফরে গমন ও প্রত্যাবর্তন সুসম্পন্ন হয় যদিও এশার নামায তখনও ফরয ছিল না। কিন্তু তিনি এই নামায আদায় করতেন, আর হয়ত অন্যান্য মুমিনও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এই নামায আদায় করতেন। আর ফজরের নামায যদিও মি'রাজের ঘটনার পর ছিল কিন্তু বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিবরাঈল (আঃ) জোহরের সময় ইমামতি করেছিলেন, হয়ত এই ফরয জোহরের সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আর বায়তুল মুকাদ্দাসে যে নামায আদায় করেছেন, তাকে এশার নামায মনে করা অযৌক্তিক। কেননা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এশার নামায পূর্বেই আদায় করে ফেলেছিলেন; তাই এটি হয়ত তাহাজ্জুদের নামায হবে। আর তাহাজ্জুদের নামায প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অনেক দিন যাবত ফরযের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় ছিল, আর আযানও তাহাজ্জুদের জন্যই হয়েছিল, যেমন রমযানুল মুবারকে হযরত

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।

www.pathagar.com

বিলাল (রাঃ) তাহাজ্জুদের আযান দিতেন। দ্বিতীয়ত, এই বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মি রাজ হয়েছিল সশরীরে। কেননা, যদি তা না হতো তবে আরবের লোকেরা এই ব্যাপারে প্রশ্ন কেন তুললো? এই ঘটনাকে কেন মিথ্যা মনে করলো? আর তাদের জবাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একথা কেন বললেন না, 'না, এটি সশরীরে ছিল না। এই সফর ছিল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, যাতে যে কোন কঠিন ও অসম্ভব দাবীও গ্রহণযোগ্য হয়।' তৃতীয়ত, সীরাতে ইবনে হিশামে যে সমস্ত কাফেলার উল্লেখ রয়েছে সেগুলো ছিল ভিন্ন ভিন্ন কাফেলা।

আর বায়হাকীর বিবরণে যে কাফেলা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, তা সন্ধ্যা পর্যন্ত পৌঁছায়নি, তা একটি ভিন্ন কাফেলা বলে মনে হয়। কেননা, এই দুটির মধ্যে পূর্বাহ্নেই একটা মক্কায় পৌঁছেছিল। আর দ্বিতীয়টি 'তানয়ীম' নামক স্থানে পৌঁছেছিল, আর তৃতীয় কাফেলাটির সন্ধ্যা পর্যন্ত না আসা, সূর্যকে এইজন্য স্থির করে রাখা, উল্লিখিত হয়েছে। এই কাফেলাটি যে একটি ভিন্ন কাফেলা তা সহজেই অনুমেয়। মাওয়াহিবে (গ্রন্থ) সনদ ব্যতীত দুটি ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে; অর্থাৎ উষ্ট্রের পলায়নসহ আর একটি ঘটনা। মনে হয়, এই তিনটি কাফেলাই একটি কাফেলার অংশ বিশেষ। তন্মধ্যে দু'টি কাফেলার ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে; আর একটি যা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছায়নি। এজন্য সূর্যকে অচল ও স্থির করে রাখতে হয়েছে। যেহেতু এই সবকিছু একই সমষ্টির বিভিন্ন অংশ মাত্র তাই দু'টি ঘটনাকে একই কাফেলার সঙ্গে সংযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর সূর্যকে স্থবির করে রাখার ব্যাপারে অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছুই নেই। এইজন্য কোন আপত্তিই উত্থাপিত হয়নি। আর এই বিষয়টির প্রচার না হওয়ার কারণ এই যে, সূর্যকে স্থবির রাখা হয়েছিল অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য আর কেউ সেদিকে লক্ষ্যও করতে সক্ষম হয়নি। অনেক সন্ধানের পরও এ বিষয় আমি জানতে পারিনি যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কিভাবে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন—বুরাকে আরোহণ করে, না অন্য কোন পন্থায়? যদি কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন, তবে এই স্থানে টীকায় যেন লিপিবদ্ধ করেন।

অতঃপর এই স্থানে একটি টীকা সংযোজত হয়েছে। এতে হযরত থানবী (রঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ অতঃপর আমার বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ

www.pathagar.com

ইসহাক সাহেব বরদোয়ানী (মুদাররিস, মাদ্রাসায়ে আলিয়া) আমাকে চিঠি দ্বারা জানিয়েছেন যে, 'হায়ওয়ান' গ্রন্থের লেখক কামাল দমিরী বুরাকের কথাই উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে দমীরির অনুসন্ধানকার্য নির্ভরযোগ্য।

চতুর্বিংশ ঘটনা

মি'রাজের ঘটনা শ্রবণকারীদের অবস্থা ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এক রাতের মধ্যেই মসজিদে আকসায় পৌঁছান হলো (এতে পরবর্তী ভ্রমণের অস্বীকৃতি নেই), তখন সকালে তিনি মানুষের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কোন কোন লোক, যারা ইতিপূর্বে মুসলমান হয়েছিল, তারা ইসলাম পরিত্যাগ করলো। আর কতিপয় পৌত্তলিক হযরত আবূ বকর (রাঃ)-র নিকট দ্রুতবেগে হাযির হলো। তারা বললো ঃ আপনার বন্ধুর খবর কি নিয়েছেন? তিনি বলেন, আমাকে রাত্রেই বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তিনি কি এমন কথা বলেছেন? লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, যদি তিনি বলে থাকেন তাহলে ঠিকই বলেছেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি কি এ ব্যাপারে তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে, তিনি একই রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করে ভোর হওয়ার পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করেছেন (অথচ বায়তুল মুকাদ্দাস কত দূরে)। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি তো এর চেয়েও অনেক কঠিন ও জটিল বিষয়ে তাঁর সত্যতা স্বীকার করি। অর্থাৎ আসমানের খবরের ব্যাপারে যা তার নিকট সকাল-বিকাল আসতে থাকে (যা এক রাত্রের চেয়েও কম সময়) তাও আমি বিশ্বাস করি। এইজন্যই তাঁর নামকরণ করা হয়েছে 'সিদ্দীক'। এটি বর্ণনা করেছেন হাকিম মুসতাদরাক।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছে।

পঞ্চবিংশ ঘটনা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি নিজকে হাতীমে

www.pathagar.com

দেখলাম যে, কুরায়শ আমাকে আমার মি'রাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল তাই তারা আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করল, যেগুলোকে আমি (প্রয়োজনীয় মনে না করার কারণে) সংরক্ষণ করিনি। তখন আমার জন্যে ব্যাপারটি এত জটিল এবং অসুবিধাজনক হয়েছিল যা কখনও হয়নি; অতঃপর আল্লাহ্ পাক সেই বিষয়টিকে আমার জন্য এমনভাবে প্রকাশ করে দিলেন যেন আমি তা স্বচক্ষে দেখছিলাম। আর তারা যা যা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করছিল, আমি তার জবাব প্রদান করছিলাম। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে মুসলিম শরীফ এবং মিশকাত শরীফে।

আর আহমদ এবং বাজ্জার ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সে মসজিদটি আমার নিকট আনা হলো, আমি তা দেখছিলাম এমনকি তা আকিলের বাড়ির নিকট এনে রাখা হয় আর তিনি সবকিছু বর্ণনা করলেন, আর আমি তা দেখছিলাম।

আর ইবনে সাদ উম্মে হানী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার নিকট পূর্ণ আকৃতিতে হাযির করা হয় আর আমি মানুষকে তার চিহ্নগুলি বলছিলাম।

আর উম্মে হানীর এই হাদীসেও রয়েছে যে, মানুষ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো যে, বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের দুয়ার কয়টি। তিনি ইরশাদ করলেনঃ আমি সেগুলোকে (নিষ্প্রয়োজনীয় হওয়ার কারণে) শুমার করি নাই। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আমি তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে দেখছিলাম আর একটি একটি দুয়ার শুমার করছিলাম। আবূ ইয়ালার বিবরণে রয়েছে যে, প্রশ্নকারী ছিলেন মুবার ইবনে মুতেমের পিতা মুতেম ইবনে আদী।

ফায়দাঃ এই হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে মি'রাজের এই ভ্রমণ হয়েছে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়। যদি তা না হতো তবে এ প্রশ্নই উত্থিত হতো না। আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তিনি তাঁর জবাব প্রদান করেন। এইভাবে প্রত্যেকটি জবাবের পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর সত্যতা স্বীকার করতে

www.pathagar.com

থাকেন, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ হে আবূ বকর! তুমি সিদ্দীক।[১]

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-র এই প্রশ্নে এমন অসামঞ্জস্য কিছু নাই এজন্যে যে, তাঁর প্রশ্নগুলো সন্দেহভিত্তিক এবং পরীক্ষামূলক ছিল না, বরং তিনি এজন্য প্রশ্ন করেছিলেন যাতে করে পৌত্তলিকগণ এ প্রশ্নের জবাব-সমূহ শ্রবণ করে। আর হযরত আবূ বকর (রাঃ)-র প্রতি এ বিষয়ে তাঁদের এজন্য আস্থা ছিল যে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছিলেন, আর তাঁর সম্পর্কে তাদের এ আস্থা ছিল, যা সত্য নয় তার সত্যতা তিনি স্বীকার করবেন না। আর কাফিরদের প্রশ্ন করা সেই মজলিসে হোক বা পরে হোক অথবা প্রশ্নকারী হযরত আবূ বকর হন এবং তাঁর প্রশ্নগুলো অন্যের প্রশ্নের সাহায্যকারী হোক, প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হোক অথবা এই প্রশ্নগুলো দুই মজলিসে হোক এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকে স্বস্থানে রেখে প্রকাশ করা অথবা দ্বারে আকিল-এর নিকট এনে রাখা অথবা তার অনুরূপ এই সব বিবরণের মধ্যে সামঞ্জস্য এইভাবে সহজ হতে পারে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি দৃষ্টান্ত তৈরী হয়েছে যা দ্বারে আকীলের নিকট প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, নিসায়ী শরীফের হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে দোযখ এবং বেহেশত হাযির করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর এখানে অত্যন্ত বেশী সামঞ্জস্য থাকার কারণে বায়তুল মুকাদ্দাসের আত্মপ্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। এখন এ প্রশ্ন অবান্তর যে, যদি বায়তুল মুকাদ্দাস এখানে আসত তবে স্বস্থান থেকে এতক্ষণ অনুপস্থিত থাকত। আর এমন আশ্চর্য বিষয়টি ইতিহাসে উল্লিখিত থাকতো। এটি এই পর্যায়ের শেষ কথা, যা আমি উল্লেখ করতে চেয়েছি। এখন অজানার আঁধার কেটে গেছে। জ্ঞানের সুবহে সাদিক দেখা দিয়েছে। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদ্দিন ওয়ালা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাকতা ওয়া সাল্লাম।

মি'রাজ সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা

যেহেতু মি'রাজের এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই এতদ্‌সম্পর্কীয় আরও কয়েকটি জরুরী বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।

www.pathagar.com

এই বিবরণ দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে 'বাবুল আন্ওয়ার' এবং দ্বিতীয় ভাগকে 'বাবুল আসরার' বলে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ

১. মি'রাজ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ)-এর বক্ষ মুবারক বিদীর্ণ করা হয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, পুরুষের অন্য পুরুষের বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ। যদিও ফেরেশতাগণ নর-নারী হওয়া থেকে পবিত্র, তবুও তাদের সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা পুংলিঙ্গ, তাই এমন চিন্তা করা অনুচিত নয়।

২. প্রিয় নবী (সঃ) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন, তখন বুরাককে বেঁধে রাখা হয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, জীবনের বিভিন্ন স্তরে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয়। আর আল্লাহ্পাকের প্রতি তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা সত্ত্বেও উপায়-উপকরণ অবলম্বন অন্যায়, অবৈধ বা অনুচিত নয়, যখন আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা থাকে।

৩. আসমানের দুয়ারে যখন জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কে! জিবরাঈল (আঃ) জবাবে তার নাম বললেন। একথা বললেন না যে, 'আমি'। এতে একথা জানা যায় যে, কোন জিজ্ঞাসাকারীর জবাবে নাম বলাই উচিত, এটিই আদব। কেননা, শধু 'আমি' বলা পরিচিতি লাভের জন্য অনেক সময় যথেষ্ট হয় না। একখানি হাদীসে 'আমি' বলতে নিষেধও করা হয়েছে।

৪. আর এর দ্বারা কারো গৃহে প্রবেশের উদ্দেশ্যে অনুমতি প্রার্থনার বিধানও প্রমাণিত হয়, যদিও সেই গৃহে শুধু পুরুষই থাকে, তবুও অনুমতি প্রার্থনা ব্যতীত প্রবেশ করা অনুচিত।

৫. আর এই হাদীসে একথাও রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) বায়তুল মা'মুরের সাথে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কিবলার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন বা তৎপ্রতি হেলান প্রদানও বৈধ। যদিও আমাদের জন্য আদব হলো নিষ্প্রয়োজনে এমন কাজ না করা।

৬. এই যে বিবরণ রয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ) ডান দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসতেন আর বাঁদিকে দৃষ্টিপাত করে ক্রন্দন করতেন। এতে সন্তানের প্রতি পিতার মায়া প্রমাণিত হয় ; কেননা, পিতা তার সন্তানের ভাল অবস্থা বা সুখ-শান্তি দেখে খুশী হন, পক্ষান্তরে সন্তানের দুঃখ-দুর্দশা দেখে দুঃখী হন।

www.pathagar.com

৭. আর একটি বিবরণে রয়েছে, হযরত মূসা (আঃ) এই বলে ক্রন্দন করছিলেন যে, আমার উম্মতের লোকদের চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক তাঁর উম্মত [প্রিয় নবী (সঃ)-এর উম্মত] বেহেশতে স্থান পাবে। এই ক্রন্দনের কারণ ছিল তাঁর উম্মতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা। আর আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসারী অধিক সংখ্যক হওয়ার কারণে তৎপ্রতি গেবতার দৃষ্টিতে দেখা। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে ভাল কাজে লোভ করা অনুচিত নয়। মনের এই অবস্থাকে আরবী ভাষায় 'গেবতা' বলা হয়। আর গেবতার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, অপরের নিকট কোন নিয়ামত দেখে এই আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করা যে, এই নিয়ামত আমার নিকটও হউক এবং অপরের নিয়ামত বিনষ্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করা। কেননা, এমন আকাঙ্ক্ষা করলে তা হবে হিংসা আর তা হারাম।

এই সমস্ত বিষয় মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা করে ইমাম নববী লিপিবদ্ধ করেছেন। এতদ্ব্যতীত, আরও কয়েকটি কথা এখানে লিপিবদ্ধ করছি ঃ

৮. মি'রাজের বিবরণে রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) বুরাকের রেকাব ধরেছেন আর মিকাঈল (আঃ) লাগাম ধরেছেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আরোহী যদি কোন প্রয়োজনে বা কারণে স্বীয় খাদিম-দের নিকট থেকে এমন খিদমত নিতে ইচ্ছা করেন অথবা কোন ভক্ত প্রেমিক ভক্তি অনুরক্তি প্রকাশার্থে এমন কাজ করতে ইচ্ছা করে তবে তা কবূল করা বৈধ হবে। অবশ্য যদি তাতে অহংকারের ভাব না থাকে।

৯. মি'রাজের বিবরণে একথাও রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) কোন কোন বরকতময় স্থানে নামায আদায় করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বরকতময় স্থানে নামায আদায় করা বরকত লাভের একটি উপায়। কিন্তু শর্ত হলো এর দ্বারা কোন মখলুকের প্রতি বিনয় প্রকাশ বা তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা যেন না হয়। এই সত্যকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

১০. আর এতে একথাও রয়েছে যে, পথে আমাদের প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হযরত ইবরাহীম আলায়-হিস সালাম, হযরত মূসা আলায়হিস সালাম এবং হযরত ঈসা আলায়হিস

www.pathagar.com

সালাম সালাম করেছেন---যেমন ষষ্ঠ ঘটনায় উল্লিখিত হয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যদি আরোহী বা মুসাফির কোন উপবিষ্ট বা পথচারী ব্যক্তিকে দেখতে না পারার কারণে সালাম সক্ষম না হয়, তবে উত্তম হলো সেই আরোহী বা মুসাফিরকে সালাম করা।

১১. আর এতে একথাও রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন কোন আমলের জন্য মানুষকে শাস্তি ভোগ করতে দেখেছেন; এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভাল আমলগুলো গ্রহণযোগ্য আর মন্দ আমলগুলো বর্জনযোগ্য।

১২. এ বিবরণে একথাও রয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামায আদায় করেছেন। এর দ্বারা তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায সুন্নত হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে।

১৩. আর এ বিবরণে একথাও রয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসে তিনি ইমামতি করেছেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, দলের মধ্যে যিনি উত্তম ব্যক্তি থাকেন, তাঁরই ইমাম হওয়া উত্তম।

১৪. এ বিবরণে একথাও রয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁদের ফযীলত এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাকের নিয়ামতসমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সেগুলোর উল্লেখ করা প্রশংসনীয় কাজ।

১৫. আর উক্ত বিবরণে একথাও রয়েছে যে, মি'রাজে গমন করলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তৃষ্ণাবোধ করেন, তাঁর সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার পানীয় দ্রব্য পেশ করা হয়। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, একাধিক প্রকার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করা এবং মেহমানের জন্য বিশেষ কোন প্রকার বস্তু গ্রহণ করা অবৈধ নয়।

১৬. যদি এই উপস্থিতির উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখা যায় যে, তা পরীক্ষামূলক, তবে এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দীনের ব্যাপারে পরীক্ষা লওয়া অবৈধ নয়।

১৭. আর তাতে একথাও রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ তাঁকে দুই দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল, যেমন দশম ঘটনায় রয়েছে। এতে

www.pathagar.com

একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি মেহমানের সম্মানের জন্য খাদিমগণ তাঁর দু'দিক থেকে পরিবেষ্টন করে তবে তা অন্যায় নয়।

১৮. আর এতে একথাও রয়েছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন আসমানে পৌঁছেন তখন ফেরেশতাগণ এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম আলায়হিমুস সালাম তাঁকে 'মারহাবা' বলে সম্বর্ধনা জানান। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মেহমানের আগমনের মুহূর্তে আনন্দ প্রকাশ কাম্য।

১৯. আর এ বিবরণে একথাও রয়েছে যে, বিভিন্ন আসমানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে-কিরামকে সালাম দিয়েছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আগমনকারী উপবেশনকারীকে সালাম দেবে যদিও আগমণকারী উত্তম হয়।

২০. আর ঐ বিবরণে একথাও আছে যে, হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের ফযীলত উল্লেখ করে নিজের জন্য দোয়া করেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নৈকট্যের মকামে পৌঁছার পরও দোয়ার ফযীলত বর্তমান থাকে।

২১. এতে একথাও রয়েছে যে, হযরত মূসা আলায়হিস সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেন তিনি নামাযের সংখ্যা কম করার জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দরখাস্ত করেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সৎ পরামর্শ দান করা এবং কল্যাণ কামনা করা একটি কাম্য বস্তু। যদিও যাকে পরামর্শ দেওয়া হয় তিনি উচ্চতর মর্যাদা সম্পন্ন হন।

২২. আর এতে একথাও রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামাযের সংখ্যা কম করার জন্যে আল্লাহ্ পাকের নিকট দরখাস্ত করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যথার্থ উপকারী পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত কাম্য বস্তু।

২৩. হযরত উম্মে হানী (রাঃ) হুযূর আকরাম (সঃ)-এর নিকট আরয করলেনঃ মানুষের নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করবেন না (যেমন ২৩ নম্বর ঘটনায় উল্লিখিত আছে)। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যে কথা প্রকাশিত হলে কোন প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে তা প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ, হযরত উম্মে হানীর পরামর্শদানের এটিই ছিল ভিত্তি।

www.pathagar.com

২৪. অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জওয়াব দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই নিয়মের মধ্যে কিছুটা বিস্তারিত কথা আছে, অর্থাৎ, যে বিষয় দীন ইসলামের জন্য জরুরী নয়, তা জাহির করা উচিত নয়। আর যে বিষয় জরুরী তা প্রকাশ করা এবং অশান্তির তোয়াক্কা না রাখা উচিত।

২৫. আর এই বিবরণে এ কথাও রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল আমার বিশ্বাস স্থাপনের কারণে কাফিররাও বিশ্বাস স্থাপন করবে। যেমন ২৫ নম্বর ঘটনায়ও উল্লিখিত আছে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সত্য সন্ধানী ও অসত্য পূজারীদের মধ্যে যখন কথাবার্তা হয় তখন সত্যের সমর্থনের জন্যে আপাত দৃষ্টিতে বিরোধী পক্ষের তরফদার হওয়া অবৈধ নয়।

আয়াতুল ইসরার তফসীর

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى

الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ্) সেই পবিত্র সত্তা যিনি স্বীয় বান্দাকে (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে) রাতের বেলা মসজিদে হারাম (কা'বা-শরীফ) থেকে মসজিদে আকসা (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চতুর্দিক (অর্থাৎ সিরিয়া দেশে) আমি (ধর্মীয় এবং পার্থিব) নানা প্রকার বরকত রেখে দিয়েছি। (ধর্মীয় বরকত হচ্ছে এই যে, সেখানে অনেক আম্বিয়ায়ে কিরাম সমাধিস্থ রয়েছেন আর পার্থিব বরকত হচ্ছে এই যে, সেখানে রয়েছে বৃক্ষরাজি নহরসমূহ এবং শস্য শ্যামলিমার বিপুল সমাবেশ।) যা হোক, এমন আশ্চর্য উপায়ে তাকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এইজন্য নিয়ে গেলাম, যাতে করে আমি সেই

www.pathagar.com

বান্দাকে আমার মহান কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করাই। এই নিদর্শনসমূহের মধ্যে কিছু তো সেই স্থান সম্পর্কে যেমন এত অল্প সময়ের মধ্যে এত দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করা এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের মুলাকাত ও তাদের বক্তব্য শ্রবণ করা। আর কিছু অংশ এর পরবর্তীকাল সম্পর্কীয়, যেমন আসমানের পরিভ্রমণ এবং সেখানকার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করা, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সবকিছু শ্রবণ করেন, সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি কথা শ্রবণ করতেন এবং তাঁর অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন, আর এভাবে তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং স্বীয় নৈকট্য ও সান্নিধ্য প্রদান করলেন।

ফায়দা ঃ এখানে কয়েকটি নিতান্ত জরুরী বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, কয়েকটি অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা উপস্থাপিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ

১. যেহেতু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এমন অভিনব উপায়ে পৃথিবী থেকে আসমানে নিয়ে যাওয়া একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল, আর এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই 'সুবহানা' শব্দ দ্বারা বিষয়টির বর্ণনা শুরু করা যথার্থ হয়েছে। কেননা, সাধারণত এই শব্দটি আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনার জন্য এবং কোন বিষয়ে বিস্ময় ভাব প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এই কারণেই আমি আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'বিস্ময়কর পন্থায়' শব্দটি যোগ করেছি। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বুরাকে আরোহণ করে মি'রাজ শরীফে গমন করেছিলেন। 'বুরাক' শব্দটি আরবী ভাষায় 'বরকুন' হইতে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'বরকুন' অর্থ বিদ্যুৎ। বুরাক নামক যানটির গতিও বিদ্যুতের ন্যায় বিস্ময়কররূপে দ্রুততর ছিল। অতএব, এই সফর অত্যন্ত বিস্ময়করভাবেই হয়েছিল।

২. হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মি'রাজ গমনের ঘটনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কা'বা শরীফ থেকে বায়তুল

www.pathagar.com

মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বা রাত্রিকালের সফর বলা হয়। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আসমান আরোহণকে মি'রাজ বলা হয়। কিন্তু কোন কোন সময় উভয় অংশের সমষ্টিকে তথা পূর্ণ সফরকে ইসরা বা মি'রাজ বলা হয়।

৩. 'বিআবদিহি' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর খাস সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেছেন। এতে দুটি বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাকের অত্যন্ত প্রিয়তম এবং সর্বাধিক নৈকট্যের অধিকারী বান্দা তা প্রমাণ করা।

দ্বিতীয়ত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহাশূন্য পরিভ্রমণের এমন বিস্ময়কর ঘটনা শ্রবণ করে কেউ তাঁকে উপাস্য বলে ভুল ধারণা করতে পারে এই আশংকা ছিল, তাই 'বিআবদিহি' (আল্লাহ্‌র বান্দা) বলে সেই আশংকা দূরীভূত করা হয়েছে।

৪. যদিও আরবী ভাষায় রাত্রিকালের ভ্রমণকেই 'ইস্‌রা' বলা হয়, তবুও পুনরায় 'লাইলান' (রাত্রিকালের) শব্দটি 'নাকিরাহ' রূপে সংযোজন করার তাৎপর্য এই যে, এর দ্বারা ভাষার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে রাত্রির কিছু অংশ বোঝা যাবে। আর এভাবে মহান আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুদীর্ঘ কাজ সুসম্পন্ন করানো হয়েছে। অথচ 'লাইলান' শব্দটি যোগ না করা হলে 'ইসরা' শব্দ দ্বারা সারা রাত্রির সফর বোঝা যেতো। এইজন্য অর্থাৎ সামান্যকাল বোঝাবার জন্য আলিফ লামবিহীন 'লাইলান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিখ্যাত তফসীর-গ্রন্থ রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে, 'নাহার এবং 'লাইল' শব্দদ্বয়কে যখন আলিফ লাম আল্ যুক্ত করে ব্যবহার করা হয়, তখন তার অর্থ হয় সারা দিন এবং সারা রাত।

বস্তুত, আল্লাহ্ পাক এই আয়াতে 'লাইলান' শব্দটিকে আলিফ লাম-বিহীন 'নাকিরাহ' রূপে ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্য হবে এই যে, মি'রাজের সফর সারা রাত ব্যাপী হয় নাই, বরং রাতের কিছু অংশের মধ্যেই এই ঐতিহাসিক সফর সুসম্পন্ন হয়েছিল।

৫. আলোচ্য আয়াতের তরজমা প্রসঙ্গে মসজিদে হারামের ব্যাখ্যা করা হয়েছে কা'বা শরীফ। কোন কোন সময় 'মসজিদে হারাম' শব্দটি

www.pathagar.com

হরম শরীফ অর্থেও (পবিত্র কা'বা শরীফের চারিপার্শ্বের সংরক্ষিত ও সম্মানিত স্থান) ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য। কেননা, সেই সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাতীমে তথা কা'বা শরীফের পার্শ্ববর্তী পরিবেষ্টিত রুকন, মকামে ইবরাহীম ও যমযম কুপের মধ্যস্থলে তশ্‌রীফ রেখেছিলেন; হাদীস শরীফেই রয়েছে এই বিবরণ। আর এই স্থানটি কা'বা শরীফের অন্তর্ভুক্ত।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন হযরত উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। এই বিবরণ উপরোল্লিখিত হাদীসের বিরোধী নয়; কেননা, হতে পারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত উম্মে হানীর বাড়ী থেকে হাতীমে আগমন করেন এবং মি'রাজের সফর শুরু করেন।

৬. 'আক্‌সা' শব্দটি আরবী ভাষায় 'বহুদূর' অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই, বায়তুল মুকাদ্দাস পবিত্র কা'বা শরীফ থেকে বহু দূরে রয়েছে বলেই তাকে মসজিদে আক্‌সা বলা হয়।

৭. যদিও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বগৃহে রেখে মি'রাজ শরীফের যাবতীয় বিস্ময়কর দৃশ্য দেখানো আল্লাহ্ পাকের পক্ষে সম্ভব এবং সহজ ছিল, কিন্তু তবুও তা করা হয়নি। কেননা, এমন বিস্ময়কর পন্থায় বুরাকে আরোহণ করিয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়গুলো দেখানোর মধ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উচ্চ মর্যাদা অধিকরূপে প্রকাশ পায় এবং তার সম্মান বৃদ্ধি পায় অনেক বেশী।

৮. বিশেষত রাত্রিকালে মি'রাজ হওয়ার পশ্চাতে যে রহস্য রয়েছে তা হলো এই যে, সাধারণত রাত্রিকালই মিলনের উপযুক্ত সময়। অতএব রাত্রিকালে আহবান করার মাধ্যমে এই সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং প্রতিভাত হয় যে, প্রিয় নবী (সঃ) আল্লাহ্ পাকের অত্যন্ত প্রিয় এবং খাস দোস্ত।

৯. 'আল্লাযী বারাক্‌না'—পবিত্র কুরআনের আয়াতে এই অংশ দ্বারা যদিও বায়তুল মুকাদ্দাসের চারিপার্শ্বের মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে, তবুও মূলত এর দ্বারা মসজিদে আক্‌সারই মর্যাদা ও পবিত্রতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, পারিপার্শ্বিক স্থানে বিভিন্ন প্রকার বরকত রয়েছে—

www.pathagar.com

একটি পার্থিব, অন্যটি ধর্মীয়। আর পার্থিব বরকত থেকে ধর্মীয় বরকতের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত। এর কারণ এই যে, মসজিদে আক্সার চারিপার্শ্বে অনেক আম্বিয়ায়ে কিরাম সমাধিস্থ রয়েছেন। এর ফলে সেখানের মাটির সাথে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ)-এর দেহের সংস্পর্শ ঘটেছে।

অপরদিকে মসজিদে আক্সা অধিকাংশ আম্বিয়ায়ে কিরামেরই কিবলা ছিল, আর এই কারণে মসজিদে আক্সার সাথে ছিল তাদের আত্মার সম্পর্ক। আর দেহের সংস্পর্শ থেকে আত্মার সংস্পর্শের বরকতই সমধিক। বিশেষ করে আম্বিয়ায়ে-কিরামগণ (আঃ) তাঁদের নুবুওয়তের যমানায় সেই মসজিদেই ইবাদত-বন্দেগী করতেন, যার ফলশ্রুতিস্বরূপ দেহ এবং আত্মার সংস্পর্শ একত্রিত হয়েছিল। কেননা, মসজিদে আক্সা কিবলা হিসাবে নির্দিষ্ট হবার পর তা বহু আম্বিয়ায়ে-কিরাম (আঃ)-এর ইবাদতের স্থান ছিল।

অতএব এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মসজিদে আক্সাই অধিক পবিত্র এবং বকরতময়।

১০. কোন কোন কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দেহ মুবারকের স্পর্শ যে স্থানটি লাভ করেছে তা মহান আরশ থেকেও উত্তম। এটি হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিশেষ ফযীলত এবং তাঁরই বৈশিষ্ট্য। যদিও আলোচ্য والله اعلم আয়াতটির প্রথম অংশ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মি'রাজ শুধু বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্তই ছিল।

কিন্তু لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا বাক্যটিতেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে প্রিয় নবী (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের পর মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেছেন। কেননা, এই বাক্যে ব্যবহৃত 'আয়াতিনা' শব্দটি কোন বিশেষ গুণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাই ভাষার ব্যবহারিক নিয়ম মুতাবিক এই শব্দ দ্বারা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বুঝতে হবে। আর পার্থিব নিদর্শন থেকে আসমানী নিদর্শনসমূহ যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণ একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে। বিশেষ করে যখন মি'রাজ সম্পর্কীয় হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আসমানে

www.pathagar.com

আম্বিয়ায়ে কিরামও রয়েছেন। আর উপরোল্লিখিত আয়াতটিকে মি'রাজের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দা মুহাম্মদ (সঃ)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর অনন্ত অসীম আসমানী নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য তাঁকে আসমানেও আরোহণ করিয়েছিলেন। এইজন্য বিখ্যাত তফসীর রুহুল মা'আনীতে لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا বাক্যটির তফসীর এভাবে করা হয়েছে ঃ

ليرفعه الى السماء حتى يرى ما يرى من العجائب

অর্থাৎ, আমার বান্দাকে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলাম, যাতে করে আসমানে আরোহণ করেই যেন তিনি আমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ থেকে যা কিছু দেখা যায় তা দেখতে পান।

বস্তুত, মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণের কথা যেভাবে আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে এর পরবর্তী সফর তথা মহাশূন্যে পরিভ্রমণের কথা তেমন সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি। এর কারণ হয়ত এই হবে যে, আসমানের আরোহন ও মহাশূন্যে পরিভ্রমণ অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। সাধারণ লোকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে কাফির হতে হয়। তাই সুস্পষ্টভাবে এই ঘটনার উল্লেখ না করে দুর্বল ঈমানদারদের প্রতি দয়া করা হয়েছে।

১১. مِنْ آيَاتِنَا শব্দের মধ্যে আংশিকবোধক 'মিন' অক্ষরটি ব্যবহার করার কারণে একথা প্রতীয়মান হয় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মি'রাজের এই ঐতিহাসিক সফরে আল্লাহ্ পাকের সমস্ত নিদর্শন দেখতে পারেন নি।

প্রকৃতপক্ষে অবস্থাও তাই হয়েছে। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মি'রাজে গমন করে কলম পরিচালনার শব্দ শ্রবণ করেছিলাম, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কলম দেখেন নি ; এমন আরও অনেক কিছু তিনি দেখেন নি।

www.pathagar.com

১২. এই আয়াতে اسرى بعبده থেকে انه هو السميع البصير

পর্যন্ত শব্দ চয়নের ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, কেননা, اسرى শব্দে নাম পুরুষের সর্বনামসহ আরম্ভ করে, অনুরূপভাবে انه هو السميع দ্বারা তথা নাম পুরুষের সর্বনামের সাথে শেষ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো মধ্যখানে بارکنا لنريه ايتنا এই তিনটি প্রথম পুরুষ বহু বচনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে, যা গুরুত্ব ও মহত্ত্বের অর্থবহ। এই ব্যতিক্রমের কারণ হলো এই যে, একবার 'সে', পুনরায় 'আমি' বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে শ্রোতাকে আনন্দ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়ত, اسرى শব্দে নাম-পুরুষের সর্বনাম দ্বারা সাধারণ স্তরে রেখে এরপর প্রথম পুরুষ সর্বনাম ব্যবহার করার কারণে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, মি'রাজের এই ঐতিহাসিক ভ্রমণের কারণে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে প্রিয় নবী (সঃ)-এর নৈকট্য এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নৈকট্য লাভের পরই প্রকৃতপক্ষে আলাপ-আলোচনার সময় সুযোগ হয়। তাই পরে প্রথম পুরুষের ব্যবহার করা সমীচীন মনে করা হয়েছে।

১৩. আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে انه هو السميع البصير

বাক্যটির সংযোজনের ফলে এর মাধ্যমে অবিশ্বাসী কাফিরদের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে এই মর্মে যে, "আমি তোমাদের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা এবং বিরোধিতা প্রত্যক্ষ করছি এবং শ্রবণ করছি"।

১৪. لنريه من ايتنا এই বাক্যে ইরশাদ হয়েছে, যাতে করে আমি তাঁকে আমার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করাই। এরপর انه هو السميع البصير অর্থাৎ "তিনি সর্বশ্রোতা---সর্বদ্রষ্টা" বাক্যটি সংযোজন করার মাধ্যমে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যদিও (হযরত) রসূলে করীম (সঃ) বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দেখেছেন, অর্জন করেছেন জ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানে আমার সমকক্ষ হতে পারেন নি আদৌ, কেননা, আমি তাঁকে দেখিয়েছি আর আমি স্বয়ং দর্শনকারী ও শ্রবণকারী। আর আমি না দেখিয়ে দিলে তিনি দেখতে পারেন না। অথচ আমার দর্শন ও শ্রবণে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, তিনি কয়েকটি নিদর্শন মাত্র দেখেছেন। আর আমি সব-কিছুই প্রত্যক্ষ করি, সবকিছুই শ্রবণ করি।

এ পর্যায়ে আরও কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

১. এই আয়াতে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত প্রিয় নবী (সঃ)-এর গমনের কথা আছে। আর বহু বিশুদ্ধ হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি মসজিদে আক্সার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন এবং আম্বিয়ায়ে আলায়-হিমুস সালামের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি এক জামা'আতে নামায আদায় করেছিলেন, সেই জামা'আতের ইমাম ছিলেন স্বয়ং হযরত রসূলে করীম (সঃ)।

২. মসজিদে আক্সার এই উপস্থিতির পর প্রিয় নবী (সঃ) তাঁর মহাশূন্য পরিভ্রমণ শুরু করেছেন, একের পর এক আসমানে আরোহণ করেছেন। কিন্তু এই কথা আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই। বরং আরও অধিকতর সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে সূরায়ে নাজ্মে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى -

অর্থাৎ, প্রিয় নবী (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দ্বিতীয়বার দেখে-ছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকটবর্তী স্থানে। আর প্রথমবার দেখেছিলেন উফুকে আ'লায়।

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রিয় নবী ইতিপূর্বে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন করেছিলেন। অতএব, যিনি দেখেছেন এবং যাঁকে দেখেছেন, উভয়ই সিদ্‌রাতুল মুনতাহার নিকট ছিলেন, এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত।

এতদ্ব্যতীত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আসমানে আরোহণের বিষয়টি হাদীসসমূহে এত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, তা অস্বীকার বা অবিশ্বাস করার আদৌ কোন উপায় নেই।

৩. আহলে সুন্নত আল-জামায়াতের উলামায়ে কিরামের অভিমত এই যে, প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সশরীরে মি'রাজ শরীফে গমন করেছিলেন। এই কথার উপর উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে। তাঁদের এই অভিমতের ভিত্তি হিসেবে যে

www.pathagar.com

কারণগুলো পেশ করা হয়, তা হলো এই যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক যে গুরুত্বের সাথে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, এই ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর। অতএব, জাগ্রত অবস্থায় যে এই ঘটনাটি ঘটেছে, একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে। কেননা, এমন একটি ঘটনা যদি স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিকভাবে ঘটত, তবে তাতে বিস্ময়ের কোন কারণই থাকে না। কারণ, স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিক উপায়ে অতি সাধারণ লোক দ্বারাও অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে।

দ্বিতীয়ত, بِعَبْدِهٖ (বিআবদিহি) শব্দ ব্যবহার করার কারণেও একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মি'রাজ সশরীরে হয়েছিল। এর কারণ এই যে, যদি কেউ একথা বলে, "অমুক ব্যক্তির গোলাম আমার নিকট এসেছিল" তবে এর সহজ-সরল অর্থ যা বোঝা যাবে তা হলো "গোলাম জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এসেছিল"। কেননা, গোলাম বললে দেহ এবং প্রাণ উভয়ের সমন্বিত বস্তুটিকেই বুঝায়। আর 'আগমন' শব্দের ব্যবহার হলে তার অর্থ হয় সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আগমন।

এই স্বাভাবিক অর্থের ব্যতিক্রম হলে বাক্যের মধ্যে এমন অভিব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। আলোচ্য আয়াতে ব্যতিক্রম অর্থ বুঝবার কোন কারণই নেই।

তৃতীয়ত, যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই মি'রাজ স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিকভাবে হতো তবে বিশুদ্ধ হাদীস এবং বায়হাকী ও অন্যান্য বর্ণনাকারীর বর্ণনা অনুসারে কাফির মুশরিক যখন মি'রাজের কথা অবিশ্বাস করেছিল এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিবরণ এবং তাদের কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন চিন্তিত হয়েছিলেন কেন? তিনি চিন্তিত না হয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে পারতেন যে, আমার এই ঘটনা চোখের দেখা বলে তো আমি দাবি করিনি যে, তোমাদের এ সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাব আমি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেব। বরং কাফিরদের প্রশ্ন শ্রবণ করে তিনি তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন।

বহু হাদীসে এই কথাটি রয়েছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের প্রশ্নে চিন্তিত হলে আল্লাহ্ পাক তাঁর খাস কুদরতে বায়তুল মুকাদ্দাসের ছবি তাঁর চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেন।

www.pathagar.com

তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বায়তুল মুকাদ্দাস দেখে তার সুস্পষ্ট বিবরণ দান করলেন।[১]

আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে টেলিভিশনের মাধ্যমে এক-স্থানের দৃশ্য অন্যস্থানে অহরহ দেখানো হচ্ছে। আর এইভাবে প্রিয় নবী (সঃ)-এর এই ঘটনার সত্যতা এবং বাস্তবতা আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়।——(অনুবাদক)

কোন কোন লোক মি'রাজের ঘটনাকে স্বপ্নের ঘটনা মনে করেন অর্থাৎ হুযুর (সঃ)-কে সবকিছু স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। সশরীরে তিনি মি'রাজে গমন করেন নি এবং স্বচক্ষে তিনি আল্লাহ্ পাকের দীদারও লাভ করেন নি। মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে তাদের এই সন্দেহের ভিত্তি হল এই যে, কুরআনে করীমের একটি আয়াতে رويا 'রূয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর এই 'রূয়া' শব্দের অর্থ হল স্বপ্ন। তাদের এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। কেননা, উল্লিখিত আয়াতে 'রূয়া' শব্দ বদরের যুদ্ধের সময়ের স্বপ্ন অথবা মক্কা মুয়াযযমায় ওমরা পালনের সময় দেখা স্বপ্নের উদ্দেশ্যেই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, কোন কোন মুফাস্‌সিরীন এই মত পোষণ করেন, যার আলোচনা অন্য দুটি আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে স্থান পেয়েছে; আয়াত দুটি হলঃ اذ يريكهم الله فى منامك এবং لقد صدق الله رسوله الرؤيا অতএব رويا 'রূয়া' শব্দের কারণে মি'রাজের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

আর যদি মি'রাজের ঘটনাকেই এই আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয় তবে 'রূয়া' 'রূয়ত' তথা দেখার অর্থে ব্যবহৃত হবে। কেননা, রূয়া এবং রূয়ত উভয় শব্দ একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। যেমন, আরবী ভাষায় এর আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে قربى কুরবা قرابت কারাবাত।

অতএব রূয়া অর্থ এই আয়াতে স্বপ্ন নয়, বরং দেখা। আর সেই দেখা জাগ্রত অবস্থায়। দৃষ্টান্তমূলক এই শব্দটি সংযোজিত হয়েছে।[২]

কোন কোন লোক শুরাইক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শেষ শব্দ ثم استيقظت (তৎপর আমি জাগ্রত হলাম) এই শব্দ দ্বারা সন্দিহান হয়ে

১. মুসলিম শরীফ।

২. রূহুল মা'আনী।

www.pathagar.com

পড়েছে। যেহেতু শুরাইক মুহাদ্দিসীনদের মতে হাদীসের হাফেজ নন, তাই তাঁর এই মত এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তিনি অন্যান্য হাফেজে হাদীসদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছেন।[১] অথবা এই আয়াত দ্বারা এবং হাদীসের এই শব্দ দ্বারা মি'রাজের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয়। কেননা, তত্ত্বজ্ঞানিগণ লিখেছেন, হুযূর (সঃ) একাধিকবার আধ্যাত্মিক-ভাবে মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেছেন। মি'রাজের এই ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় ঘটনার পূর্বে কোন কোন সময় স্বপ্নে আর কোন কোন সময় আধ্যাত্মিকভাবে তাঁর মি'রাজ হয়েছে, যাতে করে সেই মহান মি'রাজের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় এবং তার মধ্যে শক্তি সৃষ্টি হয়।

আর কোন কোন লোক হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-র কথায় সন্দিহান হয়েছেন। এর জবাব হচ্ছে এই যে, মি'রাজের ঘটনার সময় পর্যন্ত হযরত আয়েশা হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি এবং হযরত মু'আবিয়া তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন নি; হয়ত কারও নিকট শ্রবণ করে অথবা নিজে ইজতিহাদ করে বলেছেন অথবা অন্য কোন ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন।

৪. হুযূর (সঃ)-এর বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমনের কথা যে অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা, তা হবে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণার বিরোধিতা। আর যে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণের কথা অস্বীকার না করলেও এই পর্যায়ে নানা প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে খণ্ডনের চেষ্টা করে, তাদেরকে বিদ'আতী বলা হয়। আর এর পরবর্তী সফরের কথা যে অস্বীকার করবে অথবা প্রকাশ্যে অস্বীকার না করলেও কোন রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে খণ্ডনের চেষ্টা করে, তাদেরকেও বি'দআতী বলা হবে।

যদিও পবিত্র কুরআনের সূরায়ে নজ্‌মে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে তবুও এই স্থানে ব্যবহৃত বাক্যসমূহে যে শব্দ চয়ন করা হয়েছে আর আরবী ভাষার ব্যাকরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে তার এই অর্থও হতে পারে যে, প্রিয় নবী (সঃ)-এর 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' পর্যন্ত গমন পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

---

১. তফসীরে রুহুল মা'আনী।

www.pathagar.com

৫. এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শবে মি'রাজে আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ করেছেন কিনা। আর এই মতবিরোধ পূর্বে ও পরে প্রায় সকল যুগেই রয়েছে। এই পর্যায়ে যে সমস্ত বিবরণ রয়েছে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও রয়েছে। কেননা, যে সমস্ত বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ্ পাকের দীদার প্রমাণিত হয় তাতে এই সম্ভাবনা থাকে যে, এই দীদার অন্তর-চক্ষু দ্বারা হয়েছে আর দীদার না হওয়ার বিবরণকে বিশেষ কোন দীদার না হওয়ার অর্থেও গ্রহণ করা যায়। যেমন, কিয়ামতের দিন জান্নাতে যে দীদার হবে তা থেকে এ দীদার অপেক্ষাকৃত কম সুস্পষ্ট হবে। যদিও দীদার হয়েছে আর এতে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন, যারা চশমা দ্বারা দেখতে অভ্যস্ত তারা চশমা ব্যতীতও দেখেন কিন্তু চশমা হলে ভালভাবে দেখা যায়।

যা হোক এসব বিষয়ে কোন প্রকার মন্তব্য না করাই শ্রেয়।

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব

১. কোন কোন লোক এই ভুল ধারণা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, قد نرى ابراهيم ملكوت السموات و الارض—হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আসমান-যমীনের কুদরত হিকমত প্রদর্শনের কথা রয়েছে অথচ সূরায়ে বনি ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে শবে মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আর তাতে বলা হয়েছে لنريه من اياتنا আর এই 'মিন' শব্দটি কোন বস্তুর কিছু অংশ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, হুযূর (সঃ)-কে আল্লাহ্ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের কিছু অংশ দেখাবার জন্য মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করানো হয়েছে।

এই প্রশ্নের জবাব এই যে, যদিও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনার বিবরণে 'মিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি তবুও 'মালাকুতাস সামাওয়াত' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের সমস্ত নিদর্শন বোঝা যায় না।

দ্বিতীয়ত, এই কথার সম্ভাবনা রয়েছে যে, হুযূর (সঃ)-কে আল্লাহ্র কুদরতের যে অংশটি দেখানো হয়েছে তা শ্রেষ্ঠতম অংশ।

২. কোন কোন লোক এই ভুল ধারণা করে বসে আছেন যে, আসমান বিদীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, অতএব, মি'রাজের সফর কি করে সম্ভব? এর জবাব এই যে, এ যুক্তিই ভিত্তিহীন।

www.pathagar.com

৩. কোন কোন লোক এই প্রশ্নও উত্থাপন করেছে যে, এত অল্প সময়ে এত সুদীর্ঘ সফর কি করে সম্ভব হল? এর জবাব এই যে, কোন কোন নক্ষত্র এত বিরাট আকারের হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দ্রুতগামী, আর এই দ্রুত-গমনের কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই।

৪. কোন কোন লোক বলে থাকেন যে, আসমানের নিম্নদেশে বাতাস নেই এবং সেখানে তাপ অত্যন্ত বেশী, মানব দেহ সেখানে সুস্থ থাকতে পারে না। এর জবাব এই যে, অসম্ভব কিছু নেই, অবশ্য কঠিন হতে পারে।

৫. কোন কোন লোক বলেন, আসমানেরই কোন অস্তিত্ব নেই। জবাবে বলা যেতে পারে—তার প্রমাণ দাও।

কবি বলেনঃ

سريت من حرم ليلا الى حرم
كما سرى البدر فى داج من الظلم

অর্থাৎঃ হুযূর (সঃ) চল্লিশ দিনের ভ্রমণের দূরত্ব হওয়া সত্ত্বেও একই রাত্রে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমন করেন, যেমন অন্ধকারের মাঝে চন্দ্র উদিত হয়।

وبت ترقى الى ان نلت منزلة
من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم

অর্থাৎ, এবং তিনি সম্মানের সঙ্গে রাত্র অতিবাহিত করলেন এবং এত অধিক সম্মান ও আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভ করলেন যে, অন্য কেউ সেই মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারেনি। বরং তার চিন্তাও কেউ কোন দিন করতে পারেনি।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আবিসিনিয়ার হিজরত

নবুওয়তের পঞ্চম বছরের দিকে মুসলমানদের প্রতি কাফিরদের অত্যাচার উৎপীড়ন চরমে পেঁ'ছে। তখন সাহাবায়ে কিরাম হুযূর (সঃ)-এর অনুমতিক্রমে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গমন করলেন। আবিসিনিয়ার তদানীন্তন বাদশা খৃস্টান ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিলেন. এতে মক্কার কাফিররা হিংসানলে জ্বলে উঠল এবং নিজেদের একটি প্রতিনিধি দল নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করল। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন মুহাজির মুসলমানদেরকে আশ্রয় না দেন। কাফিররা নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের হীন মতলব প্রকাশ করলো। তখন তিনি মুসলমানদেরকে স্বীয় দরবারে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করে আলোচনা করলেন। হুযূর (সঃ)-এর চাচাত ভাই হযরত জাফর (রাঃ) নাজ্জাশীর সম্মুখে যে ভাষণ দান করলেন তা হলো এই—আমরা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিলাম, আল্লাহ্ পাক তাঁর পয়গাম্বর প্রেরণ করলেন এবং তাঁর প্রতি স্বীয় পাক কালাম পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেন; আমরা তা গ্রহণ করে সৎ পথ লাভ করি। তিনি আমাদিগকে সৎ কাজের আদেশ দান করেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন। নাজ্জাশী বললেনঃ যে কালাম তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তার কিছু অংশ পাঠ কর! অতঃপর তিনি সূরায়ে মরিয়ম তিলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন। বাদশা কুরআন পাকের তিলাওয়াত শ্রবণ করে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দান করলেন, কাফির-দেরকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিলেন।[১]

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, এই বাদশা পরে মুসলমান হয়ে যান এবং যাদুল্ মা'আদ গ্রন্থে রয়েছে যে, অতঃপর যখন হুযূর (সঃ)-এর

১. তারীখে হাবীবে ইলাহ।

www.pathagar.com

মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের সংবাদ এই মুসলমানগণ শ্রবণ করলেন তখন তেত্রিশজন মুসলমান আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে সাতজন মক্কা মুকাররমায় রয়ে গেলেন এবং অবশিষ্ট সকলেই মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলেন, আর যেহেতু তাঁরা সমুদ্র পথে নৌযানে করে মদীনা হিজরত করেন এজন্য তাদেরকে আসহাবে হিজরাতাঈন অর্থাৎ দু'বার হিজরতকারী বলা হয়।

কবি বলেন ঃ

মহানবী হযূর (সঃ)-এর এমন কোন বন্ধু নেই যে তাঁর করুণা ও সাহায্য লাভ না করেছে এবং তাঁর এমন কোন শত্রু নেই যে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েছে। মহানবী (সঃ) স্বীয় উম্মতকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পৌঁছে দিয়েছেন (কেউ তাদেরকে পরাজিত বা ভীত করতে সক্ষম হবে না, যেমন ব্যাঘ্র তার শাবকদেরসহ নিরাপদ গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে)। মহানবী (সঃ)-এর শত্রুকে আল্লাহ্‌র পাক কালাম বহুবার অপমানিত করেছে এবং বহুবার তার নুবূওয়তের উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ প্রমাণিত এবং প্রকাশিত হয়েছে।

যেমন, এক্ষেত্রেও হযূর (সঃ)-এর শত্রুরা নাজ্জাশী বাদশার দরবারে অপমানিত হলো এবং পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে হযূর (সঃ)-এর নুবূওয়ত সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হল, যার ফলশ্রুতিতে বাদশা ইসলাম গ্রহণ করলেন।

يا رب صل وسلم دائما ابدا
على نبيك خير الخلق كلهم

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

নুবুওয়ত লাভের পর মক্কী জীবনের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা

প্রথম ঘটনা

যখন প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহী নাযিল করা হয় এবং তা তিনি হযরত খাদীজা (রাঃ)-র নিকট ব্যক্ত করেন তখন হযরত খাদীজা হুযূর (সঃ)-কে 'ওরাকার' নিকট নিয়ে গেলেন। ওরাকা হুযূর (সঃ)-এর নিকট বিস্তারিত আলোচনা শ্রবণ করে তাঁকে নবী বলে স্বীকার করলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবূল করলেন এবং যুবকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)। কিশোরদের মধ্যে হযরত আলী, গোলামদের মধ্যে হযরত বিলাল, আযাদ করা গোলামদের মধ্যে হযরত যায়দ ইবনে হারিসা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত উসমান, হযরত সাদ ইব্‌নে আবি ওয়াককাস, হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফ (রাঃ) ঈমান আনেন এবং দিন দিনই ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

দ্বিতীয় ঘটনা

যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ, 'হে রসূল ! আপনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে ভয় প্রদর্শন করুন।' এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হল, তখন হুযূর (সঃ) সাফা পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে মক্কাবাসীকে তাঁর কথা শ্রবণের জন্য আহ্বান করলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা যখন একত্রিত

www.pathagar.com

হল তখন তিনি আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী হবার আহ্‌বান জানালেন এবং শিরকের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করলেন। এই মজলিসে আবূ লাহাব হুযূর (সঃ) সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য করল। তার জবাবে সূরায়ে লাহাব অবতীর্ণ হলো এবং আবূ লাহাব ও তার স্ত্রীর ধ্বংসের কথা ঘোষণা করা হলো। আবূ লাহাবের স্ত্রীও হুযূর (সঃ)-এর চরম শত্রু ছিল। এই আবূ লাহাবের দুই পুত্র উৎবা ও উতায়বা হুযূর (সঃ)-এর দুই কন্যা হযরত রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুম-এর জামাতা ছিল (তখনও মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে বিবাহ বন্ধন বৈধ ছিল)। আবূ লাহাব তার পুত্রদ্বয়কে বলল, তোমরা যদি মুহাম্মদের মেয়ে দুজনকে তালাক না দাও তবে আমি তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। তারা দু'জনই পিতার আদেশ পালন করলো। উৎবা তো চরম ধৃষ্টতা প্রকাশ করে হুযুর (সঃ)-এর সম্মুখেই তালাক দিল। হুযূর (সঃ) তার জন্য বদদোয়া করলেন اللهم سلط عليه كلبا من كلابك। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি কোন কুকুরকে তার উপর চড়াও করে দাও।

অতঃপর একবার সে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমনের সময় এক স্থানে রাত্রি যাপন করলো, যেখানে বাঘের ভয় ছিল। আবূ লাহাব পুত্রের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করল। উচুঁ একটি টিলা তৈরী করে তার উপরে তাকে বসিয়ে টিলার নিচে অন্যান্য সকলের নিদ্রার ব্যবস্থা করল। কিন্তু রাত্রে ব্যাঘ্র এসে টিলার উপরে পৌঁছে উৎবাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে তাকে হত্যা করে ফেললো। এসব তাদের চোখের সম্মুখে হওয়া সত্ত্বেও তাদের দুর্ভাগ্য এত অধিক ছিল যে তবুও ইসলাম গ্রহণ করেনি। এসব ঘটনা নুবূওয়ত প্রাপ্তির পরপরই সংঘটিত হয়েছে।

তৃতীয় ঘটনা

আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর হযরত আবূ বকর (রাঃ)-ও হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যেতে ইচ্ছা করলেন এবং মক্কা মুকাররমা থেকে বের হয়ে চার মাইল দূরবর্তী 'বরকে এনএমাদ' নামক স্থানে পৌঁছার পর 'কারাহ্' গোত্রের সর্দার মালিক ইবনে দাগিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে তাঁকে নিজের নিরাপত্তায় গ্রহণ করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসল। আর পৌত্ত-লিকদের নিকট এর ঘোষণা দিয়ে দিল। তারা বলল: আমরা এই শর্তে

www.pathagar.com

তা গ্রহণ করতে পারি যে, তিনি বাড়ীর বাইরে এবং উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবেন না।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) কয়েকদিন তাদের শর্ত মেনে চললেন। অতঃপর তিনি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলেন না। তাই উচ্চস্বরে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন। চারপাশের অধিবাসী স্ত্রীলোক-গণ একত্রিত হয়ে কুরআন পাকের তিলাওয়াত শ্রবণ করত। কাফিররা 'ইবনে দাগিনার' নিকট অভিযোগ করল। অতঃপর সে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বলল যে, যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর তবে আমার নিরাপত্তা থাকবে না। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারও নিরাপত্তার প্রয়োজন আমার নেই। সে তার নিরাপত্তার অঙ্গীকার ভেঙ্গে দিয়ে বিদায় নিল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) আল্লাহ্ পাকের হিফাজতে রইলেন।

চতুর্থ ঘটনা

হুযূর (সঃ) এবং মুসলমানগণ অধিকাংশ সময়ই (ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফিরদের অত্যাচারের ভয়ে) আত্মগোপন করে থাকতেন এবং তাদের সংখ্যা ছিল উনচল্লিশ। একদিন হুযূর (সঃ) হযরত আরকাম (রাঃ)-র বাড়ীতে ছিলেন। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব এবং আবূ জেহেল কুরায়শ-দের দু'জন সর্দার ছিল। হুযূর (সঃ) দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ্! উমর অথবা আবূ জেহেলের মধ্যে একজনকে হিদায়ত দান করে ইসলামকে শক্তিশালী কর। হুযূর (সঃ)-এর এই দোয়া হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে কবূল হলো এবং দ্বিতীয় দিনই হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করেন। নুবু-ওয়তের ষষ্ঠ বর্ষে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে।[১]

পঞ্চম ঘটনা

প্রিয়নবী (সঃ) তায়িফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এক ব্যক্তিকে মাত'আম ইবনে আদীর নিকট প্রেরণ করে নিরাপত্তা চাইলেন। মাত'আম নিরাপত্তা দিয়ে হুযূর (সঃ)-কে বায়তুল্লাহ্ শরীফে নিয়ে এল। এজন্য হুযূর (সঃ) মাত'আমের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।[২]

---

১. তারীখে হাবীবে ইলাহ্।

২. শামামা।

www.pathagar.com

কবি বলেন ঃ

لا تعجبن لحسود راح ينكرها
تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم

অর্থাৎ, যদি কোন হিংসুক অজ্ঞতার কারণে হুযূর (সঃ)-এর নুবুওয়তের এই নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে তবুও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, যদিও বা সে অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট বিজ্ঞ।

قد تنكر العين ضؤ الشمس من رمد
وينكر الفم طعم الماء من سقم

কেননা, অনেক সময় চক্ষু রুগ্ন হওয়ার কারণে তার নিকট সূর্যের আলো খারাপ মনে হয় এবং রসনা রুগ্নতার কারণে সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্যকেও তিক্ত মনে করে।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

হিজরতে মদীনা

প্রিয় নবী (সঃ)-এর নুবূওয়ত লাভের পর ১৩টি বছর অতিবাহিত হলো, কিন্তু মক্কাবাসী ইসলাম কবুল করতে প্রস্তুত হলো না। ইসলামের সাথে তাদের শত্রুতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এদিকে মদীনাবাসীর সাথে যখন দ্বিতীয় বায়'আত সুসম্পন্ন হলো, তখন হুযূর (সঃ) সাহাবাদেরকে মদীনার দিকে হিজরত করার অনুমতি দান করলেন। সাহাবায়ে কিরাম গোপনে হিজরত করতে শুরু করলেন।

একদিন কুরায়শের কতিপয় কাফির সর্দার বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী তাদের পরামর্শ সভায় (দারুন্ নুদওয়া) সম্মিলিত হয়ে অনেক পরামর্শের পর সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, কুরায়শদের প্রত্যেক গোত্রের এক-একজন ব্যক্তি—সকলে সম্মিলিত হয়ে এক রাতে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাড়ীতে হানা দেবে এবং তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এমন অবস্থায় হাশিম গোত্র (যারা প্রিয় নবী (সঃ)-এর সাহায্যকারী দল) কুরায়শ-দের সকল গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহসী হবে না, তখন মৃত্যু-পণ—যাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'দিয়ত' বলা হয়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আর আমরা তা অতি সহজেই আদায় করে দেব। আল্লাহ্ পাক কাফিরদের এই হীন ষড়যন্ত্রের কথা তাঁর প্রিয় রসূল (সঃ)-কে জানিয়ে দিলেন এবং এই নির্দেশ দান করলেনঃ 'আপনি মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত করুন।'

হুযূর (সঃ) রাতে স্বীয় গৃহেই ছিলেন। পৌত্তলিক দুর্বৃত্ত হুযূরের গৃহ অবরোধ করল। হুযূর (সঃ) মানুষের রক্ষিত বস্তু ও আমানতসমূহ হযরত আলী (রাঃ)-র নিকট সমর্পণ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাকের কুদরত কাফিরদের দৃষ্টিশক্তি অকেজো হলো। হযুর (সঃ)-কে আল্লাহ্ পাক রক্ষা করলেন। হযূর (সঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-র গৃহে আগমণ করে তাকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সওর নামক গুহায় আত্মগোপন করলেন।

এদিকে কাফিররা হযূরের গৃহে প্রবেশ করে তাঁকে না পেয়ে বিভিন্ন দিকে তাঁর অনুসন্ধান আরম্ভ করলো। এমন কি সেই গুহায় তারা পৌঁছালো, যার মধ্যে হযূর (সঃ) আত্মগোপন করলেন।

ঐ গুহায় প্রিয় নবী (সঃ)-এর আত্মগোপনের পর মাকড়সা তার মুখে জাল বুন্‌লো এবং কবুতর তার নীড় রচনা করে ডিম দিয়ে তার মধ্যে তা' দিতেও আরম্ভ করলো। পৌত্তলিক দুর্বৃত্তরা এই অবস্থা দেখে বলল : এই গুহায় কেউ প্রবেশ করলে মাকড়সার জালও নিরাপদ থাকত না এবং কবুতরও এভাবে নীড় রচনা করে বসে থাকত না। একথা বলে তারা সেই স্থান ত্যাগ করলো, আল্লাহ্ তার অসীম কুদরতে হযূরে পাক (সঃ)-এর হিফাজতের জন্য মাকড়সার জাল এবং কবুতরের ডিম থেকে এমন কাজ গ্রহণ করলেন যা হাজারো লৌহ নির্মিত পোশাক পরিহিত বীর যোদ্ধা এবং সুদৃঢ় দুর্গ থেকেও অসাধ্য ছিল।

কবি বলেন :

وما حوى الغار من خير ومن كرم
وكل طرف من الكفار عمى

অর্থাৎ, আমি শপথ করে বলছি সওর নামক গুহা এমন মহামানব দ্বয় লাভ করেছিল যাদের অস্তিত্বই পৃথিবীর জন্য এক মহান কৃপা ও করুণা ছিল এবং কাফিরদের দৃষ্টিশক্তি তাদের সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

فالصدق فى الغار والصديق لم يرما
وهم يقولون ما بالغار من ارم

অর্থাৎ, প্রিয় নবী (সঃ) ছিলেন সত্যের প্রতীক এবং হযরত সিদ্দীক গুহা থেকে দূরে যান নি, আর কাফিররা বললো এই গুহায় কেউ প্রবেশ করেনি।

www.pathagar.com

ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على
خير البرية لم تنسج ولم تحم

অর্থাৎ, তারা ধারণা করলো কবুতর মানুষের এত কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করতে এবং ডিম দিতে পারে না এবং মাকড়সাও এভাবে জাল বুনতে পারে না।

وقاية الله اغنت عن مضاعفة
من الدروع وعن عال من الاطم

অর্থাৎ, আল্লাহ্পাকের সাহায্যে প্রিয় নবী (সঃ)-এর জন্য লৌহ নির্মিত পোশাক পরিধান এবং সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণকে নিষ্প্রয়োজনীয় করে দিল।

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) তিন দিন পর্যন্ত সেই গুহাতেই আত্মগোপন করে রইলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-র আযাদ করা গোলাম আমের ইবনে ফাহিরা সওর গুহার পার্শ্ববর্তী স্থানে মেষ চরাত। সে হুযূর (সঃ) এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ)-র জন্য বকরীর দুধ পৌঁছে দিত। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-র যুবক পুত্র আবদুল্লাহ সারাদিন কাফিরদের নিকট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে রাত্রে হুযূর (সঃ)-এর দরবারে তা পৌঁছিয়ে দিত। আবদুল্লাহ্ দুহলী একজন মুশরিককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথপ্রদর্শক-রূপে প্রথম থেকে নিয়োজিত করা হয়। তার নিকট উষ্ট্রগুলি সমর্পণ করা হয়েছিল। তিন দিন পর সে হুযূর (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে ঐ গুহার সম্মুখে উষ্ট্র নিয়ে উপস্থিত হলে হুযূর (সঃ) ও হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং তাঁর গোলাম আমের উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে সমুদ্রের উপকূল-বর্তী রাস্তা দিয়ে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে অনেক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

মদীনাবাসীরা প্রিয় নবী (সঃ)-এর শুভাগমন উপলক্ষে প্রত্যেকদিনই সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য মক্কার পথে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো এবং প্রত্যেকদিনই দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতো এবং যেদিন প্রিয় নবী (সঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমন করলেন সেদিনও তারা অপেক্ষা করে প্রত্যাবর্তন করেছিল। হঠাৎ একজন য়াহূদী উঁচু টিলার উপর থেকে হুযূর (সঃ)-এর সওয়ারী দেখতে পেয়ে

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তনকারীদের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বলল, "হে আরববাসী, এই যে তোমাদের মহাসৌভাগ্যের প্রতীক আগমন করেছেন! মদীনাবাসী মহানবী (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁর সঙ্গেই মদীনায় প্রবেশ করলো। মদীনাবাসী আল্লাহ্ পাকের প্রিয় রসূল (সঃ)-কে নিজেদের মাঝে পেয়ে সেই দিন যে আনন্দ লাভ করেছিল তা বর্ণনাতীত। কিশোর-কিশোরীরা আনন্দের আতিশয্যে এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল ঃ

طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع

অর্থাৎ, সানিয়াতুল বেদার (একটি স্থানের নাম) দিক থেকে আমাদের উপর পূর্ণ চাঁদ উদিত হয়েছে।

অতএব, আমাদের উপর ফরয হয়েছে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যতদিন এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কোন দোয়া প্রার্থী দোয়া করতে থাকবে, ততদিন তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য হবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে সোমবার দিনে, আর অন্য একটি বর্ণনা মুতাবিক সফর মাসে ৫৩ বছর বয়সের সময়ে মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হন, আর সোমবার দিন ১২ই রবিউল আউয়ালই মদীনা শরীফে পেঁছান। মদীনা শরীফ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত কোবা নামক স্থানে বনি আমর ইবনে আওফের বাড়ীতে অবস্থান করেন। এই স্থানে তিনি ১৪ দিন অতিবাহিত করেন। তৃতীয় দিন মক্কাবাসীর আমানত আদায়ের পর হযরত আলী (রাঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হন। অতঃপর তিনি মদীনা শরীফে প্রবেশ করার ইচ্ছা করলেন। মদীনা শরীফের প্রত্যেকটি মানুষের আন্তরিক আকাঙক্ষা এই ছিল, হুযূর (সঃ) যেন তাঁর মহল্লায় এবং তাঁর বাসভবনে অবস্থান করেন। তাই প্রত্যেক গোত্রের লোক হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে চলছিলেন, সকলের মুখে একই কথা সকলের অন্তরে একই আকাঙক্ষা। এমন অবস্থায় হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন ঃ আমার উষ্ট্রী আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আদিষ্ট। যেখানে উপবিষ্ট হবে, আমি সেখানেই অবস্থান করব।

উষ্ট্রী চলতে চলতে সেই স্থানে এসে দণ্ডায়মান হলো, যেখানে বর্তমানে

www.pathagar.com

মসজিদে নববীর মিম্বর শরীফ রয়েছে, এর পার্শ্বেই ছিল হযরত আবূ আইউব আনসারী (রাঃ)-র বাসস্থান আর তাতেই প্রিয় নবী (সঃ) অবস্থান করলেন। হুযূর আকরাম (সঃ) এই যমীনটি ক্রয় করলেন এবং মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন।[১]

তাই কবি বলেছেন ঃ

আর প্রিয় নবী (সঃ) যখন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-সহ সওর নামক গুহায় ছিলেন, তখন তিনি এমন উচ্চ মর্যাদা-সম্মান এবং সুনাম অর্জন করেছেন, যা কোন মানুষের ভাগ্যে লাভ হয়নি।

হুযূর (সঃ) এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) উভয়ে সওর নামক গুহা থেকে ভ্রমণ অব্যাহত রাখলেন। আর মদীনা শরীফ পৌঁছে এই ভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটলো ।

যদি তাঁর ভ্রমণকাহিনী জানতে চাও, তবে সুরাকা এবং উম্মে মা'বাদকে জিজ্ঞাসা কর, তাদের নিকট তাঁর অবস্থা প্রকাশিত হয়েছিল। মদীনা শরীফ (পূর্বের ইয়াসরাব) তাঁর শুভাগমনে পবিত্র হয়েছে, যখন তাঁর সুগন্ধ সারা জাহানকে মাতোয়ারা করেছে।

---

১. তারিখে হাবীবে ইলাহ, যাদুল মা'আদ।

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

হিজরাতের পরের ঘটনাবলী

প্রথম ঘটনা

মহানবী (সঃ)-এর মদীনা শুভাগমনের পর য়াহূদী সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট আলিম 'আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনটি প্রশ্ন করেন এবং এই প্রশ্ন-সমূহের সঠিক জবাব লাভ করে সঙ্গে সঙ্গে ঈমান আনয়ন করেন।[১]

দ্বিতীয় ঘটনা

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) প্রথমে ইরানের একজন অগ্নিপূজক ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল অনেক। তিনি অগ্নিপূজা ত্যাগ করে খৃস্টান হয়েছিলেন। য়াহূদী এবং খৃস্টান ধর্মযাজকদের নিকট আমাদের প্রিয় নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমন সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করেছিলেন এবং একথাও শ্রবণ করেছিলেন যে, অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করবেন। এসব বিষয় অবগত হয়ে তিনি মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে জোরপূর্বক ক্রীতদাসরূপে কয়েকবারই তাঁকে বিক্রয় করা হলো। অবশেষে তিনি যখন মদীনাতে এক য়াহূদীর গোলাম হলেন তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন। এ সংবাদ শ্রবণ করে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, তাঁর দেহ মুবারকে নুবুওয়তের নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, এই গোলামী অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের বিষয় বিবেচনা কর। হযরত

১. তারীখে হাবীবে ইলাহ।

www.pathagar.com

গোলামী অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের বিষয় বিবেচনা কর। হযরত সালমান (রাঃ) তাঁর মুনিবের নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে মুক্তিপণ দাবী করলো। সোয়া সেরের কিছু অধিক পরিমাণের স্বর্ণ প্রদান করতে হবে এবং তিনশত খুরমা বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। যখন তাতে ফল হবে তখন তিনি মুক্তি লাভ করতে পারবেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) চুক্তির এই শর্ত মেনে নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয়ে তাঁকে এ সব বিষয় অবগত করলেন। তাই তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা খুরমা বৃক্ষ রোপণ করলেন। আল্লাহ্ পাকের কুদরতে এক বছরেই ঐ সব বৃক্ষ ফলবান হল এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে একটা ডিম পরিমাণ স্বর্ণখণ্ডও লাভ হলো। হুযূর (সঃ) সেই স্বর্ণ হযরত সালমানের হাতে প্রদান করে বললেন, এই স্বর্ণ মালিককে দিয়ে তুমি মুক্তি লাভ কর। স্বর্ণের পরিমাণ অল্প দেখে হযরত সালমান আরয করলেনঃ হুযূর, এই স্বর্ণখণ্ড কি মুক্তিপণের জন্য যথেষ্ট হবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন বরকতের জন্য দোয়া করলেন। সালমান বললেন যে, ওযন করার পর দেখা গেল সেখানে ঠিক চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণই ছিল, একটু কমও না একটু বেশীও না। অতঃপর তা তাঁর মালিককে প্রদান করে হযরত সালমান তাঁর দীর্ঘ গোলামীর জীবন থেকে মুক্তি লাভ করলেন এবং মুক্ত মানুষ হিসেবে মহানবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মহান দরবারে উপস্থিত হলেন।[১]

তৃতীয় ঘটনা

মদীনা মুনাওয়ারার বিখ্যাত কূপসমূহের মধ্যে 'বীরে রূমা' নামক কূপটি অন্যতম। এই কূপটির পানি ছিল মিষ্টি আর অন্যান্য কূপের পানি লবণাক্ত। এই কূপটির মালিক ছিল একজন য়াহূদী। সে পানি বিক্রয় করত। এজন্য মুসলমানদের পানির সংকটে কষ্ট হচ্ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি এই কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেবে তার জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত। অতঃপর হযরত উসমান (রাঃ) নিজের টাকা দিয়ে কূপটি ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে দিলেন।[২]

১. তারীখে হাবীবে ইলাহ।
২. তারীখে হাবীবে ইলাহ।

www.pathagar.com

পদ্যাংশ

كفاك بالعلم فى الامى معجزة
فى الجاهلية والتاديب فى اليتيم

অর্থাৎ, আইয়ামে জাহিলিয়তের সময় হুযূর (সঃ) উম্মী হওয়া সত্ত্বেও এত মহাজ্ঞানী এবং ইয়াতীম হওয়া সত্ত্বেও এত ভদ্র হওয়াই তার মু'জিযার জন্য যথেষ্ট।

يا رب صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

জিহাদের বিভিন্ন ঘটনা

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) তাঁর তিরোধান পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারায় দশ বছর দুমাস অবস্থান করেন। যখন জিহাদ ফরয করা হয়েছে, তখনই তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধ জিহাদ আরম্ভ করেছেন এবং সৈন্য প্রেরণ করে জিহাদ পরিচালনা করেন। যে জিহাদে মহানবী (সঃ) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় সে জিহাদকে 'গাজওয়া' বলা হয়। আর যেখানে হুযূর (সঃ) স্বয়ং অংশ গ্রহণ না করে সৈন্য প্রেরণ করেই জিহাদ পরিচালনা করেন, তাকে 'সারিয়া' বলা হয়। সমস্ত 'গাজওয়া' ' এবং 'সারিয়া'র অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আপাতত সম্ভব নয়। এজন্য বিভিন্ন জিহাদের অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সমকালীন অন্যান্য ঘটনাও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রথম হিজরী

এই হিজরীতেই জিহাদ ফরয হয়েছে। হযরত হামযা (রাঃ)-কে তিরিশ-জন মুহাজির সাহাবীর সিপাহ্সালার নিযুক্ত করে কুরায়শদের একটা দলকে বাধা প্রদানের জন্য প্রেরণ করেছেন। এই ঘটনা রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত উবায়দা বিন হারিসকে ষাটজন মুহাজির মুজাহিদের নেতৃত্বদান করে শাওয়াল মাসে 'বতনে রাবিঘ' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে জিল্কদ মাসে বিশজন মুহাজির সাহাবীসহ যুহফার নিকটবর্তী 'খিরার' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। এই দলটিকেও কুরায়শদের একটা কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল। এ সমস্তই ছিল 'সারিয়া'। অতঃপর সফর মাসে প্রথম 'গাজওয়া' পরিচালিত হয়। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক

www.pathagar.com

স্থানে সংঘটিত এই জিহাদে হযূর (সঃ) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। এই জিহাদের নাম গাজওয়ায়ে আবওয়া এবং 'গাজওয়ায়ে ওয়াদান'ও বলা হয়। এ বছরই আযান প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) বৈবাহিক জীবন যাপনের জন্য হযূর (সঃ)-এর সান্নিধ্যে আগমন করেন। আর এ বছরই মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় হিজরী

মাহে রবিউল আউয়ালে 'গাজওয়ায়ে বাওয়াত' হয়েছে। 'বাওয়াত' একটি স্থানের নাম। এখানে কুরায়শদের একটা দলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল কিন্তু কুরায়শরা যুদ্ধ করতে সাহসী হয়নি। অতঃপর গাজওয়ায়ে উশায়রা হয়েছে। এটিও একটি স্থানের নাম। সিরিয়াগামী কুরায়শদের একটি কাফেলাকে বাধাদানের উদ্দেশ্যেই রবিউল আউয়াল ও রবিউস্ সানি মাসে পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু তারা পলায়ন করেছিল। এটা সেই কাফেলা যাদের প্রত্যাবর্তনের পথে হযূর (সঃ) তাদেরকে বাধা প্রদান করার জন্য গমন করেছিলেন কিন্তু তাদেরকে পাওয়া যায়নি। আর এটি বদরের যুদ্ধের কারণ হয়েছিল, এজন্য এই যুদ্ধকে গাজওয়ায়ে বদরে উলা বলা হয়।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ আস্‌দীকে 'বতনে নাখালার' দিকে প্রেরণ করেন। এই ঘটনা সম্পর্কেই কুরআনে পাকের আয়াত يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه- অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইসলামের ইতিহাসের সর্ব বিখ্যাত জিহাদ 'বদরের যুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছে।

রমযান মাসে হযূর (সঃ) এই সংবাদ শ্রবণ করলেন যে, কুরায়শদের সেই ব্যবসায়ী দল সিরিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেছে। হযূর (সঃ) সর্বমোট ৩১৩ জন সাহাবা নিয়ে তাদেরকে বাধা প্রদানের জন্য রওয়ানা হলেন। এই সংবাদ মক্কায় পেঁৗছার পর কাফিররা এক হাজার সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে তাদের ব্যবসায়ী দলকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। এদিকে ঐ ব্যবসায়ী দল অন্য পথে মক্কায় পেঁৗছে গেল। কিন্তু তবুও কুরায়শদের সেই সৈন্যরা এজন্য তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখল, যাতে করে বদর নামক স্থানে পেঁৗছে তাঁবু ফেলে সেখানে খুব আনন্দ উৎসব পালন করবে। আর

www.pathagar.com

মুসলমানদের ৩১৩ জনের নিরস্ত্র ক্ষুদ্র দল যে তাদের সঙ্গে মুকাবিলা করবে এবং তাঁদের বিজয় লাভের সুনামও লাভ হবে তা তারা আদৌ চিন্তা করেনি।

আল্লাহ্ পাকের মর্জি ছিল ইসলামের উন্নতি এবং কুফরীর অবনতি, তাই উভয় সৈন্যদলের মধ্যে মুকাবিলা হলো। মুসলমানগণ আল্লাহ্ পাকের সাহায্যে জয়লাভ করলেন, আর কাফিরদের অনেককে হত্যা করা হলো, অনেককে বন্দী করা হলো, অন্যরা অপদস্থ হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো। পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এই ঘটনা শাওয়াল মাসেই শেষ হলো।

অতঃপর সাতদিন পর বনি সুলাইমদের লড়াইয়ের জন্য হুযূর (সঃ) তশরীফ নিয়ে গেলেন, কিন্তু লড়াই হয়নি। তৎপর বদরের দুইমাস পর গাজওয়ায়ে সাউইক অনুষ্ঠিত হলো। তা এভাবে,—বদরের যুদ্ধের পর আবূ সুফিয়ান দুইশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ পুনরায় মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। মদীনা শরীফের নিকট পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানগণ এ সংবাদ পেলেন। হুযূর (সঃ) সাহাবাদের নিয়ে মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হলেন, কাফিররা ভয়ে পালিয়ে গেল। পলায়নের সময় তারা গমের ছাতু ফেলে গেল, যাতে করে বোঝা কমে আর তাতে তারা দ্রুতবেগে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। এটি জিলহজ্জ মাসের ঘটনা।

অতঃপর জিলহজ্জ মাসের বাকী দিনগুলি হুযূর (সঃ) মদীনাতেই অবস্থান করলেন। তৎপর গাতফান গোত্রের সঙ্গে লড়াই করার জন্য নজ্দের দিকে যাত্রা করলেন। সফর মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে লড়াই হয়নি। এই বছরই শাবান মাসের মাঝামাঝি রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে কিবলা পরিবর্তন এবং যাকাত ফরয করা হয়েছে এবং শাবান মাসের শেষভাগে রোযা ফরয করা হয়েছে। রমযান মাসের শেষভাগে ওয়াজিব করা হয়েছে সাদকায়ে ফিতর। দুই ঈদের নামায এবং কুরবানীও এই বছরই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জুম'আর নামায ইতি-পূর্বেই ফরয করা হয়েছিল এবং বদরের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের একদিন পরই হুযূর (সঃ)-এর কন্যা হযরত উসমানের স্ত্রী বিবি রোকাইয়া ইন্তেকাল করেন। অতঃপর হুযূর (সঃ) তাঁর অপর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমানের নিকট বিবাহ দেন। এজন্যই হযরত উসমান (রাঃ)-কে

www.pathagar.com

'জিন্‌নুরাইন' বলা হয় এবং বদরের যুদ্ধের পরেই হযরত আলী (রাঃ)-র সঙ্গে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-র বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

তৃতীয় হিজরী

এই বছর রবিউল আওয়াল মাসের পর পুনরায় কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন করে হুযূর (সঃ) নাজরান পর্যন্ত গমন করলেন। রবিউস্‌সানি এবং জমাদি-উল-উ'লা সেখানেই অবস্থান করলেন, কিন্তু লড়াই হয়নি। অতঃপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

অতঃপর মদীনায় বসবাসরত 'বনি কায়নুকা' নামক একটা য়াহূদী গোত্র অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে হুযূর (সঃ) তাদেরকে পনর দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলেন। পরে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (রাঃ)-র অনুরোধে তাদের অবরোধ থেকে অব্যাহতি দান করেন। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালামের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল এবং এই অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই হুযূর (সঃ) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তাকে হত্যা করাও হয়েছিল। এই বৎসরই সওয়ালের প্রথম দিকে উহুদের যুদ্ধ হয়। কুরআনে করীমের ৪র্থ পারায় এর সুদীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর 'গাজওয়ায়ে হামরুল আসাদ' সংঘটিত হয়েছে। এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এভাবে— উহুদের রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কাফিররা পুনরায় মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। হুযূর (সঃ) এ সংবাদ শ্রবণ করে রণক্লান্ত সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য রওয়ানা হলেন। কাফিরেরা এই খবর পেয়ে ভীত হলো এবং আর অগ্রসর হলো না।

এই যুদ্ধের জন্য হুযূর (সঃ) যেহেতু 'হামরাতুল আসাদ' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেছিলেন, এজন্য এই জিহাদের নামকরণ করা হয়েছে 'গাজওয়ায়ে হামরাতুল আসওয়াদ'। অতঃপর শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি এবং জিল্‌কদ ও জিলহজ্জ মাস পর্যন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। অতঃপর মহররমের চাঁদ উদিত হওয়ার পর তালহা বিন খুওয়ায়-লিদ এবং সালমা বিন খুওয়ায়লিদের আক্রমণের সংবাদ শ্রবণ করে হুযূর (সঃ) হযরত আবূ সালমা (রাঃ)-কে মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত দেড়শত সাহাবায়ে কিরামের একটি দলসহ তাদের মুকাবিলায় প্রেরণ করলেন। কাফিররা ভয়ে বহুসংখ্যক গবাদিপশু ফেলে পলায়ন করলো। মুসলমানরা

www.pathagar.com

সেসব গবাদিপশু নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর পাঁচই মহররম 'খালিদ বিন সুফিয়ান' নামক একজন কাফিরের সৈন্য মুতায়েনের সংবাদ শ্রবণ করে হযরত আবদুল্লাহ বিন উনাইস (রাঃ)-কে মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি তাকে হত্যা করে তার দ্বিখণ্ডিত মুণ্ড নিয়ে তেইশে মহররম মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন। অতঃপর সফর মাসে 'সারিয়ায়ে রজি' সংঘটিত হয়। মক্কার কাফিরদের প্ররোচনায় 'আ'জল এবং কারাহ্ গোত্রের কতিপয় লোক হুযূর (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে এই অনুরোধ করলো যে, আমাদেরকে ইসলামের বাণী শিক্ষা দেবার জন্য কিছু সংখ্যক লোক প্রেরণ করুন। হুযূর (সঃ) দশজন সাহাবী তাদের সঙ্গে প্রেরণ করলেন।

অতঃপর তারা হুযায়ল গোত্রের পুকুর পর্যন্ত পেঁৗছার পর কাফিররা হুযায়ল গোত্র থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে ঐ দশজন সাহাবার সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ ক'রে তাদের উপর আক্রমণ করল। অতঃপর সেখানেই কয়েকজন সাহাবী শহীদ হলেন আর কয়েকজন বন্দী হলেন; পরে তাদেরকেও শহীদ করা হয়েছে এবং এই সফর মাসেই 'বীরে মউনার' ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মউনা মক্কা এবং আসফানের মধ্যবর্তী হুযায়ল এলাকার একটি স্থানের নাম। নজ্দ এলাকার বনি আমির গোত্রের আমির বিন মালিক নামক এক ব্যক্তি হুযুর (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছা করেছি কিন্তু আমি আমার সমাজের অন্যান্য লোকের কথাই চিন্তা করি। তাই আমার সঙ্গে কিছু লোক প্রেরণ করুন যারা আমার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেবে। অতঃপর আমার আর কোন আশংকা থাকবে না। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন, আমি আমার লোকদের সম্পর্কে নজ্দ্বাসী থেকে আশংকা বোধ করছি। সে জবাব দিল, আশংকার কোন কারণ নেই, আমি তাদেরকে আমার নিজের দায়িত্বে নিয়ে যাব। অতঃপর হুযূর (সঃ) সত্তর জন কুরআনে পাকের ক্বারী সাহাবী তার সঙ্গে প্রেরণ করলেন।

ইসলামের এই মুজাহিদগণ যখন বীরে মউনা পর্যন্ত পেঁৗছলেন তখন রা'ল, জাকওয়ান এবং বুখারীর বর্ণনানুযায়ী আচিয়া গোত্রের কাফিররা সম্মিলিতভাবে তাদের উপর আক্রমণ করে প্রায় সকলকেই শহীদ করে। বুখারীর বর্ণনানুযায়ী এই মুসলিম তবলিগী দলের মধ্যে 'হিরাম বিন

www.pathagar.com

মিলহানও' ছিল এবং এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রকৃত হোতা ছিল আমির ইবনে মালিকের (যার নিরাপত্তার প্রতি বিশ্বাস করে হুযূর (সঃ) এই মুজাহিদীনদেরকে প্রেরণ করেছিলেন) ভ্রাতুষ্পুত্র আমর বিন তুফায়ল। এই ঘটনার কারণে আমর বিন মালিক অত্যন্ত ব্যথিত হল। কারণ, তারই নিরাপত্তার অঙ্গীকারের মধ্যে তার আপন ভ্রাতুষ্পুত্র এমন নির্মমভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করল! হয়ত এই মানসিক যাতনায় কয়েকদিনের মধ্যেই তার ইন্তিকাল হয়ে যায়।

এই আমর বিন তুফায়ল হুযূর (সঃ)-এর নিকট এই প্রস্তাব প্রেরণ করে যে, "হয়ত রাজত্ব বণ্টন করে আমাকে তার একাংশ প্রদান করুন অথবা আপনার মৃত্যুর পর আমাকে আপনার খলীফা নির্বাচন করুন। অন্যথায় বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ আপনার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করব।"

হুযূর (সঃ) তার জন্য বদদোয়া করলেন। اللهم اكفنى عامرا অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে আমরের মুকাবিলার জন্য তুমি যথেষ্ট। অতঃপর সে প্লেগে মরে যায়। হুযূর (সঃ) দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত এই ক্বারী সাহাবীদের হত্যাকারীদের বিষয় 'কুনুত নাজিলা' পাঠ করে বদদোয়া করেন। অতঃপর তারা মুসলমান হয়ে হুযূর (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে পর তাদের জন্য বদদোয়া করা বন্ধ করেন। এই সময়েই 'গাজওয়ায়ে বনি নজির' সংঘটিত হয়।

'বনি নজির' মদীনার য়াহূদী সম্প্রদায়। এই ঘটনার সূত্রপাত এভাবে হয়েছিল,—বীরে মউনার ঘটনায় আমর ইবনে উমাইয়া বন্দী হয়েছিল, কিন্তু আমর বিন তুফায়ল তার ললাটের কেশ কেটে তাকে ছেড়ে দেয়, কারণ, তার মাতার দায়িত্বে একটা গোলাম আযাদ করা অনিবার্য ছিল। তাই আমর ইবনে উমাইয়াকে মুক্তি দিয়েই সে তার দায়িত্ব মুক্ত হয়। অতঃপর আমর ইবনে উমাইয়া মুক্তি পেয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে বনি আমরের দু'জন মুশরিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সে তাদেরকে এই মনে করে হত্যা করে যে, তারা আমর ইবনে তুফায়লের গোত্রের লোক। তাই বী'রে মউনার দুর্ঘটনার জন্য সামান্য হলেও এক প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হল।

www.pathagar.com

এদিকে এই মুশরিকদ্বয় স্বয়ং হুযূর (সঃ)-এর নিরাপত্তাধীন ছিল। একথা আমর ইবনে উমাইয়ার জানা ছিল না। তাই হুযূর (সঃ) এই কতলকে 'ভুলবশত কতল' আখ্যা দিয়ে 'দীয়ত' প্রদানের নির্দেশ দান করলেন।

বনি আমর এবং বনি-নজির অর্থাৎ এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সন্ধিচুক্তি ছিল। তাই মহা নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছা করলেন যে, উভয় গোত্রের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে দীয়ত নির্দিষ্ট করবেন। আর এ থেকেই এই জিহাদের সূত্রপাত হয়।

হুযূর (সঃ) হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা আগমন করার পর মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে বসবাসরত য়াহূদী সম্প্রদায় বনি নজির ও বনি কুরায়যা হুযূর (সঃ)-এর দরবারে আগমন করে এই অঙ্গীকার করল যে, আমরা সর্বদাই আপনার অনুগত থাকব, আপনার কোন প্রকার ক্ষতি করা বা আপনার শত্রুকে কোনরূপ সাহায্য করা থেকে আমরা বিরত থাকব।

কিন্তু হুযূর (সঃ) যখন ঐ 'দীয়ত' সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাদের মহল্লায় গমন করলেন তখন তারা হুযূর (সঃ)-কে একটা প্রাচীরের পার্শ্বে উপবেশন করিয়ে আলোচনা আরম্ভ করল এবং তারা গোপনে হুযূর (সঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে ঐ প্রাচীরের উপর একটা বৃহৎ পাথর এই অসৎ উদ্দেশ্য রেখে দিল যে, হঠাৎ ঐ পাথর নীচে নিক্ষেপ করে হুযূর (সঃ)-কে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা ওহী দ্বারা হুযূর (সঃ)-কে অবগত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুযূর (সঃ) সে স্থান ত্যাগ করে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন। আর তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ, তাই দশ দিনের মধ্যেই মদীনা শরীফ ছেড়ে চলে যাও, অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

হুযূর (সঃ)-এর এই নির্দেশ শ্রবণ করে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। হুযূর (সঃ) সৈন্য মুতায়েন করায় তারা নিজের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কৃত হতে বাধ্য হল। হুযূর (সঃ) নির্দেশ দান করলেন যে, সকলকে নিরস্ত্র অবস্থায় চলে যেতে হবে। অবশ্য তাদের সাধ্যানুযায়ী আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দান করলেন। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ খায়বরে আবার কেউবা সুদূর সিরিয়াতে চলে গেল। সূরায়ে হাশরে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

এ বছরেই অথবা তার পূর্বের বছর মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ইমাম হাসান (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন।

চতুর্থ হিজরী

আবূ সুফিয়ান উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ঘোষণা করেছিল যে, আগামী বছর পুনরায় বদরের যুদ্ধ হবে। পরের বছর সেই সময় পর্যন্ত আবূ সুফিয়ান বদরের প্রান্তরে আগমণ করতে সাহসী হল না। তবে সে নঈম বিন মসউদ নামক এক ব্যক্তিকে আবূ সুফিয়ানের বিরাট বাহিনীসহ আক্রমণ করা সম্পর্কে গুজব রটিয়ে মুসলমানদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য মদীনা প্রেরণ করল। মুসলমানরা এ সংবাদ শ্রবণ করে বলল, حسبنا الله ونعم الوكيل এবং দেড় হাজার সাহাবার এক বাহিনীসহ হুযূর (সঃ) তাদের মুকাবিলার জন্য বদর প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। হুযূর (সঃ) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করলেন। সাহাবায়ে কিরাম সেখানে ব্যবসা করে খুব লাভবান হলেন এবং আনন্দ উৎসবের সঙ্গে মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শাবান মাসে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে জিলক্দ মাসে। এই জিহাদকে ছোট বদর বা দ্বিতীয় বদর বলা হয় এবং এ বছরই ইমাম হুসায়ন (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

পঞ্চম হিজরী

এই হিজরীতে গাজওয়ায়ে জুমাদাল জানদাল রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়। এটি একটি স্থানের নাম যা দামিশক থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। হুযূর (সঃ) এ সংবাদ শ্রবণ করলেন যে, কিছু সংখ্যক কাফির মদীনা আক্রমণের জন্য সেখানে সম্মিলিত হয়েছে। হুযূর (সঃ) এক হাজার সাহাবীসহ অভিযান করলেন। কাফিররা এ সংবাদ শ্রবণ করেই ভীত হলো এবং বিক্ষিপ্তভাবে পলায়ন করল। হুযূর (সঃ) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এবং এ বছরই শাবান মাসে মুরাইসির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধকে গাজওয়ায়ে বনি মুসতালিকও বলা হয়। হুযূর (সঃ) এই সংবাদ শ্রবণ করলেন যে, মুসতালিক সম্প্রদায় যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করে। তাই তিনি সাহাবাদেরকে নিয়ে রওয়ানা

www.pathagar.com

হলেন কিন্তু তারা মুকাবিলা করতে সাহসী হয়নি। এই যুদ্ধে দুশমনদের অনেক ধন-সম্পদ এবং পরিবারবর্গ মুসলমানদের করতলগত হয় এবং হযরত যুওয়ায়রিয়া (রাঃ) এই যুদ্ধেই বন্দী হন এবং সাবিত বিন কাইস তাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে লাভ করেন। তিনি তাকে মুকাতিরূপে গ্রহণ করেন। অতঃপর হুযূর (সঃ) সাবিতকে তার বিনিময় মূল্য প্রদান করে তার পাণি গ্রহণ করেন। এবং এই যুদ্ধের পথেই ইফক অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ)-র প্রতি মুনাফিকগণ কর্তৃক মিথ্যা অপবাদ দেয়ার দুঃখ-জনক ঘটনার অবতারণা হয় এবং এই একই বছর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ হয়, যার অপর নাম আহযাবের যুদ্ধ।

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে যখন বনি নজিরকে বহিষ্কার করা হয় তখন হয়াই ইবনে আখতাব নামক তাদের গোত্রের অত্যন্ত বিভেদ সৃষ্টিকারী এক ব্যক্তি আরও কতিপয় দুষ্কৃতিকারীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার কাফিরদের নিকট উপস্থিত হয় এবং কুরায়শদেরকে হুযূর (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচনা দিয়ে রাযী করল এবং সৈন্য ও অন্যান্য কলা-কৌশল প্রদর্শনে তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। অতঃপর বিভিন্ন গোত্র থেকে সংগৃহীত শক্তির দশ হাজারের বিশাল সৈন্যবাহিনী মদীনার দিকে অভিযান করল। এই সংবাদ শ্রবণ করে হুযূর (সঃ) হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শ অনুযায়ী মদীনার নিকটবর্তী সীলা নামক পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পরিখা খননের জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। অন্যদিকে শহরের প্রাচীর ছিল।

এই পরিখা খননের পর হুযূর (সঃ) সেখানে সৈন্য মুতায়েন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। কাফিরদের সৈন্যবাহিনী যখন সেখানে পৌঁছলো তখন এই পরিখা দেখে তারা আশ্চর্যান্বিত হল; কেননা, কাফিররা যুদ্ধের এই কৌশল ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। তারা পরিখার নিকটবর্তী স্থানসমূহে তাঁবু ফেলে তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল। মুসলমানদের পক্ষ থেকেও তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাদের প্রতি আক্রমণ করা হতো। হয়াই ইবনে আখতাবের প্ররোচনায় বনি কুরায়যাও (একটি য়াহূদী গোত্র) মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সঙ্গে যোগদান করল। হুযূর (সঃ) শত্রু সৈন্যদের মাঝে পরস্পর বিভেদ ও শ্রেণী বিভক্ত সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করলেন।

www.pathagar.com

গাতফান গোত্রের নঈম ইবনে মসঊদ সবেমাত্র মুসলমান হয়েছেন। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কাফিররা আদৌ অবগত ছিল না। তিনি মহানবী (সঃ)-এর দরবারে আরয করলেন যে, কুরায়শ এবং বনি কুরায়্যার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির একটা কৌশল আমি প্রয়োগ করতে পারি, কেননা, আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এখনো তারা অজ্ঞ, তাই তারা আমার প্রতি আস্থাশীল হবে। হুযুর (সঃ) তাঁকে অনুমতি দান করলেন। অতঃপর তিনি প্রথমে বনি কুরায়যার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ তোমরা তো কুরায়শ এবং বনি গাতফানের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করলে। এটা তোমাদের নিতান্ত অনুচিত হয়েছে, কেননা, তারা যদি মুহাম্মদের (সঃ) কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না করেই ফিরে যায় তবে মুহাম্মদ (সঃ) নিশ্চয় তোমাদের উপর আক্রমণ করবে আর তোমরা একা তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। বনি কুরায়যার লোকেরা একথা শ্রবণ করে ভীত শংকিত হয়ে বললঃ তাহলে আমরা এ মুহূর্তে কি করতে পারি? হযরত নঈম জবাব দিলেনঃ কুরায়শদের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাদের কয়েকজন সর্দার বা সন্তান-সন্ততি তোমাদের নিকট 'রেহেন' রাখার দাবী জানাও। যদি মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের উপর আক্রমণ চালায় তবে তারা তাদের সর্দার বা সন্তান-সন্ততিদের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। যদি কুরায়শরা তোমাদের এই দাবী পূরণে অস্বীকৃতি জানায় তবে বুঝতে হবে যে, তোমাদের প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি বা আন্তরিক আকর্ষণ নেই। বনি কুরায়যার লোকেরা এরূপ করার সংকল্প করল।

অতঃপর হযরত নঈম (রাঃ) কুরায়শদের নিকট উপস্থিত হল এবং নিজেকে তাদের একজন হিতাকাঙক্ষী প্রকাশ করে বলল যে, শোনা যাচ্ছে বনি কুরায়যা গোপনে মুহাম্মদের (সঃ) সঙ্গে আঁতাত করে নিয়েছে এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাদেরকে বলেছেনঃ তোমাদের প্রতি তখনই পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত হতে পারব যখন তোমরা কুরায়শদের কয়েকজন সর্দার বা তাদের কিছু সংখ্যক সন্তান-সন্ততিকে আমাদের হাতে বন্দী করিয়ে দাও। তারা এ ব্যাপারে অঙ্গীকারও করেছে। তাই তারা যদি এমন দাবী নিয়ে আসে তবে কখনো তা মানবে না।

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি 'গাতফান' গোত্রের নিকট উপস্থিত হয়েও এমনি কিছু বললেন।

বনি কুরায়যা কুরায়শদের নিকট দাবী নিয়ে উপস্থিত হলে তারা স্পষ্ট ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করল। এবং এর দ্বারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হল, তাদের মধ্যকার আঁতাত ভেঙ্গে গেল।

এদিকে সৈন্যদের দীর্ঘদিন যাবত রণাঙ্গনে থাকার ক্লান্তি আবার পরস্পরের মাঝের অনৈক্য, উপরন্তু একরাত্রে আল্লাহ্ পাক ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করে তাদের তাঁবুসমূহ ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। ঝড়ো হাওয়ার কারণে তাদের অশ্বসমূহ এদিক সেদিক ছুটে পালাতে আরম্ভ করল। তাই আবূ সুফিয়ান বলল ঃ এরপর আর এখানে বিলম্ব করা নিরাপদ নয়। তাই সেই রাত্রেই কাফিরদের সৈন্যরা রণাঙ্গন ত্যাগ করে চলে গেল। পবিত্র কুরআনের সূরায়ে আহযাবে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

এই যুদ্ধের পরপরই বনি কুরায়যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছে। হুযূর (সঃ) যখন খন্দকের যুদ্ধের বিজয়ের পর মদীনা মুনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করে গোসল করছিলেন তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে আরয করলেন যে, অনতিবিলম্বে বনি কুরায়যাকে আক্রমণ করার জন্য আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছেন। হুযূর (সঃ) তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সৈন্য প্রেরণ করলেন এবং নিজে তশরীফ নিয়ে তাদেরকে অবরোধ করলেন। অতঃপর তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলল ঃ হযরত সা'আদ ইবনে মা'আজ যে নির্দেশ প্রদান করবেন তাই তারা মেনে নেবে।

হযরত সা'আদ ইবনে মা'আজ আওস গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় সাহাবী ছিলেন। আর এই গোত্রের সঙ্গে বনি কুরায়যার শান্তিচুক্তি ছিল। তাই তারা চিন্তা করল হযরত সা'আদ ইবনে মা'আজ তাদের প্রতি সদয় হবেন এবং কোন সহজ নির্দেশ প্রদান করবেন। হযরত সা'আদ ইবনে মা'আজ এই নির্দেশ দিলেন যে, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক এবং শিশু ও স্ত্রীলোকদেরকে গোলাম ও বাঁদীরূপে গ্রহণ করা হোক এবং তাদের ধনসম্পদ মুসলমানদের মালিকানাধীন করা হোক। অতঃপর তাই করা হল এবং এই সময়েই 'আবূ রাফে' য়াহূদীকে হত্যা করা হয়। সে একজন সম্পদশালী ব্যবসায়ী লোক ছিল। খায়বরের নিকটেই একটা দুর্গে সে বসবাস করত। খন্দকের যুদ্ধে সেও কাফিরদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য

www.pathagar.com

করেছে। হুযূর (সঃ) হযরত আতীক (রাঃ)-কে কয়েকজন আনসার সাহাবীর নেতৃত্ব প্রদান করে তার শাস্তি বিধানের জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁরা রাত্রে অভিযান চালিয়ে ইসলামের এই ঘৃণ্য শত্রুকে জাহান্নামবাসী করেন। হাদীস শরীফে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

খন্দক এবং কুরায়যার যুদ্ধের পরই 'গাজওয়ায়ে আসফান' হয়, তবে তার তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে সংগৃহীত নেই। তিরমিযী শরীফের বর্ণনানুযায়ী এই যুদ্ধের সময়ই 'সালাতুল খাওফের' আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর সংঘটিত হয় 'সারিয়ায়ে খাব্‌ত'—খাব্‌ত্‌' অর্থ বৃক্ষের পাতা। যেহেতু খাদ্যের অভাবে এবং ক্ষুধার তাড়নায় সাহাবায়ে কিরাম এই যুদ্ধে বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত ভক্ষণ করেছেন এজন্য এই যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছে 'খাব্‌তের যুদ্ধ'। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে সমুদ্রতীরে যুহায়না গোত্রের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ হয়। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)-কে তিনশত মুহাজির সাহাবীর সিপাহ্‌সালার নিযুক্ত করে হুযূর (সঃ) এই যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। এবং আম্বর মৎস্যের ঘটনা এই যুদ্ধের সময়ই সংঘটিত হয় যা সমুদ্র তরঙ্গের সঙ্গে তীরে এসে নিক্ষিপ্ত হয়। এবং এই যুদ্ধের নাম সাইফুল বাহরের যুদ্ধও বলা হয়। কোন বর্ণনা মুতাবিক দেখা যায়, কুরায়শদের একটা দলকে ধাওয়া করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। এই বছর অথবা অন্য বর্ণনা মুতাবিক পূর্বের বছর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ষষ্ঠ হিজরী

বনি কুরায়যাদের সঙ্গে জিহাদের ছয়মাস পর হুযূর (সঃ) বনি লিহয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান করার সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং সাহাবাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। বনি লিহয়ান এ সংবাদ শ্রবণ করে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল। হুযূর (সঃ) সেখানে দু'দিন অবস্থানের পর সৈন্যদের খণ্ড খণ্ড দলকে তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করলেন কিন্তু তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। অতঃপর সেখানে চৌদ্দদিন অবস্থানের পর হুযূর (সঃ) মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর সংঘটিত হয় 'সারিয়ায়ে নজ্‌দ্‌'।

অর্থাৎ, নজ্‌দের দিকে সৈন্যদের একটা দল প্রেরণ করেন। তারা বনি হুনায়ফাদের সর্দার 'সামামা ইবনে আসাল'-কে বন্দী করে নিয়ে আসেন।

www.pathagar.com

কিন্তু হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর তিনি ইসলাম কবুল করেন। এ বছরই জিল্‌কদ মাসে হুদায়বিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধি হয়।

হুযূর (সঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি পবিত্র মক্কা মুয়ায্‌যমায় গমন করে ওমরাহ পালন করেছেন। হুযূর (সঃ) এই স্বপ্নের কথা সাহাবীদের নিকট ব্যক্ত করলেন। সাহাবায়ে-কিরাম প্রথম থেকেই মক্কা গমনের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির ছিলেন, উপরন্তু হুযূরে পাক (সঃ)-এর স্বপ্নের কথা শ্রবণ করে তারা মক্কা গমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। অতঃপর হুযূর (সঃ) সাহাবায়ে-কিরামসহ মক্কার দিকে যাত্রা করলেন এবং মক্কায় নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছলেন। মক্কার কাফিররা এ সংবাদ শ্রবণ করে বলল: আমরা কখনও তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেব না। অতঃপর হুযূর (সঃ) হুদায়বিয়া নামক স্থানে একটি কূপের নিকট একটা মাঠে অবস্থান গ্রহণ করলেন। অতঃপর একটা সুদীর্ঘ ঘটনার পর (যা বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে) একথার উপর সন্ধি হল যে, মুসলমানগণ আগামী বছর এসে ওমরাহ পালন করবেন। তিনদিনের অধিক অবস্থান করতে পারবে না, এই সন্ধির মেয়াদ নির্দিষ্ট হল দশ বছর, এই সময়ের মধ্যে পরস্পর কোন যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। এবং মুসলমানদের বন্ধুগোত্রসমূহের সঙ্গে কাফিররা এবং কাফিরদের বন্ধুগোত্রের সঙ্গে মুসলমানরা যুদ্ধ করবে না। সেখানে বনি বকর ও বনি খুজা'আ নামক দুটি গোত্র ছিল। বনি বকর কুরায়শদের আর বনি খুজা'আ মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করেছিল। এই চুক্তি সাপেক্ষে সন্ধি হওয়ার পর হুযূর (সঃ) সাহাবাগণসহ মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ওয়াকিদী এ বছর হুদায়বিয়ার পূর্বে আরও কয়েকটি সারিয়া সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানীতে উকাসা ইবনে মিহচানকে চল্লিশ জনের একটি দলের সঙ্গে 'গমর' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেন কিন্তু শত্রুরা সংবাদ পেয়ে পলায়ন করে। তবে তাদের দু'শ উষ্ট্র মুসলমানগণ গনীমতের মাল হিসাবে মদীনা নিয়ে আসেন এবং আবূ উবায়দা ইবনে জররাহকে জিলকাচ্ছা নামক স্থানে প্রেরণ করেন। দুশমন পলায়ন করলে তাদের এক ব্যক্তিকে বন্দী করা হয়। অতঃপর সে মুসলমান হয়ে যায় এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে দশ ব্যক্তিসহ পাঠান। যখন মুসলমানগণ নিদ্রামগ্ন তখন

www.pathagar.com

শত্রুরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে সকলকে শহীদ করে দেয়, তবে শুধুমাত্র মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা যখমী অবস্থায় ফিরে আসেন। এবং এই বছরই যায়দ ইবনে হারিসকে সারিয়া জুমুদের জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি কিছু সংখ্যক বন্দী ও চতুষ্পদ জন্তুসহ প্রত্যাবর্তন করেন। জমাদিউল উলা মাসে এই যায়দ ইবনে হারিসকেই আরও পনরজন সাহাবীসহ মদীনা থেকে তিরিশ মাইল দূরে 'তরফ' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করা হয়। এতে বিশটি উষ্ট্র হস্তগত হয়। এবং একই মাসে হযরত যায়দকে 'ইচ' নামক স্থানের দিকে আরও একটি সারিয়ার জন্য প্রেরণ করা হয় এবং আবুল 'আস ইবনে রবি হুযূর (সঃ)-এর জামাতা অর্থাৎ হযরত যয়নাব (রাঃ)-র স্বামী কুরায়শদের ব্যবসায়ী মাল সিরিয়া থেকে নিয়ে আসার পথে তা ছিনিয়ে নেয়া হয়। আবুল 'আস মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে হযরত যয়নাব (রাঃ)-র আশ্রয় গ্রহণ করে অনুরোধ করল যে, এই সমস্ত মাল আমাকে প্রত্যর্পণ করা হোক। হুযূর (সঃ) সমস্ত মুসলমানের অনুমতিক্রমে সমস্ত মাল প্রত্যর্পণ করেন। অতঃপর আবুল 'আস মক্কা আগমন করে সকলের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে মুসলমান হন। কিন্তু 'যাদুল মা'আদ' নামক গ্রন্থে এই ঘটনা হুদায়বিয়ার পরের ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, আবূ বশিরের প্রতি এই ঘটনার ইঙ্গিত করা হয়েছে, আর তিনি হুযূর (সঃ)-এর নির্দেশ শ্রবণ করেই সমস্ত মাল প্রত্যর্পণ করেন এবং এ বছর শাবান মাসে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে 'দুমাতুল জুনদুল' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল। তবে সমস্ত এলাকাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ বছরই শাওয়াল মাসে 'উরায়-নিইয়ীন'দের বিরুদ্ধে বিশজন মুজাহিদের একটি দল কারজ ইবনে খালিদ ফিহ্রীর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়, শত্রুদেরকে বন্দী করা হয় এবং পরে তাদেরকে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন হাদীসে এর বর্ণনা রয়েছে।

এ সমস্ত সারিয়ার পর হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। অতঃপর 'গাজওয়ায়ে গাবা' যার অপর নাম 'গাজওয়ায়ে জি কারাদ' সংঘটিত হয়। 'গাবা' মদীনার নিকটবর্তী একটা স্থানের নাম এবং 'জি কারাদ' একটি পুকুরের নাম। হুযূর (সঃ) স্বীয় উষ্ট্র এখানে চারণের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু শত্রুগণ আবদুর রহমান ফাজ্জারী রাখালকে হত্যা করে ঐ সমস্ত উষ্ট্র তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল। হুযূর (সঃ) কয়েকজন সাহাবাসহ তাদের

www.pathagar.com

পশ্চাদ্ধাবন করেন। হযরত সালামা ইবনে আকউয়া সেদিন অপরিসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শত্রুদেরকে তিনি একাই তাড়া করে জিকারাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন এবং সমস্ত উষ্ট্রই শত্রুদের দখলমুক্ত করেছেন। মুসলিম শরীফে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। হুযূর (সঃ) হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রায় বিশদিন মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান গ্রহণের পর খায়বরের যুদ্ধের অভিযান শুরু হয়। হুযূর (সঃ) প্রত্যুষেই যখন তথায় পৌঁছেন তখন খায়বরের য়াহূদীরা ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিল। তাদের হাতে ছিল কৃষি যন্ত্রপাতি। হুযূর (সঃ)-কে দেখতে পেয়েই তারা দুর্গের মধ্যে আত্মগোপন করল এবং দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করে দিল। হুযূর (সঃ) তাদেরকে অবরোধ করলেন। খায়বরে সাতটি দুর্গ ছিল, একে একে সবগুলিই দখল করা হল।

অতঃপর হুযূর (সঃ) খায়বরের য়াহূদীদের দেশান্তরিত করার নির্দেশ প্রদান করলেন এবং তাদের সমস্ত জায়গা-যমীন, বাগান ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। য়াহূদীরা আরয করল, এখানে কৃষি কাজের জন্য আপনার মজুরের প্রয়োজন হবে, আপনি যদি আমাদিগকে দেশ ত্যাগে বাধ্য না করেন তবে আমরা আপনার মজুর হিসাবে কাজ করব। হুযূর (সঃ) তাদের এই অনুরোধ কবূল করলেন এবং ইরশাদ করলেনঃ আমাদের যতদিন ইচ্ছা ততদিন তোমাদেরকে এখানে থাকবার অনুমতি দেব এবং যখন ইচ্ছা বহিষ্কার করে দেব। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) তাঁর খিলাফতের সময় আরব ভূমিকে সকল কাফির থেকে মুক্ত ও পবিত্র করার ইচ্ছায় তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন। তারা সিরিয়া গমন করে বসবাস করতে থাকে।

খায়বরের নিকটবর্তী একটা স্থানের নাম 'ফিদক'। তথাকার অধিবাসিগণ হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে এভাবে সন্ধির প্রস্তাব করল যে, ফিদকের অর্ধেক যমীন তারা হুযূর (সঃ)-এর খিদমতে পেশ করবে। আর অবশিষ্ট অর্ধেক তারা নিজেরা ভোগ করবে। হুযূর (সঃ) তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

খায়বরের গনীমতের মালের মধ্যে হযরত সফিয়া (রাঃ) প্রথমত হযরত অহিয়া (রাঃ)-র অংশে পড়েছিলেন। অতঃপর হুযূর (সঃ) তাকে গ্রহণ করে প্রথমে আযাদ করলেন, তৎপর তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করলেন।

www.pathagar.com

হুযূর (সঃ) খায়বরে থাকাকালেই হযরত যাফর ইবনে আবূ তালিব হাবসা থেকে অন্যান্য মুহাজিরসহ উপস্থিত হন এবং তাদের সঙ্গে নৌকাযোগে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) তাঁর অন্যান্য সঙ্গী-সাথীসহ খায়বরে উপস্থিত হন। এই খায়বরেই এক য়াহূদী স্ত্রীলোক গোশতের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করে হুযূর (সঃ)-এর আহারের জন্য উপস্থিত করেছিল। হুযূর (সঃ) সামান্য খাদ্য গ্রহণ করেই ইরশাদ করলেন ঃ "এই গোশত নিজেই তার সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করার কথা আমার নিকট প্রকাশ করেছে।" এই যুদ্ধের সময়ই গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করা হয় এবং 'নিকাহে মুত্আ' এই সময়ই অবৈধ ঘোষণা করা হয়। অতঃপর আওতাসের যুদ্ধের সময় কিছুদিনের জন্য বৈধ করা হয়েছিল। তৎপর পুনরায় হারাম ঘোষণা করা হয়। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ 'কিয়ামত পর্যন্ত মুতআ হারাম।' এই হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম মুসলিম।

খায়বর থেকে অবসর গ্রহণের পর হুযূর (সঃ) ওয়াদিউল কুরার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সেখানে কিছু সংখ্যক য়াহূদী এবং আরবী একত্রিত হয়েছিল। যুদ্ধের পর তারা পরাজিত হল। হুযূর (সঃ) সেখানে চারদিন অবস্থান করেন।

খায়বরের য়াহূদীদের এই শোচনীয় পরিণতির কথা শ্রবণ করে 'তীমা' নামক স্থানের য়াহূদিগণ হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে। তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। হযরত উমর (রাঃ) যখন খায়বর এবং ফিদকের য়াহূদীদেরকে বহিষ্কার করেন তখন এই তীমা এবং ওয়াদিউল কুরার য়াহূদীদেরকে বহিষ্কার করেন নি। কারণ, এসব সিরিয়ার মধ্যে ছিল।

খায়বর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস পর্যন্ত হুযূর (সঃ) আর কোথাও গমন করেন নি। তবে বিভিন্ন স্থানের দিকে সারিয়া যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণ অব্যাহত রেখেছেন।

১. 'সারিয়ায়ে আবূ বকর' যা নজদের অধিবাসী বনি ফাজারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

২. 'সারিয়ায়ে উমর' যা হাওয়াযিনদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

৩. 'সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা' বশীর ইবনে দারাম য়াহূদীর বিরুদ্ধে এই সারিয়া পরিচালনা করা হয়।

www.pathagar.com

৪. 'সারিয়ায়ে বশীর ইবনে সা'দ' যা বনি মুর্রার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

৫. যুহায়না গোত্রের একটি অংশ হরকাতের দিকে এই সারিয়া প্রেরিত হয়।

৬. 'সারিয়ায়ে গালেব ইবনে আবদুল্লাহ্ কাল্বী' যা কাদিদ নামক স্থানের দিকে বনিল মুলুহদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

৭. 'সারিয়া বশীর ইবনে সা'দ' যা ইয়ামেনের 'আইনাহ' গাতফান এবং হায়্যান গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

৮. সারিয়ায়ে আবি হদ্‌র ও আসলামী।

৯. এই সারিয়া আযামের প্রতি পরিচালিত হয়।

সারিয়া আবদুল্লাহ ইবনে হযাফা সাহমী এবং খায়বরের পর জাতুর-রেকা' নামক একটি গাজওয়া সংঘটিত হয়। এতে গাতফান গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধকে আনসারের যুদ্ধও বলা হয়। এবং এ বছরই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হুযূর (সঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেন। অতঃপর রমযান মাসে বৃষ্টিপাত হয়।

সপ্তম হিজরী

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন সারিয়াও এ বছর হয়েছে কিন্তু তার সময় নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে মোটামুটিভাবে সে সমস্ত সারিয়াকে হুদায়বিয়ার পর উল্লেখ করা হয়েছে। এই হিজরীতেই জিলকদ্ মাসে 'উমরাতুল কা'যা' সংঘটিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, সে অনুযায়ী এক বছর পর জিলকদ্ মাসে উমরাতুল কা'যা পালনের উদ্দেশ্যে হুযূর (সঃ) সাহাবাগণসহ মক্কা আগমন করেন। এ উপলক্ষে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেনঃ পূর্বের বছর হুদায়বিয়ার সময় যারা সঙ্গে ছিল তারা এবছর অবশ্যই আমার সঙ্গে চল। অতঃপর মক্কা মুকার্‌রমায় পৌঁছে হুযূর (সঃ) উমরাহ পালন করেন এবং সে সময়ই তিনি হযরত মায়মুনা বিনতে হারিসের পাণি গ্রহণ করেন। অতঃপর সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী তিন দিন অবস্থানের পর হুযূর (সঃ) মদীনা রওয়ানা করলেন। এই যাত্রা-কালেই হযরত হামযার কিশোরী কন্যা হুযূর (সঃ)-কে আহবান করতে

www.pathagar.com

করতে তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা করল। হুযূর (সঃ) তাকে তার খালা হযরত জাফরের স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে দেন।

অষ্টম হিজরী

এই হিজরীর জমাদিউল উলায় মুতার যুদ্ধ হয়। হুযূর (সঃ)-এর একজন বিশেষ দূত হারিস ইবনে উমায়ের বসরার গর্ভনরের নিকট হুযূর (সঃ)-এর এক বাণী নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়ায় মুতা শহরের গভর্নর তাকে হত্যা করে ফেলে। হুযূর (সঃ) তার বিরুদ্ধে তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত যায়দ ইবনে হারিসকে আমীর ঘোষণা করে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেনঃ যদি সে শহীদ হয়ে যায়, তবে যাফর ইবনে আবূ তালিব আমীর হবে। যদি সেও শহীদ হয় আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা আমীর হবে। আর সেও যদি শহীদ হয় তবে মুসলমানরা একজনকে আমীর নির্বাচিত করে নেবে।

অতঃপর দেখা গেল বর্ণনা মুতাবিক ধারাবাহিকভাবে সকলেই শাহাদাত বরণ করলেন এবং মুসলমানরা হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে আমীর নির্বাচিত করলেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে জয়ী করলেন এবং এই বছরই জমাদিউস্‌সানিতে 'যাতুস্‌সালাসিল' নামক যুদ্ধ হয়। এটি মদীনা থেকে দশদিনের দূরবর্তী এবং ওয়াদিউল কুরার পরবর্তী এক স্থানের নাম। এ যুদ্ধের পটভূমি এই যে, হুযূর (সঃ) সংবাদ পেলেন, 'কুযা'র' একটি দল মদীনা আক্রমণের প্রয়াসী হচ্ছে। তাই তিনি হযরত আমর ইবনে 'আস (রাঃ)-র নেতৃত্বে তিনশত সৈন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর হুযূর (সঃ) অবগত হলেন যে, শত্রু সংখ্যা অনেক বেশী তাই আরও দু'শ সৈন্যসহ হযরত আবূ উবায়দা ইবনে যাররাহ্‌কে প্রেরণ করেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ)-ও এই দলে ছিলেন। মুসলিম বাহিনী অগ্রাভিযান চালিয়ে গেল এবং সম্মিলিতভাবে শত্রু বাহিনীর উপর আক্রমণ রচনা করল ও শত্রু বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। মুসলিম বাহিনী পানির নিকটে ছাউনি ফেলেছিল, এজন্যই এই যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছে 'যাতুসসালাসিল'। কেউ কেউ এই যুদ্ধের নামকরণের কারণে এ কথা বলেছেন যে, 'বালুকাময়' মরুভূমিকে বলা হয়। যেহেতু এই বালুকাময় ভূমিতে যুদ্ধ হয় এজন্য এই যুদ্ধের নাম হয় 'যাতুস্‌সালাসিল'।

www.pathagar.com

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় সালাসিল যুদ্ধের পূর্বে যূল-খালসাহ্ নামক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এই যুদ্ধে হুযূর (সঃ) যারীর ইবনে আবদুল্লাহকে আহমামের দেড়শত অশ্বারোহীসহ একটা বাড়ী ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন, যে বাড়ীটি ইয়ামান দেশে খাস'আম গোত্র কা'বা নামকরণ করে তৈরী করেছিল। অতঃপর এ বছরই রমযান মাসে মক্কা বিজয় হয়। এটি ইসলাম ও মুসলমানদের মহান বিজয়। মক্কা বিজয়ের সূত্রপাত এভাবে হয়,—হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় খুজাআ' গোত্র মুসলমানদের পক্ষ সমর্থন করেছে আর বনি বকর কুরায়শদের সঙ্গে গিয়েছে। এই দুটি গোত্র পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর কুরায়শরা গোপনে বনি বকরকে সাহায্য করেছে। অথচ এটি ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পরিপন্থী পদক্ষেপ। এজন্য হুযূর (সঃ) কুরায়শদের বিরুদ্ধে অভি-যানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুহাজিরীন ও আনসার এবং আরবদের বিভিন্ন গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত বার হাজার লোকের এক বিরাট মুসলিম বাহিনীসহ হুযূর (সঃ) মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন। এবং মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়ে মক্কা প্রবেশ করলেন। আংশিক লড়াই হল। অনেক কাফির জাহান্নামবাসী হল। বড় বড় অনেক সর্দার পালিয়ে গেল। আর যারা মহানবী (সঃ)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে, তাদেরকে ক্ষমা করা হয়। ঐ দিন হেরেম শরীফে কিছুক্ষণের জন্য লড়াই করার অনুমতি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের ঘটনা সুদীর্ঘ। এখানে তাঁর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। মক্কা বিজয়ের পর হুযূর (সঃ) কা'বা শরীফের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দেন এবং মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সমস্ত মূর্তি স্থাপিত ছিল সেগুলো ভাঙ্গার জন্য সাহাবাদের বিভিন্ন দল প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে 'উজ্জা' নামক মূর্তি, হযরত আমর ইব্নুল 'আস (রাঃ)-কে হুযায়িল গোত্রের উপাস্য মূর্তি 'ঘুওয়া', সা'দ ইবনে যায়দ আসহালী (রাঃ)-কে কাদীদ মূর্তির ন্যায় 'আওস', খাজরাজ এবং গাস্সান গোত্রের মূর্তি 'মানাত'কে ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন। সকলেই স্ব স্ব দায়িত্ব যথা-যথভাবে পালন করে প্রত্যাবর্তন করেন। এই মক্কা বিজয়ের পর হুযূর (সঃ) তাঁর মক্কা অবস্থানের সময়ই হযরত খালিদ (রাঃ)-কে যাযিমা গোত্রের প্রতি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে প্রেরণ করেন। অতঃপর সংঘটিত হয় হুনায়নের যুদ্ধ।

www.pathagar.com

আওসকে আওতাসের যুদ্ধও বলা হয়। এটি মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী দুটি স্থানের নাম। এই যুদ্ধকে হাওয়াযিনের যুদ্ধও বলা হয়। হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই স্থানের লোকেরা হাযির হয়েছিল। হুযূর (সঃ)-ও তাদের মুকাবিলা করার জন্য বার হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে আংশিক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকেই বিজয় দান করেন। এই যুদ্ধ হুনায়ন নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর কাফিররা হুনায়ন থেকে পলায়ন করে এবং আওতাস নামক স্থানে একত্রিত হয়। মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে সেখানেও তাদের উপর আক্রমণ করলে তারা পরাজিত হয়।

অতঃপর শাওয়াল মাসে তায়িফে বনি সাকিফকে অবরোধ করেন। আওতাসের যুদ্ধে পরাজিত কিছু সংখ্যক কাফির পালিয়ে এসে এখানে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। হুযূর (সঃ) তাদেরকে অবরোধ করলেন। কিন্তু আল্লাহ্র ইলম এখনো বিজয়ের সময় হয়নি, তাই হুযূর (সঃ) তাদের অবরোধ তুলে নিলেন। অতঃপর তাবুকের যুদ্ধের পর তারা স্বেচ্ছায় হুযূর (সঃ)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়। এবং 'লাত' নামক যে মূর্তি তাদের উপাস্য ছিল, সে মূর্তিও ভেঙ্গে ফেলে।

অতঃপর এই বছরই মুহররম মাসে আইনিয়া ইবনে হিসন ফাজারীকে পঞ্চাশজন অশ্বারোহীসহ বনি তমীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। শত্রু সৈন্য মুকাবিলা না করে পালিয়ে যায়। কিছু সংখ্যক পুরুষ ও মহিলাকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসা হল। কিছুদিন পর তাদের গোত্রের বন্দী কয়েকজন সর্দার আকরা ইবনে হারিসের নেতৃত্বে মদীনা আগমন করে পদ্যে ও গদ্যে বিভিন্নভাবে মুকাবিলার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। হুযূর (সঃ) তাকে অনেক উপহার প্রদান করেন। অতঃপর সফর মাসে কুতবা ইবনে আমরকে খাসআমের দিকে প্রেরণ করেন। এক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। গনীমতের মালামালসহ এই বাহিনী মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই বছরই হুযূর (সঃ)-এর পুত্র ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেন এবং হুযূরের কন্যা হযরত যয়নাব (রাঃ) ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

নবম হিজরী

এই হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে জাহাক ইবনে সুফিয়ানের নেতৃত্বে আরও একটি দল কাফিরদের মুকাবিলায় প্রেরণ করা হয়। তাঁরা কাফিরদেরকে পরাজিত করে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপর রবিউসসানীতে আলকাসা ইবনে মুজাজ্জাজ মুদাল্লাজীকে হাবসার দিকে প্রেরণ করেন। কাফিররা পালিয়ে যায়। অতঃপর উবায়দুল্লাহ ইবনে হুয়াফার নেতৃত্বেও একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই বছরই 'তায়ী' গোত্রের একটা মন্দির ধ্বংস করার জন্য হযরত আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। প্রখ্যাত দানবীর হাতিম তায়ী এই গোত্রেরই ছিল। সেই মন্দিরটি ধ্বংস করা হয় এবং কিছু লোককে বন্দী করা হয়। হাতিম তায়ী-এর পুত্র 'আদী' পলায়ন করেন। আর তার ভগ্নি বন্দী হয়। হুযূর (সঃ) তাকে তার অনুরোধে মুক্তি দান করেন। একটি সওয়ারী প্রদান করে তাকে দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সে দেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বীয় ভ্রাতা আদীর নিকট হুযূর (সঃ)-এর খুব প্রশংসা করলে অতঃপর আদী হুযূর (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবূল করেন। এই রজব মাসে তবুকের যুদ্ধ হয়। তবুক সিরিয়ার একটি স্থানের নাম। যেহেতু অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, এজন্য এই যুদ্ধের নামকরণ করা হয় উসরত।

এই যুদ্ধের পটভূমি এই যে, হুযূর (সঃ) সংবাদ পেলেন যে, রোমের বাদশা হিরাক্লস মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। হুযূর (সঃ) অগ্রসর হয়ে তাদের প্রতি আক্রমণ করা জরুরী মনে করলেন। হুযূর (সঃ) আরবের বিভিন্ন গোত্রকে অধিক পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ দান করলেন। অতঃপর ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ অগ্রসর হয়ে হুযূর (সঃ) তবুক নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। হিরাক্লস ভীত হলো, হুযূর (সঃ)-কে সত্য নবী মনে করলো, আর অগ্রসর হতে সাহসী হলো না। তখন হুযূর (সঃ) বিভিন্ন দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ (রাঃ)-কে দুমাতাল জুনদুলের শাসক আকিদরের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। তিনি তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। কেউ কেউ লিখেছেন যে, তার প্রতি কিছু কর নির্দিষ্ট করে তাকে মুক্তি দান করা হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, সে মুসলমান হয়। তবুকে দুই মাস পর্যন্ত অবস্থানের পর হুযূর (সঃ) সাহাবাদের

www.pathagar.com

পরমর্শক্রমে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঐ সময়ই 'দারার'' নামক মসজিদ ধ্বংস করার ঘটনা সংঘটিত হয়।

আবূ আমের নামে 'খাজরাজ' গোত্রের এক পাদ্রী অত্যন্ত বিভেদ সৃষ্টি-কারী ও দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি ছিল। ইনজিল কিতাব পাঠ করে সে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। অতঃপর সে ইনজিল কিতাব পাঠ করে হুযূর (সঃ)-এর নুবুওয়তের সংবাদ বর্ণনা করতো কিন্তু যখন হুযূর (সঃ) হিজরত করে মদীনায় গমন করেন, হিংসা-বিদ্বেষের কারণে সে শুধু যে মুসলমান হলো না, তাই নয়, বরং হুযূর (সঃ) ও মুসলমানদের শত্রু হলো। বদরের যুদ্ধের পর মদীনা থেকে পলায়ন করে মক্কার কাফিরদের সঙ্গে আঁতাত করে এবং উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে। অতঃপর সে রোম চলে যায় এবং তারই প্ররোচনা এবং প্রচেষ্টায় রোমক বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। কিন্তু এতেও যখন ফল হল না তখন সে মদীনার মুনাফিকদেরকে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্দেশ দিল, যেখানে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক পরামর্শ করবে। মদীনার মুনা-ফিকরা তার পরামর্শ অনুযায়ী মসজিদে কুবার সন্নিকটে একটি মসজিদ নির্মাণ করল। হুযূর (সঃ)-এর তবুকের যুদ্ধে গমনের পূর্বেই তারা মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে হুযূর (সঃ)-কে সেই মসজিদে কোন এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার জন্য অনুরোধ জানায়। তাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এতে মসজিদটি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় হবে। হুযূর (সঃ) জবাব দান করলেন, এখন তো যুদ্ধে যাত্রা করছি; যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দেখা যাবে। অতঃপর হুযূরের প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় তারা সেখানে যাওয়ার জন্য আরজি পেশ করল। কিন্তু আল্লাহ্ পাক আয়াত নাযিল করে এই ষড়যন্ত্রমূলক মসজিদের যাবতীয় সংবাদ জানিয়ে দেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

والذين اتخذوا مسجدا ضرار الاية -

অতঃপর হুযূর (সঃ) সেই ঘরটিকে মূলোৎপাটন করে জ্বালিয়ে দেন।

এই হিজরীতেই হজ্জ ফরয হয়েছে। আরব ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন দল ও গোত্রের মদীনা পৌঁছে ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণের পর তাদের শিক্ষা ও হিদায়তের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন

www.pathagar.com

দিকে যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থাকায় হুযূর (সঃ) স্বয়ং এই হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কা শরীফে গমন করতে অপারক হলেন। তাই, হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে একটি হাজী দলের আমীর নির্বাচিত করে মক্কা প্রেরণ করেন এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণতি ও বিধি-বিধান শ্রবণ করাবার জন্য 'সূরায়ে বারাত' তাঁর সঙ্গে প্রেরণ করেন এবং তৎপর আরবের রীতি অনুসারে (অঙ্গীকার সম্পর্কে নিকটতম আত্মীয়-দের কথা গ্রহণীয় হয়) হযরত আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। সূরায়ে বারাতের মধ্যে এসব কথার আলোচনা করা হয়েছে। এ বছরই হুযূর (সঃ)-এর কন্যা হযরত কুলসুম (রাঃ) ইন্তিকাল করেন।

দশম হিজরী

দশম হিজরীতে হুযূর (সঃ) স্বয়ং হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কা গমন করেন এবং তখন হুযূর (সঃ) এমন এমন কথা ইরশাদ করেছেন যে, মনে হচ্ছে যেন বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। এজন্যই এই হজ্জকে 'বিদায় হজ্জ' বলে স্মরণ করা হয়। এই হজ্জে স্বয়ং হুযূর (সঃ)-এর শুভাগমনের সংবাদ শ্রবণ করে চতুর্দিক থেকে মুসলমানগণ মক্কায় এসে উপস্থিত হতে আরম্ভ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষাধিক পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কিরাম হজ্জব্রত পালনের জন্য একত্রিত হলেন। এই হজ্জের সময়ই আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকালে এই আয়াত اليوم اكملت لكم دينكم নাযিল হয়।

ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের পর মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে 'গদীরেখম' নামক স্থানে এক খুতবার সময় প্রিয় নবী (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-র সঙ্গে অধিকতর ভালবাসা রাখার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দান করেন। কেননা, যারা ইয়ামানে হযরত আলী (রাঃ)-র সঙ্গে ছিল তারা হুযূর (সঃ)-এর সম্মুখে অহেতুক তাঁর সমালোচনা করেছিল। অতঃপর মদীনা প্রত্যা-বর্তন করে প্রিয় নবী (সঃ) মুসলমানদের হিদায়ত এবং বিশেষত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হলেন এবং রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর তিরোধান হলো।

কবি বলেনঃ

ما زال يلقاهم فى كل معترك
حتى حكر بالقنا الحما على وضم

www.pathagar.com

অর্থাৎ, মহানবী হুযূর (সঃ) প্রত্যেক রণাঙ্গনেই কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অতঃপর কাফিররা মুজাহিদীনদের তরবারির আঘাতে প্রাণহীন মাংসপিণ্ডের ন্যায় পড়েছিল।

يجر بحر خميس فوق سابحة
ترمى بموج من الابطال ملتطم

অর্থাৎ, ইসলামের শত্রুরা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ইসলামের সুদৃঢ় প্রাচীরের গায়ে আঘাত পেয়ে বিলীন হয়ে গেছে, অর্থাৎ ইসলামের শত্রুরা ধ্বংস হয়ে গেছে।

هم الجبال فسل عنهم مصادمهم
ماذا راى منهم فى كل مصطدم

অর্থাৎ, মুসলিম বাহিনী দুশমনের মুকাবিলায় পাহাড়ের ন্যায় অটল, সুদৃঢ় ছিলেন, এর সত্যতা (তুমি) দুশমনদের নিকট জিজ্ঞাসা করেই জানতে পারবে যে, রণাঙ্গনে তারা মুসলিম বাহিনীর বীরত্বের কি অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে।

وسل حنينا بدرا وسل احدا
فصول حتف لهم ادهى من الوخم

অর্থাৎ, মুসলিম বাহিনীর রণকৌশলের অবস্থা হুনায়ন, বদর ও উহুদের ইতিহাস বিজড়িত স্থানগুলোকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা, এই সমস্ত রণ-ক্ষেত্রে কাফির ভয়ংকর মহামারীর চেয়ে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

ومن يكن برسول الله نصرته
ان تلقه الاسد فى اجامها تجم

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হুযূর (সঃ)-এর সাহায্য লাভে ধন্য হবে তাকে যদি ব্যাঘ্রও আক্রমণ করে তবুও সে থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

يا رب صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন দলের ইসলাম গ্রহণ

যুগযুগ ধরে সমস্ত আরববাসীর মনে বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মান মর্যাদা ছিল অপরিসীম। অন্যদিকে অতি সম্প্রতি আবরাহা বাদশার হস্তিবাহিনী বায়তুল্লাহ্ শরীফ আক্রমণ করতে এসে ধ্বংস হয়েছে—একথাও মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এজন্য আরববাসীদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কোন বাতিল শক্তি কখনও বায়তুল্লাহ্র উপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম হবে না। তাই মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস তাদের মনে বদ্ধমূল হল। এ জন্যে আরবের বিভিন্ন এলাকার ও বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা দলে দলে হযূর (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। এবং কোন কোন গোত্র তাদের নির্বাচিত কিছু লোককে নিজেদের প্রতিনিধিরূপে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের জন্য হযূর (সঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করত। নবম হিজরীতেই এমন প্রতিনিধি দল সর্বাধিক আগমন করে। হযূর (সঃ) এসব দলের লোকদেরকে অত্যন্ত আদর-আপ্যায়ন, সম্মান ও পুরস্কার প্রদান করতেন। আর আরবের বিভিন্ন এলাকার লোকেরা এই অপেক্ষায় ছিল যে, শেষ পর্যন্ত হযূর (সঃ) তাঁর জাতির সঙ্গে কি ব্যবহার করেন? অবশেষে কুরায়শদের ইসলাম গ্রহণের পর তারাও মুসলমান হয়ে যায়। তবুকের যুদ্ধের পরই এমনি অধিকাংশ দল আগমন করে। নিম্নে কিছু সংখ্যক প্রতিনিধিদলের আগমনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো। আরবী ভাষায় প্রতিনিধিদলকে ‘ওয়াফদ’ বলা হয়।

১. ওয়াফ্দে সাকীফ ঃ তায়িফের যুদ্ধের ঘটনায় তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। হযূর (সঃ) রমযান মাসে তবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর তারা স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়ে মুসলমান হন।

www.pathagar.com

২. ওয়াফ্‌দে বনি তমীমঃ তায়িফের যুদ্ধের পর তাদের উল্লেখ করা হয়েছিল। আক্‌রা বিন হাবিস প্রমুখ উপস্থিত হয়েছিল।

৩. ওয়াফ্‌দে তাইঃ তবুকের যুদ্ধের পূর্বে তাদের আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আদী উপস্থিত হয়ে মুসলমান হন।

৪. ওয়াফ্‌দে বনি হানীফাঃ নুবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামাতুল কাজ্জাব এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দলের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় মুরতাদ হয়ে যায়। তারা দশম হিজরীর শেষভাগে এসেছিল।

৫. ওয়াফ্‌দে তাইয়েব (২য় দল)ঃ যায়িদ খাযিল এই দলেরই লোক ছিলেন।

৬. ওয়াফ্‌দে কান্‌দাঃ আশ'আস ইবনে কানদা এই দলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

৭. আস আরিয়ীন ও ইয়ামানবাসীদের ওয়াফ্‌দ।

৮. ওয়াফ্‌দে আযদানঃ তাদের সঙ্গে সারব ইবনে আবদুল্লাহও আগমন করেছিলেন।

৯. ওয়াফ্‌দে বনি হারিস ইবনে কা'বঃ দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা রবিউসসানীতে তাদের আগমন হয়েছিল।

১০. ওয়াফ্‌দে হামদান।

১১. ওয়াফ্‌দে মজীনাহ্‌।

১২. ওয়াফ্‌দে দওস।

১৩. ওয়াফ্‌দে নাজরান।

১৪. ওয়াফ্‌দে বনি সা'দ ইবনে বকরঃ এই দলের মধ্যে যেমাম ইবনে সা'লাবীও ছিলেন।

১৫. তারিক ইবনে আবদুল্লাহ নিজের গোত্রসহ আগমন করেন।

১৬. ওয়াফ্‌দে তাজীব।

১৭. ওয়াফ্‌দে বনি সা'দ হুযায়েম। এরা কুযায়া গোত্রের অংশ বিশেষ।

১৮. ওয়াফ্‌দে বনি ফাজারাহ (তবুকের পর)।

www.pathagar.com

১৯. ওয়াফ্‌দে বনি আসাদ।

২০. ওয়াফ্‌দে বাহ্‌রা।

২১. ওয়াফ্‌দে গাদবাহ্ঃ তাঁরা আগমন করেছিলেন নবম হিজরীর সফর মাসে।

২২. ওয়াফ্‌দে বালীঃ নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

২৩. ওয়াফ্‌দে জী-মুররাহ্।

২৪. ওয়াফ্‌দে খাওলানঃ দশম হিজরীর শাবান মাসে।

২৫. ওয়াফ্‌দে মাহারিবঃ বিদায় হজ্জের বছর।

২৬. ওয়াফ্‌দে চাদাঃ অষ্টম হিজরীতে।

২৭. ওয়াফদে গাস্‌সানঃ দশম হিজরীর রমযান মাসে।

২৮. ওয়াফদে সালামানঃ দশম হিজরীর রমযান মাসে।

২৯. ওয়াফ্‌দে বনি আবস।

৩০. আজদান গোত্রের ২য় দল, যে দলে সুয়াঈদ ইবনে হারিস আগমন করেছিলেন।

৩১. ওয়াফ্‌দে বনি মুনতাফিক।

৩২. ওয়াফ্‌দে নাখা'ঃ এটিই সর্বশেষ দল।[১]

---

১. যাদুল মা'আদ।

www.pathagar.com

উনবিংশ অধ্যায়

কর্মচারী নিয়োগ

রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর জন্য কর্মচারী নিয়োগ এবং যাকাত সদ্‌কা ও জিযিয়া সংগ্রহে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ করেন ঃ

১. আবু উমাইয়া ইব্‌নে মুগিরাকে সান্‌আ এলাকার জন্য।

২. যীয়াদ ইব্‌নে লাবিদ আনসারীকে হাজরামাউত নামক স্থানের জন্য।

৩. আদীকে তাই এবং বনি আসাদের জন্য।

৪. মালিক ইবনে নওয়ীরাবুয়ীকে বনি হান্‌জালার জন্য।

৫. যরকান ইবনে বদরকে বনি সা'দ-এর কিছু অংশের জন্য।

৬. কায়স ইবনে আসেমকে বনি সা'দের অন্যান্য অংশের জন্য।

৭. আলা' ইবনে হাজরামীকে বাহরাইনে কর আদায়ের জন্য।

৮. হযরত আলী (রাঃ)-কে নাজরানবাসীর জন্য।[১]

৯. ইতাব ইবনে উসাইদকে মক্কা মুকাররমার জন্য।

১০. হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল এবং হযরত আবু মুসা আশ'আরীকে ইয়ামানের গভর্নর নির্বাচিত করেন।

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।

www.pathagar.com

বিংশ অধ্যায়

বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট দাওয়াতনামা প্রেরণ

১. রোমের বাদশাহ্ হিরাকলের নিকট হযরত দাহীয়া ইব্নে খলীফার মারফতে একখানা পত্র প্রেরণ করেন। হুযূর (সঃ)-এর নুবুওয়ত সম্পর্কে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সে ঈমান আনে নি।

২. পারস্যের বাদশাহ কিসরার নিকট হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা সাহমীর মাধ্যমে প্রিয় নবী (সঃ) একখানা পত্র প্রেরণ করেন। সে হুযুর (সঃ)-এর সেই পত্র টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়েছিল। এই সংবাদ শ্রবণ করে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছিলেন "আল্লাহ্ তা'আলা তার রাজত্বও টুকরো টুকরো করে দেবেন। অতঃপর তাই হয়েছিল।

৩. হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর নিকট আম্র ইবনে উমাইয়া দামিরীর মাধ্যমে একখানা পত্র প্রেরণ করেন।[১] ইনি সেই নাজ্জাশী নয়, যার শাসনামলে মুসলমানগণ হাবশার দিকে হিজরত করেন এবং হুযূর (সঃ) যার জানাযার নামায আদায় করেছিলেন। ইনি পরে হাবশার বাদশাহ্ হন। তবে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কথা অবগত হওয়া যায়নি।[২]

৪. হুযূরে আকরাম (সঃ) মিসরের বাদশাহ মিকাউকাস-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন হাতিব ইবনে আবিবালতার মাধ্যমে। সে ইসলাম গ্রহণ করেনি তবে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিল।

৫. হযরত আলা' ইবনে হাজরামীর হাতে বাহরাইনের বাদশা মুনজির সাবীর নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন। তিনি মুসলমান হন। তাই রাজত্বও অব্যাহত রাখা হয়।

---

১. মাওয়াহিব।

২. যাদুল মা'আদ।

www.pathagar.com

৬. আম্মানের দুজন বাদশা জিফর ইবনে জালানদী এবং ওয়াইদ ইবনে জালানদীর নিকট হযরত আমর ইবনুল আস-এর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়। তাঁরা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন।

৭. হযরত সালিত ইবনে আমর আমেরী'-র মারফত ইয়ামামার গভর্নর হাউজ ইবনে আলীর নিকট পত্র প্রেরণ করেন কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

৮. দামিশকের গভর্নর হারিস ইবনে আবি সাম্‌র গাম্‌সানীর নিকট সুজা' ইবনে ওহ্‌বের হাতে হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে পত্র প্রেরণ করা হয়।[১]

৯. জাবালা ইবনে আইহাম গাস্‌সামীকে সুজা ইবনে ওহব-এর মারফত পত্র পেঁৗছানো হয়।[২] এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাদশাহগণ হুযূর (সঃ)-এর সমীপে যে আবেদন পেশ করেছেন এখানে তাও উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি।

সীরাতে ইবনে হিশামে রয়েছে যে, হুযূর (সঃ) যখন তবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন হুমায়্‌রের বাদশাহ্ নিজের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কীয় আবেদন লিখিতভাবে কয়েকজন দূতের মাধ্যমে হুযূর (সঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। দূতদের নাম ঃ

(১) হারিস ইবনে আব্‌দে কালাল। (২) নঈম ইবনে আবদে কালাল। (৩) নু'মান য-রাঈন; মা'ফির এবং হামদানের গভর্নর। (৪) জারআ' যু-য়াজান, এরা সকলেই ইয়ামেনের বাদশাহ। (৫) ফারওয়াহ ইবনে আমর রোমের নিকটবর্তী এক প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কীয় সংবাদ দূত মাধ্যমে প্রেরণ করেন। রোমবাসী প্রথমে তাঁকে বন্দী করে। অতঃপর শহীদ করে।[৩]

৬. পারস্যের নিকটবর্তী ইয়ামেনের একটি প্রদেশের গভর্নর নিজ দুই পুত্র এবং পারস্য ও ইয়ামেনের সেই সমস্ত লোকসহ যারা তার নিকট

১. যাদুল মা'আদ।

২. সীরাতে ইবনে হিশাম।

৩. তারীখে হাবীবে ইলাহ।

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এ সংবাদ মহানবী (সঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করেন।

সীরাতে ইবনে হিশামে রয়েছে যে, রেফা' ইবনে জায়িদ জুযামীর হাতে তার গোত্রের জন্য একটি দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। অতঃপর তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। বুখারী শরীফের শরাহ 'কেরামী' নামক গ্রন্থে ইয়ামেনের বাদশাদের মধ্যে যুলকেলা হুমায়রী এবং যু-আমরের ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে তাঁরা প্রিয় নবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায় পৌঁছতে পারেন নি।

www.pathagar.com

একবিংশ অধ্যায়

মু'জিযা প্রসঙ্গ

প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলী যেমন অসংখ্য তেমনিভাবে বর্ণনাতীত। কেননা, তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি কাজ এবং প্রত্যেকটি অবস্থা বিস্ময়-কর, অসাধারণ, অলৌকিক। আর একথাও সত্য যে, মহানবী (সঃ)-এর মহান জীবনের যাবতীয় অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা যে সম্ভব নয়, একথা সর্বজনবিদিত। এই প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী (রঃ), আল্লামা শারানী (রঃ) এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রঃ) প্রমুখ মনীষীর রচিত গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কেননা, তাঁদের গ্রন্থসমূহে অতি সংক্ষেপে হলেও এই পর্যায়ে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

যদিও প্রিয় নবী (সঃ)-এর মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা অগণিত, তবে যেগুলো অত্যন্ত প্রকাশ্য এবং দেদীপ্যমান সেগুলোর সংখ্যাও দশ সহস্রাধিক। যেমন পবিত্র কুরআনের ৬ হাজার ৬শ ৬৬ আয়াতের মধ্যে প্রিয় নবী (সঃ)-এর মু'জিযা হল ৭ হাজার ৭শত। এ সম্পর্কে বিখ্যাত গ্রন্থকার কাযী ইয়াজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পবিত্র কুরআনের 'ইন্না আ'তাইনা' সূরার সমান কালাম একটি মু'জিযা, আর এই সূরায় রয়েছে দশটি বাক্য, আর সমস্ত কুরআনে করীমে রয়েছে ৭৭ হাজারের চেয়ে কিছু অধিক বাক্য, আর এই সংখ্যাকে যদি দশ দ্বারা ভাগ দেওয়া হয়, তবে ৭ হাজার ৭ শ হয়। অতএব পবিত্র কুরআনে ৭ হাজার ৭ শত মু'জিযা রয়েছে। আর যদি পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী-সমূহকে গণনা করা হয়, আর সত্তর হাজারের উপরের সংখ্যাকেও যদি গ্রহণ করা হয়, তবে মু'জিযার এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই

www.pathagar.com

বিবরণ শুধু পবিত্র কুরআনর মু'জিযার। আর মুহাদ্দিসীনগণ ও ইতিহাস-বেত্তাগণ নিজ নিজ জ্ঞান মুতাবিক প্রিয় নবী (সঃ)-এর মু'জিযা সম্পর্কে লিখেছেন যে, তাঁর তিন হাজার মু'জিযা রয়েছে। তন্মধ্যে আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর 'খাসায়েসে কুবরা' গ্রন্থে এক হাজার মু'জিযার বিবরণ পেশ করেছেন। আর তিন শতের কিছু অধিক মু'জিযার উল্লেখ রয়েছে 'আল-কালামুল মুবীনে'। এইভাবে দশ হাজারের অধিক সংখ্যক মু'জিযার প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি খাসায়েসে কুবরা না পাওয়া যায় অথবা আরবী ভাষা জ্ঞানের দৈন্যের কারণে কোন অসুবিধা হয়, তবে আল-কালামুল মুবীন পাঠ করা অত্যন্ত উপকারী হবে বলে মনে করি এবং তা ঈমানকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে।

এই কিতাবে প্রথমত একটি বয়ান ভূমিকাস্বরূপ লিপিবদ্ধ করেছি। তাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অলৌকিক ঘটনাবলী বিশ্বের সর্বপ্রকার বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ করেছি, অতঃপর এর প্রমাণ স্বরূপ সর্বপ্রকার অলৌকিক ঘটনাকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করেছি।

যেহেতু এই গ্রন্থটি খুবই সংক্ষিপ্ত, এজন্য এতে শুধুমাত্র কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপনা করেছি আর সর্বপ্রকার অলৌকিক ঘটনা থেকে মাত্র দু'চারটির উপর আলোচনাকে সংক্ষেপ করেছি। সংক্ষিপ্ত বয়ানটি হলো এই—আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ -

অর্থাৎ, "হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য শুধু রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।" মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আল্লাহ্ আল্লাহ্ উচ্চারণকারীও পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না। আর একথা প্রকাশ্য যে, আল্লাহ্ আল্লাহ্ উচ্চারণকারী ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রিসালতকে মান্যকারী। অতএব, হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রিসালত সমস্ত বিশ্বজগতের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার উৎস, আর শুধু মানব

www.pathagar.com

জাতিই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বজগৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রিসালত থেকে লাভবান, আর এইজন্যই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বিশ্বের সর্বপ্রকার বস্তুর মাধ্যমে মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাসমূহ দান করেছেন।

মু'জিযা যেহেতু নুবুওয়তের অকাট্য প্রমাণ এবং সাক্ষী, সুতরাং এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিশ্বের সর্বপ্রকার বস্তুই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রমাণ এবং স্বাক্ষীস্বরূপ। অতএব, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা কত মহান তা কল্পনাতীত। যেভাবে আল্লাহ্ পাকের তাওহীদের (একত্ববাদের) প্রতি সমগ্র বিশ্বজগৎ স্বাক্ষী, তেমনিভাবে হুযূর সাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রিসালতের প্রতিও সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি স্বাক্ষী।

অতএব, এই সত্যকে আমরা এভাবে পেশ করি যে, এই বিশ্বে যা কিছু রয়েছে তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়---১. যা পরনির্ভরশীল, যাকে আলমে মা'আনী বলা হয়, (২) আর যা পরনির্ভশীল নয় বরং স্বনির্ভর, তাকে আলমে আইয়াম বলা হয়। পরনির্ভর জগৎ বলতে ঐ সমস্ত বস্তুকে বুঝানো হয় যেগুলোর অস্তিত্ব অন্য বস্তুর মাধ্যমে পাওয়া যায়, নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই। আর এগুলোকে আরবী ভাষায় আরযও বলা হয়। যেমন কথাবার্তা, জ্ঞান, রঙ, গন্ধ ইত্যাদি। আর স্বনির্ভর জগৎ বলতে ঐ সমস্ত বস্তুকে বুঝানো হয় যেগুলো অস্তিত্বশীল, এগুলোকে আরবী ভাষায় জওহর বলা হয় যেমন---যমীন, আসমান, মানুষ, বৃক্ষ ইত্যাদি।

পুনরায় আলমে আইয়াম দুই প্রকার, আলমে যবিউল অকুল---যারা জ্ঞান সম্পন্ন; যেমন, মানুষ, জ্বীন আর আলমে গায়রে যবিল অকুল---যারা অজ্ঞান; যেমন, প্রাণী, অপ্রাণী। আলমে যবিল অকুল দুই প্রকার---উর্ধ্বতন জগৎ যেমন, আসমান তারকারাজি; নিম্নতম জগৎ যেমন, সমস্ত জড়বস্তু যা আকাশের নিম্নে অবস্থিত। নিম্নতম জগৎ আবার দুই প্রকার--- আলমে বাসায়েত ও আলমে মুরাক্কাবাত। আলমে বাসায়েত তথা চার ইন্দ্র বিশিষ্ট জগৎ-অগ্নি, পানি, মাটি এবং বাতাস এবং আলমে মুরাক্কাবাত তিন প্রকার---জড় জগৎ, উদ্ভিৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ। অতএব, বিশ্বজগৎ সর্বমোট ৯ প্রকার---(১) পরনির্ভর জগৎ, (২) ফেরেশতা জগৎ, (৩) মানব জগৎ, (৪) জ্বীন জগৎ, (৫) উর্ধ্বতন জগৎ, (৬) নিম্নতম জগৎ, (৭) জড় জগৎ, (৮) উদ্ভিদ জগৎ এবং (৯) প্রাণী জগৎ।

www.pathagar.com

আর এই অধম আলমে মুরাক্কাকাত (সংযোজিত জগৎ)-এর বন্টন এইভাবে করে, আলম দুই প্রকার—(১) ঐ জগৎ যার মধ্যে সংযোজনের নিয়ম পদ্ধতি সংরক্ষণ করতে পারে এমন স্বভাব বিদ্যমান এবং (২) ঐ জগৎ যার মধ্যে সংযোজনের নিয়ম পদ্ধতি সংরক্ষণ করতে পারে এমন স্বভাব বিদ্যমান নেই। দ্বিতীয়টিকে কায়েনাতুল জও বলে; যেমন, মেঘ ইত্যাদি। অতএব, এমনিভাবে সমস্ত জগৎ মোট দশ প্রকার হলো। পূর্বোল্লিখিত নয় প্রকার এবং দশম কায়েনাতুল জও; আর প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে। এরপর ৯টি পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদে বহু সংখ্যক অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আমি প্রত্যেক পরিচ্ছেদ থেকে মাত্র দু'চারটি মু'জিযা নিয়েছি, যাকে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করছি।

আলমে মা'আনী

১. কুরআন শরীফ, অলংকারশাস্ত্র এবং অদৃশ্য জগৎ এর সংবাদ-পত্র হিসেবে।

২. ঐ সমস্ত সংবাদ, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন ঘটনা ঘটবার পূর্বেই সে সম্পর্কে বলে দিয়েছেন, যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ওয়াজের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার বর্ণনা করেছেন, যে স্মরণ রেখেছে তার সব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব, আর যে স্মরণ করল না সে ভুলে গেল এবং সাহাবাগণের এ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রয়েছে আর এগুলোর মধ্য থেকে কোনটি এমনভাবে সংঘটিত হয়, যাকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। অতঃপর যখন তাকে আমি ঘটতে দেখি তৎসঙ্গে আমার স্মরণ হয় অর্থাৎ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরই এমনিভাবে পরিচয় পাই যে, এটি সেই ঘটনা যে সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছিলেন, যেভাবে কোন ব্যক্তির চেহারা কাহারো স্মরণ থাকে আর সে অদৃশ্য হয়ে যায়, পুনরায় যখন তাকে দেখে তখন তাকে চিনে ফেলে।

৩. ঐ সমস্ত ঘটনা যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সময় ঘটেছে, যা তিনি না দেখে বলে দিয়েছেন; যেমন, হযরত আনাস

www.pathagar.com

ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুতার যুদ্ধে হযরত যায়দ, হযরত জাফর এবং আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার শাহাদতের সংবাদ শুনিয়ে দিয়েছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, হযরত যায়দ ইসলামের পতাকা হাতে নেওয়ার পর শহীদ হয়েছেন। অতঃপর হযরত জাফর পতাকা তুলে ধরেছেন, তিনিও শহীদ হয়েছেন। অতঃপর হযরত ইবনে রাওয়াহা পতাকা হাতে নিয়েছেন, আর তিনিও শহীদ হয়েছেন। তখন হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম -এর নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন যে, শেষ পর্যন্ত হযরত খালিদ (রাঃ) পতাকা হাতে নিয়েছেন এবং অতঃপর জয়লাভ হয়েছে। কিছুদিন পর অনুরূপ সংবাদ পৌঁছলো।[১]

৪. **ফেরেশতা জগত**ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে একজন মুসলমান সৈনিক এক মুশরিককে পশ্চাদ্ধাবন করছিল, তখন একটি বেত্রাঘাত ও অশ্বারোহীর কণ্ঠস্বর তিনি শ্রবণ করলেনঃ এগিয়ে চলো, হে হায়জুম। তৎক্ষণাৎ সে দেখে যে, ঐ মুশরিক তার সম্মুখে ধরাশায়ী হয়ে আছে এবং তার নাসিকা ভেঙ্গে গিয়েছে। বেত্রাঘাতের দরুন মুখমণ্ডল ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। সে ব্যক্তি আনসারী মুসলমান ছিল, তখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ এই ঘটনা সত্য, সে ছিল তৃতীয় আকাশের সাহায্যকারী ফেরেশতা।

ফায়দাঃ ১. হায়জুম সাহায্যকারী ফেরেশতার ঘোড়ার নাম। ২. আল্লাহ্ পাক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহায্যার্থে অধিকাংশ যুদ্ধে ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করেন তথা বদর, ওহুদ এবং হুনায়নের যুদ্ধে ফেরেশতাগণ সাহায্য করেছেন।

৫. ইমাম বায়হাকী দালায়িলু নুবূওয়তে এবং ইবনে সা'দ তবকাতের হযরত আম্মার বিন ইয়াসের থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত হামযা (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আরয করলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রকৃত রূপ আমাকে দেখিয়ে দিন।

---
১. বুখারী।

www.pathagar.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রতি-উত্তরে বললেনঃ আপনি তাঁকে দেখতে সক্ষম হবেন না। হযরত হামযা (রাঃ) পুনরায় আরয করলেনঃ আপনি দেখিয়ে দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ তাহলে আপনি বসুন। তিনি বসে গেলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) কা'বাগৃহের উপরে অবতীর্ণ হলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত হামযা (রাঃ)-কে বললেন, দৃষ্টিপাত করুন। তিনি দেখলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর দেহ সবুজ যমরদের ন্যায় চমকিতে ছিল। হযরত হামযা (রাঃ) তাকে দেখামাত্র বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

৬. **হিদায়ত প্রাপ্তিঃ মানুষ জগৎঃ** মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমি আমার আম্মাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত করেছিলাম, তিনি মুশরিক ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বললাম। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর শানে মন্দ কথা বললেন। আমি অত্যন্ত ব্যথিত এবং মর্মাহত হলাম এবং কাঁদতে কাঁদতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান দরবারে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। দোয়া করুন, আল্লাহ্ পাক যেন আমার আম্মাকে হিদায়ত করেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এভাবে দোয়া করলেনঃ

اللهم اهد ام ابى هريرة

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্! আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়ত করুন।" আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দোয়া শ্রবণ করে সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করে দেখলাম দুয়ার বন্ধ এবং আম্মাজান আমার কথা শ্রবণ করে বললেন, হে আবূ হুরায়রা! অপেক্ষা কর। আমি তখন পানি ব্যবহারের শব্দ শুনলাম। আমার আম্মাজান স্নান সুসম্পন্ন করে পোশাক পরিবর্তন করে দুয়ার খুললেন এবং বললেন, হে আবূ হুরায়রাঃ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله -

অর্থাৎ, "আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পুনরায় কাঁদতে কাঁদতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হলাম এবং আম্মাজানের

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করলেন।

৭. **বরকত প্রদান :** বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত হানযালা বিন হুয়াইমের মাথায় হস্ত মুবারক রাখলেন ; অতএব, এমন অবস্থা হয়ে গেল যে, যদি কোন ব্যক্তির মুখে অথবা কোন বকরীর স্তনে ফোঁড়া হতো আর সে ফোঁড়াস্থানে হযরত হানযালার মাথায় (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্পর্শ স্থলে) লাগিয়ে দিত তবে ভাল হয়ে যেত।

৮. **রোগমুক্তি :** বায়হাকী, তিবরানী এবং ইবনে আবী সাইবা বর্ণনা করেন যে, খুবায়ব ইবনে ফুযাইকের পিতার চক্ষুদ্বয়ে পর্দা পড়ে গেল এবং সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার চক্ষুদ্বয়ে দম করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর চক্ষু ভাল হয়ে গেল। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে ৮০ বছর বয়সে সুইয়ের মধ্যে সুতা লাগিয়ে দিতে দেখেছি।

৯. **বেআদবের শাস্তি :** ইমাম মুসলিম (রঃ) সালামতুবনুল আকওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে বাম হাত দিয়ে আহার করছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : ডান হাত দিয়ে আহার কর। সে বলল : ডান হাত দিয়ে আহার করতে পারি না, অথচ তার ডান হাত ভাল ছিল। সে এই কথা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে নির্ভীক হয়ে বলেছিল। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন : তুমি ডান হাত দ্বারা আর খানা খেতে পারবে না। অবশেষে তাই হলো। তার ডান হাত সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ল। এমনকি সে তার হাত দ্বারা মুখ পর্যন্ত আহার্য বস্তু পেঁৗছাতে পারলো না।

১০. **জ্বীন জগৎ :** খতীব হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্র একখানি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। পথে যখন আমরা এক গ্রামে এসে পেঁৗছলাম তখন গ্রামবাসী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে গ্রামের বাইরে এসে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সেখানে পেঁৗছবার পর

www.pathagar.com

গ্রামবাসিগণ বললোঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! এই গ্রামের একজন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি একটা জ্বীন আসক্ত এবং স্ত্রীলোকটি জ্বীনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে, যার দরুন সে পানাহারে সম্পূর্ণ অক্ষম। সে এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন।

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমি নিজে সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখেছি। সে ছিল চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে ইরশাদ করলেন, হে জ্বীন! তুমি জান আমি কে? আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্‌র রসূল! তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে ছেড়ে দাও এবং চলে যাও। একথা বলার সাথে সাথেই স্ত্রী লোকটির জ্ঞান ফিরে এলো এবং উপস্থিত পুরুষদের সম্মুখে লজ্জিতা হয়ে মুখের উপর পর্দা টেনে দিল আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

১১. ইমাম তিরমিজী (রঃ) হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার একটি পাত্রের মধ্যে খুরমা ছিল। একটি পরী সেই পাত্র থেকে খুরমা নিয়ে যেত। তাই তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে এই অভিযোগ পেশ করলেন। হুযূর, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, যাও—এর পর যখন তাকে দেখবে তখন বলবে যে, আল্লাহ্‌র নামে বলছি যে, হুযূর (সঃ)-এর নিকট চল। অতঃপর তিনি সেই পরীকে বন্দী করে ফেললেন এবং পরীর এই কসম করার পর (সে পুনরায় আসবে না) তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন।

ফায়দাঃ এটা হুযূর (সঃ)-এর মু'জিযা ছিল যে, পরী মু'মিন না হওয়া সত্ত্বেও হুযূর (সঃ)-এর নামের বরকতে বন্দী হয়ে গেল।

১২-১৩. **সৌরজগৎঃ** চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা এবং মি'রাজের সময় মহাশূন্য পরিভ্রমণ করা বিরাট এবং মহান মু'জিযা।

১৪. **মৃত্তিকা সম্পর্কেঃ** বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে—হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের সফরের সময় সারাকা ইবনে মালিক আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। আমি তাকে দেখে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সঃ)! এক ব্যক্তি এসে আমাদের নিকটবর্তী হয়ে পড়ল প্রায়। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন لا تحزن ان الله معنا — ভয় করো না। আল্লাহ্ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন। অতঃপর হুযূর (সঃ) সারাকার জন্য

www.pathagar.com

বদদোয়া করলেন। ফলে তখন যমীনের অভ্যন্তরে তার ঘোড়ার উদর পর্যন্ত চলে গেল। সারাকা বলতে লাগল যে, আমার মনে হয় তোমরা আমার জন্য বদদোয়া করেছ। এখন দোয়া কর যাতে আমি এই আযাব থেকে মুক্তি লাভ করি এবং আমি শপথ করে বলছি যে, তোমাদের অনুসন্ধানকারীদের প্রত্যাবর্তন করাব। হুযূর (সঃ) তার নাজাতের জন্য দোয়া করলেন। ফলে সে নাজাত লাভ করে ফিরে গেল এবং পথে যার সাথেই সাক্ষাৎ হত তাকে বলত যে, এই পথে কেউ নেই—এই বলে তাদেরকে হুযূরের অনুসন্ধান থেকে ফিরিয়ে নিত।

১৫. **পানি সম্পর্কীয়ঃ** বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ার যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কিরাম খুব তৃষ্ণার্ত ছিলেন। হুযূর (সঃ)-এর সম্মুখে একটি পাত্রে সামান্য পানি ছিল। তিনি তা দিয়ে অজু সমাপন করলেন। সকলে হুযূর (সঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন যে, আপনার এই পাত্রের পানি ব্যতীত আমাদের নিকট পান করার জন্য আর কোন পানি নাই এবং অজু করারও পানি নাই। (কারণ হুদায়বিয়ার কূপে যে সামান্য পরিমাণ পানি ছিল তার সবটাই তুলে নেয়া হয়েছিল)।[১] অতঃপর হুযূর (সঃ) স্বীয় হস্ত মুবারক পাত্রের মধ্যে রাখলেন, আর সাথে সাথে হুযূর (সঃ)-এর আঙ্গুলসমূহ হতে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। বর্ণনাকারীর বিবরণ হল এই যে, আমরা সকলে সেই পানি পান করলাম এবং অজুর কাজ সমাধা করলাম। হযরত জাবির (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনারা কত জন লোক ছিলেন? তিনি জবাবে বললেনঃ যদি এক লাখ মানুষ হতাম তবুও যথেষ্ট হত, (অর্থাৎ পানি এত অধিক পরিমাণে ছিল) কিন্তু আমরা পনরশত লোক ছিলাম।

১৬. **অগ্নি সম্পর্কীয়ঃ** বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত আছে যে, খন্দকের জিহাদের সময় তিনি হুযূর (সঃ)-কে দাওয়াত করার জন্যে একটা ছাগল ছানা যবেহ করলেন এবং তিন সেরের চেয়ে কিছু বেশী গমের আটা তৈরী করে এসে চুপে চুপে হুযূর (সঃ)-এর খেদমতে আরয করলেনঃ হুযূর! আপনি কয়েকজন সাহাবী সহ গরীবালয়ে তশরীফ নিয়ে চলুন। হুযূর (সঃ) খন্দকের সমস্ত মুজাহিদ, যাদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার ছিল, সকলকে একত্রিত করে

১. বুখারী শরীফ।

www.pathagar.com

হযরত জাবির (রাঃ)-র বাড়ীর দিকে নিয়ে গেলেন এবং হযরত জাবির (রাঃ)-কে বললেনঃ আমার পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত উনুন থেকে পাতিল নামাবে না এবং রুটিও তৈরী করবে না। অতঃপর হুযূর (সঃ) হযরত জাবিরের বাড়ীতে তশরিফ নিয়ে গেলেন এবং মুখ থেকে খানিকটা থু থু নিয়ে ছানা আটাতে এবং পাতিলে মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্যে দোয়া করলেন। হযরত জাবির (রাঃ)-কে আদেশ করলেন যে, রুটি বানাবার জন্য কাউকে ডেকে নাও এবং পাতিল থেকে সুরবা বের করে দাও আর পাতিল উনুন থেকে সরাবে না। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, এক হাজার সাহাবা সকলেই আহার করলেন। তার পরও ততটুকু তরকারী ও আটা অবশিষ্ট রইল, যতটুকু প্রথমে ছিল।

ফায়দাঃ এখানে অগ্নি জগতেও একটা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হল। সুরবা কম করাই ছিল অগ্নির কাজ কিন্তু তাতে সে সক্ষম হয়নি বরং সে সুরবা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হল। যেমন উনুন থেকে পাতিল নামাবার নিষেধাজ্ঞা থেকে তা প্রমাণিত হয়।

১৭. **বায়ু জগৎঃ** যেমন ঐ খন্দকের জিহাদেরই ঘটনা, আল্লাহ্ পাক কাফিরদের উপর হিমেল হাওয়া প্রবাহিত করে দিলেন, যাতে খুব বেশী শীত পড়ল এবং বায়ু তাদেরকে অতি দুর্বল ও বিপদগ্রস্ত করে দিল, ধূলিবালি এনে তাদের মুখমণ্ডলে ফেলল, তাদের অগ্নি নিভিয়ে দিল, তাদের পাতিল-সমূহ উল্টিয়ে দিল, তাদের তাঁবু উড়ে গেল, তাদের ঘোড়াগুলো বাঁধনমুক্ত হয়ে পরস্পর লড়তে শুরু করল এবং সৈন্যরা হুঁশহারা হয়ে ছুটাছুটি শুরু করল। ঠিক সেই সময় হুযূর (সঃ) হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-কে কাফির সৈন্যদের সংবাদ নিয়ে আসার জন্য আদেশ করলেন এবং সাথে সাথে হিমেল হাওয়া থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করলেন। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, হুযূর (সঃ)-এর দোয়ার এমন বরকত ছিল যে, আমি দুশমনের সংবাদ সংগ্রহের জন্য গমনাগমনে আদৌ শীত অনুভব করিনি। বরং মনে হচ্ছিল আমি যেন স্নানাগারে পৌঁছে গেছি।

ফায়দাঃ এমন তীব্র হিমেল হাওয়া, হাড় কাঁপানো শীত তদুপরি কোন প্রকার ক্রিয়া না করা—এটি নিঃসন্দেহে একটা বাস্তব অলৌকিক ঘটনা।

www.pathagar.com

১৮. বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সঃ)-এর জীবদ্দশায় একবার অভাব দেখা দিল। তখন একদিন হুযূর (সঃ) জুম'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একজন গ্রামের অধিবাসী সাহাবী দণ্ডায়মান হয়ে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, সন্তান-সন্ততি অহরহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, দয়া করে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে আপনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দোয়ার জন্য হাত তুললেন। ঐ সময় আকাশের কোন স্থানে এক টুকরা মেঘও ছিল না। বর্ণনাকারী আল্লাহ্‌র শপথ করে বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম দোয়ার জন্য উত্তোলিত হস্ত মুবারক নীচে নামিয়ে আনার পূর্বেই চতুর্দিক থেকে পাহাড়ের ন্যায় মেঘমালা সমগ্র আকাশ ঘিরে ফেলল আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মিম্বর থেকে অবতরণের পূর্বেই তাঁর দাঁড়ি মুবারক থেকে বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং সেই দিন থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি ছিল। অতঃপর পরবর্তী জুম'আর খুতবার সময় সেই সাহাবী অথবা অপর কোন সাহাবী দণ্ডায়মান হয়ে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, বাড়ীঘর ভেঙ্গে পড়েছে, অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তি ডুবে যাচ্ছে, তাই আপনি বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দোয়া করুন। হুযূর (সঃ) দু'হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আশেপাশের এলাকাসমূহে বৃষ্টিপাত হোক। আমাদের এলাকার বর্ষণ বন্ধ করে দাও—এই বলে হুযূর (সঃ) যেদিকেই বাদলের প্রতি ইঙ্গিত করলেন, সেদিকেরই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল এবং মদীনা মুনাওয়ারার উপর বর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। আশেপাশের এলাকাগুলো বর্ষণ অব্যাহত ছিল। সেদিক থেকে যারা আসত তারা বৃষ্টিপাতের কথা উল্লেখ করত।

ফায়দাঃ হুযূর (সঃ)-এর দোয়ার সাথে সাথে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া এবং তাঁর ইঙ্গিতের সাথে সাথে তা সরে যাওয়া উভয় অবস্থার মধ্যেই মেঘ সম্পর্কীয় মু'জিযা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত।

১৯. তফসীরে জালালাইনে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তির নিকট ইসলা-মের দাওয়াত নিয়ে হুযূর (সঃ) কোন একজন সাহাবীকে প্রেরণ করেন। সে ব্যক্তি হুযূরের এবং স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের শানে অত্যন্ত বেআদবীপূর্ণ

www.pathagar.com

মন্তব্য করে। এমনকি এমন কথা বলতেও দুঃসাহস দেখায় যে, রসূল কে হন? আল্লাহ্ কেমন হয়? স্বর্ণের হয়, না রূপার, না পিতলের। এইসব বিদ্রূপ করার সাথে সাথে তার উপর বজ্রাঘাত হল এবং তার মস্তিষ্কের উপরিভাগ উড়ে গেল।

ফায়দা ঃ এই ঘটনায় হুযূর (সঃ)-এর শানে বে-আদবী করার শোচনীয় পরিণতি পরিলক্ষিত হয়, যা প্রিয় নবী (সঃ)-এর মু'জিযা, আর এই মু'জিযা বায়ু জগৎ সম্পর্কীয়।

২০. ইমাম তিরমিযী (রঃ) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হুযূরের সাথে মক্কা শরীফে ছিলাম। হুযূর (সঃ) কখনো মক্কার উপকণ্ঠে বিভিন্ন এলাকায় গমন করতেন এবং আমিও সঙ্গে থাকতাম। তখন যেসব পাহাড় এবং বৃক্ষ সম্মুখে আসত, সে সালাম পেশ করত এই বলে 'আস্সালামু আলায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ'।

ফায়দা ঃ পাহাড় অজৈব বস্তু এবং বৃক্ষ উদ্ভিদ জাতীয়। দু'টার মধ্যেই মু'জিযা প্রকাশিত হল।

২১. বুখারী শরীফে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সঃ) খুতবা দান করার সময় মসজিদে লাগানো খুরমা বৃক্ষের স্তম্ভের সাথে হেলান দিতেন। যখন হুযূর (সঃ)-এর খুতবার জন্যে মিম্বর তৈরি হল তখন হুযূর (সঃ) মিম্বরে বসে খুতবা প্রদান আরম্ভ করলেন। তাতে ঐ খুরমার স্তম্ভ এত উচ্চস্বরে চিৎকার করে কান্না শুরু করল যেন তখনই ফেটে যাবে। হুযূর (সঃ) মিম্বর থেকে নীচে অবতরণ করলেন এবং স্তম্ভকে আলিঙ্গন করে দেহ মুবারকের সাথে মিলিয়ে নিলেন। স্তম্ভ তখন হেচকি নিতে শুরু করল, যেমন ক্রন্দনরত শিশুর কান্না বন্ধ করাতে চাইলে তারা হেচকি নিয়ে কাঁদতে থাকে। এভাবে অবশেষে স্তম্ভটি কান্না বন্ধ করল। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, এই খেজুর স্তম্ভটি সর্বদা আল্লাহ্র যিকির শ্রবণ করত। এখন এই যিকিরের শব্দ দূর থেকে শ্রবণ করে রোদন করতে লাগল।

ফায়দা ঃ এই স্তম্ভ বাস্তবপক্ষে উদ্ভিদ জাতীয় এবং বর্তমান অবস্থায় জড় পদার্থ। এই দিক থেকে এই মু'জিযা উভয়টির সাথেই সম্পর্কযুক্ত হল এবং যেভাবে যিকির থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার কারণে স্তম্ভ রোদন করেছে, ঠিক তেমনিভাবে যিনি যিকির করেন, অর্থাৎ হুযূর (সঃ) তাঁর দেহ

www.pathagar.com

মুবারকের বিচ্ছেদ ও তার কান্নার কারণ হয়েছে। অন্যথায় হুযূর (সঃ) স্তম্ভকে তাঁর বৃক্ষ মুবারকের সাথে আলিঙ্গনের সাথে সাথে সে কান্না বন্ধ করে দিত না। সুতরাং এদিক থেকে এটি হুযূর (সঃ)-এর মু'জিযা।

২২. ইমাম তিরমিযী (রঃ) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হুযূর (সঃ)-এর মহান দরবারে অতি সামান্য কিছু খুরমা এনে আরয করলামঃ এইগুলোর মধ্যে বরকতের জন্যে দোয়া করে দিন। হুযূর (সঃ) খুরমাগুলোকে একত্রিত করে সেগুলোর বরকতের জন্যে দোয়া করে দিলেন এবং আমাকে আদেশ করলেন, এগুলোকে তোমার থলের মধ্যে ঢেলে রাখ এবং তোমার মন চাইলে থলের মধ্যে হাত দিয়ে খুরমা বের করে নেবে কিন্তু কখনো থলে ঝেড়ে ফেলবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, ঐ খুরমাগুলোতে এমন বরকত হল যে, আমি অনেক খেজুর আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছি এবং সর্বদা আমরা তার মধ্য থেকে নিজেরা আহার করতাম এবং অপরকেও আহার করাতাম। আর ঐ থলে সর্বদা আমার কোমরে বাঁধা থাকতো। এমনকি হযরত উসমান (রাঃ)-র শাহাদাতের দিন (প্রায় ত্রিশ বছর পর) আমার কোমর থেকে কেটে কোথায় যেন পড়ে গেছে।

ফায়দা ঃ এই মু'জিযা এমন একটা বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত হল, যা প্রকৃত-পক্ষে গাছের ফল আর বর্তমান অবস্থায় জড় পর্দাথ। তাই এই মু'জিযাও উভয়টার সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

২৩. ইমাম আহমদ এবং দারামী (রঃ) হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ) একটা বাগানে তশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে খুবই দুষ্ট একটা উষ্ট্র ছিল, যে কেউ সেই বাগানে অনুপ্রবেশ করত তার প্রতি আক্রমণ করত। হুযূর উষ্ট্রটিকে ডাকলেন। সে হুযূরের সম্মুখে হাযির হয়ে তাঁকে সিজদা করল। হুযূর (সঃ) উষ্ট্রটির নাসিকায় মুহার ঢুকিয়ে দিয়ে ইরশাদ করলেন, নাফরমান! জ্বিন এবং মানুষ ব্যতীত দুনিয়ার সকল বস্তুই জানে যে, আমি আল্লাহ্র রসূল।

২৪. ইমাম বায়হাকী (রঃ) হযরত সাফিনা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি লোহিত সাগরে ছিলাম। জাহাজ বিনষ্ট হওয়ায় আমি একটি কাঠের টুকরায় বসে ভাসতে ভাসতে একটা বাঁশঝাড়ের নিকটে পৌঁছলাম। সেখানে একটা ব্যাঘ্রের সাথে আমার সাক্ষাত হল। ব্যাঘ্রটি

www.pathagar.com

আমার দিকে অগ্রসর হওয়ায় আমি তাকে বললাম যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর গোলাম। ব্যাঘ্রটি আমার দিকে আরো অগ্রসর হয়ে আমার দেহে তার কাঁধের স্পর্শ দিল। অতঃপর আমার সাথে চলতে শুরু করল এবং একটা রাস্তায় এনে আমাকে দাঁড় করাল এবং একটু একটু বিলম্ব করে অনুচ্চ আওয়াজে কি যেন বলতে চেষ্টা করল। আর আমার হাত থেকে তার লেজ ছাড়িয়ে নিল, এতে আমি বুঝতে পারলাম আমাকে বিদায় দিচ্ছে।

ফায়দা ঃ উপরিউল্লিখিত ঘটনাটি এমন জন্তুর, যা আহার্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, আর এই ঘটনাটি এমন জন্তুর, যা খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়। এতদ্ব্যতীত পূর্বের ঘটনাটি হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় ঘটেছিল, আর এই ঘটনাটি তাঁর ইন্তিকালের পরের। এদিকে চিন্তা করলে এটি অত্যন্ত বড় মু'জিযা। কেননা, কারো মৃত্যুর পর তার কথা কার্যকর হওয়া সাধারণত অচিন্ত্যনীয়।

২৫. বুখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে এক বাটি দুধ পেয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে বললেন—আসহাবে সুফ্ফাকে আহবান করো। কেননা, তারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) মনে মনে বলতে লাগলেন, আমাকেই যদি দিয়ে দিতেন তবে আমি পান করে তৃপ্তি পেতাম। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রাঃ) সকলকে ডাকলেন। হুযূর (সঃ) আদেশ করলেন, এদেরকে দুধ পান করাও। আমি পান করাতে শুরু করলাম। সকলেই তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। তারপর হুযূর (সঃ) আমাকে আদেশ করলেনঃ তুমি নিজেও পান কর। আমি পান করলাম। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন, আরো পান কর। আমি হুযূর (সঃ)-এর আদেশে পান করতেই থাকলাম। অবশেষে শপথ করে বললাম যে, পেটে আর একটুও জায়গা নেই। অবশিষ্টাংশ হুযূর (সঃ) নিজে পান করলেন।

ফায়দা ঃ এখানে জন্তুর অংশ বিশেষে (দুধে) মু'জিযা প্রকাশিত হল।

www.pathagar.com

দ্বাবিংশ অধ্যায়

হুযূর (সঃ)-এর বিভিন্ন নাম ও তার সংক্ষিপ্ত অর্থ

১. মুহাম্মদ (সঃ)--হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিশেষ নাম।

২. আহ্মদ---হযরত ঈসা (আঃ) এই নামেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

৩. মুতাওয়াককিল---আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল।

৪. মাহী—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর বরকতে আল্লাহ্-পাক কুফরের মূলোৎপাটন করেছেন।

৫. হাশির—যেহেতু কিয়ামতের দিন তিনিই সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত হবেন, অন্যান্য সকলে তাঁর পর পুনরুত্থিত হবে, তাই তিনি যেন সকলের সমবেত হওয়ার কারণ হবেন।

৬. আকিব—অর্থাৎ তিনি সকল আম্বিয়া (আঃ)-এর পরে দুনিয়াতে আগমন করেছেন।

৭. মকফী---এই শব্দটিও পূর্ববর্তী শব্দের অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত।

৮. নাবীউত তাওবা—অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর শরীয়তে গুনাহ মাফ পাওয়ার জন্য পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে খাঁটি তওবা করাই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধর্মে গুনাহ মাফের জন্য আত্মাহুতিও অত্যাবশ্যকীয় ছিল।

৯. নবীউল মালহামাহ্—অর্থাৎ যুদ্ধের নবী, কারণ তাঁর শরীয়তে জিহাদের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

১০. নবীউর রাহমত—সৃষ্টিজগতের জন্য হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন রহমতস্বরূপ। মুসলমানদের জন্য দুনিয়া

www.pathagar.com

এবং আখিরাত উভয় জাহানে কাফিরদের জন্য তিনি দুনিয়াতে রহ্মত-স্বরূপ, কারণ তাঁর বরকতে পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায় তাদের উপর আযাব নাযিল করা হয় না। অন্যান্য সৃষ্টিজগতের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দীনের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ যতদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দীন অবশিষ্ট থাকবে ততদিন অন্যান্য সৃষ্টিজগতও অবশিষ্ট থাকবে। আর যেদিন তাঁর দীনের কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না, এমন কি যেদিন একজন আল্লাহ্ আল্লাহ্ উচ্চারণকারী মানুষও থাকবে না, সেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সমস্ত জগত ধ্বংস হয়ে যাবে।

১১. ফাতিহ অর্থাৎ প্রশস্তকারী—হুযুরে পাক (সঃ)-এর বরকতেই হিদায়তের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, কাফিরদের বিভিন্ন দেশ ও শহর জয় করা হয়েছে, জান্নাতের দ্বার তাঁরই অনুসরণে প্রশস্ত হবে।

১২. আমীন—অর্থাৎ সত্যবাদী, বিশ্বস্ত।

১৩. শাহিদ—কিয়ামতের দিন তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য সাক্ষী হবেন।

১৪. মুবাশ্শির-বাশীর—অর্থাৎ বিশ্বাসীর জন্যে তিনি সুসংবাদ দানকারী।

১৫. নাজীর—অর্থাৎ কাফিরদিগকে আযাবের ভয় প্রদর্শনকারী।

১৬. কাসিম—ফয়জ এবং ধন-সম্পদ বন্টনকারী।

১৭. জাহুক—অর্থাৎ মুমিনদের সাথে হাসি-খুশী থাকতেন।

১৮. কিতাল—কাফিরদের সাথে লড়াই করতেন। (এই দু'টি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না।)

১৯. আবদুল্লাহ—অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের বান্দা।

২০. সিরাজাম মুনীরা—দীপ্তিময় সূর্য বা আলোকদিশারী।

২১. সাহিব্‌লিওয়াইল হামদ—অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন তাঁর হাতে আল্লাহ্‌র প্রশংসার পতাকা থাকবে, আর পূর্বের ও পরের সমস্ত মানুষ সেই পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

২১. সাহিবুল মাকাম—কিয়ামতের দিন গুনাহ্গার উম্মতের শাফায়াতের জন্য তার নির্দিষ্ট মাকামে আসন গ্রহণ করবেন।

২৩. সাদিক—অর্থাৎ তিনি সত্য সংবাদ দিতেন।

www.pathagar.com

২৪. মাস্‌দুক—অর্থাৎ হযূর (সঃ)-কে ওহীর দ্বারা সত্য সংবাদ পৌঁছানো হত।

২৫. রাউফুর রাহীম—-উভয় শব্দের অর্থই দয়াবান এবং অতি দয়াবান।

উপরিউল্লিখিত নামসমূহের মধ্যে বিভিন্ন নাম হযূর (সঃ)-এর জন্যই নির্দিষ্ট এবং কয়েকটি নাম অন্যান্য আম্বিয়া (আঃ)-এর জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা আর কোন নবীকে দান করেন নি। আর তা কয়েক প্রকার।

প্রথম প্রকার এমন গুণাবলী, যা পৃথিবীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ্ পাক তাঁকে দান করেছিলেন।

১. সর্বপ্রথম হুযূরে পাকের নূর সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. সর্বপ্রথম তাঁকেই নুবূওয়ত দান করা হয়েছে।

৩. ইয়াওমে মিছাক অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম সমগ্র মানব জাতি থেকে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রভুত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক সমগ্র মানব জাতিকে সেদিন এই প্রশ্ন করেছিলেনঃ

আমি কি তোমাদের প্রভু নই? এই প্রশ্নের জবাবে সর্বপ্রথম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধিরূপে জবাব দিয়েছিলেনঃ হ্যাঁ, আপনিই আমাদের একমাত্র প্রভু।

৪. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান নাম আরশে লিপিবদ্ধ করা।

৫. নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

৬. পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও শুভাগমনের সুসংবাদ উল্লেখ করা। হযরত আদম, হযরত নূহ এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লামের বরকত লাভ করা। এইসব হাদীস প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের বৈশিষ্ট্য এমন, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের পর অথচ নুবূওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে প্রকাশ হয়েছে। যেমন, তাঁর কাঁধে মহরে নুবূওয়ত ছিল। এর বিবরণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় প্রকারের বৈশিষ্ট্য এমন যা নুবূওয়ত প্রাপ্তির পর প্রকাশিত হয়েছে, আর তা একমাত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমনঃ

১. মি'রাজ এবং এর সঙ্গে ফেরেশতা, বেহেশত এবং দোযখের আশ্চর্যজনক ঘটনাসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং আল্লাহ্ পাকের দীদার ও সাক্ষাৎ লাভ করা।

২. নামাযের আযান ও ইকামতে তাঁর নাম উল্লেখ হওয়া।

৩. গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীর পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া।

৪. এমন একখানি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়া, যা ভাবে, ভাষায়, হিফাজতে এবং কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে তথা সর্ববিষয়ে অলৌকিক।

৫. তাঁর জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম হওয়া।

৬. তাঁর জন্য নিদ্রার কারণে অজু ওয়াজিব না হওয়া।

৭. আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের সাথে বিবাহ হওয়ার অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সকলের জন্য তাঁদেরকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া।

৮. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কন্যাদের থেকেও বংশীয় সূত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

৯. সম্মুখে এবং পশ্চাতে সমানভাবে দেখা।

১০. দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁর ভয় ও প্রভাব বিস্তার হওয়া।

১১. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করা। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী, সর্ব বিষয়ে বিজ্ঞ এবং সর্বগুণে গুণান্বিত।

১২. সর্বকালের সকল মানুষের জন্য রসূল হিসাবে প্রেরিত হওয়া।

১৩. তাঁর উপরই নুবূওয়তের পরিসমাপ্তি হওয়া।

www.pathagar.com

১৪. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের সংখ্যা সকল আম্বিয়ার অনুসারীদের সংখ্যার চেয়ে অধিক হওয়া।

১৫. সমস্ত সৃষ্টিজগতের মাঝে তিনি উত্তম হওয়া।

চতুর্থ প্রকারের বৈশিষ্ট্য এমন যা সমস্ত উম্মতের মধ্যে একমাত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতকে প্রদান করা হয়েছে।

১. গনীমতের মাল হালাল হওয়া।

২. সারা দুনিয়ার পাক যমীনে নামায পড়া জায়েয হওয়া।

৩. আযান-ইকামত নির্দিষ্ট হওয়া।

৪. নামাযের কাতার ফেরেশ্‌তাগণের কাতারের অনুরূপ হওয়া।

৫. বিশেষ ইবাদত হিসাবে জুম'আর দিনে জুম'আর নামায এবং দোয়া কবূলের সময় হিসাবে সেই দিনের কোন এক অংশকে নির্দিষ্ট করা।

৬. রোযা রাখার জন্য সেহ্‌রীর অনুমতি লাভ, রমযানের মধ্যে শবেকদর একটা নেকীর সর্বনিম্ন বিনিময় দশ নেকী লাভ হওয়া, তার চেয়েও অধিক নেকী পাওয়া, সন্দেহ ভুল-ত্রুটিতে পাপ না হওয়া (হয়ত পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য এই সবগুলোর কারণ বন্ধ করাও আবশ্যকীয় ছিল), আর এজন্যই এই উম্মতের এটা বৈশিষ্ট্য হল। কঠিন আদেশসমূহ তুলে নেওয়া। ছবি তোলা এবং মাদক দ্রব্য অবৈধ হওয়া (এগুলো অসংখ্য অপরাধের বাধাস্বরূপ আর অপরাধ থেকে রক্ষা করাও রহমত, যেমন বিভিন্ন স্থানে সহজ নির্দেশও রহমত স্বরূপ হয়)। ইজমায়ে উম্মত অর্থাৎ কোন বিষয়ে উম্মতের মতৈক্য হওয়া শরীয়তের বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করার অন্যতম পন্থা। তার মধ্যে কোনরূপ ভুলত্রুটির অবকাশ না থাকা। ইসলামের শাখা-প্রশাখা (আইন)-গুলোতে মতবিরোধ থাকা রহমত হওয়া; পূর্ববর্তী উম্মত-দের ন্যায় আযাব না আসা, প্লেগের রোগে মৃত ব্যক্তিকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করা, এই উম্মতের ওলামা কর্তৃক দীনের এমন সব কাজ সুসম্পন্ন হওয়া, যা পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ দ্বারা হত। আল্লাহ্ পাকের সাহায্য লাভে ধন্য সত্যাদর্শী একদল লোক কিয়ামতের নিকটতম সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকা, প্রভৃতি।

পঞ্চম প্রকারের বৈশিষ্ট্য এমন যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর মৃত্যু এবং কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবকাশে বা কিয়ামতের সময় প্রকাশিত হবে। এসবের বিবরণ পরবর্তী কোন পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হবে।

www.pathagar.com

চতুর্বিংশ অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে

যেসব খাদ্য বা পানীয় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পানাহার করেছেন এবং যেসব জন্তুর উপর তিনি আরোহণ করেছেন, সেসব বস্তুর সাথে হুযূরের মহান জীবনের দুই প্রকারের সম্পর্ক। প্রথম প্রকার ধর্মীয়, অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে কোন্‌টি বৈধ আর কোন্‌টি অবৈধ এ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনাসমূহ একত্রিত করা এবং তা থেকে ইসলামী আইন প্রণয়ন করা। এ কাজ মূলত ব্যবহার-শাস্ত্রবিদগণের তথা যারা ইলমে ফিকায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন তাঁদের।

দ্বিতীয় সম্পর্ক ঐসব বস্তুগুলোর ব্যবহার প্রয়োজনের আয়োজনে এবং কোন প্রকার কল্যাণ লাভের আশায়, এদিক থেকে বিচার করলে বিষয়টি ইতিহাস বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আর এখানে এদিক থেকেই 'যাদুল মা'আদ' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে।

পানাহার যা খাদ্য হিসেবে অথবা ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন

এর মধ্যে বিভিন্ন বস্তু এমন আছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং স্বীয় জীবনে যেগুলো ব্যবহার করেছেন বলে বর্ণিত রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকারের বস্তু এমনও রয়েছে, যেগুলো ব্যবহার না করলেও তার প্রশংসা করেছেন। সুতরাং স্থান বিশেষে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যাবে।

হাদীস ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমরা আসমুদ অর্থাৎ কালো সুরমা ব্যবহার করো। তাতে দৃষ্টিশক্তি ভাল হবে এবং কেশ ঘন হবে। ইবনে মাজা এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং

www.pathagar.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই সুরমা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। ইবনে মাজার বর্ণনা মুতাবিক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উভয় চোখে তিন তিনবার এবং তিরমিযী শরীফের বর্ণনানুসারে ডান চোখে তিনবার আর বাম চোখে দুই বার সুরমা ব্যবহার করতেন।

কমলালেবু সম্পর্কে ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআনে করীম তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত কমলালেবুর ন্যায়, তার স্বাদও উত্তম, ঘ্রাণও ভাল। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তরমুজ সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) তরমুজ কাঁচা খুরমাসহ খেতেন এবং ইরশাদ করতেন যে, এটার তাপ ওটার ঠাণ্ডাকে দমন করে। বর্ণনা করেন আবূ দাউদ এবং তিরমিযী।

সবুজ অর্থাৎ কাঁচা খুরমা সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন, কাঁচা খুরমা শুষ্ক খুরমার সাথে আহার কর, কারণ, শয়তান মানুষকে এই বস্তু দুটিকে খেতে দেখলে অনুতাপের সাথে বলতে থাকে যে, এই মানুষ এখনো জীবিত আছে যে, পুরানো বস্তুর সঙ্গে নতুন বস্তু মিশিয়ে একত্রে আহার করছে। ইমাম নাসায়ী এবং ইবনে মাজা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আধা পাকা খুরমা সম্পর্কে ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সঃ) যখন হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ)-সহ আবুল হায়সাম (রাঃ)-র বাড়ীতে মেহমান হয়ে তশরিফ নিয়ে গেলেন, তখন খুরমার একটা পূর্ণ গুচ্ছ তাঁদের খিদমতে পেশ করা হল। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন, বাছাই করে পাকা পাকা খুরমা কেন আনলে না? আবুল হায়সাম আরয করলেনঃ আমার ইচ্ছা যে, আপনারা যে যেমন (আধা পাকা বা পূর্ণ পাকা) ভালবাসেন তেমনি এই গুচ্ছ থেকে বেছে খাবেন।

পিঁয়াজ সম্পর্কে ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)-র নিকট কোন একজন পিঁয়াজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন—হুযূর (সঃ) সর্বশেষ যে খাবার গ্রহণ করেছেন—তন্মধ্যে পিঁয়াজ ছিল। এই হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম আবূ দাউদ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পিঁয়াজ খাবে তাকে পিঁয়াজের দুর্গন্ধ মুখ থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে মসজিদে

www.pathagar.com

আসতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বারণ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি পিঁয়াজ বা রসুন খেতে চায় সে যেন পিঁয়াজ রসুনকে প্রথমেই রন্ধন করে দুর্গন্ধ দূর করে নেয়।

শুষ্ক খুরমা সম্পর্কেঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খুরমার প্রশংসা করে বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সাতটা খুরমা খাবে সেইদিন তার উপর যাদু (মন্ত্র) এবং বিষ কোনরূপ ক্রিয়া করবে না। এবং আরো ইরশাদ করেছেন, যে ঘরে খুরমা থাকবে না সে ঘরের লোকজন যেন অনাহারে কাল যাপন করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং অধিক পরিমাণে খুরমা খেতেন। কখনো মাখনসহ খেতেন কখনো বা রুটিসহ আবার কখনো শুধু খুরমা খেতেন।

বরফ সম্পর্কেঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে হুযূর (সঃ) আল্লাহ্‌পাকের দরবারে দোয়া করেছেন যে, হে আল্লাহ্, আমাকে আমার গুনাহ্‌সমূহ থেকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা এবং শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও। হুযূর (সঃ)-এর এই দোয়ার মধ্যে বরফের প্রশংসা পাওয়া যায়।

ছরিদ সম্পর্কে ঃ গোশতের সুরুয়ার মধ্যে টুকরো করে রুটি ভিজিয়ে এক প্রকার খাদ্য তৈরী করা হয়, তাকে ছরিদ বলে।

হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন, হযরত আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য স্ত্রীলোকের উপর এমন যে, যেমন ছরিদের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উপরে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রঃ) এই হাদীস সংকলন করেছেন (এই দৃষ্টান্তের মধ্যে ছরিদের প্রশংসা পাওয়া যায়)।

পনীর সম্পর্কেঃ তবুকের জিহাদের সময় হুযূর (সঃ)-এর খিদমতে পনীর পেশ করা হল। হুযূর (সঃ) চাকু আনালেন এবং বিসমিল্লাহ্ পড়ে এক টুকরা কেটে নিলেন।

মেহেদী সম্পর্কেঃ হুযূর (সঃ)-এর যদি কখনো ফোঁড়া উঠতো অথবা কাঁটা বিদ্ধ হতো তখন তিনি সেখানে মেহেদী লাগাতেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কালজিরা সম্পর্কেঃ হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ সর্বদা কালজিরা ব্যবহার করতে থাক। কারণ, তার মাধ্যমে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত অন্যান্য

www.pathagar.com

সকল রোগ আরোগ্য হয়। এই হাদীস ইমাম বুখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

সরিষা সম্পর্কে ঃ হাদীসে তার নাম ছাফা বলা হয়েছে এবং সাধারণ পরিচিত শব্দে তাকে 'হাববুর রাশাদ' বলা হয়।

হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ দু'টি বস্তুর মধ্যে অনেক আরোগ্যতা আছে, একটি সরিষা অন্যটি ইলওয়া (এক প্রকার ফলের রস)। বর্ণনা করেছেন আবূ উবায়দা এবং মারাছিলের মধ্যে ইমাম আবূ দাউদ।

মেথি সম্পর্কে ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাসিম থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, মেথি দ্বারা আরোগ্য লাভ কর।

রুটি সম্পর্কে ঃ সুরুয়ার মধ্যে টুকরো টুকরো করে রুটি ভিজানো (খাদ্য) হুযূর (সঃ)-এর খুব প্রিয় খাদ্য ছিল। বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ।

একবার হুযূর (সঃ) গমের রুটি, যা ঘৃত দ্বারা ভাজা হয়, খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং একজন সাহাবী তা তৈরী করে এনে তাঁর খেদমতে পেশ করলেন।

কিন্তু যে পাত্রে ঘৃত রাখা ছিল সে পাত্র সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, পাত্রটা গুই সাপের চর্ম দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ এ রুটি সরিয়ে নাও। এই হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম আবূ দাউদ।

সিরকা সম্পর্কে ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সিরকা পানও করেছেন এবং তার প্রশংসাও করেছেন যে, সিরকা খুব উত্তম খাদ্য-দ্রব্য। ইমাম মুসলিম হাদীসটি সংকলন করেছেন।

তৈল সম্পর্কে ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অধিক সময় তৈল ব্যবহার করতেন। ইমাম তিরমিযী শামায়েলের মধ্যে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জয়তুনের তৈল আহার্যে এবং দেহে ব্যবহার কর।

জরীরাহ অর্থাৎ এক প্রকার মিশ্রিত আতর ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের সময় ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহরাম শেষ হওয়ার পরে আমি নিজ হাতে হুযূর (সঃ)-এর দেহ মুবারকে 'জরীরাহ' আতর মেখে দিয়েছি। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে বুখারী এবং মুসলিম শরীফে।

www.pathagar.com

পাকা এবং তাজা খুরমা সম্পর্কেঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর বলেন যে, আমি হুযূর (সঃ)-কে কাঁকুড়ের সাথে পাকা খুরমা আহার করতে দেখেছি[১] এবং নামাযের পূর্বে হুযূর (সঃ)-কে ভেজা খুরমা দ্বারা ইফতার করতে দেখেছি। যদি তাজা খুরমা না থাকত তবে শুষ্ক খুরমা দ্বারা ইফতার করতেন। আর তাও যদি না হত তবে শুধু পানি দ্বারা ইফতার করতেন।[২]

রায়হান—এক প্রকার সুগন্ধি ফুল সম্পর্কেঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—যদি কোন ব্যক্তিকে রায়হান পেশ করা হয়, সে যেন তা ফেরত না দেয়। কেননা, এতে ইহ্সানের বোঝা হালকা অথচ সুগন্ধ প্রচুর (আর এই আদেশ সকল সুগন্ধি বস্তুর জন্য প্রযোজ্য)।

শুষ্ক আদা সম্পর্কেঃ রোমের বাদশা এক পাত্র শুষ্ক আদা হুযূরের মহান দরবারে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সকলকে এক টুকরা করে খেতে দিলেন। হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ নাঈম।

ছানা সম্পর্কে ঃ প্রসিদ্ধি আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একজন মহিলা সাহাবীকে ছানার জোলাপ নিতে আদেশ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, যদি মৃত্যু থেকে কোন বস্তু আরোগ্য দেওয়ার হত তবে তা ছানা। তিরমিযী এবং ইবনে মাজা এই হাদীস সংকলন করেছেন।

সুনুত সম্পর্কে ঃ এই শব্দটির ব্যাপারে অর্থের মতবিরোধ রয়েছে। বিভিন্ন চিকিৎসক এই অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ঘৃতের পাত্রে মধু রাখাকে সুনুত বলে। "ছানা এবং সুনুতকে একত্রে চাসনি বানাও, এই দুটার মধ্যে মৃত্যু ব্যতীত অন্যান্য সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে।" ইবনে মাজা এই হাদীস সংকলন করেছেন।

সফর জল অর্থাৎ আনারঃ হুযূর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবী আবূ যর (রাঃ)-কে আনার দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, এটি মনকে

---

১. বুখারী, মুসলিম।

২. আবূ দাঊদ।

www.pathagar.com

সতেজ করে এবং বুকের ব্যথা দূরীভূত করে। ইমাম নাসায়ী এই হাদীস সংকলন করেছেন।

মাছ সম্পর্কে ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরা-মের নিকট থেকে আমবর নামক মাছের গোশ্‌ত নিয়ে আহার করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে যাদুল মা'আদের এই বিবরণের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

চোকানদার অর্থাৎ বাটাচিনি ঃ হযরত আলী (রাঃ) অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বালি এবং বাটাচিনির মিশ্রিত খাদ্যকে তার অবস্থা মুতাবিক খাদ্য বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১]

গম সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ)-এর আদত মুবারক ছিল যে, বাড়ীতে কাহারো জ্বর হলে গম দ্বারা ঝোলা বানিয়ে পান করাতেন। আর ইরশাদ করতেন, এই বস্তুটি মনকে সতেজ করে, তথা কল্‌বকে শক্তিশালী করে এবং রোগীর মন থেকে কষ্ট দূর করে।[২] হুযূর (সঃ) অধিকাংশ সময় এ খাদ্যই গ্রহণ করতেন।

ভুনা গোশত সম্পর্কে ঃ তিরমিযী শরীফের কয়েকটি হাদীসে হুযূর (সঃ)-এর ভুনা গোশত খাওয়ার বিবরণ রয়েছে।

চর্বি সম্পর্কে ঃ একজন য়াহূদী হুযূর (সঃ)-কে দাওয়াত করে গমের রুটি এবং চর্বি (যার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসে গেছে) হুযূরের খেদমতে পেশ করেছিল।

সুগন্ধি সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রী এবং সুগন্ধি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

মধু সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সকালে মধু পান করবে সে বড় রকমের রোগ-বালা থেকে নিরাপদ থাকবে।[৩]

---

১. তিরমিযী।

২. ইবনে মাজা।

৩. ইবনে মাজা।

www.pathagar.com

আজওয়া সম্পর্কে ঃ মদীনা শরীফের খেজুরসমূহের মধ্যে এক প্রকার খেজুরের নাম আজওয়া। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আজওয়া জান্নাতের ফল এবং এটা বিষ থেকে আরোগ্য দান করে।[১]

চন্দন কাঠ সম্পর্কে ঃ এটি দুই প্রকার। এক প্রকারকে কিস্‌ত বলা হয়। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, এটা নিরাময়দানকারী দ্রব্যের মধ্যে অতি উত্তম এবং এটি দ্বারা সিংগা লাগালেও অনেক উপকার হয়। চন্দন কাঠ সম্পর্কে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে, এটি ব্যবহারে রাখ, এতে সাতটা আরোগ্যতা রয়েছে। অন্যান্য সুগন্ধির মধ্যেও এই জিনিসটিকে মিশ্রিত করা হয়। হুযূর (সঃ) চন্দন জ্বালিয়ে খুশবু গ্রহণ করতেন।[২]

কাকড়ী অর্থাৎ শসা সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) তাজা খুরমার সাথে শসা আহার করতেন।[৩]

কুমাত সম্পর্কে ঃ অনেকে যাকে সর্পের লাঠি বলে। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে, কুমাতের (মনে যা বনি ইসরাঈলদের জন্য নাযিল করা হয়েছিল, বিনা মূল্যের এবং অধিক উপকারী) ন্যায় পানি চোখের জন্য উপকারী।

কাবাস সম্পর্কে ঃ অর্থাৎ পীলুর ফল (যার ডাল দ্বারা দাঁতন তৈরী করা হয়) সাহাবায়ে কিরামগণ একবার জঙ্গলে কাবাস নিতেছিলেন। তখন হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন যে, কালো রঙেরগুলো নাও, কারণ, সেটা বেশী ভাল।[৪]

গোশত সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, দুনিয়াবাসী এবং জান্নাতবাসীদের সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে গোশত সর্দার।[৫]

হুযূর (সঃ) সম্মুখের পায়ের গোশ্‌ত ভালবাসতেন (বুখারী, মুসলিম)। হুযূর (সঃ) আরো ইরশাদ করেছেন, পৃষ্ঠের গোশ্‌ত উত্তম হয় (ইবনে

---

১. নাসায়ী, ইবনে মাজা।
২. বুখারী, মুসলিম।
৩. তিরমিযী।
৪. বুখারী, মুসলিম।
৫. ইবনে মাজা।

www.pathagar.com

মাজা)। হুযূর (সঃ) খরগোসের গোশ্‌তও গ্রহণ করেছেন এবং বন্য গর্দভের গোশত আহার করতে সাহাবাগণকে অনুমতি দিয়েছেন (বুখারী, মুসলিম)। হুযূর (সঃ) শুষ্ক গোশতও আহার করেছেন (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা)। হুযূর (সঃ) পাখীর গোশ্‌তও গ্রহণ করেছেন (বুখারী, মুসলিম)।

দুনানের কিতাবসমূহে হুযূর (সঃ)-এর ছেরখাবের গোশ্‌ত আহার করার কথা বর্ণিত রয়েছে এবং সাহাবাগণ হুযূরের ভ্রমণ সঙ্গী অবস্থায় ফড়িং আহার করেছেন (বুখারী, মুসলিম)।

দুগ্ধ সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) দুগ্ধের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন, দুগ্ধ ব্যতীত এমন কোন বস্তু আমার জানা নাই যা পানাহার উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে (সুনান)। হুযূর (সঃ) স্বয়ং দুগ্ধ পান করেছেন এবং পানি আনিয়ে কুলিও করেছেন (বুখারী, মুসলিম)।

পানি সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ পানির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। যেমন সাইহান, যাইহান, ওয়সিল, ফুরাতকে জান্নাতের নহর বলে আখ্যায়িত করেছেন (বুখারী, মুসলিম)। বিভিন্ন মুহাক্‌কীক (দার্শনিক) ব্যাখ্যা করেছেন যে, যেহেতু এইসব নহরের পানির মধ্যে উৎকৃষ্টতার সকল পদার্থই বিদ্যমান, তাই হুযূর (সঃ) এইসব পানিকে জান্নাতের পানির সাথে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (ইবনে মাজা)।

মুশ্‌ক সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে, সকল প্রকার সুগন্ধির মধ্যে মুশ্‌ক সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি (মুসলিম)। হুযূর (সঃ) ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে ও পরে এই সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন (বুখারী, মুসলিম)।

লবণ সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে লবণ সবগুলির সর্দার (ইবনে মাজা)।

চুনা সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) যখন চুল বা লোম পরিষ্কার করার পূর্বে ইহা ব্যবহার করতেন তখন প্রথমত দেহের গোপন অঙ্গে লাগাতেন। (ইবনে মাজা)। (হয়তবা কখনো তা দ্বারা চুল বা লোম পরিষ্কার করেছেন)।

কুল সম্পর্কে ঃ হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে, হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে আগমনের পর সর্বপ্রথম এই কুল খেয়েছিলেন। (আবূ নাঈম কিতাবুত্‌তিব্বে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

www.pathagar.com

অরস্ সম্পর্কেঃ এটি হলদে রঙের এক প্রকার বিশেষ ঘাস। অরস্ দ্বারা কাপড় রঙ করা হয়। হুযূর (সঃ) জাতুল যান্‌ব্-এর মধ্যে অরস্ এবং জয়তুন তেলের প্রশংসা করেছেন (তিরমিযী)।

কদু তরকারী সম্পর্কেঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, বাটি থেকে হুযূর (সঃ) লাউ তালাস করে খেয়েছেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছেন যে, তরকারীর সাথে অধিক পরিমাণে লাউ রান্না করো। কারণ, এতে বিষণ্ণ মনে শক্তি আসে।

পানাহার সম্পর্কেঃ হুযূর (সঃ) দুই অবস্থায় বসে আহার গ্রহণ করতেন। ১। উভয় পা খাড়া করে বসতেন, ২। দোজানু হয়ে এমনভাবে বসতেন যে, বাম পায়ের তালু ডান পায়ের পিঠের সাথে মিশে থাকত। এবং তিনি তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার করতেন। খাবার শেষ করে আঙ্গুলসমূহ চেটে পরিষ্কার করতেন, ঠাণ্ডা এবং মিষ্টি পানি পান করতেন। একবার আবুল হায়সাম থেকে বাসী (পুরানো) পানি চেয়েছিলেন এবং হুযূর (সঃ)-এর জন্য ছুকইয়া কূপের মিঠা পানি আনা হত। হুযূর (সঃ) পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন এবং বসে বসে পান করতেন। হুযূর (সঃ)-এর নিকট পানি পান করার একটি কাঠের এবং একটি কাঁচের বাটি ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কেঃ হুযূর (সঃ)-এর লেবাস পোশাকের মধ্যে ছিল চাদর, লুঙ্গি, কোর্তা ও পাগড়ী। তিনি সাদা কাপড় খুব ভালবাসতেন, মুখাত্তাত অর্থাৎ ডোরা চাদরও ভালবাসতেন। পাগড়ীর নীচে টুপি ব্যবহার করতেন, কখনো বা শুধু টুপী, কখনো বা শুধু পাগড়ী ব্যবহার করতেন। শামলাহ অর্থাৎ কখনো কারুখচিত প্রান্তরের পাগড়ী বাঁধতেন আবার অনেক সময় শামলাহ ছাড়াই পাগড়ী বাঁধতেন এবং সময় সময় কাবাও পরিধান করতেন। হুযূর (সঃ)-এর চাদর মুবারকের দৈর্ঘ্য ছয় হাত এবং প্রস্থ সাড়ে তিন হাত ছিল। লুঙ্গির দৈর্ঘ্য সাড়ে চার হাত এবং প্রস্থ আড়াই হাত ছিল। তিনি বুটিদার (ফুল করা) ও সাদা উভয় প্রকারের চাদর পরিধান করেছেন বলে বর্ণিত রয়েছে। কালো কাপড়ও ব্যবহার করেছেন। রোম দেশের বাদশাহ একটি পোস্তীন (পালকযুক্ত পরিধেয়, যার মধ্যে রেশমের আঁচল করা ছিল) পাঠিয়েছিলেন। হুযূর (সঃ) তাও ব্যবহার করেছেন। হুযূর (সঃ) পায়জামা ক্রয় করে ব্যবহার করেছিলেন বলে এক হাদীসে বর্ণনা পাওয়া যায়। হুযূর (সঃ)-এর নিকট দুইখানি চাদর ছিল, তন্মধ্যে একখানি

www.pathagar.com

সবুজ এবং একখানি কালো রঙের। খিস অর্থাৎ চট ছিল। তন্মধ্যে একখানা ছিল লাল ডোরা বিশিষ্ট আর একখানা ছিল পশমের কম্বল। কোর্তা ছিল সূতীর আর তার প্রান্ত ও আস্তিন লম্বা ছিল না। হুযূর (সঃ) কাতান (এক প্রকার সূক্ষ্ম কাপড়) এবং সুক্ত (পশম, রেশম প্রভৃতি) ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বেশীর ভাগ সূতীর কাপড়ই ব্যবহার করেছেন। অধিক মূল্যের কাপড়ও ব্যবহার করেছেন। হুযূর (সঃ)-এর বালিশ ছিল চামড়ার, যার অভ্যন্তরে ছিল খুরমা গাছের বাকল ও খোসা। হুযূর (সঃ) কখনো বিছানায় বিশ্রাম করতেন, কখনো চামড়ার উপরে. কখনো চাটাইর উপর, কখনো মাটির উপর, কখনো চৌকির উপর, কখনো কম্বলের উপর।

হুযূর (সঃ)-এর একটি চামড়ার বিছানাও ছিল, যার মধ্যে খুরমার বাকল ভরা ছিল। হুযূর (সঃ) জুতা-মোজা ব্যবহার করতেন।

মরকুবাত ঃ মরকুবাত অর্থাৎ হুযূর (সঃ) যে সমস্ত জন্তুর উপর আরোহণ করতেন। হুযূর (সঃ)-এর সাতটি ঘোড়া ছিল যাদের নাম নিম্নরূপ ১. সুবুক, ২. মুরতাযিয, ৩. লাহীফ, ৪. লাজ্জাজ, ৫. জরব, ৬. সারহা, ৭. ওয়ারূছ্। খচ্চর ছিল পাঁচটা ঃ ১. দুলদুল---এটা মিসরের বাদশা পাঠিয়েছিলেন, ২. ফাজাহ্—জুযাম গোত্রের ফরদাহ নামক এক ব্যক্তি পাঠিয়েছিল, ৩. একটা সাদা খচ্চর যা ইলইয়ার গর্ভনর পাঠিয়েছিল, ৪. চতুর্থটি দুমাতুল জুনদুবের গভর্নর পাঠিয়েছিলেন আর ৫. পঞ্চমটি নাজ্জাশীর বাদশাহ পাঠিয়েছিলেন। লম্বা কান বিশিষ্ট গাধাও তিনটি ছিল ঃ ১. আফির—যা মিসরের বাদশা পাঠিয়েছিলেন, ২. দ্বিতীয়টি ফরদাহ পাঠিয়েছিল, ৩. তৃতীয়টি হযরত সা'দ ইবনে উবাদা পাঠিয়েছিলেন। আর দু'টি বা তিনটি উট ছিল। ১. কছওয়া, ২. আয্বা, ৩. জিয্আ—অনেকে এই দুইটিকে একই উট বলেছে, তবে নাম দু'টি। এবং দুধ দেয় এমন পঁয়তাল্লিশটি উট ছিল আর একশত বকরী ছিল—এর চেয়ে বেশী হতে দিতেন না। কোন বকরী বাচ্চা দিলেই অপর একটি যবেহ করে দিতেন (যাদুল মা'আদ)।

www.pathagar.com

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

হুযূর (সঃ)-এর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সাহাবায়ে কিরাম ও খাদিমবৃন্দ

স্ত্রীগণ

হুযূর (সঃ) সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। তখন হুযূর (সঃ)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর, আর হযরত খাদীজা (রাঃ)-র বয়স চল্লিশ বছর। ছেলেমেয়েদের মধ্যে একমাত্র হযরত ইবরাহীম ব্যতীত সকলেই হযরত খাদীজা (রাঃ)-র গর্ভজাত। হযরত ইবরাহীম মারিয়া কিব্‌তিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা (রাঃ)-র ইন্তিকাল হয়।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-র মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই হযরত সওদা বিনতে জাম'আর সাথে (যিনি কুরায়শ বংশীয় ছিলেন) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর কিছুদিন পরেই হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। ঐ সময় হযরত আয়েশার বয়স মাত্র ছয় বছর ছিল এবং হিজরতের পূর্বের বছর পিত্রালয় থেকে বিদায় নিয়ে হুযূর পাক (সঃ)-এর গৃহে আসেন। হুযূর (সঃ)-এর সকল স্ত্রীর মধ্যে শুধুমাত্র হযরত আয়েশাই কুমারী ছিলেন। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ)-র কন্যা হাফসাকে বিয়ে করেন। অতঃপর হযরত জয়নাব বিন্‌তে খুযাইমাকে বিয়ে করেন। তিনি বিবাহের মাত্র দুই মাস পরেই ইন্তিকাল করেন। অতঃপর হযরত উম্মে সালমার সাথে বিবাহ হয়। হুযূর (সঃ)-এর সমস্ত স্ত্রীর মধ্যে হযরত উম্মে সালমাই সকলের পরে ইন্তিকাল করেন। এরপর হযরত জয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেন। তিনি হুযূর (সঃ)-এর ফুফাত বোন ছিলেন এবং হুযূর (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর হুযূর (সঃ)-এর স্ত্রীর মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁরই ইন্তিকাল হয়। আর বনি

www.pathagar.com

মুস্তালিকের জিহাদের সময় হযরত যুওয়াইরিয়ার সাথে বিবাহ হয়। তিনি যুদ্ধবন্দী হয়ে এসেছিলেন। তাঁকে আযাদ করে হুযূর (সঃ) বিয়ে করেছিলেন। অতঃপর হযরত উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করেন, যখন তিনি হিজরত করে হাবশাতে চলে গিয়েছিলেন। হুযূর (সঃ) ৪র্থ হিজরীতে কোন একজন উকিলের মাধ্যমে তাঁকে বিয়ে করেন।

নাজ্জাশীর বাদশাহ এই বিবাহের মুহরানা-স্বরূপ তাঁকে চারশ' দিনার হুযূর (সঃ)-এর পক্ষ থেকে প্রদান করেছিলেন এবং খায়বরের যুদ্ধকালীন সময়ে হযরত সফিয়ার সাথে বিবাহ হয়। হযরত সফিয়াও এই যুদ্ধের কয়েদী হিসাবে হুযূরের খেদমতে উপস্থাপিত হয়েছিলেন। পরে আযাদ করে হুযূর তাঁকেও বিয়ে করেন। হযরতময়মুনার সাথে উমরাতুল কাযা অর্থাৎ কাযা উমরা আদায় করার সময় বিবাহ হয়। সর্বমোট এই এগারজন স্ত্রী যাদের মধ্যে দু'জন হুযূর (সঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করে গেছেন, আর বাকী নয়জন হুযূরের ইন্তিকালের সময় জীবিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিয়ের বর্ণনাও পাওয়া যায়। তবে তার মধ্যে মতভেদ আছে।

বাঁদী

হযরত মারিয়া, যার গর্ভ থেকে হযরত ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত রাইহানা, হযরত জামিলা, আরো একজন, যাকে হযরত যয়নাব উপহার দিয়েছিলেন।

সন্তান-সন্ততি

পুত্র কাসিম। তার নামানুসারে হুযূরের কুনিয়াত (পদবী যুক্ত নাম) আবুল কাসিম ছিল। বাল্যকালেই তিনি ইন্তিকাল করেন। অতঃপর কন্যা হযরত জয়নব জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে জয়নবকে কাসিমের চেয়ে বড় বলেছেন। অতঃপর হযরত রোকাইয়া এবং তারপর হযরত উম্মে কুলসুম। অতঃপর হযরত ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন। এই তিনজনের মধ্যে বড় কে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অতঃপর পুত্র আব্দুলাহর জন্ম হয়, তায়্যেব এবং তাহের তারই লকব। গ্রহণযোগ্য বর্ণনানুযায়ী আব্দুল্লাহ্ হুযূর (সঃ)-এর নুবূওয়ত লাভের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিও শৈশবেই ইন্তিকাল করেন। এঁরা সকলেই হযরত খাদীজা (রাঃ)-র গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেন।

www.pathagar.com

অতঃপর অষ্টম হিজরীতে হযরত ইবরাহীম মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং দুগ্ধ পান অবস্থায়ই মারা যান। হুযূর (সঃ)-এর ইন্তিকালের সময় শুধুমাত্র ফাতিমা (রাঃ)-ই জীবিত ছিলেন। পুত্র সন্তানদের আর সকলেই হুযূরের জীবন-কালেই ইন্তিকাল করেন।

হুযূর (সঃ)-এর পিতৃব্য

১। হযরত হামযা (রাঃ) ২। হযরত আব্বাস (রাঃ) ৩। আবূ তালিব ৪। আবূ লাহাব ৫। যুবায়র ৬। আব্দুল কা'বা ৭। হারিস ৮। মুকাওয়েম, কেউ কেউ এই দু'জনকে একই ব্যক্তি বলেছেন ৯। দরার ১০। কুছুম ১১। মুগীরা ১২। ঈদাক—এই দু'জনকেও কেউ কেউ একজন বলেছেন। এই মতভেদ মতে দশজন বা বারজন হুযূর (সঃ)-এর চাচা ছিলেন। তন্মধ্যে মাত্র দু'জন—হযরত হামযা (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কোন কোন বর্ণনাকারী তাঁর আরো চাচার নাম লিখেছেন।

ফুফু

১। হযরত সফিয়া, ইনি মুসলমান হয়েছিলেন ২। আতিকা ৩। তাইরদি, এই দু'জনের ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ৪। বারাহ ৫। উমাইমা ৬। উম্মে হাকিম।

গোলাম ও বাঁদী

১। হযরত যায়দ ইবনে হারিস ২। আসলাম ৩। আবূ রাফে' ৪। ছাওবান ৫। আবূ কাবশা ৬। সলীম ৭। শাকরান ৮। রাবাখ ৯। ইয়াসার ১০। মুদগাম ১১। কারকারা ১২। আনযাশা ১৩। সফিনা ১৪। উনাইস ১৫। উবায়দা ১৬। তাহ্মান ১৭। কায়সান ১৮। আকলাহ ১৯। জাকওয়ান ২০। মেহরান ২১। মরদান—কেউ কেউ এই শেষ পাঁচজনের নাম একই বলেছেন ২২। হুনায়ন ২৩। সন্দর ২৪। ফাজালাহ ২৫। মাবুর ২৬। ওয়াকিদ ২৭। আবূ ওয়াকেদ ২৮। কাস্সাম ২৯। আবূ আসীব ৩০। আবূ মুবাইয়া—এসব গোলামের নাম।

আর বাঁদী ছিল—১। সালমা ২। উম্মে রাফে ৩। মায়মুনা বিনতে সা'দ ৪। খোজায়রা ৫। বেজওয়া ৬। রীশ্হা ৭। উম্মে জমীর ৮। মায়মুনা বিনতে আবি আসীব ৯। মারিয়া ১০। রাইহানা।

www.pathagar.com

হুযুর (সঃ)-এর গৃহের বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি

অধিকাংশ কাজকর্ম ১। হযরত আনাস (রাঃ)-র দায়িত্বে ছিল। ২। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদের দায়িত্বে ছিল হুযুর (সঃ)-এর জুতা মুবারক ও মিছওয়াক, ৩। হযরত উক্বা ইবনে আ'মের যুহানী সফরের সময় হুযুর (সঃ)-এর খচ্চরের সাথে সাথে থাকতেন। ৪। আসলাহ্ ইবনে শরীফ উট পরিচালনা করতেন ৫। হযরত বিলাল (রাঃ) আযান দেওয়া ও আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষক ছিলেন ৬। সাদ ৭। হযরত আবু যর গিফারী আইমান ইবনে উবায়েদ—এঁদের দায়িত্বে ছিল অযুর পানি ও ইসতেনযার ব্যবস্থাপনা এবং এঁদের মাতা উম্মে আইমান, মু'আইকিব—তাঁর নিকট হুযুরের আংটি থাকত। হুযুর (সঃ)-এর মুয়াযযিন ছিলো চারজন। মদীনা শরীফে ছিলেন দু'জন, হযরত বিলাল (রাঃ) এবং হযরত ইবনে উম্মে কতুম। একজন ছিলেন কুবাতে। তাঁর নাম সা'দ আল্ কারত্ এবং হযরত আবু মাহজুরা ছিলেন পবিত্র মক্কাতে।

প্রহরী

১। হযরত সা'দ ইবনে মা'আজ বদরের যুদ্ধের সময় হুযুরের তাঁবু পাহারা দিয়েছেন।

২। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা উহুদের যুদ্ধের সময়।

৩। হযরত যুবায়র ইবনে আওয়াম খন্দকের যুদ্ধের সময় এবং আব্বাস বাশারও বিভিন্ন সময় এ দায়িত্ব পালন করেছেন, কিন্তু যখন وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন হুযুর প্রহরা স্থগিত করে দিয়েছেন।

ওহী লিপিবদ্ধকারী

১। হযরত আবু বকর (রাঃ) ২। হযরত উমর (রাঃ) ৩। হযরত উসমান (রাঃ) ৪। হযরত আলী (রাঃ) ৫। হযরত যুবায়র (রাঃ) ৬। হযরত আ'মের ইব্নে ফুহাইরা (রাঃ) ৭। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) ৮। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ) ১০। হযরত সাবিত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাস (রাঃ)

www.pathagar.com

১১। হযরত হানযালা ইবনে রবি আস্দি (রাঃ) ১২। হযরত মুগীরা ইবনে সো'বা (রাঃ) ১৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ১৪। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) ১৫। হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আ'স' (রাঃ) ১৬। হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) ১৭। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাঃ)—ইনি অধিকাংশ কাজ করতেন।

জল্লাদ

১। হযরত আলী (রাঃ) ২। হযরত যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাঃ) ৩। হযরত মিকদাদ ইবনে আম্র (রাঃ) ৪। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) ৫। হযরত আ'সিম ইবনে সাবিত সাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান (রাঃ)।

কবি ও বক্তা

ইসলামের প্রচার ও প্রসারকল্পে যাঁরা কাব্য রচনা করতেন এবং বক্তৃতা করতেন—

হযরত কা'ব ইবনে মালিক, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা, হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাঃ)—এরা সকলে কবি ছিলেন এবং খতীব ছিলেন হযরত সাবিত কায়েস সাম্মাস (রাঃ)।

www.pathagar.com

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

প্রিয় নবী (সঃ)-এর ওফাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রহমত ও নিয়ামতসমূহ

হযূর (সঃ)-এর ওফাতের মাধ্যমে তাঁর প্রতি এবং উম্মতের প্রতি আল্লাহ্‌ পাকের নিয়ামত ও রহমত পরিপূর্ণতা লাভ করে।

যদিও এই ঘটনাটি স্বভাবগত কারণেও অত্যন্ত হৃদয়বিদারক এবং মর্মান্তিক। এমনি দুঃখজনক ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বেও পরিলক্ষিত হয়নি আর পরেও হবে না, তবুও যেহেতু প্রিয় নবী (সঃ) ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন তাই তাঁর ইন্তিকালের মাধ্যমেও আল্লাহ্‌ পাকের রহমতের প্রকাশ ঘটেছে। যেহেতু তিনি ছিলেন উম্মতের জন্য রহমত, আর আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হওয়ার কেন্দ্রও তিনিই। ইন্তিকাল তাঁর জন্যও এক বিরাট নিয়ামত। এই কথার প্রমাণ হিসাবে নিম্নে কয়েকটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে :

প্রথম হাদীস

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে ঈমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেন, যখন সূরা اذا جاء نصر الله অবতীর্ণ করা হয়েছে তখন প্রিয় নবী (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে কি আমার মৃত্যু সংবাদ পরোক্ষভাবে শুনানো হচ্ছে? হযরত জিবরাঈল (আঃ) জবাব দিলেন এই আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে—وللآخرة خير لك من الاولى

অর্থাৎ, পরকাল আপনার জন্য ইহকাল থেকে অনেক উত্তম।

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ এখানে একথাই ইরশাদ হয়েছে যে, পরকালীন জীবনের দিকে প্রত্যাগমন আপনার জন্যে অধিক লাভজনক; কারণ, সেখানে আল্লাহ্ পাকের অতি সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ হবে, আনন্দ ও সুখ লাভ হবে পরিপূর্ণভাবে এবং স্বীয় পদমর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম বুখারী এবং মুসলিম (রঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন,—হুযূর (সঃ)-এর অসুস্থতার (যে অসুখে ইন্তিকাল করেছেন) সময় মিম্বরে উপবেশন করে ইরশাদ করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার সামগ্রিক শোভা সৌন্দর্য ও তাঁর নৈকট্যের সকল সুখ-সম্পদের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছেন আর আল্লাহ্র সেই বান্দা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্যের সুখ-সম্পদকেই অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রহণ করেছেন। এই কথা শ্রবণ করে হযরত আবূ বকর (রাঃ) কান্না শুরু করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, উল্লিখিত বান্দা যে হুযূর (সঃ) নিজেই ছিলেন আমরা তা উপলব্ধি করি, হযরত আবূ বকর (রাঃ) সর্বপ্রথম এই সত্য উপলব্ধি করেন।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হুযূর (সঃ) আখিরাতের জীবনকেই পছন্দ করেছেন। বলা বাহুল্য, দুনিয়া থেকে আখিরাত যে অতি উত্তম, হুযূর (সঃ)-এর এই নির্বাচন দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়।

তৃতীয় হাদীস

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। এই হাদীসে রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) বলে থাকতেন যে, প্রত্যেক নবীকে তাঁদের অসুস্থতার সময় দুনিয়ার জীবন অথবা আখিরাতে প্রত্যাগমন সম্পর্কে ইখতিয়ার দেওয়া হয় এবং হুযূর (সঃ)-এর ওফাত রোগের সময় কাশি হয়েছিল আর হুযূর (সঃ) এ রকম বলতেন ঃ

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ -

www.pathagar.com

অর্থাৎ, এমন সব লোকের সাথে আমি থাকতে চাই, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যেমন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহগণ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, হুযূর (সঃ)-কে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল আর তিনি পরকালকে ইখতিয়ার করলেন।

চতুর্থ হাদীস

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ) সুস্থ থাকাবস্থায় ইরশাদ করতেন যে, নবীর ওফাত হয় তাঁকে তাঁর বাসস্থান জান্নাত দেখিয়ে দিয়ে, অতঃপর ইখতিয়ার দেওয়া হয়। যখন হুযূর (সঃ)-এর অসুস্থতা অতিমাত্রায় বেড়ে গেল তখন তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ইরশাদ করতেনঃ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, উর্ধ্বলোকের বন্ধুকে ইখতিয়ার করছি। ইবনে হাব্বানের বর্ণনা অনুযায়ী رَفِيْقَ الْاَعْلٰى 'উর্ধ্ব লোকের বন্ধু, এরপর হযরত জিবরাঈল, মিকাঈল, ইস্রাফীল (আঃ)-এর নামও উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, এইসব ফেরেশতার বন্ধুত্ব গ্রহণ করি।

ফায়দাঃ পূর্বে উল্লিখিত হাদীসের ন্যায় এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর মাধ্যমে বড় বড় ফেরেশতার বন্ধুত্ব লাভে আরো উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছলেন।

পঞ্চম হাদীস

ইমাম আবদুর রাযযাক হযরত তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন যে, আমাকে দুটি বিষয়ের ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে— একটা হল আমি দুনিয়াতে এতদিন জীবিত থাকি যেন আমি আমার উম্মত-দের বিজয়সমূহ দেখে যেতে পারি; অপরটি হল আখিরাতের দিকে অতিসত্বর প্রত্যাগমন করি। অতঃপর আমি আখিরাতের দিকে অতিসত্বর চলে যাও-য়াই পছন্দ করলাম।

ফায়দাঃ উপরের হাদীস হতে এই হাদীসটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় অধিক সুস্পষ্ট।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ হাদীস

বায়হাকীর একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, যমদূত হুযূর (সঃ)-এর দরবারে এসে সবিনয় আরয করলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌ পাক আমাকে প্রেরণ করেছেন, যদি আপনার অনুমতি পাই তবে আপনার প্রাণ উর্ধ্বলোকে আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে দেই, আর যদি আপনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে আপনার জান কবজ করা থেকে বিরত থাকি। আমাকে আপনার অনুসরণ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। হুযূর (সঃ) দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রতি তাকিয়ে রইলেন। হযরত জিবরাঈল আরয করলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহ্‌পাক আপনার সাক্ষাতে আগ্রহী। অতঃপর হুযূর (সঃ) যমদূতকে রূহ কবজের জন্যে অনুমতি দান করলেন। ইমাম বায়হাকী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক আপনার সাক্ষাতের বাসনা প্রকাশ করেছেন এজন্য যে, আপনার ইহকালীন জীবন থেকে পরকালীন জীবনে আল্লাহ্‌ পাকের অধিক নৈকট্য লাভ হবে। তাই আখিরাতই উত্তম।

সপ্তম হাদীস

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-র একটি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) একদিন হুযূর (সঃ)-কে স্মরণ করে কাঁদছিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি একথা জানা নাই যে, প্রিয় নবীর জন্য দুনিয়া থেকে আখিরাত অনেক উত্তম? উম্মে আইমান একথা স্বীকার করে কান্নার কারণ ব্যক্ত করলেন যে, এখন তো আসমান থেকে আল্লাহ্‌র ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এই কথা শ্রবণ করে উভয় খলীফাই কাঁদতে লাগলেন।

ফায়দাঃ এই হাদীস দ্বারা তিনজন সাহাবীর মতৈক্যে একথা প্রমাণিত হল যে, আখিরাত হুযূরের জন্য দুনিয়া থেকে উত্তম।

অষ্টম হাদীস

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত মূসা (আঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন,—যখন আল্লাহ্‌পাক কোন

www.pathagar.com

উম্মতের প্রতি রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করেন তখন সেই উম্মতের পয়গাম্বরকে উম্মতের পূর্বে মৃত্যুদান করেন এবং সেই পয়গাম্বরকে স্বীয় উম্মতের দলপতি হিসাবে উম্মতের পূর্বেই প্রেরণ করা হয়। আর যখন কোন উম্মতকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তখন ঐ পয়গম্বরের জীবদ্দশায়ই উম্মতকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পয়গাম্বর তাঁদের ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে অবলোকন করতে থাকেন আর এতে তিনি শাস্তি ভোগ করেন। কারণ, ঐ উম্মতগণ স্বীয় পয়গাম্বরকে অস্বীকার করেছে, তাঁকে কষ্ট দিয়েছে।

এই হাদীস দ্বারা হুযূর (সঃ)-এর মৃত্যু উম্মতের জন্য কল্যাণ ও শুভ বলে প্রমাণিত হল।

নবম হাদীস

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এতে হুযূর (সঃ) ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব বর্ণনা করেছিলেন, যাদের শিশুসন্তান বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; সেই হাদীসে একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) আরয করলেনঃ যাদের কোন পুত্র সন্তান এমনি অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত না হয়? প্রিয় নবী (সঃ) জবাব দিলেনঃ আমার উম্মতের জন্য আমি তাদের পূর্বে যাচ্ছি; কারণ, তাদের জন্য আমার মৃত্যু-তুল্য আর কোন বিপদ হবে না।

ফায়দাঃ এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হল, হুযূর (সঃ)-এর মৃত্যুতে উম্মতের যে বিপদ হবে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

দশম হাদীস

ইবনে মাজা শরীফে সংকলিত এক হাদীসে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তির উপর কোন বিপদ আসে সে যেন আমার (মৃত্যুর ঘটনা) বিপদ স্মরণ করে সান্ত্বনা গ্রহণ করে।

ফায়দাঃ এই হাদীসে সওয়াব ব্যতীত আরও একটা হিকমত প্রমাণিত হল আর তা হল সান্ত্বনা।

একাদশ হাদীস

কায়েস ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন—আমি হায়রা নামক স্থানে একজন ধনবান ব্যক্তির সম্মুখে তাঁর অনুগতদেরকে সিজদা করতে দেখলাম

www.pathagar.com

এবং হুযূর (সঃ)-এর সমীপে হাযির হয়ে আরয করলাম যে, আপনার সম্মুখে সিজদা দেয়া তো অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। হুযূর (সঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তা'হলে কি তোমরা আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকেও সিজদা করবে? কায়েস (রাঃ) জবাব দিলেনঃ না। অতঃপর হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেনঃ তাহলে আমার জীবিত অবস্থায়ও সিজদা করো না।[১]

ফায়দা ঃ হুযূর (সঃ)-এর সাহাবীকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তার নিকট থেকে এই কথার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা যে, সিজদা পাওয়ার উপযোগী সে-ই মহান সত্তা, যিনি চিরঞ্জীব। বলা বাহুল্য, এই গুণ একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই বৈশিষ্ট্য।

এই হাদীস দ্বারা আরো একটি হিকমত জানা গেল যে, প্রিয় নবী (সঃ) যদি সর্বদা প্রকাশ্যে জীবিত থাকতেন তাহলে অনেক মূর্খ লোক তাঁকে আল্লাহ্ বলে সন্দেহ করে বসত। সুতরাং হুযূরের ওফাতের কারণে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান ঘটল আর তিনি আল্লাহ্ নন তার উপরও সন্দেহের অবকাশ রইল না।

দ্বাদশ হাদীস

হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেনঃ আমি আমার মৃত্যুর পর আমার সাহাবাদের মতানৈক্য সম্পর্কে আল্লাহ্পাকের নিকট আরয করলাম। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেনঃ হে মুহাম্মদ, আপনার সাহাবাগণ আমার নিকট তারকারাজির ন্যায়, যদিও একটি তারকা অন্যটি থেকে অধিকতর আলোকসম্পন্ন হয়, তবে আলো সবগুলোর মধ্যেই রয়েছে। যে ব্যক্তি আপনার সাহাবাগণের যে কোন একটি অভিমত গ্রহণ করবে সে আমার নিকট হিদায়ত প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে।

ফায়দা ঃ শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার কোন কোন সূত্রের মধ্যে যে পার্থক্য এবং তফাৎ রয়েছে তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ আনুষঙ্গিক ইজতিহাদী বিষয়ে এই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, প্রত্যেকেরই ইচ্ছা শরীয়তের

---

১. আবু দাউদ।

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্ট দলীল প্রমাণের উপর আমল করা, আর এটিই রহমত এবং এর মধ্যে উম্মতের জন্য রয়েছে একটা সহজতর পন্থা।

বলা বাহুল্য, এই মতভেদ ইজতিহাদের উপরই নির্ভরশীল। আর যদি হুযূর (সঃ) সর্বদা জীবিত থাকতেন, তাহলে প্রত্যেক ঘটনা শরীয়তের সুনির্দিষ্ট দলীল দ্বারাই প্রমাণিত হত, এমন অবস্থায় ইজতিহাদের সুযোগ থাকত না।

অতএব প্রথম সাতটি হাদীসে হুযূর (সঃ)-এর দৃষ্টি যে পরকালীন জিন্দেগীর নিয়ামতের প্রতি নিবদ্ধ, সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আর পরের পাঁচটি হাদীস উম্মতের জন্য রহমত হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, হুযূর (সঃ)-এর ওফাত কোনক্রমেই মুসিবত নয়। প্রথমত, ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীসে বিভিন্ন হিকমতের মধ্যে মুসিবতও একটা পৃথক হিকমত বলে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সাহাবায়ে কিরাম (আম্বিয়াদের পরেই যাঁদের মর্যাদা) তাঁদের থেকে বিভিন্নভাবে অনেক দুঃখ-কষ্টের কথা প্রকাশিত হয়েছে। সাহাবাগণ তো মানুষ, ফেরেশতাদের থেকেও দুঃখ করা এবং কান্নার কথা প্রমাণিত আছে।

সুতরাং ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ)-এর অন্তিম সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ هَذَا اٰخِرُ مَوْطِئِىْ مِنَ الْاَرْضِ

অর্থাৎ, এটিই পৃথিবীতে আমার শেষ আগমন। অর্থাৎ, ওহী নিয়ে পৃথিবীতে আর আসা হবে না। হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর এই কথার মধ্যে দুঃখের আভাস পাওয়া যায়।

আবূ নাঈম হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ যখন হুযূর (সঃ)-এর রূহ কবজ করা হয় তখন আজরাঈল (আঃ) কাঁদতে কাঁদতে আসমানের দিকে গমন করলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি আসমানের দিক থেকে হায় মুহাম্মদ! এই শব্দ দ্বারা ক্রন্দন শ্রবণ করেছি। এখানে হযরত আজরাঈল (আঃ)-এর কান্নার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং আবিদ-দুনিয়া হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী (সঃ)-এর ওফাতের পর হযরত খিজির (আঃ) শোক প্রকাশের জন্য সাহাবাদের নিকট এসেছিলেন এবং কেঁদেছিলেন। হযরত খিজির (আঃ) যদি পয়গাম্বর হয়ে থাকেন,

www.pathagar.com

আর আহলে হকদের মতে পয়গাম্বরগণ ফেরেশতাগণের চেয়েও মর্যাদাবান, এক্ষেত্রে তাঁর কান্না ফেরেশতাদের কান্না থেকেও বেশী বিস্ময়কর। এই ঘটনা দ্বারা হুযূর (সঃ)-এর ওফাত যে একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তৃতীয় হাদীসে স্পষ্টতই মুসিবতের কথা উল্লেখ রয়েছে। ইমাম মুসলিম (রঃ) আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,—হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি আমার সাহাবাদের জন্যে নিরাপত্তাস্বরূপ, যখন আমি এই দুনিয়া থেকে চলে যাব তখন অনাগত ভবিষ্যতে বিপদাপদ, ফিতনা, যুদ্ধবিগ্রহ তাদের উপরে আসতে থাকবে এবং সপ্তম হাদীস যা উম্মে আয়মান থেকে বর্ণিত যে, আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে, যা শ্রবণ করে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন —এই তিনটি ঘটনাই বিপদ হওয়ার জন্য বাস্তব প্রমাণ। আর একই ঘটনা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বিশ্লেষণের অধিকারী হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

হুযূর (সঃ)-এর ওফাতের ঘটনা

হুযূর (সঃ) হযরত মায়মুনা (রাঃ)-র ঘরে প্রথম অসুস্থ হন। বিভিন্ন বর্ণনাকারীর মতে জয়নাব বিনতে জাহাশের ঘরে, আবার কেউ কেউ বলেন রাইহানার ঘরে—হুযূরের একজন বাঁদী এবং সোমবার থেকে এই অসুস্থতা শুরু হয়। কেউ কেউ বলেন শনিবার আবার কেউ বুধবারের কথাও বলেছেন। এবং অসুস্থ অবস্থার সর্বমোট সময় কারো মতে তের দিন, কারো মতে চৌদ্দ দিন, কারো মতে বার দিন আর কারো মতে দশ দিন। গ্রন্থকার বলেন ঃ আমার মতে এই মতবিরোধের মাঝে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, অসুস্থতার প্রাথমিক অবস্থা হালকা মনে করে অনেকে গণনা করেন নি; আর অনেকে গণনা করেছেন। প্রথমে মাথা ব্যথা থেকেই রোগের উৎপত্তি হয়, সাথে সাথে জ্বর হয়। খায়বরের যুদ্ধের সময় য়াহূদীরা হুযূর (সঃ)-কে দাওয়াত করে গোপনে খাদ্যদ্রব্যের সাথে বিষ প্রয়োগ করেছিল। হুযূর (সঃ) উক্ত খাদ্যের সামান্য পরিমাণ আহার করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌ পাকের তরফ থেকে জানতে পারলেন যে, এতে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে; তাই অনতিবিলম্বে তিনি সেই খাবার বর্জন

www.pathagar.com

করলেন। হুযূর (সঃ) এই অসুস্থতার সময় একথাও ইরশাদ করেছেন যে, সেই বিষের প্রতিক্রিয়া সর্বদাই অনুভূত হত। কিন্তু এই সময় সেই বিষ তার পূর্ণ প্রতিক্রিয়া করেছে। তাহলে বুঝা যায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিষ প্রয়োগের কারণে শাহাদত লাভ করেছেন। তাই হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-সহ অন্যান্য উলামায়ে-কিরামের একটি দল এই অভিমতই পোষণ করেন। বিভিন্ন দুর্বল সূত্র থেকে জানা যায় হুযূরের রোগ পাঁজরের ব্যথা থেকে শুরু হয়। পাশাপাশি অন্য একটি বিবরণেও উল্লিখিত হয়েছে, স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদও এই অভিমতের সমর্থনে পেশ করা যায়। উলামায়ে কিরাম বলেছেন,—দুটি বিবরণের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে যে, পাঁজরের ব্যথা দুটি রোগের উপর প্রযোজ্য। প্রথমত, গরমের কারণে যে ব্যথা হয়; দ্বিতীয়ত, পাঁজরের মধ্যে বাতাস রুদ্ধ হওয়ার কারণে যে ব্যথা হয়। অতএব, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পাঁজরের ব্যথা হত এবং এই ব্যথা খুব কঠিন হয়ে উঠল। আর হুযূরের অসুস্থতা যখন বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করল, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নামায পড়াবার জন্যে আদেশ করলেন এবং তিনি সতের ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করলেন। এরই মধ্যে হুযূর আকরাম এক ওয়াক্ত খুব কষ্ট সহ্য করে বসে বসে নামায পড়ালেন। আর একদিন সাহাবাদের কান্নাকাটির কথা শ্রবণ করে মসজিদে আগমন করলেন এবং মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় সাহাবাগণকে উপদেশ ও নসিহত করলেন। ওয়াহিদী (রঃ) হযরত ইবনে মসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ) ওফাতের পূর্বে আমাদেরকে হযরত আয়েশা (রাঃ)-র গৃহে একত্রিত করে অচিরেই আখিরাতের সফর করবেন বলে ইরশাদ করলেন। আমরা আরয করলাম: ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)! আপনার ওফাতের পর কে আপনাকে গোসল দেবে? ইরশাদ করলেন: আমার পরিবারের লোকেরা। পুনঃ আরয করলাম: আপনাকে কোন্ কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হবে? জবাব দিলেন: আমার এই সমস্ত কাপড় দ্বারাই (হুযূরের লেবাস ছিল চাদর-পায়জামা এবং কোর্তা) আর যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে মিসরের সাদা কাপড় দ্বারা অথবা ইয়ামেনী চাদর দ্বারা। আমরা পুনরায় প্রশ্ন করলাম: আপনার জানাযা কারা পড়বে? ইরশাদ করলেন: যখন গোসল ও কাফন পরানো শেষ হবে তখন আমার জানাযা কবরের পাশে

www.pathagar.com

রেখে তোমরা একটু দূরে চলে যেও। প্রথমে ফেরেশতারা এসে নামায পড়বেন। অতঃপর তোমরা বিভিন্ন শ্রেণী হয়ে আসতে থাকবে এবং জানাযার নামায পড়তে থাকবে এবং প্রথমে আহলে বায়তের পুরুষগণ নামায পড়বে অতঃপর স্ত্রীলোকগণ। অতঃপর তোমরা এবং অন্যান্য ব্যক্তি। আরয করলাম ঃ আপনাকে কবরে কে রাখবে? ইরশাদ করলেন ঃ আমার আহলে বাইত এবং তাঁদের সাথে ফেরেশতাগণও থাকবেন। তিবরানী (রঃ)-ও এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে এই হাদীসটির সূত্র খুবই দুর্বল।

একদিন যখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) নামায পড়াচ্ছিলেন, তখন হুযূর (সঃ) গৃহদ্বারের পর্দা সরিয়ে সাহাবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুচকি হাসলেন। সাহাবাগণ ভাবলেন, হয়ত হুযূর (সঃ) তশরিফ আনবেন। তখন সাহাবাদের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। নামাযের মধ্যেই পেরেশানীর উপক্রম হয়ে গেল আর হযরত আবূ বকর (রাঃ) ইমামতি থেকে পিছনে ফিরে আসার ভাব প্রকাশ করলেন। কিন্তু হুযূর (সঃ) হস্ত মুবারকের ইশারা দ্বারা বোঝালেন যে, নামায শেষ কর। অতঃপর তিনি পর্দা ছেড়ে দিয়ে গৃহাভ্যন্তরে তশরিফ নিয়ে গেলেন। আর এটিই ছিল হুযূর (সঃ)-এর শেষ যিয়ারত। ওফাতের পূর্বক্ষণের আরো কতিপয় ঘটনা পূর্বোল্লেখিত হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

প্রিয় নবী (সঃ)-এর তিরোধান

হিজরতের দশম বছরের মাহে রবিউল আউয়ালের প্রথম ভাগে সোমবার দিন দুপুরের পূর্বে অথবা পরে প্রিয় নবী (সঃ) এই দুনিয়া থেকে তশরিফ নিয়ে যান। ভয়-ভীতি, বিস্ময়, বিপদানুভূতি এবং শোকাহত হওয়ার কারণে অনেকে হুযূর (সঃ)-এর ওফাত সংবাদ বিশ্বাস করতে পারেন নি। অনেকে সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়েন। প্রিয় নবী (সঃ)-এর গোসল, কাফন এবং জানাযার নামায প্রভৃতির নিয়ম-কানুন অনেকেরই অজানা ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্য মৃতদের নিয়ম-কানুন যে প্রযোজ্য হবে না, একথা সর্বজনবিদিত। আর প্রিয় নবী (সঃ)-এর যে বিশেষ ব্যবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

হুযূর (সঃ)-এর জানাযা বা দাফন-কাফন সম্পর্কে শরীয়তের বিধান এইজন্য প্রকাশিত হয়নি যে, সাহাবায়ে-কিরাম অন্যান্য হুকুম-আহকাম

www.pathagar.com

সম্পর্কে যেভাবে হুযূর (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন এ ব্যাপারে তা জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হয়নি। মন কি করে এই কথাটি মেনে নেবে? এই শব্দটি কিভাবে মানুষ উচ্চারণ করবে?

তবুও কয়েকজন সুদৃঢ় অন্তরের অধিকারী সাহাবায়ে-কিরাম এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আর কোন কোন বিষয় সেই মুহূর্তে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাঁদের অন্তরে ইলহাম হয়েছে। মোদ্দা কথা এই যে, এসব বিষয়ে সকলের জ্ঞান ছিল না। অতঃপর ভবিষ্যতে ইসলামের হিফাজতের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিল একজনকে খলীফা নির্বাচিত করে সকলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁকে কেন্দ্র করে সকলে একত্রিত হওয়া। এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্য সুসম্পন্ন করার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন হল। অতঃপর জানাযার নামায বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আদায় করা হল, কারণ, তাতে জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়নি। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হবে, আর এতে অধিক সময় ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দেহ মুবারকে কোন প্রকার পরিবর্তনের আশংকা ছিল না। এইজন্য সকলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জানাযা পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ সমস্ত কার্যের কারণে স্বাভাবিকভাবেই দাফন কার্য বিলম্বিত হয়। সুতরাং সেইদিন সোমবার এবং পরের দিন মঙ্গলবার পার হয়ে বুধবার রাত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দাফন করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মঙ্গলবার দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। তৃতীয় এক বর্ণনায় বুধবার দিনের কোন এক সময়ে জানাযা সমাধা হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত বর্ণনা প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী গৃহীত হবে। কেননা, আরবী হিসাব অনুযায়ী রাতকে প্রথমে গণনা করা হয় আর এতে তারিখ পরিবর্তন হয়ে যায়। আর এই অর্থেই মঙ্গলবার দিনগত রাতকে বুধবার বলা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন পরিভাষা মুতাবিক রাত্রের প্রথম ভাগকে সেই দিনেরই অংশ বলা হয়। আর এজন্যই উল্লিখিত রাতকে মঙ্গলবার উল্লেখ করা হয়েছে। আর সত্য কথা এই যে, ঘটনাটি যেমন মানুষকে বেহুঁশ করে দেওয়ার ন্যায়, তেমনি ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে একথা বলা যায় যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দাফন কার্য সমাধা করা

www.pathagar.com

হয়েছে। অন্যথায় মাসাধিক কাল পর্যন্তও যদি এই কার্য বিলম্বিত হত তবুও বিচিত্র ছিল না। আর এমন অবস্থায় সাহাবাদের ধৈর্য ধারণ করা—এটাও হযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান শিক্ষা ও আদর্শের বরকতেই সম্ভব হয়েছিল। শুষ্ক মস্তিষ্কধারী রুচিহীন প্রশ্নকারী এখানে কতটুকুই বা সাধ পাবে ?

ইমাম বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন প্রিয় নবী (সঃ)-কে গোসল দেওয়ার সময় হল তখন বিস্ময়কর প্রশ্ন দেখা দিল যে, অন্যান্য মৃত ব্যক্তির ন্যায় হযূর (সঃ)-এর দেহের কাপড় খুলে ফেলা হবে, না কাপড়সহ গোসল দেওয়া হবে? এর মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। তখন আল্লাহ্ পাকের হুকুমে সকলে তন্দ্রাহত হলেন এবং গৃহের এক কোণ থেকে কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বলে দিল যে, কাপড়সহই গোসল দাও। সুতরাং কাপড়সহ গোসল দেওয়া হল। ইবনে সা'দের এক বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, ঐ সময় অতি সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হলো এবং দেহ মুবারকের ভেজা কাপড় শুকিয়ে গেল।

কাফন

প্রিয় নবী (সঃ)-এর কাফন সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, হযূর (সঃ)-কে তিনখানি ইয়ামেনী কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কোর্তা ও পাগড়ি ছিল না। কোন একজন বর্ণনাকারী উল্লেখ করেছেন যে, দুইখানি ছিল সাদা কাপড় আর একখানি ছিল ডোরা কাপড়। ডোরা কাপড় কাফনের মধ্যে ব্যবহারের জন্যে আনা হয়েছিল, তবে তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এই কথা বলা হয়েছে যে, তিনখানি কাপড়ই সুতার দ্বারা প্রস্তুত ছিল। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ কাফনে কোর্তা ব্যবহার এজন্য সুন্নত বলেছেন যে, হযূর (সঃ) একজন মৃত ব্যক্তিকে কোর্তা দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-র বর্ণনাতে একথা বলা হয়েছে যে, হযূর (সঃ)-এর কাফনে কোর্তা দেওয়া হয়নি। তাতে একথারও উল্লেখ রয়েছে, যে কোর্তার সাথে হযূর (সঃ)-কে গোসল দেওয়া হয়েছিল সেই কোর্তা খুলে রাখা হয়েছে। আল্লামা নববী এই বর্ণনাকেই সর্বাধিক সত্য ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এতদ্ব্যতীত, একথাও চিন্তার বিষয় যে, যে

www.pathagar.com

কোর্তাসহ হুযূর (সঃ)-কে গোসল দেওয়া হয়েছিল তার সাথেই যদি কাফন পরিধান করান হতো, তবে অন্যান্য কাপড়ও ভিজে যেত। আবূ দাউদ শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, হুযূর (সঃ) যে কাপড় পরিধানরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন, সেই কাপড়সহ অন্য দু'খানি কাপড় দ্বারা কাফনকার্য সমাপন করা হয়েছে। ইয়াযিদ ইবনে জিয়াদ এই হাদীসের অন্যতম বর্ণনা-কারী হওয়ার কারণে এই সূত্রটি দুর্বল প্রমাণিত হয়।

ইবনে মাজা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেন যে, যখন হুযূর পাক (সঃ)-এর জানাযা তৈরী করে গৃহে যাওয়া হয় তখন প্রথমে পুরুষ লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জানাযার নামায আদায় করলেন। অতঃপর অনুরূপভাবে মহিলাগণ, তৎপর অপরিণত বয়সের ছেলেরা জানাযার নামায আদায় করেন। হুযূরের জানাযার নামাযে কাউকে ইমাম নির্দিষ্ট করা হয়নি।

দাফন

এরপর আলোচনা হল দাফন সম্পর্কে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ আমি হুযূর (সঃ)-এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছি যে, যে স্থানে আম্বিয়া (আঃ)-গণ দাফন হওয়া পছন্দ করেন আল্লাহ্ পাক সে স্থান হতে তাঁদের রূহ কবজ করান। তাই হুযূর (সঃ)-কে সে স্থানেই দাফন কর, যেখানে তাঁর শয্যা ছিল (তিরমিযী)। এতে একথা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে না যে, প্রত্যেক নবীর কবর তাঁর মৃত্যুস্থলেই হতে হবে। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-র হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুস্থলে সমাধিস্থ হওয়া তাঁরা পছন্দ করেন। কিন্তু পরে যদি কোন অসুবিধার কারণে অথবা সকলের পরামর্শ অনুযায়ী অন্যত্র দাফন করা হয় তবে তারও অনুমতি রয়েছে।

হযরত আবূ তালহা (রাঃ) হুযূরের কবর তৈরী করেছেন এবং দাফনের সময় হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর অপর দুই পুত্র কাসিম (রাঃ) এবং ফজল (রাঃ) কবরে নেমেছিলেন। হুযূর (সঃ)-এর কবরে নয়টি কাঁচা ইট দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শাকরাম (হুযূরের আযাদ করা গোলাম) তার নিজের বিবেচনা মতে নাজরানে তৈরী একটি কম্বল [যে কম্বল হুযূর (সঃ) ব্যবহার করতেন] কবরে বিছিয়ে দিয়েছিলেন,

www.pathagar.com

কিন্তু ইবনে আবদুল বার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, পরে কবর থেকে তা তুলে নেওয়া হয়েছে। হযরত বিলাল (রাঃ) এক পাত্র পানি নিয়ে কবরের মাথার দিক থেকে শুরু করে সারা কবরে ছিটিয়ে দিলেন। বুখারী শরীফে সুফিয়ান তামার থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি (সুফিয়ান তামার) হুযূর (সঃ)-এর কবর মুবারক কোহান অর্থাৎ উষ্ট্রের পৃষ্ঠের ন্যায় উঁচু দেখেছেন। দারামি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি প্রিয় নবী (সঃ)-এর মদীনা শুভাগমনের চেয়ে উজ্জ্বল ও সুন্দরতর দিন এবং প্রিয় নবী (সঃ)-এর ইন্তিকালের দিন থেকে মন্দ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন আর কোন দিন দেখিনি। ইমাম তিরমিযী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় নবী (সঃ) যেদিন মদীনাতে শুভাগমন করলেন, সেদিন হুযূরের নূরের জ্যোতিতে মদীনার সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর যেদিন তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সেদিন যেন সবকিছুই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আর এইমাত্র আমরা হুযূরের দাফন কার্য সমাধা করেছি, এমনকি এখনো হাতের মাটি পর্যন্ত পরিষ্কার করিনি, এমনি সময় আমরা আমাদের মনের অবস্থার পরিবর্তন অনুভব করলাম (এই কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌ আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন) আমাদের বিশ্বাসে অথবা আমলে কোন প্রকার পরিবর্তন এসেছে বরং হুযূর (সঃ)-এর নৈকট্য ও সান্নিধ্যে যে বিশেষ নূর ছিল তা আর রইল না। (বস্তুত কামিল ও হক্কানী পীরের নৈকট্য ও দূরত্বের পার্থক্য এখনো অনুভূত হয়)।

যিয়ারত

ইমাম দারে কুত্‌নী (রঃ) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন :

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য শাফা'আত করা আমার জন্য ওয়াজিব।

www.pathagar.com

মু'যামে কবির তিবরানীতে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَعْمِلُهُ حَاجَةٌ اِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ

اَنْ اَكُوْنَ شَفِيْعًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার নিকট শুধু আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই আসবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা একান্ত কর্তব্য হবে। এই হাদীসকে ইবনুস সাকান সত্য বলেছেন।

অপরদিকে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে ঃ

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلَى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ -

অর্থাৎ, তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত আর কোন মসজিদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করো না।

এই হাদীস মসজিদ সম্পর্কে, কবর সম্পর্কে নয়। কাজেই এই হাদীস পূর্বে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী নয়। অনুরূপ একখানি হাদীস মাওলানা মুফতী সদরুদ্দীনখান (দিল্লী) তাঁর নিজের গ্রন্থ মুনতাহাল মাকাল-এর মধ্যে সংকলন করেছেন ঃ

فِيْ مُسْنَدِ اَحْمَدَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِيْ لِلْمَطِيِّ اَنْ يُشَدَّ رِحَالُهُ اِلَى

مَسْجِدٍ يَنْبَغِيْ فِيْهِ الصَّلٰوةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ

الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ هٰذَا -

www.pathagar.com

কবি বলেছেন ঃ

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا

وكنت برا ولم تك جافيا

অর্থাৎ, হে রসূলুল্লাহ! আপনিই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। আপনি আমাদের প্রতি ছিলেন অতীব দয়াবান, অতীব মেহেরবান, আপনি কোনদিন আমাদের প্রতি কঠোর হন নি।

وكنت رحيما وهاديا ومعلما

ليبك عليك اليوم من كان باكيا

অর্থাৎ, হে রসূল! আমাদের জন্য আপনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াবান, পথ-প্রদর্শক এবং মহান শিক্ষক। অতএব, আজ আপনার বিরহে কাতর প্রাণে কান্নাকাটি করা উচিত।

فدى لرسول الله أمي وخالتي

وعمي وخالي ثم نفسي وماليا

অর্থাৎ, হে রসূলুল্লাহ্! আপনার জন্য কুরবান আমার মাতা, খালা, চাচা, মামা, আমার জান এবং আমার অর্থ-সম্পদ—এক কথায় সবকিছু।

فلو أن رب الناس أبقى نبينا

سعدنا ولكن أمره كان ماضيا

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-কে দুনিয়াতে জীবিত রাখতেন, তবে আমরা ভাগ্যবান হতাম। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের যা আদেশ, তা তো অবশ্যই জারি হবে।

عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ السَّلَامُ تَحِيَّةً

اُدْخِلْتَ جَنَّاتِ مِنَ الْعَدْنِ رَاضِيًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার প্রতি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হাজার হাজার সালাম তুহফা, আর আল্লাহ্ পাক আপনাকে জান্নাতে আদ্নে প্রবেশাধিকার দান করুন।

www.pathagar.com

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হুযূর আকরাম (সঃ) আলমে বরযখে

প্রথম হাদীস

ইবনুল মুবারক (রঃ) হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেন যে, এমন কোনদিন যায় না যেদিন উম্মতের আমল সকাল-সন্ধ্যায় হযূর (সঃ)-এর মহান দরবারে পেশ করা হয় না।[১]

দ্বিতীয় হাদীস

মিশকাত শরীফে হযরত আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক যমীনের উপর আম্বিয়া (আঃ)-গণের দেহ মুবারক হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্র পয়গম্বরগণ জীবিত থাকেন এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়।[২]

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুযূর (সঃ) রওজা শরীফে জীবিত রয়েছেন এবং সেই স্থানের উপযোগী রিযিকও প্রদান করা হচ্ছে। শহীদগণও কবরে জীবিত থাকেন এবং তাদেরকেও রিযিক প্রদান করা হয়। কিন্তু আম্বিয়া (আঃ)-গণের অবস্থা অতি উত্তম ও পরিপূর্ণ।

তৃতীয় হাদীস

ইমাম বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে হুযূরে পাক (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আম্বিয়া (আঃ)-গণ স্বীয় কবরে জীবিত থাকেন এবং নামায আদায় করেন।[৩]

---

১. মাওয়াহিব।

২. ইবনে মাজা।

৩. মাওয়াহিব।

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ এই নামায পড়া অনিবার্য বা অত্যাবশ্যকীয় নয়, বরং মনের আনন্দে, প্রাণের টানে। আর এই জীবিত থাকার অর্থ এই নয় যে, হুযূর (সঃ)-কে সর্বস্থান থেকে ডাকা জায়েয হবে, কারণ, মিশকাত শরীফে ইমাম বায়হাকীর সূত্রে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আমার কবরের সন্নিকটে দণ্ডায়মান হয়ে আমার প্রতি দরূদ পেশ করে তা আমি স্বয়ং শ্রবণ করি আর অনুরূপ অর্থাৎ ফেরেশতাগণের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়। যে ব্যক্তি দূর থেকে দরূদ প্রেরণ করে, তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়। আরো একটি হাদীস মিশকাত শরীফে ইমাম নাসায়ী ও দারামী (রঃ)-র সূত্রে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ পাকের কিছুসংখ্যক ফেরেশতা পৃথিবীতে ভ্রমণ করার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছেন, তারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার নিকট সালাম পৌঁছাতে থাকেন।

চতুর্থ হাদীস

হযরত বুনয়া ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত একটি হাদীস মিশকাত শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, হযরত কা'ব আল্ আহবার (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-র খেদমতে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে উপস্থিত সকলেই প্রিয় নবী (সঃ) সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। হযরত কা'ব বললেন ঃ এমন কোন দিন আসে না যেদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা হযূর (সঃ)-এর মহান দরবারে আগমন না করে, এমনকি তাঁরা নিজেদের বাহু সম্প্রসারণ করে রওজা মুবারক বেষ্টন করে রাখে এবং সাথে সাথে হুযূর (সঃ)-এর প্রতি দরূদ পেশ করতে থাকে। যখন সন্ধ্যা হয় তখন এইসব ফেরেশতা আসমানের দিকে ফিরে যায় আর তাদের স্থলে আসে ফেরেশতাদের নতুন দল। তাঁরাও পূর্ববর্তী ফেরেশতাদের অনুরূপ কাজ করতে থাকে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে কিয়ামত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ আসতে থাকবে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে তখন মহানবী (সঃ) সত্তর হাজার ফেরেশতার সাথে কবর থেকে বের হয়ে আসবেন। সেই সমস্ত ফেরেশতা হযূর (সঃ)-কে সঙ্গে করে কিয়ামতের ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে থাকবেন। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম দারামী।

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ এই বর্ণনায় কবরের জীবনে হুযূর (সঃ)-এর এক মহা সম্মান ও মর্যাদার প্রমাণ রয়েছে।

পঞ্চম হাদীস

মিশকাত শরীফে হযরত আবূ দাউদ এবং বায়হাকীর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে প্রিয় নবী (সঃ)-এর ইরশাদ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যখন আমার প্রতি দরূদ পেশ করে তখন আল্লাহ্ পাক আমার রূহকে ফেরত দেন এবং আমি সেই সালামের জবাব দিয়ে থাকি।

ফায়দা ঃ এতে হুযূর (সঃ)-এর জীবিত থাকার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নাই। এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আমার রূহ সর্বদা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহান নৈকট্যে বিভোর থাকে। এমন অবস্থায় কারো সালাম পৌঁছলে আমি সেদিকে মনোনিবেশ করি। যেমন পৃথিবীতে ওহী নাযিলের সময় হুযূর পাক (সঃ)-এর অনুরূপ অবস্থা হত, তা থেকে অবসর পেলে সালামের প্রতি মনোযোগ দিতেন। এই সকল হাদীস দ্বারা হুযূর (সঃ)-এর হায়াতের ফযীলত এবং ফেরেশতাদের সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত আলমে বরযখের জীবনে আরো কতিপয় বিষয় প্রমাণিত হয়। যেমন, উম্মতের আমল নিরীক্ষণ করা, নামায পড়া, ঐ জগতের উপযোগী আহার গ্রহণ করা, নিকটবর্তী লোকের সালাম স্বয়ং শ্রবণ করা এবং ফেরেশতাদের মাধ্যমে দূরবর্তীদের সালামের জবাব দেওয়া ; এমন কার্যাবলী সর্বদাই হতে থাকে। এতদ্ব্যতীত কখনো কখনো বিভিন্ন নেককার লোকের সাথে জাগ্রত অবস্থায় তাঁর কথা বলা ও হিদায়ত করার বিবরণও পাওয়া যায়। আর স্বপ্নে ও কাশ্ফের অবস্থায় এমন অসংখ্য ঘটনার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আর একই সময় এইসব কাজের একত্রীকরণ থেকে এমন অহেতুক সন্দেহ করা অনুচিত যে, একই সময় এত কাজ কিভাবে সমাধা করেন? কেননা, বরযখের জীবন রূহ দুনিয়া অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ ও শক্তি লাভ করে। বিশেষত হুযূর (সঃ)-এর রূহ মুবারক আরও অধিক শক্তি ও সুযোগ লাভ করে থাকে। আর এই সুযোগের আশ্রয় নিয়ে যেসব ঘটনা কোন অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি অথবা যেসব ঘটনা সম্পর্কে শরীয়ত 'না' সূচক রায় দিয়েছে অথবা হাঁ বা না কিছুই বলেনি বরং নিরবতা অবলম্বন করেছেন সেসব বিষয় বা ঘটনাকে প্রমাণ করা

www.pathagar.com

অথবা সময় বিশেষের কোন প্রমাণিত ঘটনাকে সর্বকালের জন্য প্রমাণিত মনে করা বৈধ হবে না। বিষয়টি খুবই জটিল, অতএব এর সত্যতা উপলব্ধি করতে হবে অত্যন্ত যত্ন-সহকারে।

من الروض

فَاللهِ اُقْسِمُ مَا وَافَاكَ مُنْكَسِرٌ

اِلَّا وَاَصْبَحَ مِنْهُ الْكَسْرُ يَنْجَبِرُ

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ পাকের শপথ করে বলছি যে, যে কোন অসহায় মানুষ দোয়া করার জন্য [প্রিয় নবী (সঃ)-এর রওজা মুবারকে] উপস্থিত হয়েছে তারই অসহায়তা দূরীভূত করা হয়েছে এইভাবে যে, প্রিয় নবী (সঃ) রওজায়ে পাকে জীবিত থাকার কারণে ফরিয়াদী ব্যক্তির ফরিয়াদ শ্রবণ করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেছেন আর তাতে আল্লাহ্ পাক হুযূর (সঃ) এর দোয়ার বরকতে ঐ ফরিয়াদী ব্যক্তিকে সফলকাম করেছেন)।

وَلَا احْتَمٰى بِحِمَاكَ الْمُحْتَمِىْ فَزِعًا

اِلَّا وَعَادَ بِاَمْنٍ مَالَهٗ خَطَرُ

অর্থাৎ, এবং যে কোন ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হুযূর (সঃ)-এর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে, সে আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভ করেছে, এমন আনন্দের সাথে প্রত্যাবর্তন করেছে যে তাঁকে কোনরূপ লজ্জিত হতে হয়নি (যেমন বিফল হলে লজ্জিত হতে হয়)।

وَلَا اَتَاكَ فَقِيْرُ الْحَالِ ذُوْ اَمَلٍ

اِلَّا وَفَاضَ مِنَ الْاٰثَارِ لَهٗ نَهَرُ

www.pathagar.com

অর্থাৎ, কোন দুঃখী অভাবী ফকির কোন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রিয় নবী (সঃ)-এর রওজায় উপস্থিত হয়েছে, তার পদচিহ্ন থেকেই (আল্লাহ্ পাক) সে ব্যক্তির প্রয়োজনের আয়োজনে নিয়ামতের নহর প্রবাহিত করে দিয়েছেন অর্থাৎ, যে কোন অভাবী ব্যক্তি হুযূর (সঃ)-এর রওজা মুবারকে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেছে, হুযূর (সঃ) তার দোয়া শ্রবণ করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ঐ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছেন আর আল্লাহ্ পাক তা কবূল করেছেন।

وَلَا اَتَاكَ امْرُءٌ مِنْ ذَنْبِهٖ وَجِلٌ

اِلَّا وَعَادَ بِعَفْوٍ وَهُوَ مُغْتَفَرٌ

অর্থাৎ, এবং যে কোন পাপী ব্যক্তি নিজ পাপের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে মাগফিরাতের দোয়া প্রার্থনা করার জন্য হুযূরে আকরাম (সঃ)-এর রওজা মুবারকে উপস্থিত হয়েছে, সে ব্যক্তিই আল্লাহ্-পাকের তরফ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। [এমনভাবে যে হুযূর (সঃ) রওজায়ে পাকে জীবিত থাকার কারণে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শ্রবণ করে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেছেন আর আল্লাহ্ পাক তার দোয়া কবুল করেছেন]।

وَلَا نَادَاكَ لَهِيْفٌ عِنْدَ نَازِلَةٍ

اِلَّا وَلَبَّاهُ مِنْكَ الْعَوْنُ وَالْيُسْرُ

অর্থাৎ, এবং যে কোন বিষণ্ণ শোকার্ত মানুষ তার কোন বিপদের সময় আপনার রওজা পাকে উপস্থিত হয়ে (দোয়ার জন্য) আপনার খেদমতে আরয করেছে তাকেই আপনার পক্ষ থেকে সাহায্য ও কৃপা জবাব দিয়েছে (এমনভাবে যে বরযখের জীবনে আপনি জীবিত থাকায় এই ব্যক্তির ফরিয়াদ শ্রবণ করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেছেন আর আল্লাহ্ পাক আপনার দোয়া কবূল করেছেন, ফলে ঐ ব্যক্তির বিপদ দূরীভূত হয়েছে।

www.pathagar.com

অষ্টবিংশ অধ্যায়

প্রিয় নবী (সঃ)-এর কয়েকটি বিশেষ ফযীলত যা কিয়ামতের ময়দানে প্রকাশিত হবে

প্রথম হাদীস

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে, আমি কিয়ামতের দিন সমস্ত বনি আদমের অর্থাৎ সমস্ত মানব জাতির দলপতি হব। কিয়ামতের দিন যাদের কবর ফেটে যাবে আমি তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হবো এবং (অর্থাৎ সর্বপ্রথম আমিই কবর থেকে উঠব এবং সুপারিশকারীর মধ্যে) সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হব। আর সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই গ্রহণ করা হবে।[১]

বুখারী ও মুসলিম শরীফের অপর একটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, কিয়ামতের সময় একটা বিকট আওয়াজের কারণে সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত মূসা (আঃ)-এর হুশ ফিরে আসবে। এই হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসের বিপরীত নয়। কারণ, এটা ঐ বিকট শব্দ নয়, যার পরে পুনরুত্থান হবে, যার পর হুযূর (সঃ) সর্বপ্রথম উঠবেন। বরং পুনরুত্থানের পর আরো একটা বিকট শব্দ হবে আর এই শব্দের কারণে সকল মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যাবে। এদিকেই ইঙ্গিত করে প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ فاكون اول من يفيق (অর্থাৎ) সর্বপ্রথম আমিই হুঁশ ফিরে পাব। আর এই ঘটনাতেই মূসা (আঃ)-এর সর্বপ্রথম হুঁশ ফিরে পাওয়ার বিবরণও রয়েছে। এই দুটি পরস্পর-বিরোধী বিবরণের মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, সম্ভবত

---

১. মুসলিম।

www.pathagar.com

বিশেষ কোন কারণে মূসা (আঃ) সর্বপ্রথম হুঁশ ফিরে পাবেন। যেমন, এক হাদীসে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়ঃ

فَلَا أَدْرِيْ أَخُوْسِبَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ -

সম্ভবত (দুনিয়াতে) তুর পাহাড়ে একবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার কারণে মূসা (আঃ) বেহুঁশ হননি অথবা প্রথমেই হুঁশ ফিরে পেয়েছেন, যেমন, কিয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান সম্পর্কে এই পরিচ্ছেদের সপ্তম হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমার অনুসারী সবচেয়ে বেশী হবে। আর আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করব (মুসলিম)।

তৃতীয় হাদীস

মাওয়াহিব নামক গ্রন্থে ইবনে জানুযুয়ার সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আমি কিয়ামতের দিন একটা বুরাকের উপরে উপবিষ্ট থাকব এবং আম্বিয়াদের (আঃ) মধ্যে আমিই এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হব।

চতুর্থ হাদীস

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযূরে আকরাম (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। তাতে একথারও উল্লেখ রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ)-ইরশাদ করেছেন যে, আমাকে 'শাফা'আতে কুব্‌রা' দান করা হবে যা সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য হিসাব গ্রহণের কারণ হবে, আর এটি প্রিয় নবীরই বৈশিষ্ট্য।[১]

---

১. বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

পঞ্চম হাদীস

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযূর পাক (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের বিবরণ রয়েছে। হযূর (সঃ) ইরশাদ করেন যে, কিয়ামতের দিন আমার হাতে আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ হামদের পতাকা থাকবে। আর আমি এই কথা গর্ব করে বলছি না যে, হযরত আদম (আঃ)-সহ সমস্ত নবী আমার পতাকাতলে থাকবেন।[১]

ষষ্ঠ হাদীস

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে, যখন সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে তখন আমিই সর্বপ্রথম কবর থেকে বের হয়ে আসব এবং আমি সকলের অগ্রভাগে থাকব। যখন সকলেই আল্লাহ্‌ পাকের সম্মুখে উপস্থিত হবে তখন সকলেই থাকবে সম্পূর্ণ নীরব। আর আমি সকলের পক্ষ থেকে সুপারিশের জন্য আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে আবেদন-নিবেদন করতে থাকব। যখন সকল মানুষ আল্লাহ্‌ পাকের মহান দরবারে হিসাব পেশ করার জন্য দণ্ডায়মান থাকবে তখন আমাকে শাফা'আত করার জন্য অনুরোধ জানানো হবে। সকলে যখন নিরাশ থাকবে, তখন আমি সুসংবাদ দান করব। সকল প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের চাবি ঐদিন আমার হাতে থাকবে। আল্লাহ্‌র হামদের পতাকা আমার হাতে থাকবে এবং সমস্ত আদম সন্তানের মধ্যে আল্লাহ্‌ পাকের নিকট ঐদিন আমিই সবচেয়ে অধিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী থাকব। এক হাজার গোলাম সেবা ও সম্মানের জন্য আমার নিকট গমনাগমন করতে থাকবে। তাদের আকৃতি এত সুন্দর হবে, মনে হবে যে, ধূলিকণা থেকে পরিচ্ছন্ন ডিমের ন্যায় অথবা এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা হীরক মালার ন্যায়।[২]

ফায়দা ঃ পূর্ব পরিচ্ছেদে সংকলিত হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে যে হযূর (সঃ) রওজা থেকে পুনরুত্থিত হয়ে আসবার সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা তাঁর সাথে থাকবে।

---

১. তিরমিযী।

২. তিরমিযী, দারেমী।

www.pathagar.com

সপ্তম হাদীস

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ) (যমীন বিদীর্ণ হওয়ার পরের অবস্থা সম্পর্কে) ইরশাদ করেছেন যে, আমাকে জান্নাতের পোশাক থেকে এক জোড়া পোশাক পরিধান করানো হবে। অতঃপর আমি আল্লাহ্ পাকের আরশের ডানপাশে দণ্ডায়মান হব। সমস্ত মানব জাতির মধ্যে ঐ স্থানে অন্য কোন মানুষ দণ্ডায়মান হবার সুযোগ পাবে না।[১]

ফায়দাঃ লোম'আত নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, সম্ভবত এটিই মাকামে মাহমুদ। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ ও মুজাহিদ থেকে 'মাকামে মাহমুদ' সম্পর্কে আরোও একটা ব্যাখ্যা রয়েছে। আর তা হল এই যে, প্রিয় নবী (সঃ)-কেও একটি বিশেষ আরশে উপবেশন করানো হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-র অপর এক ব্যাখ্যা মুতাবিক মাকামে মাহমুদ একটি কুরসীর নাম আর তার উপরে প্রিয় নবী (সঃ)-কে বসানো হবে। মাওয়াহিব নামক গ্রন্থে হাদীসটি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যাসহ উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস যা ইমাম দারীমী স্বীয় গ্রন্থে সংকলন করেছেন, তাতে প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আমাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পর পোশাক পরিধান করানো হবে। এই হাদীসের মধ্যেই একটু চিন্তা করলে প্রতীয়মান হবে যে, এই বক্তব্য কবর থেকে উঠবার সময় সম্পর্কে নয়, বরং এটি কিয়ামতের ময়দান সম্পর্কে।

সুতরাং এই হাদীসে রয়েছে যে, ويجاء بكم حفاة অর্থাৎ, তোমাদেরকে বস্ত্রহীন অবস্থায় আনা হবে।

অতএব, হাদীস দু'খানির মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, প্রথমবার কবর থেকে উঠে আসার পূর্বে যে পোশাক পরিধান করানো হবে তখন প্রিয় নবী (সঃ)-কেই প্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে। আর কবর থেকে বের হয়ে আসার পর যে পোশাক পরিধান করানো হবে তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে প্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে। এর কারণ (ঐতিহাসিকগণের ধারণা মুতাবিক) সম্ভবত এ হতে পারে যে, নমরূদ কর্তৃক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিধেয়

---

১. তিরমিযী।

www.pathagar.com

সকল পোশাক খুলে নিয়েছিল আর এজন্য কিয়ামতের ময়দানে সর্ব প্রথমই তাঁকে পোশাক পরিধান করানো হবে।

অতএব, যমীন বিদীর্ণ হবার পর পোশাক পরিধান করানো সম্পর্কে হুযূর (সঃ) সর্বাগ্রে রইলেন।

অষ্টম হাদীস

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে একখানি হাদীস বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ জাহান্নামের মধ্যভাগে পুলসিরাত থাকবে। অতএব, রসূলগণের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম আমার উম্মতগণকে নিয়ে তা অতিক্রম করে যাব।

নবম হাদীস

হযরত সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত নবীর জন্য একটা করে হাউজ (পানির নহর) হবে এবং প্রত্যেক নবী এই কথার উপর গৌরব করবেন যে, কার হাউজের নিকট অধিক লোক (পানি পান করার জন্যে) আসবে! আমার ধারণা যে, আমার হাউজের নিকটেই সর্বাধিক লোক উপস্থিত হবে (যেহেতু আমার উম্মত অধিক হবে)।[১]

ফায়দাঃ এই হাদীস অনুসারে অন্যান্য সকল নবীর হাউজ থেকে হাউজে কাউসার অধিকতর আলোকময় হবার কথা প্রমাণিত হয়। আর এটিও প্রিয় নবীর একটা বৈশিষ্ট্য মাত্র।

দশম হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) হুযূরে পাক (সঃ)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে প্রিয় নবী (সঃ) (তাঁর সুপারিশের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া সম্পর্কে) ইরশাদ করেছেনঃ সেদিন আল্লাহ্ পাক তাঁর হামদ ও ছানার এমন বিষয়বস্তু উপস্থিত করাবেন যা এখন আমার জানা নেই।[২]

---

১. তিরমিযী।

২. বুখারী।

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ এটি প্রিয় নবী (সঃ)-এর ইলমী ফযীলত যা কিয়ামতের দিন প্রকাশিত হবে যে, আল্লাহ্ পাকের যাত ও সিফাত সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান তাঁকে দান করা হবে—এটিও প্রিয় নবী (সঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য। এই পরিচ্ছে-দের সমস্ত হাদীস (তৃতীয় হাদীস ব্যতীত) মিশকাত শরীফে রয়েছে।

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِىْ تُرْجَى شَفَاعَتُهُ

لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمِ

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্ পাকের সেই প্রিয় ব্যক্তি, যাঁর শাফা'আতের আকাঙ্ক্ষা করা যায়, কিয়ামতের কঠিন বিপদ মুহূর্তে।

دَعَا اِلَى اللّٰهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهٖ -

مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمِ

অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানুষকে আল্লাহ্ পাকের দিকে আহ্বান করেছেন, যারা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছে তারা একটি সু-শক্ত এবং সুদৃঢ় অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরেছে।

اِنْ لَّمْ يَكُنْ فِىْ مَعَادِىْ اٰخِذًا بِيَدِىْ

فَضْلًا وَّاِلَّا فَقُلْ بَازَلَّةَ الْقَدَمِ

অর্থাৎ যদি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন তাঁর দয়া-মায়ার কারণে বা তাঁর অঙ্গীকার রক্ষার্থে আমাকে সাহায্য না করেন, তবে আমার কৃতকর্মের জন্য পরিতাপ করা ব্যতীত আমার কোনই গত্যন্তর থাকবে না।

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِىْ مَنْ اَلُوْذُ بِهٖ

www.pathagar.com

سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের হে সর্বোত্তম মহামানব, মহাবিপদে আপনি ব্যতীত আর এমন কেউ নেই যার স্নেহনীড়ে আমি আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি।

وَلَنْ يَّضِيْقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ جَاهُكَ بِيْ

اِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلّٰى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল, করুণাময় আল্লাহ্‌ পাক যখন বিচারের জন্য কিয়ামতের ময়দানে শুভাগমন করবেন তখন যদি আপনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে শাফা'আত করেন তবে আপনার মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হবে না।

يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِيْ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ

اِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

অর্থাৎ হে আত্মা! মহাপাপের কারণেও তুমি আল্লাহ্‌র ক্ষমা থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা ক্ষমাশীল মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কবীরা গুনাহ্‌ও সগিরা গুনাহ্‌র ন্যায়ই।

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّيْ حِيْنَ يَقْسِمُهَا

تَاْتِيْ عَلٰى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقِسَمِ

অর্থাৎ যখন আমার দয়াময় প্রভু তাঁর অনন্ত অসীম রহমত স্বীয় বান্দাদের মধ্যে বন্টন করবেন আশা করা যায়, তখন আমাদের পাপের সমপরিমাণই হবে তাঁর করুণা ও রহমত।

www.pathagar.com

উনত্রিংশ অধ্যায়

প্রিয় নবী (সঃ)-এর সেসব ফযীলত, যা জান্নাতে প্রকাশিত হবে

প্রথম হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) প্রিয় নবী (সঃ)-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তা উন্মুক্ত করাব। জান্নাতের ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করবেঃ আপনি কে? আমি বলবঃ আমি মুহাম্মদ। তখন তিনি (ফেরেশতা) উত্তর দিবেনঃ হাঁ, আপনার সম্পর্কেই আমাকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, আপনার পূর্বে যেন অন্য কারো জন্য জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত না করি।[১]

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম আহমদ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! কাওসার কি? হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেনঃ জান্নাতের একটা নহর যা আল্লাহ্‌পাক আমাকে দান করেছেন। তার পানি দুগ্ধের চেয়েও অধিক সাদা এবং মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, ঐ নহরের উভয় তীর মহা মূল্যবান পাথর দ্বারা বাঁধানো এবং আসমানের তারকার সংখ্যায় সেখানে পানি পান করার পেয়ালা সাজানো রয়েছে। নাসায়ী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, সেই নহর জান্নাতের মধ্যভাগে হবে। আর তার উভয় তীরে ইয়াকুত ও মুক্তার অট্টালিকা থাকবে, তার মাটি হবে কস্তুরীর, পাথর কণা হবে মুক্তা এবং ইয়াকুতের।

---

১. মিশকাত।

www.pathagar.com

ইমাম আহমদ, ইবনে মাজা এবং তিরমিজী শরীফে হযরত ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। এই হাদীসে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ কাউসার জান্নাতের অভ্যন্তরের একটা নহর। তার উভয় তীর স্বর্ণে নির্মিত। পানি প্রবাহিত হয় মুক্তার উপর দিয়ে। ইবনে আবিদ্‌দুনিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতের মধ্যে একটা নহর রয়েছে। তার গভীরতা সত্তর হাজার ক্রোশ (এক ক্রোশে দুই মাইল হয়)। অতএব, হাউজে কাউসারের গভীরতা হবে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। এই নহরের উভয় তীর মুক্তা, ইয়াকুত ও যাবারজাদ জাতীয় মহামূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত। আল্লাহ্‌পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।

তিরমিজী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ কাউসার জান্নাতের একটা নহর। সেখানে উষ্ট্রের গর্দানের ন্যায় পাখী রয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ তা তো খুবই সূক্ষ্ম হবে। হুযূর (সঃ) বললেন যে, যারা ঐ নহর থেকে পানি পান করবে তারা হবে অধিকতর সূক্ষ্ম।

ফায়দা ঃ এই নহর জান্নাতের মধ্যে ঐ হাউজ থেকে পৃথক হবে যা কিয়ামতের ময়দানে অবস্থিত হবে। বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, এই হাউজের মধ্যে পানি ঐ নহর থেকেই আসবে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, একটি স্বর্ণের অপরটি রৌপ্যের এমন দুইটি প্রণালী দ্বারা জান্নাত থেকে পানি ঐ হাউজে পৌঁছবে। বুখারী ও মুসলিমের উভয় হাদীসের সংক্ষিপ্তসার এই দাঁড়ায় যে, উল্লিখিত প্রণালী দুটি দ্বারা প্রবাহিত হয়ে জান্নাতের নহরের পানি হাশরের মাঠের হাউজে পৌঁছবে। উপরোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা ঐ নহরের কয়েকটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য প্রিয় নবীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার কথা প্রমাণিত হচ্ছে।

তৃতীয় হাদীস

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইব্‌নিল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে,—যখন তোমরা মুয়ায্‌যিনের আযান শ্রবণ কর তখন মুয়ায্‌যিনের আযানের অনুরূপ বাক্য পাঠ কর। তৎপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার

www.pathagar.com

দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করেন। অতঃপর আমাকে 'উসিলা' প্রদানের জন্য দোয়া কর, আর সেই 'উসিলা' জান্নাতের মধ্যে একটি মাত্র স্তর যা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তিকে দান করা হবে। আমি আল্লাহ্র করুণার প্রতি আশাবাদী যে, সেই এক ব্যক্তি আমিই হব। তাই যে ব্যক্তি আমাকে 'উসিলা' দান করার জন্য দোয়া করবে তার জন্য আমার শাফা'আত সুনিশ্চিত।

'মুসনাদে ইমাম আহমদে' আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ 'উসিলা' আল্লাহ্ পাকের অতি নিকটবর্তী একটা 'স্তর' যার চেয়ে উচ্চতর ও উন্নততর এবং মহত্তর আর কোন স্তর নাই।

ফায়দাঃ বিধি অনুযায়ী একথা স্থিরীকৃত যে, ঐ স্তরের প্রকৃত উপযোগী একমাত্র হুযূর (সঃ)। যেহেতু তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে প্রমাণিত, তাই সর্বোত্তম স্তর তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট হবে, এটিই স্বাভাবিক। হয়ত এই ইরশাদ করার সময় হুযূর (সঃ) এ বিষয় নিশ্চিত হননি, তাই এই মন্তব্য করেছেন।

চতুর্থ হাদীস

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى -

এই আয়াতে তফসীর সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক মহানবী (সঃ)-কে জান্নাতের মধ্যে এক হাজার অট্টালিকা দান করবেন এবং প্রত্যেক অট্টালিকায় হুযূর (সঃ)-এর মর্যাদা অনুযায়ী স্ত্রীগণ এবং খাদিমগণ থাকবে।

পঞ্চম হাদীস

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে, সর্বপ্রথম আমি জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করব, তখন আমার প্রবেশের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হবে। আমি তাতে প্রবেশ করব, তখন আমার সঙ্গে দীন দরিদ্র মুমিনগণ থাকবে।[১]

---

১. তিরমিযী।

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ হুযুর (সঃ)-এর উম্মত অন্যান্য সমস্ত উম্মতদের পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এটি নিঃসন্দেহে হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর বিশেষ মর্যাদা এবং ফযীলত।

ষষ্ঠ হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ আবু বকর, উমর, আম্বিয়া (আঃ)-গণ ব্যতীত মধ্যবয়সী পূর্বাপর সমস্ত জান্নাতবাসীর দলপতি হবেন।[১] হযরত আলী (রাঃ) থেকে ইবনে মাজা শরীফে উল্লিখিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ফায়দা ঃ প্রিয় নবী (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে দুইজন বুযুর্গ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত উম্মতের মধ্যবয়সী জান্নাতীদের সর্দার হবেন। এটিও প্রিয় নবী (সঃ)-এর বিশেষ মর্যাদা এবং ফযীলতের অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম হাদীস

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযুর (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ এই একজন ফেরেশতা এসেছেন যিনি ইতিপূর্বে কখনও পৃথিবীতে আগমন করেন নি। তিনি আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে এই অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে, তিনি আমার নিকট হাযির হয়ে আমাকে সালাম পেশ করেন। অতঃপর তিনি সুসংবাদ দান করেন যে, 'ফাতিমা' সমস্ত জান্নাতবাসী স্ত্রীলোকের সর্দার হবেন এবং হাসান ও হুসায়ন জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার হবেন।[২]

ফায়দা ঃ প্রিয় নবী (সঃ)-এর বংশের ব্যক্তিবর্গ জান্নাতের যুবকদের এবং স্ত্রীলোকদের সর্দার হবেন—এটিও প্রিয় নবী (সঃ)-এর বিশেষ ফযীলত, যা জান্নাতে প্রকাশিত হবে। আর যদিও ইমাম হাসান-হুসায়ন (রাঃ) কৈশোর বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু তাদেরকে বার্ধক্যের মুকাবিলায় যুবক বলা হয়েছে। আর যেহেতু তাদের বয়স হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ) থেকে কম ছিল এজন্য তাঁদেরকে যুবক আর হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ)-কে

১. তিরমিযী।
২. তিরমিযী।

www.pathagar.com

ঊর্ধ্ব বয়সী বলা হয়েছে। সর্বশেষ এই তিনটি হাদীস এবং পূর্বে বর্ণিত একখানি হাদীস মিশকাত শরীফ থেকে উদ্ধৃত। অন্যান্য হাদীস মাওয়াহিব থেকে সংগৃহীত।

পদ্যাংশ ঃ

فَحُزْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ

وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِ

অর্থাৎ হে প্রিয় নবী (সঃ) আপনি সর্বপ্রকার উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছেন যা অন্য কেউ লাভ করেনি। আর কেউ আপনার শরীক হতে সক্ষম হয়নি। আপনি সম্মান এবং মর্যাদার এমন উচ্চাসন লাভ করেছেন যে, মর্যাদায় আপনার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তথা আপনি অদ্বিতীয়, আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا اُولِيْتَ مِنْ رُتَبٍ

وَعَزَّ اِدْرَاكُ مَا اُوْتِيْتَ مِنْ نِعَمِ

অর্থাৎ আপনার মর্যাদানুযায়ী জান্নাতের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চাসনের অধিকারী আপনাকে করা হয়েছে এমনকিছু যা অন্যান্য আম্বিয়াকে দান করা হয়নি। আল্লাহ্ পাক আপনাকে যে মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন তার যথার্থ গুরুত্ব অনুধাবন করা কঠিন ব্যাপার।

www.pathagar.com

ত্রিংশ অধ্যায়

সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে হুযূর (সঃ)-ই সর্বোত্তম

এই বিষয়টির বিশ্লেষণ করা এজন্য প্রয়োজন যে, পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাসমূহ দ্বারা প্রিয় নবী (সঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে। তবে তাতে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া প্রমাণিত হয় না। আর প্রিয় নবীর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট নয়, বরং সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারেও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যদিও এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই, তবুও বরকত লাভের আশায় এই পর্যায়ের কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম হাদীস

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন—হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি আল্লাহ্ পাকের নিকট পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে অধিক সম্মানিত।[১]

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মি'রাজের রাতে হুযূর (সঃ)-এর খিদমতে বুরাক উপস্থিত করা হলে হুযূর (সঃ) তার উপর আরোহণ করার সময় সে বুরাক সামান্য দুষ্টামির ভাব প্রকাশ করল। হযরত জিবরাঈল বুরাককে উদ্দেশ্য করে বললেন—তুমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে এরূপ বেয়াদবী আরম্ভ করেছ? তোমার উপর তো এমন কোন ব্যক্তি আজ পর্যন্ত আরোহণ করেন নি যিনি আল্লাহ্র নিকট তাঁর চেয়ে অধিকতর সম্মানিত! অতঃপর সে অত্যন্ত লজ্জিত হল।[২]

---

১. তিরমিযী, দারেমী।

২. তিরমিযী।

www.pathagar.com

তৃতীয় হাদীস

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, শবে মি'রাজের সময় হুযূর (সঃ) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে আগমন করেন এবং সেখানে নামায আদায় করতে দণ্ডায়মান হন, তখন পূর্ববর্তী সমস্ত নবী হুযূর (সঃ)-এর সাথে নামায আদায় করেন। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আমি সমস্ত নবীর ইমাম হয়ে নামায আদায় করলাম। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-র বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হুযূর (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে ফেরেশতাদের সাথে নামায আদায় করলেন। তৎপর আম্বিয়া (আঃ)-গণের রূহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তখন সকলেই আল্লাহ্ পাকের হাম্দ ও সানার পর নিজ নিজ পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলেন। যখন মহানবী (সঃ) বক্তব্য পেশ করলেন, তখন তিনি স্বীয় রাহমাতাল্লিল্ আলামীন হওয়া, সমস্ত মানব জাতির হিদায়তের প্রতীকরূপে শুভাগমন, হুযূর (সঃ)-এর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়া, মধ্যপন্থী উম্মত হওয়া এবং তাঁর খাতামুন নাবিয়্যীন হওয়া সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করে স্বীয় পরিচয় প্রদান করলেন। এসব কথা শ্রবণ করে হযরত ইবরাহীম (আঃ) সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে সম্বোধন করে বললেনঃ "এসব গুণের কারণেই মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের সকলের চেয়েও অধিকতর সম্মানিত।" হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই বক্তব্য বাযযার এবং হাকিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ হাদীস

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,—তিনি বলেছেন মুহাম্মদ (সঃ)-কে আল্লাহ্ পাক সমস্ত আম্বিয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং আসমানওয়ালাদের উপরেও অর্থাৎ ফেরেশতাদের উপরেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। আর তার প্রমাণস্বরূপ কুরআন পাকের আয়াত তিলাওয়াত করেছেন।[১]

পঞ্চম হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক একবার মূসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেনঃ

১. মিশকাত, দারেমী।

www.pathagar.com

তুমি বনি ইসরাঈলদের জানিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আহমদ (সঃ)-এর প্রতি অবিশ্বাসী অবস্থায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে যেই হোক আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন, আহ্‌মদ কে? আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করলেনঃ হে মূসা! আমার ইয্‌যত ও গৌরবের শপথ! আমি সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকেই সৃষ্টি করিনি! আমি তাঁর নাম আরশের মধ্যে আমার নামের সাথে আসমান ও যমীন এবং চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টির বিশ লক্ষ বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি। আমার ইয্‌যত ও গৌরবের শপথ, আমার সমস্ত মাখলুকের জন্য জান্নাত হারাম, যতক্ষণ মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে। অতঃপর মূসা (আঃ) আরয করলেনঃ হে আল্লাহ্‌ আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করলেনঃ সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে। মূসা (আঃ) পুনরায় আরয করলেনঃ তবে আমাকে সেই নবীর একজন উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করলেনঃ তুমি তার পূর্বেই নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছ আর সেই নবী তোমার পরে প্রেরিত হবেন। তবে জান্নাতে তাঁর সঙ্গে তোমাকে একত্রিত করে দেব।[১]

হযরত রসূলে করীম (সঃ) যে আল্লাহ্‌ পাকের শ্রেষ্ঠতম এবং মহোত্তম সৃষ্টি, তা প্রমাণিত হয় উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা, আল্লাহ্‌ পাকের ইরশাদ দ্বারা, আম্বিয়া ও ফেরেশতাগণের ইরশাদ দ্বারা এবং স্বয়ং প্রিয় নবীর ইরশাদ দ্বারা ও সাহাবাদের বিবরণ দ্বারা। এতদ্ব্যতীত এই সত্য প্রমাণিত হয় আম্বিয়া ও ফেরেশতাগণের ইমাম হয়ে নামায আদায় করার মাধ্যমে, খতমে নুবুওয়তের মাধ্যমে এবং তাঁর উম্মত সর্বোত্তম হওয়ার কারণে। পূর্বের দু'টি পরিচ্ছেদে এবং এই গ্রন্থের প্রথম দু'টি পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও এই বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

পদ্যাংশঃ

محمد سيد الكونين والثقلين

والفريقين من عرب ومن عجم

১. হুলিয়া।

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) দুনিয়া ও আখিরাত, জ্বীন ও মানুষ উভয়েরই দলপতি এবং আরব-অনারব উভয় সম্প্রদায়েরই সর্দার।

فانسب الى ذاته ماشئت من شرف
وانسب الى قدره ماشئت من عظم

অর্থাৎ অতএব, যে কোন উচ্চতর মর্যাদা এবং সম্মান তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত কর এবং যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি আরোপ কর তা সত্য হবে।

فان فضل رسول الله ليس له
حد فيعرب عنه ناطق بفم

অর্থাৎ কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের এমন নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই, যা কোন ব্যক্তি বর্ণনা করে সমাপ্ত করতে পারে।

فمبلغ العلم فيه انه بشر
انه خير خلق الله كلهم

অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমারেখা এই যে, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল একজন মানুষ এবং আল্লাহ্র সৃষ্ট জীব মানুষ এবং ফেরেশতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম।

www.pathagar.com

একত্রিংশ অধ্যায়

পবিত্র কুরআনের কয়েকটি জটিল আয়াতের ব্যাখ্যা যাতে হুযূর (সঃ)-এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে

প্রথম আয়াত

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ -

এখানে 'দাল্লান' শব্দের অর্থ উর্দু পরিভাষায় যা ব্যবহৃত হয় তা নয়, কেননা, প্রত্যেক ভাষার অভিধান ও পরিভাষা এক নয়। আরবীতে 'দাল্লান' শব্দের অর্থ হচ্ছে অজ্ঞতা, যে প্রকারের অজ্ঞতাই হোক। কোন নির্দেশমালা পৌঁছার পূর্বেও এক প্রকার অজ্ঞতা থাকে। আরেক প্রকার অজ্ঞতা নির্দেশ পৌঁছার পরে তার বিরোধিতা করার কারণে হয়। 'অজ্ঞতা' শব্দটি উভয় প্রকারের মধ্যেই প্রযোজ্য কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের অজ্ঞতা ঘৃণ্য, প্রথম প্রকার খারাপ নয়। ওহী নাযিলের পূর্বে যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে মহানবী অবগত ছিলেন না, ওহী নাযিলের মাধ্যমে সেসব ব্যাপারে তাঁকে শিক্ষা দান করা হয়েছে। কোন ব্যাপারে ওহী প্রেরণের পূর্বে যে তিনি সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, এটা স্বাভাবিক কথা। আলোচ্য আয়াতে ওহী প্রেরণের পূর্বের অবস্থাকেই দাল্লান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বারা করা হয়েছে। যেমন ঃ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ -

অর্থাৎ যা আপনি জানতেন না, তাই আল্লাহ্ পাক আপনাকে জানালেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় আয়াত

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ -

এখানেও 'বিযর' অর্থ গুনাহ্ নয়।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى -

এই পরবর্তী আয়াতের 'বিযর' দ্বারা পূর্বের আয়াতের অর্থের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, 'বিযর' শব্দের অর্থ হয়ত গুনাহ্। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরবী অভিধানে 'বিযর' শব্দের অর্থ বোঝা। আর সেই বোঝা গুনাহ্র হোক বা অন্য কোন কিছুর। প্রথম প্রকারের বোঝা অর্থাৎ গুনাহ্র বোঝা থেকে আম্বিয়া আলায়হিস সালাম মুক্ত ও পবিত্র, তবে কোন গুরু দায়িত্বের বোঝা তাঁদের প্রতি অর্পিত হতে পারে এবং হয়েছেও। বলা বাহুল্য, নুবূওয়ত ও রিসালতের গুরু দায়িত্ব তাঁদের প্রতি অর্পণ করা হয়েছে।

আম্বিয়া (আঃ) যে যাবতীয় গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র সে সম্পর্কে কুরআনে করীমে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থাৎ আমার অঙ্গীকার (নুবূওয়ত) জালিম (পাপী)-দেরকে প্রদান করা হবে না।

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রিয় নবী (সঃ) অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতেন। অতঃপর তা প্রিয় নবী (সঃ)-এর জন্য সহজতর করে দেওয়া হয়।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ এই আয়াত দ্বারা তারই বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়।

তৃতীয় আয়াত

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ -

www.pathagar.com

এখানেও 'যান্‌বুন' দ্বারা সাধারণভাবে ব্যবহৃত অর্থ বুঝানো হয়নি বরং এই শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সে সমস্ত সাধনা, যা আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা বাতিল ঘোষণা করেছেন, আর ঘোষণার পর ঐ সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ হয়েছে, সেগুলো 'যান্‌বুন' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ, এমন সব কাজ, যা কোন সময় গুনাহ্‌র পর্যায়ে পরিগণিত হতে পারে. আর এই অর্থেই واستغفر لذنبك বাক্যটিও ব্যবহৃত হয়েছে।

চতুর্থ আয়াত

يا ايها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين -

এই আয়াতেও আল্লাহ্ পাক মহানবী (সঃ)-কে তাক্‌ওয়া অবলম্বনের আদেশ, কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ ও অনুকরণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও মহানবী (সঃ) থেকে তাক্‌ওয়া অবলম্বন না করার এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ অনুকরণও কল্পনাতীত! অতএব এই আয়াতের অর্থ হল এই যে, যেভাবে এতদিন পর্যন্ত আপনি পরিপূর্ণ তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছিলেন এবং কাফির মুনাফিকদের অনুসরণ ও অনুকরণ না করার আদর্শে সুদৃঢ় ছিলেন এমনিভাবে ভবিষ্যতেও এই আদর্শে সুদৃঢ় থাকবেন। এই আয়াত দ্বারা কাফিরদেরকে পরিপূর্ণভাবে নিরাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। কেননা, কাফিররা তাদের কতিপয় ভ্রান্ত ধারণাও গ্রহণ করার জন্য মহানবী (সঃ)-এর প্রতি আবেদন করেছিল। কাফিরদের সেই কর্মসূচী গ্রহণ না করার জন্য আল্লাহ্ পাক এই আয়াতে নির্দেশ প্রদান করলেন, যাতে কাফিররা বুঝতে পারে যে, মহানবী (সঃ) কখনও তাদের কথা শ্রবণ করবেন না, যেহেতু তিনি কখনও ওহীর পরিপন্থী কোন কাজ করেন না। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হচ্ছে ঃ

وما انت بتابع قبلتهم -

অর্থাৎ, আর আপনি তাদের কিবলার অনুসারী হবেন না।

www.pathagar.com

পঞ্চম আয়াত

فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ -

অর্থাৎ হে রসূল! আপনার প্রতি যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি আপনার যদি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে তবে আপনি জিজ্ঞাসা করুন সে সমস্ত লোককে যারা ইতিপূর্বে আসমানী গ্রন্থ পাঠ করেছে।

এখানেও সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয় না। বরং কথাকে অধিক সুদৃঢ় করাই উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি তোমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে। তার সম্মুখে কোন কথা বলার সময় তুমি স্বীয় বক্তব্যকে আরো দৃঢ় করার জন্যে এবং তার মনের বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় করার জন্যে তুমি সাধারণত বলে থাক—"এই ব্যাপারে যদি তোমার কোন সন্দেহ হয় তবে এলাকাবাসীকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার", যদিও তুমি মহল্লাবাসীর নিকট জিজ্ঞাসা করবে না তবুও আমার পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তুমি কথার সত্যতা সম্পর্কে যাচাই করতে পার। এখানে নিজের কথা যে পরিপূর্ণ সত্য তার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নাই, তার উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠ আয়াত

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ -

অর্থাৎ হে রসূল! যদি আপনি শির্‌ক করেন, তবে আপনার সমস্ত আমল বাতিল করা হবে।

এই আয়াতের মর্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াত দ্বারা মহানবীকে সম্বোধন করা হয়নি। কেননা, এই আয়াতের পূর্বে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ

www.pathagar.com

"অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে।" কাজেই এখন সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হচ্ছে উপরিউক্ত বিষয় সমস্ত আম্বিয়াকে ওহী দ্বারা জ্ঞাত করানো হয়েছে। আর ওহীর বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু অংশ দ্বারা আম্বিয়াদেরকে সম্বোধন করা হয় আর কিছু অংশ উম্মতকে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে হয়। তাই এখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সমস্ত আম্বিয়ার প্রতি তবলীগের উদ্দেশ্যে ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, তারা যেন নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করে দেয় যে, তোমরা যদি শির্‌ক কর তবে তোমাদের যাবতীয় নেক আমল বাতিল করা হবে।

এখানে أَشْرَكْتَ বলে প্রিয় নবী (সঃ)-কে যে সম্বোধন করা হয়েছে, তা শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ। আর এর দ্বারা শির্‌কের ভয়াবহ পরিণতি বুঝানোই উদ্দেশ্য। যেমন কেউ বলে থাকে, "অন্যান্যের কথা ছেড়ে দাও, আমার পুত্রও যদি এ ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তারও রেহাই নাই।' পুত্র স্বভাবতই পিতার একান্ত অনুগত হয়। বিরোধিতা সে করে না। তবুও কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে বিরোধিতার ভয়াবহ পরিণতি প্রকাশের জন্য এমন-ভাবে কথা বলা হয়।

সপ্তম আয়াত

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ -

অর্থাৎ হে রসূল! ওহী সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করবেন না। কেননা তা অতীব সত্য।

এখানেও ওহীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করার কথা প্রমাণিত হয় না। আয়াতের অর্থ এই যে, যে কথা কুরআন দ্বারা অবগত করানো হয়েছে আর যেহেতু ওহী আসার পূর্বে তা জ্ঞাত ছিলেন না, আর সেজন্য সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হয়ত এ প্রকার হতে পারে বা অন্য প্রকার হতে পারে। অতএব এখন ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর আর কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করবেন না। যেমন কেউ কথা বলার সময় স্বীয় কথা অধিক সুদৃঢ় করার জন্য বলে থাকে যে, বিশ্বাস কর কথাটি এরূপই। কখনো

www.pathagar.com

কখনো শপথও গ্রহণ করা হয়। যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে যত বিশ্বাসী ও সত্যবাদী হোক নিজের কথা আরো সুদৃঢ় করার জন্য এরূপ করে থাকে।

অষ্টম আয়াত

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ -

অর্থাৎ আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে কাফিরদেরকে হিদায়তের উপর একত্রিত করতেন, অতএব তোমরা মূর্খ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

অর্থাৎ হে রসূল! আপনি এই কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন আর না-ই করুন, তারা কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবে না।

কবি বলেছেন ঃ

لم يمتحنا بما تعيى العقول به حرصا علينا فلم نرتب

ولم نهم -

অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে এমন কোন বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করেন নি, যার পরিচয় লাভে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি অক্ষম ও অপারগ থাকে। কারণ, তিনি আমাদের সংশোধনের প্রত্যাশী ছিলেন। তাই তাঁর কোন নির্দেশ গ্রহণে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হইনি। এই হিদায়তের পথে অগ্রসর হতে আমরা কখনো হতবুদ্ধি হইনি। বাহ্যিকভাবে আমাদের মনে যে সব প্রশ্ন উত্থিত হতো, তিনি শরীয়তের বিধি-বিধান দ্বারা তার সন্তোষজনক জবাব দিতেন।

اعيى الورى فهم معناه فليس يرى لاقرب و البعد فيه

غير منفحم -

অর্থাৎ প্রিয় নবী (সঃ)-এর জাহিরী এবং বাতিনী বৈশিষ্ট্যের যথার্থ উপলব্ধি কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কোন নিকটতম ব্যক্তি অথবা দূরবর্তী ব্যক্তি হুযূর (সঃ)-এর মান-মর্যাদার বিস্তৃত পরিধি নির্ণয় করতে সক্ষম হয়নি কোন দিন।

كالشمس تظهر لاعينين من بعد صغيرة ولكل لطرف
من امم -

অর্থাৎ মহানবী (সঃ) সূর্যের ন্যায়, দূর থেকে দৃষ্টিপাতে গোলাকার থালা এবং আয়নার ন্যায় দেখা যায়, আর অধিক দূরত্বের কারণে কোন ব্যক্তি তার প্রকৃত পরিধি নিরূপণ করতে পারে না। আর যদি কেউ খুব নিকট থেকে সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে প্রয়াসী হয়, তবে তার দীপ্তিময় আলোর কারণে তা সম্ভব হয় না বরং চোখের দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে। তাই সূর্যের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করাও সম্ভব হয় না। বস্তুত, মহানবী (সঃ)-এর অবস্থাও ঠিক অনুরূপ।

www.pathagar.com

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

হুযূর আকরাম (সঃ)-এর বন্দেগীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

মহানবী (সঃ) যেমন আল্লাহ্‌র রসূল ছিলেন, তেমনি তাঁর বান্দাও ছিলেন। রসূল হওয়া যেমন তাঁর উচ্চ মর্যাদার নিদর্শন, ঠিক তেমনিভাবে বান্দা হওয়াও তাঁর উচ্চ মর্যাদারই অংশ বিশেষ। এখানে যে বিষয়টি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হলো এই যে, মহানবী (সঃ)-এর সমস্ত গুণ ও মর্যাদার এই দু'টি বিশেষণ রয়েছে, বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিতও হয়েছে। নামাযের মধ্যে যে তাশাহুদ পাঠ করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেও এই দুটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। যেভাবে মহানবী (সঃ)-এর রিসালত সম্পর্কীয় কোন বৈশিষ্ট্যের (নাউজুবিল্লাহ্‌) অবমাননা করে অন্য মানুষের সাথে তাঁর তুলনা করা কুফর এবং বিদ'আত, তেমনিভাবে মানব বৈশিষ্ট্যের সীমারেখা থেকে অতিক্রান্ত মনে করে আল্লাহ্‌র কোন বৈশিষ্ট্যের অংশীদার মনে করা অথবা নিষেধমূলক কোন কথাকে আদেশমূলক মনে করাও শিরক্‌ পর্যায়ের মারাত্মক গুনাহ্‌। এই পরিচ্ছেদে সেই সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম হাদীস

হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমাকে এত বড় বলে প্রকাশ করো না, যেভাবে নাসারাগণ হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মকে বড় প্রকাশ করেছে (শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে খোদা বা খোদার অংশ বলে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে।) আমি তো আল্লাহ্‌র একজন বান্দা (আমার মধ্যে খোদা হওয়ার কোন বিশেষণ নাই) তাই তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল বলো।[১]

---

১. বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী (সঃ) তাঁর অন্তিম সময় বারবার বলেছেন যে, খায়বরের যুদ্ধের সময় বিষ মিশ্রিত যে খাদ্য আমি গ্রহণ করেছিলাম, তার কারণে সর্বদা কিছু না কিছু কষ্ট অনুভব করতাম, আর এখন সেই বিষের ক্রিয়ায় আমার কলবের রগ কেটে গেছে।[১]

তৃতীয় হাদীস

ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযুর (সঃ)-এর প্রতি যাদুমন্ত্র করা হয়েছিল। সেই যাদুমন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় কখনো কখনো হযুর পাক (সঃ)-এর এমন অবস্থা হতো যে, তিনি মনে করতেন যে, তিনি পানাহারের কাজ সমাধা করেছেন অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তিনি তা করেন নি।

চতুর্থ হাদীস

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী (সঃ) (একবার নামাযের মধ্যে ভুল করার সময়) ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষ! যেমন তোমরা কোন কাজ ভুলে যাও, আমিও ভুলে যাই। হ্যাঁ, তবে আমি যখন ভুলে যাব, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।[২]

পঞ্চম হাদীস

হযরত সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযুর (সঃ) সেই সুদীর্ঘ হাদীসে (যে হাদীসে হাউজে কাউসার থেকে বিভিন্ন লোককে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে) ইরশাদ করেছেনঃ আমি তো তাদের সম্পর্কে বলব যে, তারা তো আমার অনুসারীই ছিল। (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) জবাব দেয়া হবে যে, আপনি জানেন না যে, আপনার মৃত্যুর পর এরা কি করেছে? দীনের মধ্যে পরিবর্তন করে দিয়েছিল।[৩]

---

১. বুখারী।

২. বুখারী, মুসলিম।

৩. বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

এ সমস্ত হাদীস দ্বারা হুযুর (সঃ)-এর উপর বিষ ও যাদুর প্রতিক্রিয়া হওয়া এবং বিভিন্ন রোগে তাঁর আক্রান্ত হওয়া এবং ভুলে যাওয়া প্রভৃতি প্রমাণিত হয়।

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْىَ الظَّلَامِ

اِلَى اَنْ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرَ مِنْ وَرَمِ

অর্থাৎ আমি সেই মহান নবী (সঃ)-এর সুন্নতের উপর আমল না করে নিজেই নিজের প্রতি অবিচার করেছি, যিনি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করতেন আল্লাহ্ পাকের ইবাদতে মশগুল থাকার কারণে আর দরবারে ইলাহীতে সুদীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকার কারণে তাঁর পা মুবারক অবশ হয়ে যেত।

وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ اَحْشَاءَهُ وَطَوى

تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْاَدَمِ

অর্থাৎ আর যিনি ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন এবং স্বীয় কোমল বাহু মুবারককে পাথরের নীচে জড়িয়ে রাখতেন এবং পাথরের সাহায্য গ্রহণ করে আংশিকভাবে শক্তি লাভ করতেন, যাতে করে এই দুর্বলতা যেন নামায, রোযা আদায়ের অন্তরায় না হয়, তার চেষ্টা করতেন।

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارى فِىْ نَبِيِّهِمْ

وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا وَاحْتَكِمِ

অর্থাৎ খ্রীস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যে ভ্রান্ত দাবী

www.pathagar.com

করেছে, তোমরা মহানবী (সঃ) সম্পর্কে তেমন কোন ভ্রান্ত দাবী করো না। বরং তাঁকে পৃথিবীর সর্বোত্তম মানব মনে কর এবং আল্লাহ্র অংশীদার বানানো ব্যতীত তাকে যে কোন বিশেষণে সম্ভাষণ কর, যে কোন ভাষায় তাঁর প্রশংসা কর।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ـ

www.pathagar.com

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

উম্মতের প্রতি মহানবী (সঃ)-এর দয়া-মায়া

পূর্বের পরিচ্ছেদগুলোতে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এখন দেখা যাক তিনি তাঁর গোলামদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে সেই সমস্ত গোলাম, যারা তাঁর কোন খিদমত করেনি. তাদের সাথে তিনি কি ব্যবহার করেছেন, এই পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা হবে ।

প্রথম হাদীস

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার প্রিয় নবী সমস্ত রাত্রি একই আয়াত তিলাওয়াত করলেন (শামায়েলে তিরমিযী) এবং আবূ উবায়দা হযরত আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, লোকেরা হযরত আবূ যর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন—সেটা কোন্ আয়াত ছিল, যা প্রিয় নবী (সঃ) সারা রাত তিলাওয়াত করেছেন ?

তিনি জবাব দিলেনঃ

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

ফায়দাঃ এই আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে হুযূর (সঃ) তাঁর উম্মতের জন্য দোয়া করেছেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত আব্বাস ইবনে মারওয়াস থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) আরাফাতের ময়দানে বিকালে সমস্ত উম্মতের জন্য দোয়া করলেন। হুযূর (সঃ)-এর দোয়া এভাবে কবূল করা হল যে, উম্মতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করা হবে, তবে 'হক্কুল ইবাদ' সম্পর্কীয় গুনাহ্ মাফ করা হবে না। জালিম থেকে মজলুমের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। অতঃপর প্রিয় নবী (সঃ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে মজলুমকে জান্নাত দ্বারা সন্তুষ্ট করে জালিমকে ক্ষমা করে দিতে পার। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় এই দোয়া কবূল করা হয়নি। পরদিন সকালে মুজদালিফায় পুনরায় এই দোয়া করলেন এবং আল্লাহ্ পাক কবূল করলেন। প্রিয় নবী (সঃ) মৃদু হাসলেন। হযরত আবূ বকর ও উমর (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। এ সময় তো হাসবার কোন কারণ দেখি না, তবু ও আপনি হাসলেন কেন? আল্লাহ্ পাক সর্বদা আপনাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন।

মহানবী (সঃ) ইরশাদ করলেনঃ আল্লাহ্র শত্রু ইবলিস যখন অবগত হল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার দোয়া কবূল করছেন, তখন সে রাস্তা থেকে মাটি তুলে নিজের মাথার উপর ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করল এবং হায় হায় করে চিৎকার করতে লাগল। তার এই অসহায় অবস্থা দেখে আমার হাসি পেয়ে গেছে।[১]

ফায়দাঃ লুম'আত নামক কিতাবে রয়েছে যে, উল্লিখিত হাদীসে 'হক্কুল ইবাদ' দ্বারা ঐ সমস্ত হকুমের কথাই বলা হয়েছে, যা আদায় করার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অক্ষমতার কারণে তা আদায় করা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ্ পাক এমন সব হক সম্পর্কে হকদারকে কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করে দেবেন।

তৃতীয় হাদীস

লুম'আত কিতাবে আরও বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী (সঃ)-এর তায়িফ গমনের ঘটনায় উল্লেখ রয়েছে যে, যখন কাফিররা প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করল তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) পাহাড়ের

১. মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশতাসহ উপস্থিত হলেন যাতে করে হুযুরের অনুমতি গ্রহণ করে কাফির সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করা হয়। মহানবী (সঃ) ফেরেশতাকে বললেনঃ আমি আশা রাখি অনাগত ভবিষ্যতে এই কাফিরদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি হবে যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করবে।

চতুর্থ হাদীস

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আমার সঙ্গে (বিভিন্নভাবে) অত্যন্ত গভীর ভালবাসা স্থাপনকারী লোক যারা আমার পরে পৃথিবীতে আগমন করবে তারা মনে-প্রাণে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে যে, তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের বিনিময়েও আমার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়, তাতেও তারা আনন্দিত হবে।[১] অর্থাৎ, যদি তাদেরকে বলা হয় একবার সাক্ষাতের বিনিময়ে তোমার সমস্ত ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র পরিজন কুরবান করে দিতে হবে তবুও তারা সন্তুষ্টচিত্তে তা কবূল করবে।

পঞ্চম হাদীস

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ হে আল্লাহ্, আমি মানুষ। অন্যান্য মানুষের ন্যায় আমারও রাগ বা গোস্বা হয়। তাই কোন মুমিন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি রাগের কারণে আমি যদি বদদোয়া করি, তবে ঐ বদদোয়াকে সেই ব্যক্তির জন্য আপনি পুণ্য ও পবিত্র করে দিন।[২]

ষষ্ঠ হাদীস

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আক্ষেপ করে ইরশাদ করেছেনঃ আফসোস! আমি যদি আমার ভাইদের দেখতে পেতাম।

সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেনঃ হে রসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করলেনঃ তোমরা তো

১. ইবনে মাজা।
২. ইমাম আহমদ।

www.pathagar.com

আমার বন্ধু! আর আমার ভাই তারা, যারা এখনও এই পৃথিবীতে আসেনি।[১]

ফায়দা: বন্ধুর সঙ্গে ভালবাসা প্রথম সঙ্গলাভের শুভলগ্ন থেকেই সৃষ্টি হয়, আর ভাইয়ের সঙ্গে ভালবাসা হওয়ার জন্য তার দর্শন ও সাক্ষাৎ অনি-বার্য নয়। অনাগত লোকদেরকে মহানবী (সঃ) ভাই বলেছেন ভালবাসা সৃষ্টি অবস্থার দিক থেকে বিচার করে। সাহাবাদের ভালবাসা হুযুর (সঃ) -এর সাক্ষাতের কারণে হয়েছে, আর পরবর্তীকালের লোকদের ভালবাসা সাক্ষাৎ ব্যতীতই হয়েছে। কিন্তু এতে সাহাবাদের উপরে অন্যদের প্রাধান্য লাভ হয়নি। কেননা, সাহাবাদের মধ্যে এমন গুণ ছিল যে, তাঁরা মহানবী (সঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ না হলেও তাঁকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসতেন।

সপ্তম হাদীস

আবি জু'মা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ্ মহানবী (সঃ)-এর খিদমতে আরয করলেন: হে রসূলুল্লাহ্ (সঃ), আমাদের চেয়েও কি উত্তম কেউ রয়েছে। আমরা ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছি।

মহানবী (সঃ) ইরশাদ করলেন যে, হ্যাঁ, এক সম্প্রদায়, যারা তোমাদের পরে আগমন করবে। তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, অথচ তারা আমার দর্শন লাভ করবে না।

ফায়দা: পরবর্তী যুগের লোকদেরকে সাহাবাদের থেকে উত্তম বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সামগ্রিকভাবে নয়, বরং কোন বিশেষ কারণে। আর এই উত্তম হওয়ার পশ্চাতেও সাহাবায়েকিরামের অবদান অবিস্মরণীয়। কেননা, ঈমানের এই মহামূল্যবান সম্পদ আমরা তাঁদের মারফতেই লাভ করেছি, যেহেতু তাঁহা আল্লাহ্র দীনকে প্রচার করেছেন, সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তাই আমরা এই দীন লাভে ধন্য হয়েছি।

অতএব, সামগ্রিকভাবে সাহাবায়েকিরামের ফযীলত ও মাহাত্ম্য সুপ্রমা-ণিত। কবি বলেছেন:

---

১. মুসলিম, মিশকাত।

www.pathagar.com

بُشْرٰى لَنَا مَعْشَرَ الْاِسْلَامِ اِنَّ لَنَا

مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ

অর্থাৎ হে মুসলিম জাতি! আমাদের জন্য এ হলো অত্যন্ত সুসংবাদ ও আনন্দের কথা যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর অসীম অনুগ্রহের এমন একটা স্তম্ভ দান করেছেন, যা শুধু যে অপরিবর্তনীয় তাই নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও সুদৃঢ় থাকবে।

আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের দানের এই স্তম্ভ হল আমাদের ধর্ম তথা ইসলাম। অর্থাৎ ইসলাম পূর্ববর্তী সকল ধর্মকে রহিত করে দিয়েছে আর ইসলামকে রহিত করার কোন ধর্ম পৃথিবীতে প্রেরণ করা হবে না।

لَمَّا دَعَى اللّٰهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهٖ

بِاَكْرَمِ الرُّسُلِ اَكْرَمَ الْاُمَمِ

আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) যিনি আমাদিগকে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন, তাঁকে যখন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন সর্বোত্তম রসূল বলে আখ্যা দিয়েছেন তাই তাঁর সৌজন্যে আমরা সর্বোত্তম উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

اِنْ اٰتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِىْ بِمُنْتَقِضٍ

مِنَ النَّبِىِّ وَلَا حَبْلِىْ بِمُنْتَصِرٍ

অর্থাৎ যদিও আমি গুনাহ্ করে থাকি অথবা করছি তবুও প্রিয় নবী (সঃ)-এর শাফা'আত এবং করুণা থেকে আমি নিরাশ নই।

حَاشَاهُ اَنْ يُحْرَمَ الرَّاجِىْ مَكَارِمَهٗ

www.pathagar.com

اَوْ يَرْجِعُ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় রসূলকে এই দোষ থেকে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করে দিয়েছেন যে, তাঁর মহান দরবারের কোন করুণা-কামী ও সাহায্যপ্রার্থী নিরাশ হবে বা কেউ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে, এমন হতেই পারে না। বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, সকলেই তাঁর দরবার থেকে সফলকাম হয়েই ফিরেছে।

www.pathagar.com

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

মহানবী (সঃ)-এর প্রতি উম্মতের দায়িত্ব

মহানবী (সঃ)-এর প্রতি উম্মতের প্রকৃত দায়িত্ব হল তাঁর সাথে মহব্বত, তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

কারো সঙ্গে মহব্বত হওয়া এবং সেই মহব্বতের কারণে তাঁর অনুগত হওয়া সাধারণত তিনটি কারণে হয়ে থাকে। প্রথমত, প্রিয়তমের কোন বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে মহব্বত হয়, যেমন কোন আলিম ও বীর-পুরুষের সঙ্গে মহব্বত হয়। দ্বিতীয়ত, রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে মহব্বত হয়, যেমন কোন সুন্দর মানুষের সঙ্গে মহব্বত হয়। তৃতীয়ত, কোন কৃপা ও করুণা লাভের কারণেও মহব্বত হয়, যেমন দাতার সঙ্গে মহব্বত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান জীবনে এই তিন প্রকারের বৈশিষ্ট্যই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য দ্বারা এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ রয়েছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে ৩০তম অধ্যায়ে, আর এই ৩০তম অধ্যায়ে বিশেষভাবে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মহব্বত বা ভালবাসার সকল প্রকার উপকরণই যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মধ্যে পরিপূর্ণ-ভাবে বিদ্যমান রয়েছে, তাই তাঁর সঙ্গে উম্মতের মহব্বত পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনিবার্য। যদি এ সম্পর্কে শরীয়তের কোন নির্দেশ নাও থাকতো তবুও তাঁর সাথে মহব্বত হওয়া অতি স্বাভাবিক (অথচ এ ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে অনেক)। তবুও স্বভাব ও বিবেচনার সঙ্গে ধর্মীয় চেতনা একত্রিত হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে মহব্বত এবং ভালবাসাকে ওয়াজিব ও অনিবার্য করে দিত। আর প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থ রচনার আসল উদ্দেশ্যই হলো এই যে এ বিষয়ের প্রতি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। একথা সন্দেহাতীতরূপে

www.pathagar.com

বলা চলে যে, এই সমস্ত কারণে মহানবী (সঃ)-এর সঙ্গে মহব্বত হওয়ার পর তার অনুসরণ থেকে বিরত থাকা অসম্ভব, অকল্পনীয়। মহানবী (সঃ)-এর সঙ্গে যার ভালবাসা যত বেশী হবে, তাঁর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যও তত বেশী হবে।

বলা বাহুল্য, হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর সঙ্গে ভালবাসা স্থাপন করাও যদি পরিপূর্ণভাবে ওয়াজিব হয় তবে আনুগত্য প্রকাশ করাও পরিপূর্ণভাবে অনিবার্য হবে। যদিও এ সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত থাকতে পারে না, তবে শুধুমাত্র বিষয়টির প্রতি নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংক্ষিপ্তভাবে উপদেশমূলক আলোচনা করা হচ্ছে আর এই পর্যায়ে কয়েকখানা হাদীসও উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় না হই।[১]

ফায়দাঃ অর্থাৎ যখন আমার ইচ্ছা ও অন্যান্যের ইচ্ছার মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তখন যার ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তার সঙ্গে মহব্বতই অধিকতর প্রমাণিত হবে।

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ), আপনি আমার নিকট সকল বস্তুর চেয়ে সর্বাধিক প্রিয়। তবে আমার প্রাণ আমার নিকট আরো অধিক প্রিয়। প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় হই। হযরত উমর (রাঃ) তখন বললেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, আপনি আমার প্রাণের চেয়ে আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। মহানবী (সঃ) ইরশাদ

---

১. বুখারী, মুসলীম।

www.pathagar.com

করলেনঃ হ্যাঁ, এখন ঈমান অধিক ও পরিপূর্ণ হয়েছে।

ফায়দাঃ হযরত উমর (রাঃ) প্রত্যক্ষ মহব্বতকে পরোক্ষ মহব্বত থেকে অধিক দৃঢ় মনে করে প্রথমে নিজের প্রাণকে অধিক প্রিয় বলেছিলেন।

তৃতীয় হাদীস

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে যে আমার আদেশ পালন করেনি (তার কথা স্বতন্ত্র)। তখন আরয করা হলো, কে আদেশ পালন করেনি? হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেনঃ যে আমার অনুসরণ করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অনুসরণ করেনি সে আমার আদেশ পালন করেনি।[১]

এই প্রশ্ন দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ না করাকেই অবাধ্যতা বলা হয়েছে। এর তদ্বারা একথাও প্রমাণিত হলো যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ মুসলমান মাত্রের জন্য ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য।

চতুর্থ হাদীস

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ যে আমার সুন্নত বা মহান আদর্শকে ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসে, সে আমার সাথে বেহেশতে থাকবে।

—তিরমিযী ও মিশকাত

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা পোষণ করার চিহ্ন হলো তার সুন্নত বা মহান আদর্শের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা। আর এই হাদীস দ্বারা তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখার ফযীলত প্রমাণিত হলো। কেননা, এটিই হলো বেহেশতের চাবি এবং বেহেশতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য লাভের কারণ।

---

১. বুখারী, মিশকাত।

www.pathagar.com

পঞ্চম হাদীস

হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে—প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে মদ্যপানের অপরাধে শাস্তি দিলেন, কিছুদিন পর সেই ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য পুনরায় হাযির করা হলে তিনি শাস্তির আদেশ জারি করলেন। উক্ত মজলিসের এক ব্যক্তি মন্তব্য করলো,—হে আল্লাহ্, এই ব্যক্তির প্রতি তোমার লা'নত হোক, কতবার তাকে এই একই অপরাধের জন্য হাযির করা হচ্ছে।

তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন: এই ব্যক্তির প্রতি লা'নত করো না, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, এই ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূলের সাথে মহব্বত রাখে।

—বুখারী

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে:

১. এতে রয়েছে গুনাহগারদের জন্য খোশখবরী। কেননা, এমন ব্যক্তির অন্তরেও আল্লাহ্র মহব্বত রয়েছে বলে স্বীকার করা হয়েছে।

২. পাপে লিপ্ত মানুষের জন্য এতে রয়েছে সতর্কবাণী। কেননা, এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, শুধু মহব্বত শাস্তি থেকে রেহাই দেবে না। তাই, কেউ যেন ধারণা পোষণ না করে যে, হুকুম পালন ব্যতীত শুধু মহব্বত পোষণ করলেই দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়া যাবে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, যেমন লা'নত করা থেকে বিরত থাকার আদেশ থেকে এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতএব, অভিশপ্ত হলে তথা লা'নত করা হলে চিরশাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতো, কিন্তু আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূলের মহব্বত এই শাস্তি থেকে রক্ষা করবে এবং কিছুদিন শাস্তি ভোগের পর মাগফিরাত লাভ হবে।

৩. এই ঘটনায় আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি মহব্বতের ফযীলত প্রমাণিত এবং প্রকাশিত হলো।

৪. মহব্বতের মধ্যেও যে পার্থক্য থাকে, এ কথারও প্রমাণ পাওয়া গেল। কেননা, গুনাহ মশগুল হওয়া সত্ত্বেও মহব্বতের কথা স্বীকার করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ না হলে পরিপূর্ণ মুহব্বতের প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

৫. মু'মিন ব্যক্তি যত পাপীই হোক না কেন, তার প্রতি লা'নত বা অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়। এতে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুহব্বতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়, সেই মুহব্বত যদি পাপ মিশ্রিতও হয় তবুও তা লা'নতকে বাধা দেয়, অতএব যদি এই মুহব্বত পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত হয়, তবে তা কতখানি ফলপ্রসূ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

www.pathagar.com

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

মহানবী (সঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট ঃ

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا

عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ـ

অর্থাৎ মদীনা শহরের অধিবাসী এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের জন্য আদৌ সমীচীন নয় যে, তারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে পশ্চাদপদ থাকবে এবং নিজেদের প্রাণকে তাঁর প্রাণ থেকে অধিক প্রিয় মনে করবে। —সূরা তওবা

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى

اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ

شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

www.pathagar.com

رَّحِيْمٌ - لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا -

অর্থাৎ, বাস্তবপক্ষে মুসলমান তো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং যখন তারা রসূল (সঃ)-এর খিদমতে কোন মজলিসে উপস্থিত থাকে তখন যদি কোন প্রয়োজনে সেই মজলিস থেকে চলে যেতে হয় তখন তারা ততক্ষণ পর্যন্ত যায় না, যতক্ষণ না আপনার নিকট থেকে অনুমতি লাভ করে, (হে রসূল) এ অবস্থায় যারা আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, বস্তুত তারাই আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূলের প্রতি ঈমান লাভে ধন্য। অতএব যখন এই পুণ্যবান ঈমানদার ব্যক্তিরা তাদের প্রয়োজনে আপনার নিকট প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করবে, তবে তাদের মধ্যে যাকে আপনি ভাল মনে করেন তাঁকে অনুমতি দান করুন এবং এই অনুমতি প্রদানের পরেও তাদের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াময়। (হে মুমিনগণ) রসূলুল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে দীনের প্রয়োজনে একত্রিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেন, তখন তোমরা তাঁর সেই আহ্বানকে নিজেদের পরস্পরের আহ্বানের ন্যায় সাধারণ আহ্বান মনে করো না এবং যে যখন ইচ্ছা তখন উপস্থিত হয়ো না। এতদ্ব্যতীত উপস্থিতির পরেও যতক্ষণ ইচ্ছা বসে রইলে আবার যখন ইচ্ছা চলে গেলে। —সূরায়ে নূর

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا -

আল্লাহ্ পাকের প্রিয় রসূলকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া এবং রসূলের মৃত্যুর পর কখনও তাঁর কোন স্ত্রীকে বিবাহ করা মুমিনদের জন্য কখনও জায়েয ও বৈধ নয়; আল্লাহ্ পাকের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত বড় অপরাধ (আর যেভাবে এই বিবাহ অবৈধ, তেমনিভাবে এই ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করা অথবা মুখে প্রকাশ করাও অপরাধ)। অতএব যদি এ সম্পর্কে কোন

www.pathagar.com

কথা তোমরা মুখে প্রকাশ কর অথবা মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠেও তার ইচ্ছা পোষণ কর, তবে আল্লাহ্ পাক (উভয় বিষয়ে অবগত হবেন, কেননা তিনি) সকল বস্তু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। তাই তিনি তোমাদেরকে এই অপরাধের শাস্তি প্রদান করবেন। আর আমি (আল্লাহ্) যে উপরে 'পর্দার' বিধান চলার নির্দেশ প্রদান করেছি কোন কোন লোক সেই নির্দেশের আওতায় পড়ে না যেমন, নবীর স্ত্রী তাঁর পিতাকে দেখা দিতে পারেন এবং স্বীয় পুত্র সন্তান, আপন ভ্রাতা, আপন ভ্রাতুষ্পুত্র, আপন ভাগিনেয় এবং স্বধর্মী মহিলা এবং নিজেদের বাঁদীকেও দেখা দিতে পারেন এবং হে রসূলের স্ত্রীগণ (এই নির্দেশ পালনের ব্যাপারে) আল্লাহ্কে ভয় কর (কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ যেন না হয়), নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বত্র বিদ্যমান (অর্থাৎ কোন বস্তুই আল্লাহ্ পাক থেকে গোপন নয়, তাই বিরুদ্ধাচরণ হলে শাস্তির আশংকা রয়েছে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর ফেরেশতাগণ পয়গম্বর (সঃ)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও রসূলের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ কর (যাতে করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দায়িত্ব যথা-যথভাবে পালন করা হয়) যারা আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূলকে ইচ্ছাকৃত কষ্ট দেয়, আল্লাহ্পাক এই পৃথিবীতে এবং আখিরাতে তাদের উপর লা'নত করেন এবং তাদের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন।

—সুরায়ে আহ্যাব

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا -

অর্থাৎ (হে রসূল!) আমি আপনাকে উম্মতের কার্যাবলী সম্পর্কে কিয়ামতের দিন ব্যাপকভাবে এবং দুনিয়াতে বিশেষভাবে সাক্ষ্যদানকারী, মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী এবং কাফিরদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি। হে মু'মিনগণ! আমি তাঁকে এজন্য রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি যাতে করে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর দীনের সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং সকাল বিকাল তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে থ'ক।

--সূরায়ে ফাতাহ

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ------- وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ
إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অনুমতির পূর্বে কোন কর্মে বা কথায় অগ্রসর হয়ো না (অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ অনুমতি লাভের পূর্বে কোন কথা বলবে না)। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্পাক তোমাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করেন এবং তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। হে ঈমানদারগণ! পয়গাম্বরের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলো না এবং তোমরা নিজেরা একে অন্যের সঙ্গে যেভাবে তর্জন গর্জন করে কথা বলে থাক, নবীর সঙ্গে তেমনিভাবে কথা বলো না। এতে তোমাদের অলক্ষ্যেই তোমাদের যাবতীয় নেক আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে (অর্থাৎ, যখন রসূলের সম্মুখে কথা বলার প্রয়োজন হয় তখন উচ্চস্বরে কথা বলবে না। যেমন নিজেকেই নিজে সম্বোধন করা হচ্ছে এমনি নিম্নস্বরে কথা বলবে এবং যখন নিতান্ত প্রয়োজনে রসূলকে সম্বোধন করতে হয় তখন সতর্ক থাকবে যেন রসূলের স্বরের চেয়ে নিজেদের স্বর উচ্চ না হয়ে যায়। রসূলের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলার মাধ্যমে দৃশ্যত নির্ভীকতা প্রকাশ পায় এবং পরস্পরের সঙ্গে তর্জন গর্জন করে কথা বলার ন্যায় রসূলের সম্মুখে কথা বলাতে স্বভাবতই বেয়াদবী হয়।)

কেননা, অনুসারীকে অনুসরণীয় ব্যক্তির প্রতি কথায় এবং কাজে সকল ক্ষেত্রে আদব রক্ষা করতে হয়। আর আদব রক্ষা না করা অনুসরণীয় ব্যক্তির কষ্টেরও কারণ হয়। বস্তুত রসূলকে কষ্ট দেওয়ার শোচনীয় পরিণতি হলো যাবতীয় নেক আমল বরবাদ হওয়া। অন্যান্য গুনাহ নেক আমল বরবাদ হওয়ার কারণ নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থাৎ রসূলকে কষ্ট দিলে আমল বরবাদ হয়ে যায়। অনেক সময় মন অত্যন্ত খুশী থাকে। তখন অবশ্য এর কারণে মনে কষ্ট হয় না। এই সময় মনে কষ্ট না হওয়ার কারণে আমল বরবাদ হওয়ার কারণ হয় না।

www.pathagar.com

যেহেতু শ্রোতার কষ্ট হওয়ার কথা অনেক সময় বক্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না, এই কারণে যে কষ্ট হয় এবং তার পরিণামে আমলও বরবাদ হয়ে যায়। অথচ বক্তা মনে করে যে, কোন কষ্ট হয়নি, ফলে তার আমল বরবাদ হওয়ার খবরও সে রাখে না, আর এই অর্থেই পবিত্র কুরআনে لا تشعرون শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই কারণেই হযূর (সঃ)-এর মহান দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। হয়ত কোন কোন সময় উচ্চস্বরে কথা বলা তার কষ্টের কারণ নাও হতে পারে কিন্তু কোন্ সময় যে কষ্ট হবে আর কোন্ সময় যে হবে না তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না, তাই সম্পূর্ণভাবে তাঁর মহান দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলা সর্বকালের জন্য নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (এতক্ষণ পর্যন্ত মহানবীর দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলার পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হলো। এখন নিম্নস্বরে কথা বলা সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে ।) যারা আল্লাহ্র রসূলের সম্মুখে বিনম্রস্বরে কথা বলে আল্লাহ্ পাক তাদের মনকে আদব সম্ভ্রমের জন্য যাচাই করে নিয়েছেন (অর্থাৎ তাদের মনের মধ্যে পরিপূর্ণ তাকওয়া রয়েছে) কেননা, পরিপূর্ণ তাকওয়া সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুত্তাকী হতে পারে না, যতক্ষণ না সে এমন কাজ পরিত্যাগ করে যা ক্ষতিকর নয়, যাতে করে সে ক্ষতিকর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। উচ্চস্বরে কথা বলার একটা দিক ক্ষতিকর নয় এমনও রয়েছে, যাতে কারো কোন কষ্ট হয় না, আর একটা দিক এমনও রয়েছে যা ক্ষতিকর অর্থাৎ উচ্চস্বরে কথা বলায় যদি কারও ক্ষতি হয় যখন সাহাবায়ে কিরাম উচ্চস্বরে কথাবার্তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন তখন এর অর্থ হলো যে, তাঁরা ক্ষতিকর বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এমনি বিষয়ও বর্জন করেছেন যা ক্ষতিকর নয়। আর এতে তাঁদের পরিপূর্ণ তাকওয়া ও পরহেযগারীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাদের এই নেক আমলের প্রতিফল ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং মহান প্রতিফল।

যারা হযূর (সঃ)-কে ঘরের বাইরে থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই জ্ঞান-বুদ্ধিহীন, অন্যথায় তারা আপনার আদব রক্ষা করতো এবং ঘরের বাইরে থেকে আপনাকে আহ্বান করার দুঃসাহস করতো না।

www.pathagar.com

আর এ সমস্ত লোক যদি আপনার গৃহের বাইরে তাদের নিকট আপনার আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতো তবে তা হতো তাদের জন্য উত্তম (কেননা এভাবে আদব রক্ষা হতো) এবং (এ সমস্ত লোক এখনও যদি তওবা করে তবে তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হবে) কেননা, আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু।

প্রথম হাদীস

ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) 'আবূ দাউদ শরীফে' 'হুদুদ পরিচ্ছেদে' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হুযূর (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেন যে, এক অন্ধ ব্যক্তি'র এমন একজন বাঁদী ছিল, যে মহানবী (সঃ) সম্পর্কে কখনও কখনও অশোভন মন্তব্য করে বেয়াদবী করতো। অন্ধ ব্যক্তি তাকে নিষেধ করতো এবং ভীতি প্রদর্শন করতো কিন্তু সে তাতে কর্ণপাতও করতো না। একদিন রাত্রে সেই বাঁদী প্রিয় নবী (সঃ) সম্পর্কে কিছু একটা অবমাননাকর কথা বলতে আরম্ভ করলে ঐ অন্ধ ব্যক্তি একটা ছুরি নিয়ে বাঁদীর পেটে তা প্রবেশ করিয়ে তাকে হত্যা করে। পরদিন সকালে ঘটনার তদন্ত হলে অন্ধ ব্যক্তি বাঁদীকে হত্যা করার কথা স্বীকার করলো এবং সে তাকে কেন হত্যা করলো তার সঠিক কারণও বর্ণনা করলো। মহানবী (সঃ) উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা সাক্ষী থাক তার বাঁদীর রক্ত বৃথা যাবে (অর্থাৎ কিসাস্ গ্রহণ করা হবে না)।

ফায়দা ঃ এই সাহাবীর অন্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লা-মের জন্য কত ভালবাসা ছিল তার প্রমাণ এই ঘটনা। কেননা, প্রিয় নবী (সঃ)-এর শানে বেআদবী তিনি পছন্দ করেন নি। যেহেতু বাঁদীটিকে বারে বারে সতর্ক করা সত্ত্বেও সে অন্যায় থেকে বিরত হয়নি, তাই তাকে চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম বুখারী (রঃ) হুদায়বিয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে একথারও উল্লেখ রয়েছে যে, ওরওয়াহ্ ইবনে মসঊদ মক্কাবাসীদের একজন সর্দার। সে মহানবী (সঃ)-এর মহান দরবার থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করে মক্কাবাসীকে বলল ঃ হে

www.pathagar.com

আমার জাতি! আমি আল্লাহ্ পাকের শপথ করে বলছি যে, আমি অনেক বড় বড় রাজা-বাদশার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, পারস্য রাজ, রোমক সম্রাট এবং আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশীর নিকটও আমি গিয়েছি কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারিগণ তাঁর প্রতি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করে এমন অবস্থা আর কোথাও দেখিনি। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যে, তিনি যখন থুথু ফেলেন তখন তাঁর কোন সঙ্গী তা হাতে তুলে নেয় এবং তা নিজ মুখমণ্ডলে এবং দেহের মধ্যে মালিশ করে নেয়, আর যখন তিনি আদেশ দান করেন তখন তাঁর সে আদেশ দ্রুত পালন করে এবং যখন তিনি অযু করেন তখন সাহাবাদের অবস্থা এমন হয়, তারা যেন লড়াই করে হলেও তাঁর দেহ-নিঃসৃত সেই অযুর পানি লাভ করতে চেষ্টা করে। আর যখন তিনি কোন কথা বলেন, তখন তারা নিজেদের স্বর অত্যন্ত নম্র করে নেয়, তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহানবী (সঃ)-এর প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করে না।

ফায়দা ঃ উল্লিখিত হাদীসে মহানবী (সঃ)-এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ভক্তি শ্রদ্ধার যে বিবরণ পেশ করা হয়েছে, তা ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক।

তৃতীয় হাদীস

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমরা প্রিয় নবী (সঃ)-এর সাথে একজন আনসারী সাহাবীর নামাযে জানাযায় শরীক হয়ে কবর পর্যন্ত গমন করলাম। লাশ কবরে রাখতে একটু বিলম্ব হওয়ায় মহানবী (সঃ) এক স্থানে আসন গ্রহণ করলেন এবং আমরা তাঁর চতুর্দিক দিয়ে এমনভাবে উপবিষ্ট রইলাম যে, মনে হচ্ছিল আমাদের মাথার উপর কোন পাখী বসা রয়েছে (অর্থাৎ আমরা নিষ্প্রাণের ন্যায় নীরব হয়ে বসেছিলাম)।

ফায়দা ঃ মহানবী (সঃ)-এর মহান দরবারে এমনিভাবে হাযির থাকার নিয়ম ছিল। এতে মহানবী (সঃ)-এর প্রতি সাহাবাদের আদব রক্ষার একটা অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। উলামায়ে কিরাম বলেন, মহানবী (সঃ)-এর ইন্তিকালের পরেও তাঁর প্রতি এমনি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

তাই 'মাওয়াহিব' নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, যখন হুযুর (সঃ)-এর স্বর থেকে নিজের স্বরকে উচ্চ করা আমল বরবাদ হওয়ার কারণ, তখন নিজের

www.pathagar.com

মতামত এবং ধ্যান-ধারণাকে মহানবী (সঃ)-এর সুন্নাত এবং নির্দেশের উপর প্রাধান্য দেওয়ার দুঃসাহস করা সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে? অন্যান্য উলামা লিখেছেন যে, যেভাবে হুযুর (সঃ)-এর সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলা বৈধ ছিল না, ঠিক অনুরূপভাবে তাঁর হাদীস ও নির্দেশাবলী বর্ণনাকালেও শ্রোতাদের কথাবার্তা বলা বেয়াদবী ব্যতীত আর কিছুই নয়। ঠিক এমনিভাবে হুযুর (সঃ)-এর রওজা শরীফের নিকটও উচ্চস্বরে কথা বলা বৈধ নয়। 'মাওয়াহিব' নামক গ্রন্থে একটা ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে।

আমিরুল মু'মিনীন আবু জাফর ইমাম মালিক (রাঃ)-র সঙ্গে মসজিদে নববীতে কোন মাস'আলা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। ইমাম মালিক (রাঃ) বললেনঃ হে আমিরুল মু'মিনীন, তোমার কি হয়েছে? এই মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলো না, কেননা হুযুর (সঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাঁর ইন্তিকালের পরেও ঠিক তেমনিভাকে কর্তব্য, যেভাবে তাঁর জীবদ্দশায় তা কর্তব্য ছিল। আবু জাফর একথা শ্রবণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। হযরত উমর (রাঃ)-র কথায়ও একথা প্রমাণিত হয়। তায়িফের দুই ব্যক্তি মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে কথা বলার সময় তিনি তাদেরকে নিষেধ করে বলেছিলেন, তোমরা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বল?[১]

তাই, প্রিয় নবী (সঃ)-এর মহান নামের, তাঁর মহান বাণীর, তাঁর স্থানের এক কথায় এই সম্পর্কীয় বিষয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব বা একান্ত কর্তব্য। আর এই পর্যায়ে যেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের অথবা অন্য কোন নবীর শানে বেয়াদবী না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও কর্তব্য।

চতুর্থ হাদীস

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) একজন মুসলমান ও একজন য়াহূদীর বিতর্কের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, মুসলমান এইরূপ শপথ গ্রহণ করলো যে, শপথ সেই মহান সত্তার, যিনি মুহাম্মদ (সঃ)-কে সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম বানিয়েছেন। য়াহূদী বললো, শপথ সেই মহান সত্তার, যিনি মূসা (আঃ)-কে সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি করেছেন। তখন সেই মুসলমান য়াহূদীকে চপেটাঘাত করলো। আর য়াহূদী হুযুর (সঃ)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরযি পেশ করলো। হুযুর (সঃ)

১. বুখারী, মিশকাত।

www.pathagar.com

মুসলমান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা আমার ফযীলত এভাবে বর্ণনা করো না, যদ্দারা হযরত মূসা (আঃ)-এর শানে বেয়াদবী হয়। যেমন একের প্রতি অন্যের ফযীলত বর্ণনা করলে পরস্পরের মধ্যে কলহ-দন্দ্বের সৃষ্টি হয়।[১]

পঞ্চম হাদীস

হযরত যুবায়র ইবনে মুত'আম (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একজন গ্রামীণ লোক হুযূর (সঃ)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো ঃ "অভাবের কারণে তারা অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, ছেলেমেয়ে ক্ষুধায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, জীবন্ত সমস্ত ধন-সম্পদ জীবজন্তু সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অতএব আপনি আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। কেননা, আমরা আপনাকে আল্লাহ্ পাকের নিকট সুপারিশকারী এবং আল্লাহ্ পাককে আপনার নিকট সুপারিশকারী মনে করি।" গ্রামীণ ব্যক্তির এই বক্তব্য শ্রবণ করে মহানবী (সঃ) অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বারবার সুবহানাল্লাহ্ বলতে আরম্ভ করলেন। হুযূর (সঃ) এত অধিক পরিমাণে এই তাসবিহ পড়তে লাগলেন যে, তাতে সাহাবায়ে কিরামগণও বিচলিত হয়ে উঠলেন। অতঃপর হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন ঃ দুর্ভাগ্য তোমার। আল্লাহ্ পাককে কারও নিকট সুপারিশকারীরূপে আনা যায় না, আল্লাহ্ পাকের শান ও মর্যাদা তার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।[২]

ফায়দা ঃ যদিও সুপারিশকারী কখনও কখনও যার নিকট সুপারিশ করা হয় তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান ও মহান হয়, যেমন মহানবী (সঃ) হযরত বুরায়রাকে মুগীস সম্পর্কে বলেছিলেন যে, আমি আদেশ প্রদান করি না বরং সুপারিশ করি কিন্তু সুপারিশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যে কাজের জন্যে সুপারিশ করে সুপারিশকারী নিজেই সেই কাজ সমাধা করতে সক্ষম হয় না, আর যার নিকট সুপারিশ করে সে তার মুখাপেক্ষী হয়। আর অক্ষমতা বা পরমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্ পাকের শানে অসম্ভব, অকল্পনীয়।

---

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত।

২. আবু দাউদ, মিশকাত।

www.pathagar.com

যেহেতু উপরিউল্লিখিত বর্ণনায় হুযূর (সঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলেও আল্লাহ্‌পাকের শানে বেয়াদবী হয়েছে, এইজন্য হুযূর (সঃ)-এর নিকট এই কথা ছিল অসহনীয়। তাই তিনি তাকে এমন কথা থেকে বিরত রেখেছেন।

أَكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِيٍّ زَانَهُ خُلُقٌ

بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٍ بِالْبِشْرِ مُتَّسِمِ

অর্থাৎ কত সুন্দর তাঁর আকৃতি। আর সেই আকৃতিকে আরও সুন্দরতর করে গড়ে তুলেছে তার মহান চরিত্র মাধুর্য, তার আপাদমস্তক সৌন্দর্যে ভরপুর।

كَالزَّهْرِ فِي تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ

وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَالدَّهْرِ فِي هِمَمِ

অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) স্বীয় মহান চরিত্র মাধুর্য নম্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় ফুলের ন্যায়, আর উচ্চ মর্যাদায় তিনি যেন আকাশের চাঁদ, তিনি দয়ামায়ার সাগর এবং তিনি কালজয়ী।

كانه وهو فرد في جلالته

في عسكر حين تلقاه وفي حشم

অর্থাৎ তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের কারণে অবস্থা এমন হয়েছে যে, তিনি একা হলেও যেন অনেকের মাঝে রয়েছেন (তাঁর মহান উচ্চতর মর্যাদা বর্ণনাতীত, কল্পনাতীত)।

كانما اللؤلؤ المكنون في صدف

من معدني منطق منه ومبتسم

www.pathagar.com

অর্থাৎ তিনি ঝিনুকের অভ্যন্তরে আত্মগোপনকারী মুক্তার ন্যায় আর ঐ মুক্তায় রয়েছে দু'টি খনি—একটি তাঁর উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা এবং অন্যটি তাঁর প্রাণ হরণকারী হাসিমুখ।

يا رب صل وسلم دائما ابدا

على حبيبك خير الخلق كلهم

www.pathagar.com

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

মহানবী (সঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ফযীলত

প্রথম হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ পাক তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন এবং তার দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং তার দশটি মরতবা বুলন্দ করেন।[১]

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত ইবনে মসউদ বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করবে, যে যত বেশী পরিমাণে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে।

তৃতীয় হাদীস

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে বহু ফেরেশতা পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকে এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়।[২]

চতুর্থ হাদীস

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ সে ব্যক্তি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হোক, যার সম্মুখে আমার আলোচনা করা হয় অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না।[৩]

---

১. নাসায়ী শরীফ।
২. নাসায়ী, দারেমী।
৩. তিরমিযী।

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ হক্কানী উলামায়ে কিরাম এই হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, মহানবী (সঃ)-এর পবিত্র নাম শ্রবণের পর প্রথমবার দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। তৎপর সেই মজলিসে যতবার তাঁর মহান নাম শ্রবণ করবে ততবার দরূপ পাঠ করা মুস্তাহাব।

পঞ্চম হাদীস

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, আমি হুযূর (সঃ)-এর খিদমতে আরয করলাম যে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রতি অনেক দরূদ পাঠ করি। তাই, আপনি বলে দিন যে, নিয়মিতভাবে আমি কত পরিমাণে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করবো? হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন ঃ যত পরিমাণ তোমার ইচ্ছা। অতঃপর আমি আরয করলাম যে, আমার অজিফার জন্য নির্ধারিত সময়ের এক-চতুর্থাংশ সময় আমি আপানার প্রতি দরূদ পাঠ করতে চাই। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন ঃ যে পরিমাণ তোমার খুশী পাঠ কর তবে আরও কিছু সময় বৃদ্ধি করতে পারলে তা তোমার জন্যই হবে কল্যাণকর। আমি আরয করলাম ঃ তা হলে মোট সময়ের অর্ধেক। জবাবে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন ঃ যা তোমার ইচ্ছা, তবে যদি আরও কিছু সময় বৃদ্ধি কর তবে তা তোমার জন্য আরও ভাল হবে। আমি আরয করলাম যে, দুই-তৃতীয়াংশ। হুযূর (সঃ) এবারও ইরশাদ করলেন ঃ তোমার যা খুশী, তবে আরও কিছু সময় বৃদ্ধি করতে পারলে তা তোমার জন্য আরও ভাল হবে। অতঃপর আমি আরয করলাম ঃ আমার অজিফার সবটুকু সময়ই আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করে অতিবাহিত করতে চাই। হুযুর (সঃ) ইরশাদ করলেন ঃ এমন অবস্থায় তোমার সমস্ত ভাবনা ও প্রয়োজন পূরণ করা হবে এবং তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।[১]

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা দরূদ সর্বোত্তম জিকির হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

ষষ্ঠ হাদীস

হযরত আবূ তালহা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার

---

১. তিরমিযী।

www.pathagar.com

নিকট হাযির হয়ে বললেন ঃ আপনার পরওয়ারদিগারের ইরশাদ এই যে, আপনার প্রতি যে ব্যক্তি একবার সালাম পেশ করবে আমি তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবো।[১]

ফায়দা ঃ এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন দরূদ শরীফের মধ্যে সালাত ও সালাম উভয় শব্দ থাকে আর তা একবার পাঠ করলে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে বিশটি রহমত লাভ হবে। যেমনঃ

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم -

সপ্তম হাদীস

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ দোয়া আসমান এবং যমীনের মধ্যভাগে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না দোয়া প্রার্থী স্বীয় নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং তা গ্রহণযোগ্যও না হয়।[২]

প্রথম তত্ত্ব

মুসলিম জাতির প্রতি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান দান অগণিত। তিনি যে শুধু মানব জাতির নিকট ইসলামের বাণী পেঁ ৗছে দিয়েছেন তাই নয়, বরং তাদের আত্মশুদ্ধির জন্যও চিন্তা এবং চেষ্টা করেছেন, এমনকি কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছেন আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করে এবং তাদের ক্ষতির আশংকার কথা চিন্তা করে ব্যথিত হয়েছেন। যদিও তবলীগ তথা দীন ইসলামের প্রচার করাই তাঁর কর্তব্য ছিল, কিন্তু তবুও তিনি আল্লাহ্ পাকের এই নিয়ামতের উসিলা হয়েছেন। যা হোক, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদিকে উম্মতের প্রতি নিজে ইহসান করেছেন, অন্যদিকে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম ইহ্সান লাভের কারণও হয়েছেন।

অতএব, কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হলো এমন মহান ব্যক্তিত্বের জন্য দোয়া করা, বিশেষ করে যখন তাঁর যথাযথ প্রতিদান দেওয়া অসম্ভব। আর

১. নাসায়ী, দারেমী।
২. তিরমিযী।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে আমরা যে সম্পূর্ণ অক্ষম তা বাস্তব সত্য। অতএব, রহমতের জন্য দোয়া করাই সর্বোত্তম দোয়া। এর চেয়ে উত্তম দোয়া আর কিছুই হতে পারে না। দরূদ শরীফের মূল কথা হলো নবীয়ে পাক (সঃ)-এর জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে পরিপূর্ণ এবং বিশেষ রহমতের দোয়া করা। এজন্যই শরীয়তে দরূদ শরীফকে কখনো ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছে আর কখনো মুস্তাহাব বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব

যেহেতু মহানবী (সঃ) আল্লাহ্ পাকের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র, তাঁর শ্রেষ্ঠতম রসূল, তিান রাহমাতুল্লিল আলামীন, তাই তাঁর প্রতি কোনরূপ করুণা প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা জানানোর আদৌ কোন আবশ্যকতা নেই। কেননা, প্রেমিক তার ভালবাসার কারণেই প্রিয়তমের প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন। তবে এমন প্রার্থনা স্বয়ং প্রার্থনাকারীর কল্যাণ লাভেরই কারণ হয়। তাই আমাদের প্রতি দরূদ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, দরূদ শরীফের মধ্যে আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে তাঁর প্রিয় রসূলের প্রতি রহমত নাযিল করার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়। তাই দরূদ শরীফ পাঠ স্বয়ং প্রার্থনাকারীর জন্য আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের কারণ হয়।[১]

তৃতীয় তত্ত্ব

এ প্রার্থনার মাধ্যমে মহানবী (সঃ) সম্পর্কে আরও একটি কথা প্রমাণিত হয়। তা হলো এই যে, মহানবী (সঃ) যেমন আল্লাহ্র প্রিয় রসূল, তেমনি তিনি আল্লাহ্ পাকের পূর্ণতম প্রিয় বান্দা। সত্যিকার অর্থে তিনিই আল্লাহ্ পাকের খাঁটি বান্দা। তিনিই বন্দেগীর হক আদায় করেছেন। এতদ্ব্যতীত তারও আল্লাহ্ পাকের করুণা ও রহমতের প্রয়োজন রয়েছে।

চতুর্থ তত্ত্ব

যেহেতু হুযুর (সঃ) মানুষ হিসাবে, দৈহিক আকৃতিতে, সৃষ্টিগত উপাদানে উম্মতের সঙ্গে অংশীদার, বরং কোন কোন ব্যাপারে তাদের

---

১. মাওয়াহিব।

www.pathagar.com

সঙ্গে তাঁর সমতাও নেই যেমন ধন-সম্পদের ব্যাপারে তিনি অন্যাদের সমানও নন এবং এই অংশীদারিত্ব ও অসাম্য অনেক সময় অবিশ্বাসী ও ভ্রান্ত লোকদের মনে হুযূর (সঃ)-এর যথাযথ সম্মান, মর্যাদা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তাই তারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। কুরআনের ভাষায়—

أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ -

অর্থাৎ আমরা কি বিশ্বাস করবো? আমাদের ন্যায়ই দু'টি লোকের প্রতি।

আবার কেউ এই প্রশ্ন করে বলেছে ঃ

أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ -

অর্থাৎ আমাদের ন্যায়ই একটি লোকের প্রতি আমরা অনুসরণ করব? নিশ্চয়ই আমরা পথভ্রষ্টতায় পতিত হবো।

আর কেউ বলেছে ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ -

অর্থাৎ যদি কুরআন আমাদের এই দু'টি নগরীর কোন মহান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ হতো?

এজন্য দরূদ শরীফ পাঠে এই ভ্রান্ত মানসিকতা দূরীভূত হয়। কেননা, এই দরূদ শরীফে বিশেষ রহমত লাভের জন্য দোয়া করা হয়, এতে অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হয় যে, তিনি বিশেষ রহমত লাভের উপযোগী। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হুযূর (সঃ) অন্য মানুষের ন্যায় একজন মানুষ হলেও তিনি ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর মর্তবা সর্বোচ্চে, তাঁর শান স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রতি তাঁর ইহসানও অনন্ত অসীম, এ কথারও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় দরূদ শরীফের মাধ্যমে।

আর এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অবহেলা দূরীভূত হয়, বিশেষ করে যখন মহানবী (সঃ)-এর পবিত্র নামের পূর্বে 'সায়্যিদিনা' ও 'মাওলানা' শব্দ

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয় তখন এই ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। অতএব, মহানবী (সঃ) ইসলামের প্রচারে যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন তার বিবরণ সম্বলিত শব্দ তাঁর মহান নামের পূর্বে উল্লেখ করা উচিত।

আর মহানবী (সঃ) যে ইসলাম প্রচার করেছেন, তা আমাদের জন্য হয়েছে তাঁর এক মহান অবদান। এই মহান অবদানের অনুভূতি যখন আমাদের মনে জাগ্রত হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে তাঁর প্রতি আনুগত্যের ভাব সৃষ্টি হবে। আমাদের প্রতি প্রিয় নবী (সঃ)-এর যে অনন্ত অসীম দান রয়েছে, তা পবিত্র কুরআন এভাবে ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم
ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة - وان كانوا
من قبل لفى ضلال مبين - وقال تعالى : لقد من الله على
المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم
ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا
من قبل لفى ضلال مبين -

অর্থাৎ তিনিই সেই আল্লাহ্ পাক যিনি উম্মী লোকদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষাদান করেন, যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহীর আবর্তে নিপতিত ছিল।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন—নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের প্রতি ইহসান করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন তাদেরই মধ্য থেকে যিনি তাদের নিকট তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের প্রশিক্ষণ দান করেন যদিও তারা ইতিপূর্বে ছিল সুস্পষ্ট গুমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ।

পঞ্চম তত্ত্ব

কোন কোন লোকের অবস্থা এমন যে, তওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদের ভাব তাদের উপর এতটা প্রাধান্য বিস্তার করে যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কোন দিকেই তাদের মন আকৃষ্ট হয় না। এমন কি আল্লাহ্ পাকের নবীদের প্রতিও না। যদিও হুযূর (সঃ)-এর প্রতি ভক্তি ও অনুরক্তি যতখানি অবশ্য কর্তব্য ততখানি অর্জিত হবার পর তওহীদের এমনি প্রাধান্য তেমন ক্ষতিকারকও নয়; যেমন মাওয়াহিব নামক গ্রন্থে ইমাম কুশাইরী কর্তৃক বর্ণিত আবূ সাঈদ খাররাজের একটি ঘটনার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন এবং তার হুযূরে বিনীত আরয করেছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ্ পাকের মুহব্বতে অত্যন্ত মশগুল এবং বিভোর, তাঁর সান্নিধ্য মাধুরী লাভে মুগ্ধ, মত্ত, মাতোয়ারা। তাই আল্লাহ্ পাকের এই মুহব্বত আমাকে আপনার মুহব্বত থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করছে ।

হুযূর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে মুবারকবাদ দিয়ে ইরশাদ করলেন, যে আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে মুহব্বত রাখে সে আমারই সাথে মুহব্বত রাখে, কেননা, সে তো অবশ্যই জানে যে, আল্লাহ্র মুহব্বত শুধু আমার উসিলাতেই লাভ হয়েছে, আর একথা জানার পর যার মাধ্যমে আল্লাহ্র মুহব্বত লাভ হল তার সঙ্গে মুহব্বত না হওয়া সম্ভবই নয় যদিও সর্বক্ষণ সেদিকে মনের আকর্ষণ না থাকে, তাতে করে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুহব্বত থাকা জরুরী, তবে সর্বক্ষণ তার আকর্ষণ থাকা জরুরী নয়। আর কোন কোন লোকের মতে এই ঘটনাটি একজন আনসারী মহিলার, যা তাঁর জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আ'লামিন

www.pathagar.com

তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে বা উসিলা হিসাবে যাকে ঘোষণা করেছেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তওহীদ বিরোধী কাজ নয় বরং এভাবেই তওহীদের প্রতি ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে, যেমন কোন প্রেমিক তার প্রিয়তমের সান্নিধ্য লাভ করতে চায় আর প্রিয়তম তার নিজস্ব কোন ব্যক্তিকে প্রেমিকের নিকট এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করে যে, আমার সান্নিধ্য পেতে হলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। এমন অবস্থায় প্রিয়তমের প্রতি যতখানি আকর্ষণ হবে ততখানি আকর্ষণই সে ব্যক্তির প্রতি হবে! কেননা, এতে এতটুকু গাফলতি হলে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার আশংকা থাকবে। এভাবে যখন কোন আশেক জানতে পারবে যে, যত বেশী প্রিয়তমের প্রেরিত ব্যক্তির খাতির খিদমত করতে পারা যায় ততই তিনি আমার প্রতি বেশী সন্তুষ্ট থাকবেন—তখন সে ব্যক্তির সেবা-যত্নে আরও বেশী মশগুল হবে, আর এই মশগুল হওয়াকে স্বীয় প্রিয়তমের প্রেমভালবাসা লাভের জরুরী উপকরণ মনে করবে।

ঠিক এভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুহব্বত, ভক্তি, অনুরক্তি ও আকর্ষণ যত বেশী হবে ততই আল্লাহ্ পাকের মুহব্বতও বেশী হবে।

অতএব, দু'টি আকর্ষণের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা নেই বরং একটি আরেকটির জন্যে অবশ্য করণীয়। আর এই মনোভাব সৃষ্টি করার নিমিত্তেই হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি দরূদ শরীফের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

তাই, কুরআন করীমের ভাষায় صلوا عليه و سلموا تسليما তোমরা নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ কর—এই আদেশ দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, আমার প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে আমি সন্তুষ্ট হই। যে আমার সন্তুষ্টি লাভে প্রয়াসী হয়, সে যেন আমার প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট ও অনুগত এবং তাঁর অনুসারী হয়।

আর তাঁর প্রতি ভক্তি মুহব্বতকে কেউ যেন তওহীদ বিরোধী মনে না করে, কেননা, এটি তওহীদের অবশ্য করণীয় উপকরণের অন্যতম। এই উপকরণ ব্যতীত কেউ তওহীদের মর্মকথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না।

www.pathagar.com

দরূদ শরীফের আদব

দরূদ শরীফের আদব সম্পর্কে 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, কোন ব্যবসায়ী ব্যক্তির দোকানের মাল মানুষের নিকট অধিকতর পসন্দনীয় হবে—এই উদ্দেশ্যে তস্‌বীহ বা দরূদ শরীফ পাঠ করা বা চৌকি-দার বা প্রহরীকে জাগ্রত করার জন্য উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করা অথবা কোন বিখ্যাত লোকের আগমনের সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে কোন তস্‌বীহ বা দরূদ শরীফ পাঠ করা (যাতে করে সেই ব্যক্তির সম্মানার্থে লোকজন দণ্ডায়মান হতে পারে) মকরূহ।

কবি বলেনঃ

صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى رَأْسِ فَرِيْقِ النَّاسِ

مِنْهُ لِلْخَلْقِ أَمَانٌ بِزَمَانِ الْبَأْسِ

অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার! রহমত নাযিল কর সমস্ত মানব জাতির দলপতির প্রতি, যাঁর অস্তিত্ব দুঃসময়ে শান্তির মূর্ত প্রতীক।

صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي خَرْغَدِ

كُلُّ مَنْ يَظْمَاءُ لِيَسْقِيَهُ رَحِيْقَ الْكَأْسِ

অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার! কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড উত্তাপের দরুন সমগ্র মানব জাতির যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, তখন যিনি তৃষ্ণার্ত উম্মতকে হাউজে কাউসারের সুমিষ্ট ও সুশীতল পানি পান করাবেন তাঁর প্রতি রহমত নাযিল কর।

صل يا رب على من برجاء الكرم

خص من جاه الهه لعموم الناس

www.pathagar.com

অর্থাৎ রহমত নাযিল কর হে পরওয়ারদিগার সেই মহান সত্তার প্রতি, যাঁকে সমগ্র মানব জাতির মাঝে বিশেষ অনুগ্রহের সুসংবাদ দান করা হয়েছে এবং যিনি আপনার মহান দরবারে উপস্থিত হবেন।

صل یا رب علی حونس کل البشر
مبدل الوحشة فی القبر باستیناس

অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার, রহমত নাযিল কর সমগ্র মানব জাতির হিতাকাঙ্ক্ষীর সেই মহান নবীর প্রতি, যাঁর উসিলায় কবরের ভয়-ভীতি দূরীভূত হবে।

صل یا رب علی روح رئیس الرسل
مقتدی نحن علی ارجلة بالراس

অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার, সমস্ত নবী-রসূলের দলপতি এবং আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-এর পুণ্যাত্মার প্রতি রহমত নাযিল কর, যাঁর মহান আদর্শের অনুসরণ আমাদের একান্ত কর্তব্য।

www.pathagar.com

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

হুযূর (সঃ)-কে উসিলা গ্রহণ করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া প্রার্থনা করা

প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা সর্বাধিক বরকতময় কাজ। দরূদ শরীফের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের এমনি নৈকট্য লাভ হয় যা মানব জীবনের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যদিও হুযূর (সঃ)-এর উসিলা গ্রহণ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবু বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 'দরূদ শরীফ' বা 'উসিলা গ্রহণ' উভয়টি করা হয় দোয়া অধিকতর কবূল হওয়ার জন্য। এজন্য দরূদ শরীফের আলোচনার পর এই বিষয়টির উল্লেখ পসন্দনীয় মনে হচ্ছে। যদিও 'উসিলা গ্রহণ' সম্পর্কে কারো কারো মতানৈক্য রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ উলা-মায়ে কিরাম উসিলা গ্রহণকে জায়েয বলেছেন যদি তাতে শরীয়তের সীমা-রেখা লঙ্ঘন না করা হয়।

প্রথম হাদীস

ইবনে মাজা শরীফে 'সালাতুল হাজাত' পরিচ্ছেদে উসমান ইবনে হানিফ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একজন অন্ধ ব্যক্তি মহানবী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ্! দোয়া করুন আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে স্বাস্থ্যসুখ দান করেন। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন যে, যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে এই দোয়া স্থগিত রাখব আর তাই হবে তোমার জন্য অধিকতর শ্রেয়। আর যদি ইচ্ছা কর তবে দোয়া করব। সে আরয করলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, দোয়া করুন! হুযূর (সঃ) তাকে আদেশ দান করলেন যে, ভালরূপে অযূ করে দু'রাকাত নামায আদায় করে এই দোয়া করঃ "হে আল্লাহ্! আপনার দরবারে প্রার্থনা জানাই এবং আপনার রহমতের নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর উসিলায় আপনার প্রতিই মনোনিবেশ করি। হে

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সঃ)! আপনাকে উসিলা গ্রহণ করে আমার এই প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনায় আমি আমার পরওয়ারদিগারের দিকে মনোনিবেশ করছি যাতে তিনি তা পূর্ণ করেন। হে আল্লাহ! হুযূর (সঃ)-এর সুপারিশ আমার ব্যাপারে কবূল করুন।"

ফায়দা ঃ এই বর্ণনা দ্বারা উসিলা গ্রহণ করার বিধান ও পন্থা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়। আর যেহেতু হুযূর (সঃ) সেই অন্ধের জন্য দোয়া করছেন বলে কোন বর্ণনায় উল্লেখ নেই, এতে এ কথাও প্রমাণিত হল যে, যেভাবে কারও দোয়ার উসিলা গ্রহণ করা জায়েয ঠিক তেমনিভাবে কারও সত্তা বা ব্যক্তিত্বের উসিলা গ্রহণ করাও জায়েয। দোয়ার মধ্যে উসিলা গ্রহণের অর্থ হচ্ছে এই যে, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আপনার করুণাভাজন এবং কোন করুণাভাজন ব্যক্তির সংগে ভালবাসা স্থাপন করাও করুণা লাভের পন্থা। আর আমরা তাঁর সঙ্গে ভালবাসা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তাই আমাদের প্রতিও রহমত নাযিল করুন এবং কারো নেক আমলকে উসিলা গ্রহণ করলে আংশিক পরিবর্তনের পর তার সংক্ষিপ্তসার এই হয় যে, এই নেক আমল আপনার নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয় ও রহমত লাভের কারণ এবং এই আমল যিনি করেন তিনিও আপনার করুণাভাজন হন এবং আমরা এই আমল করলাম। তাই আমাদের প্রতিও রহমত নাযিল করুন। 'ইনজাহুল হাজাত' নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, এই হাদীস ইমাম নাসায়ী এবং তিরমিযী 'কিতাবুদ্ দাওয়াত' অর্থাৎ দাওয়াত পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান (সহীহ) বলেছেন। ইমাম বায়হাকী এই হাদীসকে সহীহ বলেন এবং অতিরিক্ত এ কথাও বলেছেন যে, সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং সংঙ্গে সংঙ্গে তার চক্ষু ভাল হয়ে গেল।

দ্বিতীয় হাদীস

'ইনজাহুল হাজাত' গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসখানিকে সহীহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আল্লামা তিবরানী 'কবীর' নামক গ্রন্থে উপরিউল্লিখিত উসমান ইবনে হানিফ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত উসমান (রাঃ)-র নিকট কোন প্রয়োজনে কয়েকদিন পর্যন্ত গমন করলেন কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নি। অতঃপর সে উসমান ইবনে হানিফের নিকট একথা প্রকাশ করলে তিনি বললেন যে, অযূ করে মসজিদে প্রবেশ কর এবং উপরিউল্লিখিত ঐ দোয়া শিক্ষাদান করে বললেন যে, এই দোয়া

www.pathagar.com

কর। অতঃপর সে তাই করল। হযরত উসমান (রাঃ)-র নিকট পুনরায় উপস্থিত হলে তিনি তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। ইমাম বায়হাকী হাদীসখানি দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেন। তিব্রানী 'কবীরের এবং আওসাতের' মধ্যে এমন সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেন যার মধ্যে 'রূহ ইবনে সালাহ' নামক বর্ণনাকারী রয়েছে এবং ইবনে হাব্বান ও হাকিম হাদীসখানিকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তবে হাদীসখানির মধ্যে এক প্রকার দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু তা এ ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিকর নয়।

ফায়দা ঃ এই বর্ণনা দ্বারা মৃত্যুর পরও উসিলা গ্রহণ করার বৈধতা প্রমাণিত হল। এতদ্ব্যতীত যুক্তির বিচারেও একথা প্রমাণিত হয়, কেননা প্রথম হাদীসের পরিশিষ্টে উসিলা গ্রহণের যে সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে তা উভয় অবস্থাতেই বিদ্যমান।

তৃতীয় হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত উমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-র উসিলা গ্রহণ করে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! আমার পূর্বে আপনার নবী (সঃ)-এর উসিলা গ্রহণ করে আপনার দরবারে দোয়া করতাম আর আপনি আমাদেরকে বৃষ্টিদান করতেন এবং এখন আমরা আপনার দরবারে আপনার প্রিয় নবী (সঃ)-এর পিতৃব্যের উসিলা গ্রহণ করে দোয়া করছি। তাই আপনি বৃষ্টি দান করুন। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হতো। —বুখারী

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা নবী ব্যতীত অন্য লোকের উসিলা গ্রহণ সম্পর্কেও প্রমাণ পাওয়া গেল, যদি তাঁর সঙ্গে নবীর রক্তের বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক থাকে, নবীর সঙ্গে উসিলা গ্রহণ করার এটিও একটা পন্থা।

চতুর্থ হাদীস

আবুল যাওজা বর্ণনা করেন ঃ একবার মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ হযরত আয়েশা (রাঃ)-র নিকট দুর্ভিক্ষের কষ্টের কথা আরয করলেন। তখন তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারকের দিকে ইঙ্গিত করে তার উপর থেকে পর্দা ফাঁক করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ আসমান এবং রওজায়ে পাকের মধ্যে যেন কোন

www.pathagar.com

প্রকার আবরণ বা পর্দা না থাকে। তাঁর নির্দেশ অনতিবিলম্বে পালন করা হলো আর সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো।

ইতিপূর্বে কথার মাধ্যমে উসিলা গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়, আর এই বিবরণ দ্বারা কাজের মাধ্যমে উসিলা গ্রহণের প্রমাণও পাওয়া গেল। কেননা, রওজা পাককে আসমান পর্যন্ত উন্মুক্ত করার অর্থ হলো ঃ হে আল্লাহ্! এটি আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারক! অতএব প্রিয় নবী (সঃ)-এর উসিলায় আমাদের প্রতি রহমত করুন। 'মাওয়াহিব' নামক গ্রন্থে আরও একটি বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম হাদীস

ইমাম আবুল মনসুর, ইবনু নাজ্জার, ইবনে আসাকির, ইবনে যওজী (রঃ) বর্ণনা করেন—মুহাম্মদ ইবনে হারব থেকে তিনি বর্ণনা করেন ঃ আমি রওজায়ে পাকের যিয়ারতের পর সম্মুখেই উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক হাযির হলেন এবং রওজায়ে পাকের যিয়ারত করে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল। আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছেন, আর এই কিতাবে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِذْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ

وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۔

অর্থাৎ হে রসূল, যারা পাপাচারের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, তারা যদি আপনার নিকট উপস্থিত হয়, আর আল্লাহ্র রসূল যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে তারা আল্লাহ্ পাককে তওবা গ্রহণকারী এবং দয়াবানরূপে পাবে।

হে রসূলুল্লাহ্! আমি আপনার শাফা'আতের আশায় স্বীয় কৃত অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয়ে এবং ক্ষমা প্রার্থী হয়ে মহান আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়েছি। আপনি দয়া করে আমার জন্য সুপারিশ করুন। অতঃপর লোকটি দু'টি কবিতা আবৃত্তি করেন।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ইবনে হারবের মৃত্যু হয় ২২৮ হিজরীতে। অতএব, তা ছিল কল্যাণের যুগ, আর সেই সময় কেউ এমন ঘটনার প্রতি অস্বীকৃতি জানায়নি। তাই শরীয়তের অন্যতম দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য হয়।

يا رب صل وسلم دائما أبدا

على حبيبك خير الخلق كلهم

ومن يكن برسول الله نصرته

فالفتح من جنده و النصر والظفر

অর্থাৎ আল্লাহ্র রসূলের উসিলায় যে সাহায্য পেয়েছে, বিজয় এবং সাফল্য তার সুনিশ্চিত হয়েছে।

دعاكم مستغيثا راجيا أملا

فهل له من سوى لطفيكم نظر

অর্থাৎ হে রসূলুল্লাহ্! সে আপনাকে অনেক বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ডাক দিয়েছে, আপনার দয়ার প্রতিই রয়েছে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

فاعطف إلهي علينا قلب سيدنا

خير الأنام فمنه العطف منتقل

অর্থাৎ হে আল্লাহ্। আমাদের সর্দার হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আমাদের প্রতি মেহেরবান বানিয়ে দিন। কেননা, আমরা তাঁর করুণার পাত্র। তাঁর দয়ার ভিখারী, আর আমরা এজন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান।

www.pathagar.com

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর আলোচনা অধিক পরিমাণে হওয়া

মানুষ যাকে বেশী ভালবাসে তার আলোচনাও করে বেশী। এটি একটি সাধারণ নিয়ম। আর যেহেতু হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, তাই তার আলোচনা সবচেয়ে বেশী করে। এটিই স্বাভাবিক।

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ -

অর্থাৎ হে রসূল! আপনার যিক্‌রকে (আলোচনা) বুলন্দ করেছি।

প্রথম হাদীস

হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ) মিম্বরে দণ্ডায়মান হয়ে ইরশাদ করলেনঃ আমি কে? উপস্থিত লোকেরা আরয করলো ঃ আপনি আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি ইরশাদ করলেন ঃ আমি তো আল্লাহ্‌র রসূল আছিই, তবে এতদ্ব্যতীত আমার আরও ফযীলত রয়েছে, রয়েছে বংশীয় মর্যাদা, আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ্ পাক সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন আর সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির মধ্যে আমি সর্বোত্তম, আর সমগ্র মানবজাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন—আরব এবং আজম। আমাকে তন্মধ্যে উত্তম অংশ অর্থাৎ আরবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর আরবের মধ্যে বহু গোত্র রয়েছে। আমাকে তন্মধ্যে সর্বোত্তম গোত্রে

www.pathagar.com

সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ কুরায়শ গোত্রে আর কুরায়শের মধ্যেও কয়েকটি খান্দান রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম খান্দান অর্থাৎ বনি হাশিমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আমাকে।)

অতএব, আমি ব্যক্তিগতভাবেও সর্বোত্তম এবং খান্দান বা বংশের দিক থেকেও সর্বোত্তম।[১]

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ফযীলত ও মাহাত্ম্য প্রকাশে মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীস

ফকীহ আবু লাইস 'তাম্বীহুল গাফিলীন' গ্রন্থে সূত্রের পূর্ণ বিবরণসহ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,—যখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অসুস্থ অবস্থায় সূরা اذا جاء نصر الله নাযিল হয়, তখন বৃহস্পতিবার হুযূর (সঃ) বাইরে তশরীফ আনলেন এবং মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে হযরত আলী (রাঃ)-কে ডাক দিয়ে বললেন ঃ মদীনায়ে মুনাওয়ারায় ঘোষণা কর যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওসিয়ত শ্রবণের জন্য তোমারা একত্রিত হও। হযরত বিলাল (রাঃ) এলান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মদীনাবাসী একত্রিত হলেন। তখন হুযূর (সঃ) আল্লাহ্‌র হাম্‌দ বর্ণনা করার পর ইরশাদ করলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম আমি আরবী এবং মক্কী।[২]

ফায়দা ঃ এতেও সে কথাই প্রমাণিত হয়, যা প্রথম হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয় হাদীস

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত হাস্‌সানের জন্য মসজিদে একটি মিম্বর রেখেছিলেন। এই মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে হযরত হাস্‌সান (রাঃ) হুযূর

১. তিরমিযী, মিশকাত।
২. ফতোয়া, মাওলানা আবদুল হাই, ১ম খণ্ড।

www.pathagar.com

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৌরবময় গুণাবলী বর্ণনা করতেন, মুশরিকীনদের অন্যায় মন্তব্যের জবাব দিতেন, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করতেন, আল্লাহ্ পাক হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হাস্সানের সাহায্য করেন যতক্ষণ হাস্সান হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর গুণাবলী প্রকাশ করতে থাকবেন এবং কাফির-দের প্রতিবাদ করতে থাকবেন।[১]

ফায়দাঃ এতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ফযীলত বর্ণনা করার প্রমাণ পাওয়া গেল, আর সেই বর্ণনা যদি কাব্যের মাধ্যমে হয়, তার অনুমতি প্রমাণিত হলো।

চতুর্থ হাদীস

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবি হালার নিকট হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি অধিকাংশ সময় হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হুলিয়া শরীফের আলোচনা করতেন। আমি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলাম যে, তিনি যেন আমার নিকট এ সম্পর্কে কিছু বলেন, তাহলে আমি সে কথাগুলো মনের মধ্যে গেঁথে রাখি।[২]

এই হাদীস দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণিত হলো—ক) হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হওয়া, যা হযরত হাসান ইবনে আলীর অন্তরে হয়েছিল; খ) আর হযরত হিন্দের এই বিষয়টি অনেক সময় বর্ণনা করা।

পঞ্চম হাদীস

খারিযা ইবনে যায়দ ইবনে সাবিত (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদল লোক হযরত যায়দ ইবনে সাবিত-এর নিকট হাযির হয়ে বললোঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কিছু অবস্থা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।

---

১. বুখারী, মিশকাত।
২. শামায়েলে তিরমিযী।

www.pathagar.com

তিনি বলেনঃ এ বিষয়ে আমি কি বলব? কেননা, বিষয়টি বর্ণনাতীত, এমন কি কল্পনাতীত। এরপর কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন।

যাহোক, আল্লাহ্ পাকের কালাম পবিত্র কুরআন দ্বারা, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ দ্বারা এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনদের কথা দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যিক্র মুবারক তাঁর মহান জীবনাদর্শের আলোচনা শুধু যে শরীয়তের বিধান মুতাবিক তাই নয়, বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত পসন্দনীয় কাজ।

www.pathagar.com

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

স্বপ্নে প্রিয় নবী (সঃ)-এর দীদার লাভ সম্পর্কে

জাগ্রত অবস্থায় যে প্রিয় নবী (সঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেনি, তার জন্য স্বপ্নে যিয়ারত লাভ হওয়া নিঃসন্দেহে একটা বিরাট সাফল্য, মহান সৌভাগ্য এবং আন্তরিক শান্তি ও সান্ত্বনার কারণ হয়। এটি আল্লাহ্ পাকের মহান দান, একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে। এই সৌভাগ্য লাভে মানুষের সাধনার কোন অবদান নেই। এটি শুধুই সৌভাগ্যের ব্যাপার, আল্লাহ্ পাক যাকে দান করবেন তিনিই এই সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবেন।

কবির ভাষায় ঃ

این سعادت بزور بازو نیست
تا نه بخشد خدائے بخشنده

অর্থাৎ এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জন করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তা দান না করেন। হাজার হাজার লোক এই আকাঙ্ক্ষায় সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন কিন্তু যিয়ারত লাভ হয়নি।

তবে সাধারণত অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করলে এবং পরিপূর্ণ-ভাবে সুন্নতের উপর আমল করলে সর্বোপরি তাঁর সঙ্গে অস্বাভাবিক মুহব্বত হলে যিয়ারত লাভ হয় কিন্তু যেহেতু অত্যাবশ্যকীয় নয়, এজন্য যিয়ারত লাভ না হলে কোন অবস্থাতেই চিন্তিত এবং নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আর অনেকের জন্য এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রিয়তমের সন্তুষ্টি বই প্রকৃত আশিকের আর কিছুই কাম্য হতে পারে না।

এ সম্পর্কে কবির আবেগ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখার যোগ্য ঃ

ارید وصاله ویرید هجری
فاترک ما ارید لما یرید

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আমি চাই তাঁর মিলন আর সে চায় আমার বিরহ, তাই তার ইচ্ছার জন্য আমি আমার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলাম।

আরিফ শিরাজী এভাবে তাঁর আবেগ প্রকাশ করেন:

فراق ووصل چه باشد رضائے دوست طلب

حیف باشد از و مهرا تمنائے

অর্থাৎ মিলন ও বিরহ দিয়ে কি হবে, বন্ধুর সন্তুষ্টিই কামনা কর। কেননা, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তুমি বন্ধুর নিকট তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু চাইবে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যদি স্বপ্নে হুযূর (সঃ)-এর যিয়ারত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জিতও হয় কিন্তু পরিপূর্ণ অনুকরণের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন না করা হয় তবে সেই যিয়ারত যথেষ্ট হবে না। স্বয়ং হুযূর (সঃ)-এর সোনালী যুগেও অনেক লোক প্রকাশ্যে তাঁর দর্শন লাভ করেছে কিন্তু মূলত তারা ছিল তাঁর থেকে অনেক দূরে।

পক্ষান্তরে, অনেক লোক যিয়ারত লাভে ধন্য হন নি অথচ তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন ওয়াযিস করনী। এই প্রসঙ্গে যিয়ারতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এমন কয়েকখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম হাদীস

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে যেন আমাকেই দেখে, কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম নয়।[১]

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে।[২]

১. বুখারী, মুসলিম।

২. বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

এই দু'খানি হাদীসের মর্ম একই। মিশকাত শরীফের টীকায় এ সম্পর্কে দু'টি কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যদি স্বপ্নে হুযূর (সঃ)-কে তার হুলিয়া শরীফ মুতাবিক না দেখা হয় অথচ স্বপ্ন দেখার সময় অন্তরে এই ভাব জাগ্রত হয় যে, ইনিই আমাদের প্রিয় নবী হুযূর (সঃ), এমন পরিস্থিতিতে এই বিবরণ কি সঠিক বিবেচিত হবে? যাঁরা এই বিবরণকে সঠিক মনে করেন, তাঁরা এই ব্যাখ্যা দান করেছেন যে, হুযূর (সঃ)-এর হুলিয়া মুবারকের পরিবর্তনের কারণ হল স্বপ্নদ্রষ্টার অবস্থা তাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। যেমন অপরিষ্কার আয়নায় পরিষ্কার মুখমণ্ডলও অপরিষ্কার দেখা যায় অথবা কোন কোন আয়নায় মুখমণ্ডল বাঁকা মনে হয়, ঐ আকৃতি তো অবশ্যই আয়নার দৃষ্টান্ত কিন্তু আয়না অপরিষ্কার হওয়ার কারণেই আকৃতি খারাপ মনে হয়েছে। অথবা এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, ঐ আকৃতি প্রকৃতপক্ষে রূহ মুবারকের প্রতিকৃতি আর প্রতিকৃতি আকৃতির সাদৃশ্য হওয়া অনিবার্য নয়। আল্লামা মাজানি এই ব্যাখ্যাকে সঠিক বলেছেন এবং আল্লামা নববীও একই মত প্রকাশ করেছেন।

তৃতীয় হাদীস

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমার যিয়ারত লাভ করবে সে জাগ্রত অবস্থায়ও আমার যিয়ারত লাভ করবে এবং শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে অক্ষম।[১]

ফায়দা : এতে স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য শুভ পরিণতির সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে। তত্ত্ববিদগণ এরূপ স্বপ্নের এমনি ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন যে, তার শুভ পরিণতি লাভ হবে অর্থাৎ মৃত্যুকালে কালেমা নসীব হবে এবং হুযূরে পাক (সঃ)-এর ইরশাদ হয়েছে যে, "সে জাগ্রত অবস্থায় যিয়ারত লাভ করবে তারও একই অর্থ, অর্থাৎ আখিরাতে সে হুযূর (সঃ)-এর নৈকট্য লাভ করবে।

এখানে এ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যে সমস্ত নেক আমলের শুভ পরিণতির সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর পূর্ব শর্ত হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং তাকওয়া ও পরহিযগারীর গুণ

---

১. বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

অর্জন করা ; ঠিক এমনিভাবে যে সমস্ত হাল বা অবস্থার শুভ পরিণতির খোশ-খবরি দেওয়া হয়েছে সেগুলোর জন্যও অনুরূপ শর্ত রয়েছে।

অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে এমন হাল বা অবস্থার কার্যকারিতা কি রইল? এ প্রশ্নের জবাব হল এই যে, কোন হাল বা অবস্থা মানুষের আমল বা কৃতকর্মেরই বহিঃপ্রকাশ হয়। যখন আমল ভাল হয় তখন হাল বা অবস্থাও ভাল হয় আর এই অবস্থা বা হাল দলীল হয় নেক আমলের। অতএব, নিছক অবস্থাই মানুষের জন্য সুসংবাদ বহন করে আনে, আর এ অবস্থা আলামত বা চিহ্নরূপে পরিগণিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ যদি হুযুর (সঃ) স্বপ্নে কোন কিছু ইরশাদ করেন আর তা শরীয়ত মুতাবিক হয় তবে তার উপর আমল করা হবে।

পক্ষান্তরে যদি সেই ইরশাদ শরীয়ত বিরোধী হয় তবে মনে করা হবে যে, এটি স্বপ্নদ্রষ্টার ভুল। সে ভুলের 'মাশুলস্বরূপই সে এই স্বপ্ন দেখেছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যদি আমল করার জন্য শরীয়ত মুতাবিক হওয়া শর্ত হয় তবে এই আদেশ তো স্বপ্ন দেখার পূর্বেও ছিল, তবে স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া কি হল? এর জবাব এই যে স্বপ্নের কারণে এই ব্যক্তির জন্য উল্লিখিত কাজটির বিশেষ তাগিদ হল।

কবিতা

نَعَمْ سَرَى طَيْفُ مَنْ اَهْوٰى فَاَرَّقَنِى

وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بِالْاَلَمِ

অর্থাৎ গভীর রাত্রে নিদ্রাবিভোর অবস্থায় প্রিয় নবী (সঃ)-এর স্মরণ মনের মধ্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো এবং আমাকে জাগ্রত করে দিল আর তাঁর মুহব্বত মধুর নিদ্রার সুখকর অবস্থাকে যাতনাবহুল করে দিল।

وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِى الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهُ

قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ

www.pathagar.com

অর্থাৎ যেসব গাফিল ব্যক্তি শুধু নিজেদের খেয়াল ও ধারণার উপর পরিতুষ্ট থাকে, হুযুর (সঃ)-এর সত্যিকারের মূল্যায়ন তাদের পক্ষে কতটুকু সম্ভব?

পদ্যের প্রথম কলিতে স্বপ্নে হুযুর (সঃ)-এর যিয়ারত লাভের পর তার মুহব্বতের যাতনা প্রকাশ করা হচ্ছে আর দ্বিতীয় কলিতে হুযুর (সঃ)-এর অনুকরণ না করে শুধু স্বপ্নের সাক্ষাতের প্রতি নির্ভর করার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

www.pathagar.com

চত্বারিংশ অধ্যায়

সাহাবায়ে-কিরাম, আহ্‌লি বায়ত এবং উলামায়ে কিরামের মর্যাদা

এটিই এই গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়। এখানে সাহাবায়ে কিরাম, আহ্‌লি বায়ত এবং উলামায়ে কিরামদের সম্মান-মর্যাদা এবং তাদের সঙ্গে ভাল-বাসা পোষণ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এর কারণ সুস্পষ্ট। প্রিয়তমের আপনজনও স্বভাবতই প্রিয় হয়। বিশেষত যারা প্রিয়তমের অত্যন্ত নৈকট্যভাজন হয় তারা এমনিতে প্রিয় হয়, উপরন্তু যখন প্রিয়তমের নির্দেশ থাকে তাদের সংগে ভালবাসা স্থাপনের জন্য এবং এতে যদি প্রিয়তম নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হল, যখন তাঁদের ব্যতীত প্রিয়তম পর্যন্ত পেঁছিবার এবং প্রিয়তমের সান্নিধ্য লাভের আশাই বৃথা—এ অবস্থায় প্রিয়তমের আপনজনকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনে করতে হবে।

মওলানা রুমী বলেন ঃ

چونکہ شد رفت خورشید و ما را کرد داغ
چارہ نبود در مقامش جز چراغ

অর্থাৎ সূর্য যখন অস্তমিত হয়, তখন আমাদেরকে অন্ধকারে নিপতিত করে, তাই তার স্থলে প্রদীপ ব্যবহার ব্যতীত আমাদের আর কোন উপায় থাকে না।

چونکہ گل رفت و گلستان شد خراب
بوئے گل را از کہ جوئیم از گلاب

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যেহেতু প্রকৃত ফুল চলে গেছে এবং তাতে বাগান হয়েছে অনাবাদী, তাই গোলাপ থেকেই সেই ফুলের খুশবু তালাশ করছি।

এ সমস্ত কারণ ও আনুসঙ্গিক দিকগুলোর দৃষ্টিপাত করার পর একথা বলা যথাযথ ও সঠিক হবে যে, সাহাবায়ে কিরাম, আহলি বায়ত এবং উলামাদের সঙ্গে যাদের ভালবাসা বা কোনরূপ সম্পর্ক থাকবে না, নবীয়ে পাকের সঙ্গে তাদের মুহব্বতের দাবী নিতান্ত ভুল ও অন্তঃসারশূন্য। এ সম্পর্কে কয়েকখানি হাদীস পেশ করা হচ্ছে।

প্রথম হাদীস

হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেনঃ আমার সাহাবীদেরকে ভালবাস কেননা, তাঁরা তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।[১]

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন যে, আমার সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করো। আমার ইন্তিকালের পর তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিও না। যে ব্যক্তি তাদেরকে মুহব্বত করবে সে যেন আমার সঙ্গে তাদের মুহব্বত থাকার কারণেই তাদেরকে মুহব্বত করেছে আর যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে, সে যেন আমার সঙ্গে শত্রুতা থাকার কারণেই তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করছে এবং যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিবে সে যেন আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাককে কষ্ট দিল। আর আল্লাহ্ পাক এমন ব্যক্তিকে অচিরেই পাকড়াও করবেন।[২]

ফায়দাঃ 'যে ব্যক্তি তাদেরকে মুহব্বত করবে' এর অর্থ এই যে, মহানবী (সঃ) বলেন যে, আমার সঙ্গে যার মুহব্বত রয়েছে তাই সে আমার প্রিয়জনকেও মুহব্বত করে আর আমার সঙ্গে যার বিদ্বেষ ভাব রয়েছে সে আমার প্রিয়জনের সঙ্গেও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে। যদি আমার সঙ্গে মুহব্বত থাকতো তবে আমার প্রিয়জনদের সঙ্গে শত্রুতা বা বিদ্বেষ ভাব কখনও পোষণ করতো না।

১. নাসায়ী শরীফ।

২. তিরমিযী।

www.pathagar.com

তৃতীয় হাদীস

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেন যে, আমার সাহাবীদেরকে খারাপ বলো না, কেননা, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তবুও তাদের এক সের বরং আধা সের পরিমাণ ব্যয়ের সমান হবে না।

ফাযায়েলে আহলি বায়ত

প্রথম হাদীস

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে তোমরা এজন্য ভালবাসা স্থাপন করো, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে পানাহারের জন্য যাবতীয় নিয়ামত দান করেছেন এবং আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে ভালবাসা স্থাপনের কারণে আমার সঙ্গে ভালবাসা স্থাপন করো (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যেহেতু প্রকৃত মাহবুব আর আমি তাঁর রসূল ও মাহবুব এজন্য আমার সঙ্গে ভালবাসা স্থাপন করো) এবং আমার সঙ্গে ভালবাসা থাকার কারণেই আমার আহলি বায়তের সঙ্গেও ভালবাসা স্থাপন করো; কেননা, তারা আমার বংশীয় ও প্রিয়। এজন্য তাদের সঙ্গেও ভালবাসা স্থাপন করো।[১]

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন যে, আমার আহলি বায়তের দৃষ্টান্ত নূহ্ (আঃ)-এর কিস্‌তীর ন্যায়। যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করেছে, সে নাজাত লাভ করেছে আর যে এই কিস্‌তী থেকে পৃথক রয়েছে সে ধ্বংস হয়েছে।[২]

তৃতীয় হাদীস

হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন যে, আমি তোমাদের মাঝে এমন দুইটি বস্তু রেখে যাচ্ছি,

১. তিরমিযী।
২. মুসনাদে আহমদ।

www.pathagar.com

যদি তোমরা তা সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে থাক তবে আমার মৃত্যুর পর কখনও তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না—তার মধ্যে একটি অপরটি থেকে বড়। ঐ দু'টি বস্তুর মধ্যে একটি আল্লাহ্‌র কিতাব যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত রজ্জুর ন্যায়, আর অপরটি আমার 'আহলি বায়ত'। একটি অপরটি থেকে কিয়ামতের ময়দানে হাউজে কাউসারের সম্মুখে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত কখনও পৃথক হবে না। তাই এই দুটি বস্তুর সঙ্গে আমার পরে কিরূপ ব্যবহার করবে তা খুব ভেবে চিন্তেই করবে।[১]

ফায়দা ঃ এখানে আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা 'শরীয়তের আহ্‌কাম' যার উৎস দ্বারা প্রমাণিত এবং যার উৎসের মূলে রয়েছে সাহাবায়ে কিরাম, আহলি বায়ত, ফুকাহা এবং মুহাদ্দিসীন। যেমন, হুযূর (সঃ)-এর এক ইরশাদে তা প্রমাণিত হয়—তিনি ইরশাদ করেন যে, 'দু' ব্যক্তির অনুসরণ ও অনুকরণ করবে যারা আমার পরে আসবে' অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ)।[২]

হুযূর (সঃ) আরও ইরশাদ করেন যে, আমার সাহাবীগণ তারকা-রাজির ন্যায়। তোমরা তাদের মধ্যে যারই অনুসরণ করবে হিদায়ত প্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহ্ পাকের সাধারণ ঘোষণা ঃ

فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ "তোমরা যে ব্যাপারে জ্ঞান রাখ না সে সম্পর্কে জ্ঞানবান লোকদের থেকে অবগতি লাভ কর।"

এর মধ্যে সমস্ত উলামাই রয়েছেন এবং এক হাদীসে হুযূর (সঃ) শরীয়তের নির্দেশকে 'কিতাবুল্লাহ্' বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন মুকাদ্দমায় তিনি ইরশাদ করেন ঃ আমি কিতাবুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী বিচার করব। অতঃপর তিনি ঘুষ ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দান করেন এবং এক ব্যক্তিকে এক'শ বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রদান করেন এবং একটি স্ত্রীলোককে তার স্বীকারোক্তির

---

১. তিরমিযী।

২. তিরমিযী।

www.pathagar.com

পর প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[১] অথচ উল্লিখিত এই-সব নির্দেশের মধ্যে কোন কোন নির্দেশ কুরআন পাকে নেই।

অতএব আল্লাহ্ পাকের কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরার তাৎপর্য হচ্ছে এই—সার্বিকভাবে ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধানকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরা তথা গ্রহণ ও বরণ করে নেওয়া, আর আহ্‌লি বায়তের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর রাখার তাৎপর্য হচ্ছে তাদের সঙ্গে মুহব্বত পোষণ করা কেননা, এটিও অন্যতম ঈমানী দায়িত্ব। যেমন হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে পর্যন্ত আমার আহ্‌লি বায়তের সঙ্গে কারো মুহব্বত না হবে, সেই পর্যন্ত তার অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না।[২] অতএব উল্লিখিত হাদীসের মর্মার্থ হল শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আমল করা এবং আহ্‌লি বায়তের সঙ্গে মুহব্বত পোষণ করা।

ফায়দা ঃ হুযূর (সঃ)-এর জীবন সঙ্গিনীগণও আহ্‌লি বায়তের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনেই তার ঘোষণা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ -

এবং ইফ্‌কের ঘটনা সম্পর্কে হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের শপথ করে বলছি যে, আমি আমার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে কখনও খারাপ কিছু জ্ঞাত হইনি। অতএব আহ্‌লি বায়তের সঙ্গে মুহব্বত রাখা ঈমানী দায়িত্ব। এ সম্পর্কে বহু হাদীসের উদ্ধৃতি রয়েছে, যাতে তাদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত কুরআন মজীদে তাঁদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং হুযূর (সঃ) তাদের খিদমতগারদের প্রশংসা করেছেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূর (সঃ)

---

১. বুখারী, মুসলিম।

২. তিরমিযী।

www.pathagar.com

স্বীয় স্ত্রীগণকে বলেছেন যে, আমার মৃত্যুর পর যারা তোমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে তারা সত্যবাদী এবং নেককার হবে।[১]

আম্বিয়া কিরামের ওয়ারিস উলামাদের ফযীলত

অর্থাৎ যে সব উলামায়ে কিরাম তাঁদের ইল্‌ম অনুসারে আমল করেন এবং দীন-ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন এবং দীনদার লোকদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে সচেষ্ট থাকেন তাদের ফযীলত, কেননা এটিই আম্বিয়া (আঃ)-এর কাজ। তবে যে সমস্ত আলিম তাঁদের ইল্‌ম অনুসারে আমল করে না তাঁদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করবে যে, ইলম দ্বারা আলিমদের মুকাবিলা করবে এবং মূর্খ লোকদের সঙ্গে বিতর্ক করবে অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে আল্লাহ্ পাক তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

হুযূর (সঃ) আরও ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে ইল্‌মে দীন হাসিল করবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, জান্নাতের খুশবুও লাভ করবে না। তিনি আরও ইরশাদ করেন যে, জাহান্নামে একটি ময়দান আছে, যার থেকে অন্যান্য জাহান্নাম প্রত্যহ চারশত বার নাজাত প্রার্থনা করে, সেই জাহান্নামে রিয়াকার আলিম-দেরকে প্রবেশ করানো হবে।

পক্ষান্তরে, খাঁটি উলামা যারা নিজেদের ইলম অনুসারে আমল করেন তাদের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে!

প্রথম হাদীস

কাসীর ইবনে কায়েস হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে একখানি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন ঃ আমি প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) থেকে শ্রবণ করেছি যে, আলিম ব্যক্তির জন্য আসমান যমীনের সমস্ত সৃষ্টিজগৎ এমন কি সমুদ্রের তলদেশের মৎস্য পর্যন্ত ইসতিগফার করে এবং আলিমের ফযীলত আলিমের উপর এমনি, যেমনি তারকার উপর পূর্ণিমার চন্দ্র এবং

১. ইমাম আহমদ।

www.pathagar.com

উলামা আম্বিয়া (আঃ)-এর ওয়ারিস আর আম্বিয়া (আঃ) টাকা-পয়সা রেখে যান না, তাঁরা শুধু ইলম রেখে যান, তাই যে এই ইলম হাসিল করবে সে তাদের মি'রাজ পরিপূর্ণভাবে লাভ করবে।[১]

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট দু'টি মজলিসের সম্মুখ দিয়ে হুযূর (সঃ) তশরিফ নিয়ে গেলেন। ঐ মজলিস দু'টির মধ্যে একটি ছিল আলিমদের মজলিস আর অন্যটি ছিল আবিদদের। অতঃপর হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেনঃ উভয় মজলিসই উত্তম। তবে একটি অপরটি থেকে উত্তম। অতএব যারা আবিদ তারা আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করতে থাকেন, যদি তাঁর মরযী হয়, তবে তিনি তাঁদেরকে দান করেন, আর যদি মরযী না হয় তবে নাও দিতে পারেন। আর দ্বিতীয় দল আলিমদের, যারা দীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করেন এবং অশিক্ষিত লোকদেরকে শিক্ষা দান করেন, তাই এই দল উত্তম। প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি তাদের নিকটই বসলেন। [যাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, এই দল প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর বিশেষ দল।][২]

তৃতীয় হাদীস

হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূর (সঃ)-এর খিদমতে বনি ইসরাঈলদের এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যে, এক ব্যক্তি ফরযসমূহ (ও তার আনুষঙ্গিক বিধি-বিধান) পালনের পর লোকদেরকে ইলমে দীন শিক্ষাদানের কাজে মশগুল থাকতো এবং অন্য ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখতো এবং সারা রাত্র ইবাদত করতো। ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম? প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করলেনঃ যে ফরয আদায়ের পর ইলমে দীন শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করতো তার ফযীলত অন্য ব্যক্তির উপর এমন ছিল যেমন আমার ফযীলত তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর।[৩]

---

১. আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।
২. দারেমী।
৩. দারেমী।

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ এসব হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আম্বিয়া (আঃ)-এর পর তাঁদের ওয়ারিশ উলামাদেরকে তাঁদের কায়েম মোকাম করা হয়েছে।

আর প্রথম হাদীসে তাদেরকে স্পষ্টভাবেই ওয়ারিশ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদীসে তাদের মজলিসে প্রিয় নবী (সঃ)-এর উপবিষ্ট হওয়া তাদের বিশেষত্বের প্রমাণ করে এবং তৃতীয় হাদীসে আলিমদের ফযীলতকে নিজের সঙ্গে তুলনা করা, তাও তাদের বিশেষত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ আর সাহাবা ও আহলি বায়তের সঙ্গে হুযূরের সম্পর্কের কথা বলারই অপেক্ষা রাখে না। তাই তাদের সঙ্গে মুহব্বত রাখা একান্ত করণীয় কাজ।

তাঁরা সেই মহান দল সমগ্র সৃষ্টি জগতে যারা উত্তম, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সাহায্য করেছেন সমস্ত সৎ কাজের সুযোগ দিয়ে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে।

অতএব তাদের প্রতি মুহব্বত পোষণ করা একান্ত কর্তব্য আর এই মুহব্বতই জীবন সংগ্রামের সাফল্যের চাবিকাঠি। যে তাদের সাথে ভালবাসা পোষণ করবে সে দোযখ থেকে নাজাত লাভ করবে।

يارب صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك الخلق كلهم

www.pathagar.com

সালাত ও সালামের চল্লিশ হাদীস

حديث : (١) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزله المقعد المقرب عندك -

(٢) اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده ابدا -

(٣) اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات -

(٤) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وعلى ال محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم انك حميد مجيد -

(٥) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت

www.pathagar.com

على ال ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم بارك على محمد

وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

(٦) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت

على ابراهيم انك حميد مجيد - و بارك على محمد وعلى

ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد -

(٧) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت

على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد

وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

(٨) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت

على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد و بارك

على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك

حميد مجيد -

www.pathagar.com

(٩) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت
على ابراهيم و بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت
على ابراهيم انك حميد مجيد -

(١٠) اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم
انك حميد مجيد - اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد -

(١١) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت
على ال ابراهيم و بارك على محمد وعلى ال محمد كما
باركت على ال ابراهيم فى العلمين انك حميد مجيد -

(١٢) اللهم صل على محمد و ازواجه و ذريته كما صليت
على ال ابراهيم و بارك على محمد و ازواجه و ذريته كما

www.pathagar.com

بارکت على ال ابراهيم انك حميد مجيد -

(١٣) اللهم صل على محمد وعلى ازواجه و ذريته كما
صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه
و ذريته كما بارکت على ال ابراهيم انك حميد مجيد -

(١٤) اللهم صل على محمدن النبي و ازواجه و امهات
المؤمنين و ذريته و اهل بيته كما صليت على ابراهيم
انك حميد مجيد -

(١٥) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت
على ابراهيم و بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارکت
على ابراهيم و ترحم محمد وعلى ال محمد كما ترحمت
على ابراهيم انك حميد مجيد -

www.pathagar.com

(١٦) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ـ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ـ اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ـ اللهم تحنن على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ـ اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ـ

(١٧) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد و بارك وسلم على محمد وارحم محمدا وعلى ال محمد كما صليت

www.pathagar.com

وبارکت وترحمت علی ابراهیم وعلی ال ابراهیم فی العلمین

انک حمید مجید -

(১৮) اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت

علی ابراهیم وعلی ال ابراهیم انک حمید مجید - اللهم

بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراهیم

وعلی ال ابراهیم انک حمید مجید -

(১৯) اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت

علی ابراهیم و بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت

علی ال ابراهیم انک حمید مجید -

(২০) اللهم صل علی محمدن النبی الامی وعلی ال محمد

کما صلیت علی ابراهیم و بارک علی محمدن النبی الامی

کما بارکت علی ال ابراهیم انک حمید مجید -

www.pathagar.com

(٢١) اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي
الامي وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
صلوة تكون لك رضى وله جزاء ولحقه اداء واعطه الوسيلة
والفضيلة والمقام المحمود الذى وعدته واجزه عنا ماهو
اهله واجزه افضل ماجازيت نبيا عن قومه ورسولا عن
امته وصل على جميع اخوانه من النبيين والصالحين
يا ارحم الراحمين –

(٢٢) اللهم صل على محمدن النبي الامي وعلى ال محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على
محمدن النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد –

(٢٣) اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته كما صليت

www.pathagar.com

على ابراهيم انك حميد مجيد لله السلام عليك ايها

النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله

الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده

ورسوله -

(٢٤) بسم الله وبالله خير الاسماء التحيات الطيبات

الصلوات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد

ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا

والساعة اتية لا ريب فيها السلام عليك ايها النبي

ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

اللهم اغفرلي واهدني -

(٢٥) التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام

www.pathagar.com

عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته -

(২৬) بسم الله التحيات لله اللهم صل علينا معهم اللهم

بارك على محمد وعلى اهل بيته كما باركت على ابراهيم

انك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله

وصلوات المؤمنين على محمدن النبي الامي -

(২৭) اللهم اجعل صلواتك و رحمتك و بركاتك على

محمد وعلى ال محمد كما جعلتها على ال ابراهيم انك

حميد مجيد - و بارك على محمد وعلى ال محمد كما

باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد -

(২৮) وصلى الله على النبي الامي -

صيغ السلام

(২৯) التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك

www.pathagar.com

ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله –

(٣٠) التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها
النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله

(٣١) التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك
ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله –

(٣٢) التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام
عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا

www.pathagar.com

وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان
محمدا عبده و رسوله -

(٣٢) بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات
السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله
و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اسال الله الجنة و اعوذ
بالله من النار -

(٣٣) التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات الله
الزكيات السلام على النبي و رحمة الله و بركاته السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت ان لا اله الا الله
شهدت ان محمدا رسول الله ..

www.pathagar.com

(٣٥) التحيات الطيبات الصلوات الزكيات لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -

(٣٦) التحيات الطيبات الصلوات الزكيات لله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -

(٣٧) التحيات الصلوات لله السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته - السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -

(٣٨) التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها

www.pathagar.com

النبى ورحمة الله ـ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -

اشهد ان محمدا عبده ورسوله -

(٣٩) التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام

عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته ـ السلام علينا

وعلى عباد الله الصالحين ـ اشهد ان لا اله الا الله واشهد

ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد الرسول الله -

(٤٠) بسم الله والسلام على رسول الله -

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

[হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রঃ) তাঁর এই মহান গ্রন্থে হযরত মওলানা মুফতী ইলাহী বখ্শ রচিত একটি পুস্তিকা সন্নিবেশিত করেছেন। এই পুস্তিকায় প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মহান আদর্শ, তাঁর চরিত্র মাধুর্য, তাঁর আকৃতি-প্রকৃতির এক অপূর্ব বিবরণ স্থান পেয়েছে। তিনি এই পুস্তিকার নামকরণ করেছেন 'শিয়ামুল হাবীব'। আরবী ভাষায় রচিত এই পুস্তিকাটিকে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে নশ্রুত্তীব গ্রন্থে 'শা ম্যতীব' নামে সংযোজন করা হয়েছে। আমরা এই পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসাবে উপস্থাপন করছি।—অনুবাদক]

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি প্রেরণ করেছেন আমাদের জন্য এমন একজন রসূল যিনি আরবী, হাশিমী, যিনি মক্কী-মদনী, যিনি সাইয়্যেদ, যিনি আমানতদার, সত্যবাদী, সত্য সংবাদ প্রদানকারী এবং যিনি কুরায়শী, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

উলামায়ে কিরাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান জীবনাদর্শ, তার চরিত্র মাধুর্য এবং গুণাবলী সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু বিষয়টিকে কেউ কেউ এত সুদীর্ঘ করেছেন যে, পাঠক তা পাঠ করার সময় ক্লান্তি বোধ করেন আর কেউ এত সংক্ষিপ্ত করেছেন যে, তা দ্বারা কোন মর্মার্থই উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

সাধারণত মানুষের অবস্থা এই যে, সুদীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত কোনটাই মানুষের পছন্দনীয় হয় না, যদি কোন বিষয়ে আলোচনা সুদীর্ঘ হয় তখন মানুষ পলায়নপর হয় আর যখন সংক্ষিপ্ত হয় তখন সে আরও কিছু জানার জন্য ব্যাকুল হয়।

www.pathagar.com

তাই আমি (গ্রন্থকার) ইচ্ছা করলাম যে, প্রিয় নবী হযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী, তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি এমন বিবরণ পেশ করি, যা এই পর্যায়ে যথেষ্ট হবে।

কেননা, যে প্রেমিক বিচ্ছেদ যাতনায় কাতর, বিবাহ-জ্বালায় যার প্রাণ ওষ্ঠাগত, যখন সে প্রিয়জনের মিলনের কোন পথ খুঁজে পায় না, তখন সে প্রিয়তমের গুণাবলী, তাঁর চরিত্র মাধুর্য, তার আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করে, পরম প্রিয়জনের সান্নিধ্যমাধুরী লাভ না হলেও প্রেমি.কর অশান্ত মন এইভাবে শান্তি লাভ করে।

তাই আমিও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই আলোচনা দ্বারা সওয়াবের আশা করি এবং আশা করি পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নাজাত লাভের, এমনিভাবে আশা করি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শাফা'আতের, আর আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলের নেক দোয়ার।

আর এই আশা ব্যতীত গিতই বা কি? কেননা, নেক আমল বলতে কিছুই যে নেই আর সারা জীবন তো গুনাহ এবং পথভ্রষ্টতার মধ্যেই কেটে গেল, তাই আমি হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান জীবনাদর্শ, তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী ও মাহাত্ম্যের আলোচনার আশ্রয় নিয়েছি। আল্লাহ্‌ পাক আমার তরফ থেকে এবং সকল মুসলমানের তরফ থেকে এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ পাকের জন্য।

যেহেতু এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযীর প্রণীত 'শামায়েলে তিরমিযী' কাযী ইয়াজ প্রণীত 'কিতাবুশ্‌ শিফা' ধারাবাহিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম, তাই আমি ঐ দু'খানি গ্রন্থ থেকে এমন বর্ণনাগুলোই নির্বাচিত করেছি, যা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করবে। এ সম্পর্কে অন্যান্য গ্রন্থকে নিষ্প্রয়োজনীয় করে দেবে এবং মিলন পিয়াসী মনের শান্তি এবং কাতর হিয়ার সান্ত্বনা হবে।

তাই হযরত হিন্দার সূত্রে হাসান ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসই প্রথম উল্লেখ করছি, কেননা, তা অত্যন্ত সুন্দর এবং ভাষার অলংকারে পরিপূর্ণ আর তাতে নুবুওয়ত ও রিসালতের গুণাবলী যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লামা কাযী ইয়াজ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইমাম জয়নুল আবেদীন বলেন: আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবি হালার নিকট প্রিয় নবী হযূর (সঃ)-এর পবিত্র আকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি হযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সর্বদাই বর্ণনা করতেন। আর আমার আকাঙ্ক্ষা হলো যে, তিনি আমার নিকট হযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যে আলোচনা করবেন তা আমি আমার মনের গহনে গেঁথে রাখব। তিনি বলেন: হযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মহান, তিনি মানুষের দৃষ্টিতে এবং মনেও ছিলেন মহান, তাঁর চেহারা মুবারক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় জ্যোতির্ময় ছিল। তাঁর উচ্চতা মাঝারি আকারের চেয়ে একটু বেশী ছিল।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাথা মুবারক বড় ছিল। মাথার কেশ ঈষৎ কোঁকড়ানো ছিল। কেশগুলো একত্র করে ছেড়ে দিলে নিজেই একটি সিঁথির আকৃতি হতো। তখন ঐ সিঁথিকে ঐ অবস্থায়ই থাকতে দিতেন। অন্যথায় হযূর (স.) ইচ্ছা করে সিঁথি বানাতেন না (আর এ ছিল হযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রাথমিক যুগের অভ্যাস। কিন্তু পরবর্তী-কালে হযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বেচ্ছায় সিঁথি বানাতেন।) কেশগুলো যখন বৃদ্ধি পেত তখন তাঁর কর্ণ মুবারকের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছতো।

প্রিয় নবী হযূর (সঃ)-এর বর্ণ ছিল অতি উজ্জ্বল, ললাট ছিল প্রশস্ত এবং ভ্রূ দু'টি ছিল ঘন কালো পশমে আবৃত, তবে তা পরস্পর একত্রিত হতো না। আর তারই মাঝখানে ছিল একটি ধমনী, রাগান্বিত অবস্থায় যা প্রকাশ পেত।

মহানবী হযূর (সঃ)-এর চক্ষুদ্বয় ছিল টানাটানা এবং জ্যোতির্ময়। কেউ যদি তাঁর প্রতি অত্যন্ত যত্ন-সহকারে লক্ষ্য না করে তবে তার দৃষ্টিতে প্রিয় নবী (সঃ)-কে লম্বা চক্ষুবিশিষ্ট মনে হবে। তাঁর চক্ষুদ্বয় ছিল গভীর কালো বর্ণের। দাড়ি মুবারক ছিল অত্যন্ত ঘন। তাঁর চক্ষুযুগল ছিল প্রশস্ত ও পাতলা গড়নের। দান্দান মুবারক ছিল সাদা ঝকঝকে ও সুগঠিত। তাঁর বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত একটা হালকা রেখা ছিল। তাঁর গ্রীবাদেশ ছবির ন্যায় অতি সুন্দর ছিল, রূপার ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যবান সুঠাম দেহের অধিকারী, বক্ষদেশ এবং উদরের মাঝে ছিল এক অপরূপ সামঞ্জস্য। আর তিনি ছিলেন উন্নত বক্ষের অধিকারী। দুই কাঁধের মাঝে

www.pathagar.com

ছিল একটু প্রশস্ততা, তাঁর সুগঠিত দেহের হাড়গুলো ছিল **সুঠাম** ও সুদৃঢ় এবং বড়। প্রিয় নবী (সঃ)-এর দেহের রঙ ছিল অতি উজ্জল এবং বাহু মুবারকে এবং বক্ষদেশের উপরিভাগে লোমের একটি সুন্দর সরু রেখা ছিল।

এতদ্ব্যতীত বক্ষস্থলে ও উদরে লোম ছিল না ; তবে বাহুদ্বয়ে, স্কন্ধে এবং বক্ষদেশের উপরাংশে লোম ছিল।

এদিকে হাতের কনুই থেকে নিম্নাংশ অতি সুন্দর ওজন মুতাবিক দীর্ঘ ছিল আর হস্তদ্বয় ছিল প্রশস্ত এবং হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছিল সুদৃঢ় এবং মাংসল। হস্ত-পদের অঙ্গুলিগুলো ছিল অতি সুন্দর, দীর্ঘ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর পায়ের তালু কিছুটা গভীর এবং পায়ের পাতা এত মসৃণ ও সমতল যে, তার উপর পানি পর্যন্ত থাকত না বরং পানি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে যেত। হুযূর (সঃ) যখন পথ চলতেন তখন সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন এবং সম্মুখের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে অগ্রসর হতেন, তবে মাটির উপর সজোরে পা ফেলতেন না। চলার সময় খানিকটা দ্রুতবেগে হাঁটতেন যেন কোন উঁচু-স্থান থেকে নিচে অবতরণ করছেন। তিনি যখন কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন তখন দেহ মুবারক তার দিকে সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে দৃষ্টিপাত কর-তেন। প্রায় সর্বদাই দৃষ্টিকে নিচু করে রাখতেন। আসমানের চেয়ে যমীনের প্রতিই তিনি অধিক সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। স্বভাবসুলভ লাজুকতার কারণে কারও প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে পারতেন না বরং চোখের কোণ দ্বারাই দৃষ্টিপাত করতেন। চলার সময় সঙ্গিগণকে সম্মুখে রেখে হুযূর (সঃ) স্বয়ং পেছনে চলতেন এবং কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি প্রথমেই তাকে সালাম করতেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি হিন্দ ইবনে আবি হালাহ্কে বললাম ঃ হুযূর (সঃ)-এর কথোপকথন সম্পর্কে বলুন। অতঃ-পর তিনি বললেন যে, হুযূর (সঃ) সর্বদাই পরকালের চিন্তা-ভাবনায় গভীর-ভাবে মগ্ন থাকতেন। তিনি কখনও নিশ্চিন্ত বোধ করতেন না এবং নিষ্প্রয়োজনে কোন কথা বলতেন না। অধিক সময়ই নিরবতা অবলম্বন করে থাকতেন। কোন কথা আরম্ভ থেকে শেষ করা পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলতেন। তাঁর কথা খুবই সারগর্ভ হত অর্থাৎ অল্প হলেও তার অর্থ হতো ব্যাপক। হুযূর (সঃ)-এর কথা ছিল সত্যের মাপকাঠি ; তাতে কোন অতিরঞ্জনও থাকত না এবং তা খুব সংক্ষিপ্তও হতো না। প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর স্বভাবে কোন কঠোরতাও ছিল না এবং যাকে সম্বোধন করে কথা বলতেন তাকে

www.pathagar.com

কখনও অপমানও করতেন না। নিয়ামত সামান্য হলেও তার সম্মান করতেন এবং কখনও কোন নিয়ামতকে হেয় মনে করতেন না। কিন্তু কোন খাদ্য-দ্রব্যের প্রশংসা বা নিন্দা কখনও করতেন না (নিন্দা এজন্য করতেন না যে, তা ছিল আল্লাহ্ পাকের নিয়ামত, আর প্রশংসা এজন্য করতেন না যে, তাতে অনেক সময় লোভ-লালসারই বহিঃপ্রকাশ হয়)। যখন কোন ব্যক্তি সত্যের বিরোধিতা করতো তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন। যে পর্যন্ত তিনি সেই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত না করতেন সে পর্যন্ত ক্ষান্ত হতেন না। কোন সময় নিজের জন্য কারও প্রতি রাগ করতেন না, আর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন লোক থেকে প্রতিশোধও গ্রহণ করতেন না। তিনি যখন কোন দিকে ইঙ্গিত করতেন তখন পূর্ণ হস্ত মুবারক দ্বারা ইঙ্গিত করতেন, আর যদি কোন বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হতেন তবে হস্ত মুবারকের উলট-পালট দ্বারা তা প্রকাশ করতেন। যখন তিনি কথা বলতেন তখন ডান হাতের দ্বিতীয় অঙ্গুলি দ্বারা বাঁ হাতের উপর মৃদু আঘাত করতেন আর যখন তিনি রাগান্বিত হতেন তখন তিনি সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন। আর যখন কোন ব্যাপারে আনন্দিত হতেন তখন দৃষ্টিকে নিচু করে নিতেন। অধিকাংশ সময় তাঁর হাসি ছিল মুচকি হাসি আর সে সময় মুক্তার ন্যায় সুন্দর দাঁতগুলো এভাবে প্রকাশ পেত যেন বৃষ্টির ফোঁটা দ্বারা তৈরি বুদবুদ।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হাসান (রাঃ) বলেন ঃ আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত হুসায়ন থেকে একথা গোপন করে রাখলাম। অতঃপর যখন একদিন তাঁর নিকট এই হাদীস বর্ণনা করলাম, তখন দেখলাম সে আমার পূর্বেই আমাদের পিতার নিকট থেকে হুযূর (সঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করা, ঘর থেকে বের হওয়া এবং উঠাবসা, চালচলন যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছে এবং এ সম্পর্কে কোন কিছুই বাদ দেয়নি।

মোটকথা হযরত হুসায়ন (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার পিতার নিকট হযরত রসূল মকবুল (সঃ)-এর গৃহে অবস্থান গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাবে বললেন ঃ হুযূর (সঃ) নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে (যেমন আহার, নিদ্রা ইত্যাদি) গৃহে প্রবেশ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে অনুমতি লাভ করেছিলেন। তিনি গৃহে অবস্থানের সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করতেন। এক ভাগ আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের জন্য, এক ভাগ পরিবার-পরিজনের জন্য এবং তৃতীয় ভাগে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।

www.pathagar.com

অতঃপর নিজের বিশ্রাম গ্রহণের সময়কে নিজের এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে বন্টন করে নিতেন অর্থাৎ ঐ সময়টাও উম্মতের কল্যাণেই ব্যয় করতেন। এই বিশেষ সময়ে বিশিষ্ট সাহাবাগণ হুযূর (সঃ)-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে দীনের শিক্ষা লাভ করতেন। অতঃপর তাঁরা অন্যান্য সাহাবাকে তা পৌঁছিয়ে দিতেন। এভাবে অর্থাৎ বিশিষ্ট সাহাবাদের মাধ্যমে অন্যান্য সাহাবা তথা সকলেই দীনের শিক্ষালাভ করে ধন্য হতেন। তবে ঐ সময়ে সকল সাহা-বার উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিল না, যদিও তাঁদের থেকে কোন কথাই গোপন রাখতেন না। আর উম্মতের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট ছিল ঐ সময় অতিবাহিত করার পদ্ধতি ছিল এই যে, যে সমস্ত সাহাবা ইলম ও আমলের দিক থেকে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন তাঁদেরকে প্রিয় নবী (সঃ) দীনের শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে অন্যান্যের থেকে প্রাধান্য দিতেন, অর্থাৎ তাঁদের জন্য হুযূর (সঃ)-এর দরবারে সর্বদা উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিল। আর সেই বিশেষ সময়কে সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত ও দীনী মর্যাদা অনুসারে বিতরণ করতেন।

তাঁদের মধ্যে কারও হয়তো একটা বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভের প্রয়োজন হতো, কারো বা দুটি, কারো বা ততোধিক। অতএব তিনি তাঁদেরকে শিক্ষাদানের কাজে মগ্ন থাকতেন এবং তাঁদেরকে এমন কাজে মশগুল রাখতেন, যাতে করে তাঁদের এবং সমস্ত উম্মতের ইসলাহ্ ও সংশোধন হয়। আর সেই কাজ ছিল এই যে, তাঁরা হুযূর (সঃ)-এর খিদমতে যখন কোন প্রশ্ন করতেন আর হুযূর (সঃ) তাঁদের অবস্থা অনুযায়ী জবাব প্রদান করতেন এবং তাঁদেরকে এই নির্দেশ দিতেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে তারা অনুপস্থিত ব্যক্তিদেরকে এ সকল বিষয়ে শিক্ষা দান করবে। তাঁদেরকে এ হিদায়েতও করতেন যে, যারা নিজেদের প্রশ্ন আমার নিকট পর্যন্ত পেঁাছাতে অক্ষম থাকে তোমরা তাদের প্রশ্ন আমার নিকট পৌঁছিয়ে দিও, আর তাতে তোমরা অনেক লাভবান হবে। কেননা, যে ব্যক্তি এমন লোকদের প্রয়োজন বা প্রশ্ন কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নিকট পেঁাছিয়ে দেবে, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তাকে পুলসিরাতে স্থিতিশীল রাখবেন।

হুযূর (সঃ)-এর দরবারে এমনি কল্যাণকর কথারই আলোচনা করা হতো। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় ছিল অর্থাৎ বিশ্ব-মানবের প্রয়োজন এবং কল্যাণের আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন অহেতুক বা অকল্যাণকর আলোচনা হুযূর (সঃ) শ্রবণ করতেন না। হযরত সুফিয়ান

www.pathagar.com

ইবনে অকীর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে হযরত আলী (রাঃ)-র একথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, মানুষ প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর মহান দরবার (দীনী ইল্মের অন্বেষণকারী রূপে প্রার্থী হয়ে উপস্থিত হতো এবং কিছু না কিছু অবশ্যই আহার করে প্রত্যাবর্তন করতো অর্থাৎ দীনী শিক্ষার পাশাপাশি হুযূর (সঃ) তাঁদেরকে কোন খাদ্যদ্রব্য অবশ্যই আহার করাতেন এবং তাঁরা হাদী ও ফকীহ হয়ে হুযূর (সঃ)-এর মহান দরবার থেকে বিদায় গ্রহণ করতেন।

ইমাম হুসায়ন (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার পিতার খিদমতে আরয করলাম যে, হুযূর (সঃ)-এর গৃহ থেকে বাইরে অবস্থান গ্রহণের অবস্থাও বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ হুযূর (সঃ) সর্বদা বাহুল্য কথা পরিহার করতেন, মানুষের মন রক্ষা করতেন এবং কোন প্রকার শ্রেণীভেদ করতেন না। প্রত্যেক গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান করতেন এবং এমন ব্যক্তিকেই গোত্রের প্রতিনিধি নির্বাচন করতেন, যদি সাধারণ মানুষকে অকল্যাণকর কার্যসমূহ থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন এবং তাদের ক্ষতি থেকে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সজাগ-সতর্ক থাকতেন, তবে কারও সঙ্গে হাসিমুখে মিশতে এতটুকু কার্পণ্য করতেন না। যারা তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য উপস্থিত হতো তাদের যাবতীয় অবস্থার খোঁজ-খবর গ্রহণ করতেন। মানুষের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটতো সে সম্পর্কে প্রিয় নবী (সঃ) অবগতি লাভ করতেন, যাতে করে মজলুমদের সাহায্য এবং জালিমদের প্রতিরোধ করার সুযোগ লাভ হয়। তিনি ভাল কথার প্রশংসা ও সমর্থন এবং মন্দ কথার নিন্দা ও বর্জন করতেন। হুযূর (সঃ) তাঁর যাবতীয় রীতি-নীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজভাবে এবং মধ্যপন্থায় পালন করতেন এবং তার মধ্যে কোন প্রকার অনিয়ম বা ব্যতিক্রম সৃষ্টি হতে দিতেন না। মানুষের শিক্ষার ব্যাপারে কোন প্রকার অবহেলা করতেন না। কেননা, তাতে এই আশংকা ছিল যে, যদি তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয় তবে কেউ হয়ত দীন থেকেই বিমুখ হয়ে যাবে আবার কেউবা কিছুদিন স্বাভাবিক অবস্থা অতিক্রম করে অস্বাভাবিকভাবে দীনের আমলে মশগুল হয়ে অতঃপর ক্লান্ত হয়ে দীন থেকে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকটি অবস্থার জন্যই প্রিয় নবী (সঃ)-এর আদর্শে একটি বিশেষ শৃঙ্খলা ছিল। ন্যায়ের প্রতি কখনও অনীহা প্রকাশ করতেন না এবং অন্যায়ের প্রতি কখনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না। উত্তম ও ভাল লোকেরাই প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর নৈকট্যে ধন্য হতেন। তাঁর দরবারে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই হতে পারতো, যে সাধারণভাবে কল্যাণকামী হতো।

www.pathagar.com

আর সবচেয়ে সম্মান সে ব্যক্তি লাভ করতো, যে সার্বিকভাবে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে আত্মনিবেদিত ছিল।

অতঃপর আমি তাঁর নিকট [অর্থাৎ ইমাম হুসায়ন (রাঃ) স্বীয় পিতা হযরত আলী (রাঃ)-র নিকট] হুযূর (সঃ)-এর মজলিস সম্পর্কে অবগতি লাভের জন্য আরয করলাম।

তিনি বললেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উঠাবসা সব কিছুই আল্লাহ্র যিকির দ্বারা আরম্ভ ও সমাপ্ত হতো এবং স্বীয় আসন গ্রহণের জন্য এমন কোন স্থান নির্দিষ্ট করে রাখতেন না, যেখানে অকারণে আসন গ্রহণ করতেন অথবা কেউ সেখানে আসন গ্রহণ করলে তাকে তুলে দেওয়া হতো এবং অন্যান্যকে এভাবে স্থান নির্দিষ্ট করতেও নিষেধ করতেন।

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) যখন কোন মজলিসে তশরিফ নিতেন তখন যে স্থানে লোকদের আসন শেষ হতো সে স্থানেই হুযূর বসে পড়তেন। অন্যান্য লোককেও এই আদর্শ গ্রহণে উৎসাহিত করতেন। মজলিসে উপবিষ্ট সকলের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টিপাত ও সম্বোধন করে নসিহত করতেন। এমনকি সকলেই এ উপলব্ধি করতো যে, হুযূর (সঃ) আমার প্রতিই সর্বাধিক মনোযোগী হয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে বসে অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় আলোচনা আরম্ভ করতো তখন যতক্ষণ না সে প্রত্যাগমন করতো হুযূর (সঃ) তার নিকট থেকে পৃথক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করতেন না। কেউ কোন আরযি পেশ করলে সে আরযি পূর্ণ করা বা অসম্ভব হলে বিনম্র ভাষায় তার নিকট অক্ষমতা প্রকাশ করা ব্যতীত তাকে ফিরিয়ে দিতেন না।

মহানবী হুযূর (সঃ)-এর মধুর ব্যবহার সকলের জন্যই ছিল সমান, তিনি যেন সকলেরই পিতা। সমস্ত মানুষই প্রিয় নবী (সঃ)-এর নিকট ছিল সমঅধিকারী, তবে তাকওয়া ও পরহিযগারীর কারণে মুত্তাকিগণ অগ্রাধিকার লাভ করতেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, অধিকারের প্রশ্নে সকলেই ছিল সমান।

হুযূর (সঃ)-এর মজলিস ভদ্রতা, নম্রতা, ইল্‌ম, লাজুকতা, সহনশীলতা এবং আমানতদারীর মজলিস ছিল। সেই মজলিসে কখনও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা হতো না। কারো সম্মানের প্রতি কেউ আঘাত করতো না, কারো ভুল-ভ্রান্তির প্রচার করা হতো না। হুযূর (সঃ)-এর মজলিসের লোকেরা ছিলেন মুত্তাকী,

www.pathagar.com

পরহিযগার এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ছিল সহমর্মিতা। সেখানে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হতো এবং ছোটদের প্রতি মায়া-মুহব্বত প্রদর্শন করা হতো। অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা হতো, নিরাশ্রয়দের প্রতি করা হতো করুণা প্রদর্শন।

অতঃপর আমি (বর্ণনাকারী) মজলিসের লোকদের সঙ্গে হুযূর (সঃ) কিরূপ ব্যবহার করতেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন, প্রিয় নবী (সঃ) সর্বদাই সুপ্রসন্ন থাকতেন এবং তিনি অত্যন্ত বিনম্র স্বভাবের অধিকারী মহামানব ছিলেন। তাঁর কৃপা ও করুণা লাভ করা ছিল সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার। মহানবী (সঃ) কঠোরও ছিলেন না এবং তাঁর ব্যবহারও রুক্ষ ছিল না। তিনি কখনও চিৎকার করে কথা বলতেন না, বলতেন না বাহুল্য কোন কথা। কারও দোষত্রুটিও প্রচার করতেন না এবং অতিরঞ্জন করে কারও প্রশংসাও করতেন না। কারও কোন অশোভনীয় মন্তব্য যা প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর স্বভাব বিরোধী ও অপসন্দনীয় হতো তা যেন তিনি শুনেও শুনতেন না, অর্থাৎ তার জন্য সেই ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতেন না বরং নিরবতা অবলম্বন করতেন।

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) সর্বদা লোক দেখানো কাজ, অধিক কথাবার্তা ও অহেতুক আলোচনা থেকে আত্মরক্ষা করতেন এবং তিনটি বস্তু থেকে অন্যকেও নিরাপদ রাখতেন,—কারও নিন্দা করতেন না, কাউকে লজ্জা দিতেন না এবং কারও দোষত্রুটি বর্ণনা করতেন না। সর্বদা তিনি কল্যাণ-কর কথাই বলতেন। তিনি যখন কোন কথা ইরশাদ করতেন তখন তাঁর অনুসারিগণ এমন অবনত মস্তকে উপবিষ্ট থাকতেন যেন তাদের শিরদেশে কোন পক্ষী উপবিষ্ট রয়েছে। যখন হুযূর (সঃ) কথা বলা বন্ধ করতেন তখন প্রয়োজনবোধে সাহাবীগণ কথা বলতেন। তবে তাঁর সম্মুখে তাঁরা কোন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতেন না। কেউ যদি কোন কথা আরম্ভ করতেন তখন তাঁর কথা শেষ না করা পর্যন্ত অন্য কেউ কথা বলতেন না অর্থাৎ কথার মধ্যখানে কেউ কথা বলতেন না। হুযূর (সঃ) মজলিসের সকলের কথাই মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করতেন। যেসব কথায় সকলে হাসতো তাতে প্রিয় নবী (সঃ)-ও হাসতেন আর যেসব কথার কারণে সকলে আশ্চর্যান্বিত হতো তাতে তিনিও আশ্চর্যান্বিত হতেন (অর্থাৎ বৈধতার সীমারেখা পর্যন্ত মজলিসের লোকদের সঙ্গে শরীক থাকতেন) এবং কোন

www.pathagar.com

বিদেশীর অশোভন কথা তিনি বরদাশত করতেন এবং বলতেন—যখন কোন সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য প্রার্থনা করতে দেয়, তখন তাকে সাহায্য করবে। কেউ যদি হুযূর (সঃ)-এর সম্মুখে তাঁর প্রশংসা করতো তবে তিনি তা পসন্দ করতেন না। অবশ্য কেউ যদি কোন ইহসানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো তাতে তিনি কোন আপত্তি করতেন না। কেউ কোন কথা বলতে আরম্ভ করে যখন সে সীমা লঙ্ঘন করতো, তাকে কথা বলতে বারণ করে দিতেন অথবা প্রিয় নবী (সঃ) মজলিস থেকে চলে যেতেন।

অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর নিরবতা কিরূপ ছিল ? হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন ঃ হুযূর (সঃ)-এর নীরবতায়ও চারটি বস্তু পাওয়া যেত—স্থিতিশীলতা, বিচক্ষণতা এবং চিন্তা এভাবে করতেন যে, উপস্থিত সকলের আরযি শ্রবণের ব্যাপারে সমান সময়ই ব্যয় করতেন। আর চিন্তা করতেন ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ধ্বংস ও চিরস্থায়ী আখিরাত সম্পর্কে। এমনিভাবে হুযূর (সঃ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী এবং তার অনিন্দ সুন্দর অভ্যাসসমূহ বিভিন্ন হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ), বারা ইবনে আজেব (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), আবূ যুহায়ফা (রাঃ), জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ), উম্মে মা'বাদ (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুরেজ ইবনে মু'আইকীব (রাঃ), হযরত আবু তুফায়েল (রাঃ), আদ্দা ইবনে খালিদ (রাঃ), খোরাইম ইবনে ফাতিক (রাঃ) এবং হাকীম ইবনে হিজাম (রাঃ) প্রমুখ সাহাবা থেকে বর্ণিত রয়েছে ঃ আমরাও আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর প্রিয় রসূলের সন্তুষ্টি লাভের আশায় সংক্ষিপ্তভাবে এখানে কয়েকখানি রিওয়ায়িত উল্লেখ করছি।

তাঁরা বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর দেহ মুবারকের রঙ ছিল অতি উজ্জ্বল, চক্ষুদ্বয়ের মণি ছিল কৃষ্ণবর্ণের, চক্ষুদ্বয় ছিল টানাটানা অর্থাৎ বড় বড়। চক্ষুদ্বয়ের অভ্যন্তরে লাল রেখা ছিল, চক্ষুদ্বয়ের পাতা লম্বা ছিল, ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ একটু প্রশস্ত ছিল এবং তা ঘন সরু ও ঘুরানো ছিল। চক্ষুদ্বয় ছিল ভাসা ভাসা, দন্তপাটি ছিল সমান ও সুবিন্যস্ত। পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় প্রিয় নবী (সঃ)-এর মুখমণ্ডল ছিল জ্যোতির্ময় ও গোলাকার। দাড়ি মুবারক খুব ঘন ছিল, যা বক্ষ মুবারককে প্রায় আবৃত করে রাখতো। পবিত্র উদর ও বক্ষ মুবারক ছিল সমতল, বক্ষ ও বাহুমূলের মধ্যভাগ ছিল প্রশস্ত। দেহের হাড়সমূহ ছিল মোটা। উভয়

www.pathagar.com

হাতের কব্জি, বাহু এবং দেহের নিম্নাংশ অর্থাৎ পায়ের সাক (গোড়ালি) ছিল পুষ্ট ও মোটা। হস্তদ্বয়ের তালু ও পায়ের পাতা ছিল সুদৃঢ়, পুরু, মাংসল এবং প্রশস্ত। বক্ষ মুবারক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটি সরু রেখা ছিল। পদযুগল ছিল মধ্যম ও স্বাভাবিক অর্থাৎ তা অধিক লম্বাও ছিল না এবং বেটেও ছিল না। প্রিয় নবী (সঃ)-এর চলার গতি স্বভাবতই একটু দ্রুত ছিল। অন্য কোন লোক তাঁর সঙ্গে সমানভাবে চলতে সক্ষম হতো না। হুযূর (সঃ)-এর দৈহিক গঠনকে একটু লম্বাই বলা চলতো অর্থাৎ তেমন লম্বা ছিলেন না, তবে দৃশ্যত একটু লম্বা মনে হতো। কেশ মুবারক আংশিক কুঞ্চিত ছিল। প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) যখন হাসতেন তখন তাঁর দান্দান মুবারক বিজলীর ন্যায় চমকে উঠতো, যেন বৃষ্টির ফোঁটার বুদবুদ।

তিনি যখন কথা বলতেন তখন সম্মুখের দন্তপাটি থেকে যেন নূর প্রকাশিত হতো। বাহু ও স্কন্ধ মুবারক অত্যন্ত সুন্দর ছিল, মুখমণ্ডল স্ফীত ছিল না এবং তা পরিপূর্ণ গোলাকার ছিল না বরং ডিম্বাকার ছিল এবং দেহে গোশ্ত ছিল পরিমাণ মত।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ)-এর চক্ষুদ্বয় সাদা আর তার মধ্যে ছিল রক্তিমাভা। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোগ অস্থিগুলি ছিল সুদৃঢ়। যখন হাঁটতেন তখন পায়ের পাতা পরিপূর্ণভাবে যমীনে ফেলে চলতেন। পায়ের পাতা তেমন গভীর ছিল না বরং প্রায় সমতল ছিল। এ সমস্ত বর্ণনা কিতাবুশ শিফার সংক্ষিপ্তসার। আর ইমাম তিরমিযী 'শামায়েলে'র মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের প্রিয় নবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হস্তদ্বয়ের তালু এবং পদযুগলের পাতা ছিল পুরু ও মাংসল। মস্তক মুবারক ছিল সামান্য বড় এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোগ অস্থিগুলো ছিল মোটা। তিনি খুব লম্বাও ছিলেন না এবং খুব খর্বকায়ও ছিলেন না। হুযূর (স.)-এর চেহারা মুবারক আংশিক গোলাকার ছিল। তাঁর দেহের রঙ ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং রক্তিমাভাযুক্ত, চক্ষুদ্বয়ের পুতলী ছিল গভীর কালো, ভ্রূযুগল লম্বা, তাঁর পবিত্র স্কন্ধ ও বাহু ছিল বড় ও প্রশস্ত। দেহ মুবারকে তেমন লোম ছিল না, তবে বক্ষ মুবারক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটি সরু রেখা ছিল। যখন উভয় পার্শ্বের কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন, পরিপূর্ণভাবেই তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন। প্রিয় নবী (সঃ)-

www.pathagar.com

এর উভয় স্কন্ধের মধ্যভাবে নুবূওয়তের মুহর ছিল আর তিনিই ছিলেন সর্বশেষ নবী। হযরত জাবির ইবনে সামরা (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, হুযূর (সঃ)-এর পবিত্র মুখ ছিল সামান্য প্রশস্ত। পায়ের গোড়ালির গোশ্‌ত ছিল পরিমাণ মত এবং চক্ষুদ্বয়ের শুভ্রতার মধ্যে পরিস্ফুট ছিল রক্তিম রেখাগুলো। প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হতো তিনি যেন চক্ষুদ্বয়ে সুরমা লাগিয়েছেন অথচ তাতে সুরমা লাগানো ছিল না এবং আবূ তুফায়েল লাইসী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হুযূর (সঃ) অত্যন্ত লাবন্যময়ী রক্তিমাভাযুক্ত উজ্জ্বল রঙের মধ্যম গঠনের দেহবিশিষ্ট লোক ছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর (স.) অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি এবং গন্দমী রঙের লোক ছিলেন। কর্ণযুগলের নিম্নভাগ পর্যন্ত কেশ মুবারক দীর্ঘ ছিল। লাল ডোরা বিশিষ্ট 'জোড়া' অর্থাৎ লুঙ্গী ও জামা পরিধান করতেন ।

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বণিত রয়েছে যে, হুযূর (সঃ) খুব লম্বাও ছিলেন না এবং খুব খর্বকায়ও ছিলেন না, বরং মধ্যম আকৃতির মানানসই লোক ছিলেন। তিনি চুনের ন্যায় সাদাও ছিলেন না এবং একেবারে শ্যামলা রঙেরও ছিলেন না। মস্তক মুবারকে কেশরাশি অতিমাত্রায় কুঞ্চিত বা কোকড়ানোও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না, বরং কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত ছিল। চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্‌ পাক তাঁকে নুবূওয়ত দান করেন। অতঃপর মক্কায়ে মুকাররমায় তের বছর অবস্থান করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা এই যে, নুবূওয়ত প্রাপ্তির পর মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। হযরত ইবনে আনাস (রাঃ) দশম সংখ্যার উপরের সংখ্যাকে গণনা করেন নি আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তাই উভয় বর্ণনায় কোন অসামঞ্জস্য-তার কিছুই নেই। এবং মদীনা মুনাওয়ারায় দশ বছর জীবিত ছিলেন। অতঃপর ষাট বছর বয়সে আর ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনানুসারে তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন ।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেন, 'তেষট্টি বছরের' কথা অধিক সংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর (এতটুকু বয়স হওয়া সত্ত্বেও) প্রিয় নবী (সঃ)-এর কেশ মুবারকে বিশটির অধিক কেশ সাদা হয়নি। তত্ত্ববিদগণ বলেন ঃ কেশ ও দাড়ি মুবারকে সর্বমোট সতরটা কেশ ও দাড়ি সাদা হয়েছিল এবং

www.pathagar.com

হযরত জাবির ইবনে সামুরা বর্ণনা করেনঃ মুহরে নুবুওয়ত প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে কবুতরের ডিমের ন্যায় লাল রঙের এক টুকরা মাংসপিণ্ড ছিল। হযরত আমর ইবনে আখতাব আনসারীর বর্ণনা এই যে, 'তার উপরে কিছু লোমও ছিল'। হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন যে, তা ছিল হুযূর (সঃ)-এর কোমরের উপরিভাগে এক টুকরা মাংসপিণ্ডের ন্যায়। আর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তা ছিল হাতের মুষ্ঠি আকৃতির। তার চতুষ্পার্শ্বে তিল ছিল (এ সমস্ত বর্ণনায়ও কোন অসামঞ্জস্য নেই, কারণ এ সমস্ত বিশেষণ একত্রিত হতে পারে)। হযরত বারা বলেনঃ লাল ডোরার লুঙ্গি এবং জামা পরিহিত হুযূর (সঃ) থেকে অধিক সুন্দর আমি আর কাউকেই দেখিনি। আর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেনঃ আমি প্রিয় নবী রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর কোন ব্যক্তিই দেখিনি। মনে হচ্ছিল হুযূর (সঃ)-এর মুখমণ্ডলে সূর্য বিচরণ করছে। তিনি যখন হাসতেন তখন দোয়েলের গায়ে সে হাসির দীপ্তি ও আভা বিচ্ছুরিত হতো। হযরত জাবির (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, হুযূর (সঃ)-এর চেহারা মুবারক কি তলোয়ারের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল? তিনি জবাবে বললেনঃ তলোয়ার আর কতটুকু স্বচ্ছ বরং চন্দ্র-সূর্যের চেয়েও অনেক স্বচ্ছ ছিল। হযরত উম্মে মা'বাদ বলেনঃ প্রিয় নবী (স.)-কে দূর থেকে তাকালে সর্বাধিক সুশ্রী ও সুন্দর মনে হতো এবং নিকটবর্তী হয়ে তাকালে সর্বাধিক মধুর ও আকর্ষণীয় মনে হতো। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-কে প্রথমত দেখতো সে ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যেত আর যে পরিচিত ব্যক্তি হিসেবে তাঁর মহান দরবারে আসা-যাওয়া করতো, সে অনিবার্য কারণেই প্রিয় নবী (সঃ)-কে ভালোবাসতো। আমি তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর ও সুশ্রী তাঁর পূর্বেও কাউকে দেখিনি এবং তাঁর পরেও কাউকে দেখিনি।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমি কোন মুশ্‌ক, কোন আম্বর এবং কোন সুগন্ধি বস্তু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুগন্ধিময় দেখিনি। যদি কারও সঙ্গে প্রিয় নবী 'মুসাফা' (করমর্দন) করতেন তবে সমস্ত দিন ঐ ব্যক্তির হাতে হুযূর (সঃ)-এর 'মুসাফার' সুগন্ধি লেগেই থাকতো। আর যদি কখনো কোন শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন তবে সুগন্ধির কারণে ঐ শিশু হাজারো শিশুর মধ্যে অত্যন্ত সহজে পরিচিত হতো। প্রিয় নবী (সঃ) একবার হযরত

www.pathagar.com

আনাস (রাঃ)-এর গৃহে শায়িত ছিলেন। প্রিয় নবী (সঃ)-এর দেহ মুবারক ঘর্মসিক্ত হয়ে উঠলো। হযরত আনাস (রাঃ)-এর মাতা একটা শিশি নিয়ে হুযূর (সঃ)-এর দেহের ঘাম ঐ শিশিতে পুরিয়ে নিচ্ছিলেন। হুযূর (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি করছো? জবাব দিলোঃ হুযূর! আমরা এগুলোকে আমাদের সুগন্ধির সঙ্গে মিশ্রিত করবো, কেননা, আপনার এই ঘাম সর্বোত্তম সুগন্ধি।

ইমাম বুখারী (রাঃ) হযরত জাবির (রাঃ)-এর সূত্রে 'তারীখে কবীরের' মধ্যে উল্লেখ করেনঃ হুযূর (সঃ) যদি কোন দলের সঙ্গে কোথাও গমন করতেন আর যদি কেউ প্রিয় নবী (সঃ)-এর অনুসন্ধান করতো তবে সে সুগন্ধির কারণেই চিনে ফেলতো। হযরত ইসহাক ইবনে রাহওয়েহ বলেনঃ এই সুগন্ধি প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর দেহ মুবারকেরই সুগন্ধি ছিল। অন্য কোন সুগন্ধি ছিল না। ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল মুজানী হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমাকে একবার প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) তাঁর পশ্চাতে একই বাহনের উপর আরোহণ করিয়ে নেন। আমি তাঁর মুহরে নুবূওয়ত আমার মুখের অভ্যন্তরে চুষে নিলাম। তখন সেই মুহরে নুবূওয়ত থেকে যেন মুশকের ফোঁটা নির্গত হল।

আরও বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) যখন মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য গমন করতেন তখন যমীন বিদীর্ণ হয়ে যেত এবং তাঁর মলমূত্র যমীন তার অভ্যন্তরে গোপন করে ফেলতো এবং সে স্থান থেকে অত্যন্ত সুগন্ধি নির্গত হতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকেও এমনি হাদীস বর্ণিত রয়েছে আর এজন্য প্রিয় নবী (সঃ)-এর মলমূত্র পাক-পবিত্র হওয়া সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম মত প্রকাশ করেছেন। আবূ বকর ইবনে সাবিক মালিকী এবং আবূ নসর এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ মালিক ইবনে সীনান (রাঃ) ওহুদের ময়দানে প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর ক্ষতস্থানের রক্ত চুষে পান করেন। প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করলেনঃ জাহান্নামের অগ্নি কখনও তোমাকে স্পর্শ করবে না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রও প্রিয় নবী (সঃ)-এর রক্ত চুষে গলাধঃকরণ করে ফেলেন। বরকত (রাঃ) এবং প্রিয় নবী (সঃ)-এর দাসী উম্মে আইমান (রাঃ) হুযূর (সঃ)-এর প্রস্রাব পান করে ফেলেন। অতঃপর তাঁদের নিকট মনে হল তাঁরা যেন কোন সুস্বাদু এবং মিষ্টি পানীয় পান করছেন। হুযূর (সঃ) জন্মগতভাবে খাতনাকৃত এবং চক্ষুদ্বয়ে সুরমা ব্যবহৃত ছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁর মাতা হযরত আমিনা বলেনঃ আমি তাঁকে পাক-পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রসব করেছি, কোন প্রকার অপবিত্রতা বা মলিনতা তাঁর দেহে ছিল না এবং যদিও তাঁর নিদ্রার সময় নাসিকাধ্বনি হতো তবুও নিদ্রাভঙ্গের পর পুনঃ ওযূ করা ব্যতীতই নামায আদায় করতেন অর্থাৎ নিদ্রার কারণে প্রিয় নবী (সঃ)-এর ওযূ বিনষ্ট হতো না। কেননা তিনি নিদ্রাবস্থায় অপবিত্র হতেন না। এই হাদীস হযরত ইকরিমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

প্রিয় নবী (স.)-এর দৃষ্টিশক্তি

ওহ্‌ব ইবনে মুনাববাহ বলেনঃ আমি প্রিয় নবী হযূর (সঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে প্রণীত অগিকাংশ গ্রন্থই পাঠ করেছি এবং সমস্ত গ্রন্থে এই একই কথা পেয়েছি যে, হযূর (সঃ) সর্বাধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ছিলেন এবং তাঁর রায় ও অভিমতই সর্বোত্তম ছিল। তিনি আলোতে যেমনি দেখতে পেতেন অন্ধকারেও তেমনি দেখতে পেতেন। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন প্রিয় নবী দূর থেকেও তেমনি দর্শন করতেন, যেমনটি নিকট থেকে করতেন এবং সম্মুখেও যেমনি দেখতেন, পশ্চাতেও ঠিক তেমনিই দেখতেন। প্রিয় নবী (সঃ) নাজ্জাশীর জানাযা (যা আবিসিনিয়ায় ছিল) দেখতে পেয়েছিলেন এবং তার জানাযার নামাযও আদায় করেছিলেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকে পবিত্র মক্কা থেকেই দর্শন করে মক্কাবাসী সম্মুখে তার অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা করেছিলেন। এবং যখন মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নব্বী নির্মাণ করেন তখন বায়তুল্লাহ্‌কেও দর্শন করেছিলেন এবং তিনি সুরাইয়া অর্থাৎ সপ্তম আসমানে এগারটি নক্ষত্র দেখতে পেতেন।

প্রিয় নবী (সঃ)-এর দৈহিক শক্তি

প্রিয় নবী হযূর (সঃ)-এর দৈহিক শক্তির অবস্থা এই ছিল যে, তিনি সে যুগের বিখ্যাত বীর আবু রুকানাকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। প্রিয় নবী (সঃ) রুকানাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে সে বলল ঃ আপনি যদি আমাকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন, তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করবো। অতঃপর প্রিয় নবী (সঃ) তাকে একে একে তিনবারই পরাভূত করেন। ইসলাম পূর্বকালেও তিনি রুকানাকে পরাজিত করেছিলেন।

প্রিয় নবী (সঃ) সর্বদা এত দ্রুতপদে অগ্রসর হতেন, মনে হতো যেন যমীন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা সর্বদা

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতাম যেন আমরা তাঁর পাশাপাশি অগ্রসর হতে পারি কিন্তু আমরা তাতে সক্ষম হতাম না। অথচ প্রিয় নবী (সঃ)-এর এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া ছিল তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা।

হুযূর (সঃ) সর্বদা মুচকি হাসতেন। আর যখন তিনি পার্শ্বের কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন তখন তার প্রতি পরিপূর্ণভাবেই দৃষ্টিপাত করতেন।

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্‌পাক হুযূর (সঃ)-কে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কথা বলার শক্তি দান করেছিলেন এবং তাঁর জন্য সমস্ত পৃথিবীর যমীনকে মসজিদ এবং মাটিকেও পবিত্রতা লাভের উপকরণ করে দিয়েছেন। প্রিয় নবী (সঃ)-এর জন্য গনিমতের মাল হালাল ঘোষণা করা হয়েছে, পূর্ববর্তী নবীদের জন্য তা হালাল ছিল না এবং তাঁকে বিশেষভাবে শাফা'আতে কুবরা এবং মাকামে মাহমুদ দান করেছেন। প্রিয় নবী (সঃ) জীন ও মানব তথা সমগ্র সৃষ্টি-জগতের জন্য নবী ও রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

প্রিয় নবী (সঃ)-এর আলাপ-আলোচনা, তাঁর খাদ্যদ্রব্য, নিদ্রা এবং উঠাবসা সম্পর্কে

প্রিয় নবী (সঃ) আরবের সমস্ত ভাষা সম্পর্কেই অবগত ছিলেন। গ্রন্থকার বলেন ঃ তিনি বরং পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই জানতেন (কোন কোন বর্ণনায় একথা উল্লেখও রয়েছে)। উম্মে মা'বাদ বলেন ঃ হুযূর (সঃ) সুস্পষ্ট ও সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। তিনি খুব অল্প কথাও বলতেন না এবং অধিক কথাও বলতেন না (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাক-তেন না অথচ বাহুল্য ও অহেতুক কথাও বলতেন না।) হুযূর (সঃ)-এর বক্তব্য ছিল গ্রথিত মুক্তার ন্যায়। তিনি কম আহারে ও কম নিদ্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। আহারের সময় কোন বস্তুতে ভর দিয়ে অথবা তার আশ্রয় গ্রহণ করে আসন গ্রহণ করতেন না। তত্ত্ববিদগণ এ কথার ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, প্রিয় নবী (সঃ) কোন গদী বা তোষকের উপর বা বালিশের সঙ্গে হেলান দিয়ে আসন গ্রহণ করে আহার করতেন না অর্থাৎ দুই পায়ে ভর করে আসন গ্রহণ করে আহার করতেন। তিনি ইরশাদ করতেন ঃ আমি গোলামের ন্যায় আহার করি এবং গোলামের ন্যায়ই আসন গ্রহণ করি। হুযূর (সঃ) ডান পাশে ঘুমাতেন যাতে করে ঘুম কম হয়।

www.pathagar.com

প্রিয় নবী (সঃ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী, বীরত্ব, দানশীলতা, মাহাত্ম্য, আত্মত্যাগ এবং আন্তরিকতা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ)-এর দেহে তিরিশ জন পুরুষের শক্তিদান করা হয়েছে।[১] অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যৌনশক্তিতে প্রিয় নবী (সঃ)-কে চল্লিশ ব্যক্তির শক্তি দান করা হয়েছে। প্রিয় নবী (সঃ) নিজেই ইরশাদ করেছেন ঃ আমাকে চারটি বিষয়ে অন্যান্য মানুষ থেকে বেশী ফযীলত দেওয়া হয়েছে। দানশীলতা, বীরত্ব, যৌনশক্তি এবং অন্যের সঙ্গে মুকাবিলায় বিজয় লাভ। প্রিয় নবী (সঃ) নুবূওয়ত লাভের পূর্বে এবং পরে সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। হযরত কাইলা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি যখন প্রিয় নবী (সঃ)-এর দর্শন লাভ করেছেন, তখন তিনি ভয়ে কম্পমান হয়ে পড়েন। হুযূর (সঃ) তাকে বলেন ঃ দুর্বল মনকে সান্ত্বনা দাও অর্থাৎ ভীত হয়ো না। হযরত ইবনে মসউদ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, উকবা ইবনে আমের প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর মুখোমুখি হয়ে দণ্ডায়মান ছিল। হঠাৎ সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। প্রিয় নবী (সঃ) তাকে বললেন ঃ মনকে সহজ কর। আমি কোন অত্যাচারী বাদশাহ্ নই।

হুযূর (সঃ)-কে সমস্ত পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার এবং সমস্ত শহরের চাবি (কাশফের অবস্থায়) দান করা হয়েছে। প্রিয় নবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায়ই হিজাযের সমস্ত শহর, ইয়ামন আরবের সকল দ্বীপ, ইরাক এবং সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিজিত হয়। হুযূর (সঃ)-এর খিদমতে খুমুস যাকাত, উশর উপস্থাপিত করা হতো এবং বাদশাদের পক্ষ থেকে মহামূল্যবান উপহার উপঢৌকন উপস্থাপিত করা হতো। প্রিয় নবী (সঃ)-এর সমস্তই আল্লাহ্-পাকের সন্তুষ্টির জন্য তাঁর রাহে ব্যয় করেন। মুসলমানদেরকে সচ্ছল ও অর্থশালী করে দেন এবং ইরশাদ করেন ঃ আমি মোটেই পছন্দ করি না যে, ওহুদ পাহাড় স্বর্ণে পরিণত করে আমার নিকট উপস্থিত করা হোক আর রাত পর্যন্ত তার সামান্য পরিমাণও আল্লাহ্র রাস্তায় দান করা ব্যতীত আমার নিকট অবশিষ্ট থাক। হ্যাঁ, তবে অত্যাবশ্যকীয় দানের দিনারসমূহ থাকতে পারে। আর এটি প্রিয় নবী হুযূর (স.) চরম দানশীলতার কারণেই এবং প্রিয় নবী (সঃ)-এর এই দানশীলতার কারণেই তিনি অধিকাংশ সময়ে ঋণগ্রস্ত থাকতেন। হুযূর (সঃ) যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর জেরা মুবারক (যুদ্ধের পোশাক) পারিবারিক প্রয়োজনের আয়োজনে একস্থানে বন্ধক রাখা ছিল।

---

১. নাসায়ী।

www.pathagar.com

প্রিয় নবী (সঃ) নিজের ব্যক্তিগত ব্যয়, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বাসস্থান নির্মাণে শুধু অনিবার্য পরিমাণ পর্যন্ত ব্যয় করতেন এবং অধিকাংশ সময় তিনি কম্বল, মোটা চট ও চাদর পরিধান করতেন এবং বিভিন্ন সময় সাহাবাকে স্বর্ণ দ্বারা এম্ব্রোয়ডারী করা রেশমী জুব্বা দান করতেন। আর কেউ যদি তখন অনুপস্থিত থাকতো তবে তার জন্য রেখে দিতেন এবং পরে উপস্থিত হলে তাকে দান করতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ প্রিয় নবী (সঃ)-এর স্বভাব ছিল কুরআন। কুরআনে পাকের যে স্থানে খুশির কথার উল্লেখ ছিল, সে স্থানে তিনিও তাঁর খুশি প্রকাশ করতেন এবং যেখানে দুঃখের কথার উল্লেখ ছিল সে স্থানে তিনিও দুঃখ অনুভব করতেন অর্থাৎ কুরআন পাকের যে কথা দ্বারা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি প্রমাণিত হতো, সে কথার উপর প্রিয় নবী (সঃ)-এর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নির্ভরশীল ছিল। এমনকি আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেনঃ হে নবী! আপনি উত্তম ও মহান স্বভাবের অধিকারী। আল্লাহ্ পাক প্রিয় নবী হযূর (সঃ)-কে প্রকৃতিগতভাবেই চারিত্রিক উত্তম গুণাবলী, গাম্ভীর্য ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন।

হযরত আমিনা বিনতে ওহব বলেনঃ হযূর (স.) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি হস্তদ্বয় প্রসারিত করে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

ক্ষমা ও ঔদার্যে প্রিয় নবী (সঃ)

হযূর (সঃ) ইরশাদ করেনঃ শুরু থেকেই কবিতা ও মূর্তির প্রতি আমার মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছিল এবং কখনো কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করার ইচ্ছাও আমার মনে হয়নি। হ্যাঁ, তবে একেবারে শৈশবের দু'টি ঘটনা। তাও পরে পরিত্যাগ করেছি। কোন মানুষকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে প্রিয় নবী (সঃ) অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন এবং সর্বাধিক নম্র, ভদ্র ও সহনশীল ছিলেন। অপরাধীকে তিনি ক্ষমা করতেন। কেউ তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে তিনি তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতেন; যে তাঁকে দান করতো না, তিনি তাকে প্রদান করতেন। যারা প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রতি অত্যাচার করতো, প্রিয় নবী (সঃ) তাদেরকে ক্ষমা করতেন। কোন কাজের সহজ পন্থা অবলম্বন করতেন অবশ্য যদি তাতে কোন গুনাহ্ না হতো (এতে প্রিয় নবী (সঃ) তাঁর অনুসারীদের প্রতি অনুগ্রহই করতেন।)

www.pathagar.com

আর অভিজ্ঞতাও এই, যে ব্যক্তি নিজে সহজ পন্থায় কাজ করে সে অন্যের জন্যও সহজ পন্থাই অবলম্বন করে)। প্রিয় নবী (সঃ) ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো কারও নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)-এর ভ্রাতা উৎবা ইবনে আবি ওক্কাস ওহুদের যুদ্ধের সময় প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করে, যার আঘাতে প্রিয় নবী (সঃ)-এর সম্মুখের দান্দান মুবারক ভেঙ্গে যায় এবং হুযূর (সঃ)-এর চেহারা মুবারক যখমী হয়ে যায়। সাহাবা আরয করলেনঃ আপনি তার জন্য বদদোয়া করুন। প্রিয় নবী (সঃ) এই বলে দোয়া করতে লাগলেনঃ হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, কারণ তারা বুঝতে পারে নি। আর প্রিয় নবী কখনো কোন প্রাণীকে স্বহস্তে আঘাত করেন নি। তবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন, সে ভিন্ন কথা। তিনি কখনো কোন স্ত্রীলোককে বা খাদিমকেও আঘাত করেননি। হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর নিকট কেউ কোন দিন এমন কোন বস্তু প্রার্থনা করেননি, যা তিনি তাকে প্রদান করেন নি। কবি কত চমৎকার কথা বলেছেনঃ

مَا قَالَ لَا قَطُّ اِلَّا فِىْ تَشَهُّدِهٖ

لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاءَهٗ نَعَمُ

অর্থাৎ প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর জবান মুবারক দ্বারা কখনো 'না' শব্দটি প্রকাশিত হয়নি। শুধুমাত্র কলেমা তৈয়্যেবার মধ্যে যে 'লা' অর্থাৎ 'না' ছিল তাই প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত সেই 'না'-ও একটি 'হাঁ' প্রমাণের জন্যই বলেছেন। তিনি দুঃখী ব্যক্তিদের বোঝা বহন করে পেঁছে দিতেন, অভাবগ্রস্তকে দান করতেন, অতিথি অভ্যর্থনা ও আতিথ্য গ্রহণ করতেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতেন।[১] ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেনঃ একবার প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর দরবারে নব্বই হাজার দিরহাম (পঁচিশ হাজার টাকা) উপস্থিত করা হলো। প্রিয় নবী (সঃ) তা খেজুর পাতার তৈরী একটি মাদুরের উপর রেখে প্রার্থীদেরকে দান করতে আরম্ভ করলেন। ঐ সমস্ত টাকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রিয় নবী কোন প্রার্থীকেই বিমুখ করেন নি

১. বুখারী।

www.pathagar.com

অর্থাৎ যে প্রার্থনা করেছে তিনি তাকেই প্রদান করেছেন। অতঃপর ঐ টাকা শেষ হওয়ার পর এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জ্ঞাপন করলে প্রিয় নবী (সঃ) বললেন ঃ এখন তোমাকে দান করার মত আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তবে তুমি আমার নামে কোন বস্তু ক্রয় করে নাও। যখন আমার নিকট টাকা আসবে তখন আমি তা পরিশোধ করবো। হযরত উমর (রাঃ) আরয করলেন, হুযূর! যা আপনার শক্তির বাইরে তা করার জন্য তো আল্লাহ্-পাক আপনাকে আদেশ করেন নি। অতএব, আপনি এত ঝুঁকি নিচ্ছেন কেন? একথা প্রিয় নবী (সঃ)-এর নিকট তেমন পসন্দনীয় হলো না। অতঃপর একজন আনসারী সাহাবী আরয করলেন, "হে রসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্র রাস্তায় খুব ব্যয় করুন এবং আরশের মালিকের ভাণ্ডারে অভাব হবে এমন আশংকা করবেন না। একথা শ্রবণ করে প্রিয় নবী (সঃ) মুচকি হাসলেন এবং মুখমণ্ডলে আনন্দের ভাব প্রকাশিত হলো। হুযূর (সঃ) আগামী দিনের জন্য কোন টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে রাখতেন না। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ) কল্যাণ, অনুগ্রহ এবং দানশীলতার ব্যাপারে মলয় বায়ু থেকেও উদার ও দানশীল ছিলেন।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর চেয়ে অধিক সাহসী, তাঁর ন্যায় দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, দানশীল, চারিত্রিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ এবং উত্তম কোন মানুষ দেখিনি। বদরের যুদ্ধের সময় প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর আড়ালে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করতাম। প্রিয় নবী (সঃ) যখন শত্রুর নিকটবর্তী হতেন তখন যে ব্যক্তি প্রিয় নবী (সঃ)-এর সন্নিকটে থাকতো তাকে সাহসী এবং বীর মনে করা হতো কেননা তখন তাকেও শত্রুর কাছাকাছি থাকতে হতো। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ কুমারী মেয়েরা পর্দার মধ্যে যেমন লাজুক থাকে প্রিয় নবী (সঃ) তাদের চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন। প্রিয় নবী (সঃ)-এর দেহ মুবারক ও তার চর্ম অত্যন্ত নরম ও সূক্ষ্ম ছিল। তিনি কাউকেও তার সম্মুখে কষ্টদায়ক কথা বলতেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ) স্বভাবগতভাবেও কাউকে কঠিন কথা বলতেন না এবং স্বেচ্ছায়ও কঠোরতা অবলম্বন করতেন না। প্রিয় নবী (সঃ) মর্যাদার পরিপন্থী এবং অহেতুক কোন কথা বলতেন না, কোন মন্দের বিনিময়ও তিনি মন্দ ব্যবহার করতেন না, বরং ক্ষমা করে দিতেন।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বলেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ) অধিক লাজুকতার কারণে কারও চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারতেন না অর্থাৎ কারও চোখাচোখি বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারতেন না। এবং কোন লজ্জাকর বস্তুর আলোচনা করা যদি অনিবার্য হয়ে পড়তো তবে প্রিয় নবী (সঃ) ইশারা ইঙ্গিতে তার আলোচনা করতেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সঃ) সর্বাধিক প্রসন্ন মনের অধিকারী ছিলেন, সত্যবাদী এবং বিনম্র ছিলেন। সামাজিক জীবনে এবং লেনদেনে তিনি অত্যন্ত উদার ও মহান ছিলেন। কেউ তাঁকে দাওয়াত করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন, উপহার এবং হাদিয়া কবুল করতেন যদি তা নগণ্য বা সামান্য হতো (যেমন গরু বা বকরীর পায়া) এবং হাদিয়ার বিনিময়ে তিনিও হাদিয়া দিতেন। গোলাম, বাঁদী, দরিদ্র ও স্বাধীন সকলের দাওয়াতই গ্রহণ করতেন। মদীনা মুনাওয়ারার শেষপ্রান্তেও যদি কেউ রোগাক্রান্ত হতো তবে তাকেও দেখতে যেতেন। কেউ ওযর বা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করতেন। সাহাবাদের সঙ্গে তিনি প্রথমেই মুসাফা করতেন এবং সাহাবাদের সম্মুখে তাঁকে কেউ কোনদিন পদযুগল প্রসারিত করে উপবেশন করতে দর্শন করেনি যদ্দরুন অন্যদের জন্য স্থান সংকুচিত হয়ে পড়ে। কেউ তাঁর মহান দরবারে উপস্থিত হলে তাকে সাদরে বরণ করতেন। অনেক সময় স্বীয় চাদর মুবারক তার উপবেশনের জন্য বিছিয়ে দিতেন এবং নরম আসন, বালিশ তাঁর দিকেই এগিয়ে দিতেন। কারও কথার মধ্যখানে তিনি কথা বলতেন না, যতক্ষণ না তিনি ওয়ায বা খুৎবা দান করতেন অথবা তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হতো। মধুর মুচকি হাসিতে এবং প্রফুল্লতায় সকলকে আনন্দিত করে রাখতেন।

কোন কোন সময় প্রিয় নবী (সঃ) অভ্যাগতদের স্বহস্তেই সেবা করতেন যেমন নাজ্জাশী বাদশার প্রেরিত প্রতিনিধিদের তিনি নিজেই স্বহস্তে সেবা করেছিলেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি সমস্ত আদম সন্তানের সর্দার হবেন। সর্বপ্রথম প্রিয় নবী (সঃ)-এর কবর মুবারকই বিদীর্ণ হবে এবং তিনিই সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত হবেন। সর্বপ্রথম তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য শাফা'আত করবেন এবং তাঁর শাফা'আতই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে। প্রিয় নবী (সঃ) অত্যন্ত বিনয়ী হওয়ার কারণে কখনো গাধার উপরও আরোহণ করতেন এবং কখনো বা কাউকে নিজের পেছনে আরোহণ করাতেন, তিনি

www.pathagar.com

গরীব-দুঃখীদের সেবা করতেন, অভাবী লোকদের নিকট গমন করতেন এবং তাদের সঙ্গে বসতেন।

নিজেদের বকরী নিজেই দোহন করতেন। প্রয়োজনবশত স্বীয় পোশাকে নিজেই তালি লাগাতেন এবং জুতা নিজেই সেলাই করে নিতেন। নিজের এবং পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী মাঝে-মধ্যে নিজেই সমাধা করতেন। ঘরের ঝাড়ু পর্যন্ত দিতেন। গোলামদের সঙ্গে বসে আহার করতেন, তাদের সঙ্গে গৃহকর্মে অংশগ্রহণ করতেন। নিজেদের আসবাবপত্র বাজার থেকে নিজেই ক্রয় করে আনতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন অনুগ্রহশীল, সুবিচারক, পবিত্র ও সত্যবাদী। এমনকি আবু জাহ্‌ল যে প্রিয় নবী ও মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু তাকে বদরের যুদ্ধের দিন আখনাস ইবনে শরীক বলল : আবুল হাকাম! এখন তো তোমার-আমার সম্মুখে আর তৃতীয় কোন ব্যক্তি নেই, আমাদের আলোচনা অন্য কেউ শ্রবণ করতে পারবে না। এখন তুমি সত্য করে বল মুহাম্মদ (সঃ) সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? আবু জাহ্‌ল বলল : আল্লাহ্ পাকের শপথ! মুহাম্মদ সত্যবাদী। সে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি।

মহানবী (সঃ)-এর মজলিস

হযরত খারিজা ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) স্বীয় মজলিসের মধ্যে সর্বাধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিলেন। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন প্রিয় নবী (সঃ) মজলিসে উপবেশন করতেন তখন পদযুগল দাঁড় করিয়ে হস্তদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করে উপবেশন করতেন এবং সাধারণত প্রিয় নবী (সঃ) এমনিভাবেই উপবেশন করতেন যে, তাতে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশিত হয়। এই আকৃতিকে 'ইহতিবা' বলা হয়। হযরত জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) কখনো কখনো 'চারজানু' হয়ে আসন গ্রহণ করতেন এবং কখনো বগলে হাত প্রবেশ করিয়ে উপবেশন করতেন। যখন তিনি পথ চলতেন তখন অত্যন্ত শান্ত অবস্থায় একাগ্রতার সঙ্গে চলতেন। তাঁর চলার গতি দেখে মনে হতো যে, তাঁর মনে কোন সংকীর্ণতা নেই যাতে ভীত হয়ে চলবেন অথবা কোন প্রকার অলসতাও নেই। মোট কথা ক্ষিপ্র গতিতেও চলতেন না এবং খুব মন্থর গতিতেও চলতেন না।

www.pathagar.com

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ প্রিয়নবী (স.) এমন শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে কথা বলতেন যে, কেউ যদি তাঁর কথাগুলো গণনা করতে ইচ্ছা করতো তবে সে তা গণনাও করতে পারতো। প্রিয় নবী (সঃ) সুগন্ধি খুব ভালোবাসতেন। নিজে সুগন্ধি খুব বেশী ব্যবহার করতেন। অন্যকে ব্যবহারের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় দ্রব্যের মধ্যে কখনো ফুঁক দিতেন না। আঙ্গুল এবং সংযোগ অস্থিগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) একাধারে তিনদিন পর্যন্ত তৃপ্ত হয়ে আহার করেন নি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এমনি অবস্থাই ছিল। হযরত হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর বিছানা একটা চট ছিল। কখনো কখনো তিনি চারপায়ার উপরে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। প্রিয় নবী (সঃ)-এর চারপায়া খেজুরের রজ্জু দ্বারা তৈরী ছিল। এতে প্রিয় নবী (সঃ)-এর দেহের পার্শ্ব মুবারকে দাগ পড়ে যেত।

প্রিয় নবী (সঃ)-এর জীবনধারা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ)-এর উদর মুবারক আহারে কখনো তৃপ্ত হতো না আর একথা তিনি কারও নিকট প্রকাশও করতেন না এবং অনাহারে-অর্ধাহারে জীবন-যাপন করাকে বিলাসবহুল জীবনের চেয়ে অধিকতর ভালোবাসতেন। দিনের পর দিন অনাহারে অতিবাহিত করে দিতেন এবং রাতের পর রাত ক্ষুধার জ্বালায় এপাশ-ওপাশ করতেন। অথচ তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে থেকে সমস্ত পৃথিবীর ধনভাণ্ডার খাদ্যদ্রব্য ও বিলাসবহুল জীবন লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এ কথা বলতেন, এই দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমার পূর্ববর্তী দৃঢ় সংকল্প গ্রহণকারী অনেক নবী ও রসূল এমনি কষ্টের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং তার মধ্যেই জীবন-যাপন করে গেছেন।

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর আল্লাহ্-ভীতি এবং সাধনা

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) আল্লাহ্ পাক থেকে অত্যন্ত ভীত ছিলেন এমনকি অধিক ভীতির কারণে ইরশাদ করেন ঃ "আফসোস আমি যদি কোন বৃক্ষ

www.pathagar.com

হয়ে সৃষ্টি হতাম যা কেউ কেটে ফেলবে।" এবং প্রিয় নবী (সঃ) এত অধিক পরিমাণে নফল নামায আদায় করতেন, যদ্দরুন তাঁর পদযুগল অবশ হয়ে যেত। এই অবস্থার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ্ সূরায়ে 'তাহা'র শুরুতে ইরশাদ করেন ঃ "পবিত্র কুরআনকে আমি আপনার প্রতি এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি তার কারণে কোন প্রকার কষ্ট পাবেন।" আর প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর সিনা মুবারক থেকে সর্বদাই তপ্ত হাঁড়ির ন্যায় আওয়াজ হতো। আবদুল্লাহ্ ইবনে শিখিখর (রাঃ) থেকে এমনি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। পরকালের ভাবনার কারণে প্রিয় নবী (সঃ) কখনও যেন শান্তি লাভ করতেন না।

প্রিয় নবী (সঃ) প্রত্যহ সত্তর অথবা একশত বার ইস্তিগফার করতেন। (গ্রন্থকার বলেন ঃ) প্রিয় নবী (সঃ) নিষ্পাপ ছিলেন, তাই তাঁর ইস্তিগফারের তাৎপর্য হয়ত উম্মতকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অথবা উম্মতের জন্যই ইস্তিগ-ফার করতেন অথবা প্রিয় নবী (সঃ) ইস্তিগফার এজন্য করতেন যে, তিনি আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাগরে ডুবে ছিলেন আর প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেত।

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ-)এর সৌন্দর্য

ইমাম তিরমিযী হযরত কাতাদা থেকে, তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেন ঃ তিনি ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নি যাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট নয় আর যিনি সুন্দর নন। তোমাদের নবীর কণ্ঠস্বর এবং আকৃতি সকলের চেয়ে উত্তম। কিন্তু প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর এত সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি মানুষ সাধারণভাবে যেমন আশেক ছিল, প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর প্রতিও এমনি আশেক না হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ পাক স্বীয় মর্যাদা বোধের কারণে প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রকৃত সৌন্দর্য সাধারণ মানুষের চোখে প্রকাশ করেন নি যেমন ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য যতটুকু হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং জুলাইখার চোখে প্রকাশ করেছিলেন, ততটুকু অন্যদের চোখে প্রকাশ করেন নি।

ধৈর্য ও সহনশীলতায়

প্রিয় নবী হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সহন-শীল ছিলেন, কোন লোককে কোনদিন গালি বা অপবাদ দেন নি। তিনি

www.pathagar.com

কারো প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন না। লা'নতের (আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার) বদদোয়াও করতেন না। নিকটবর্তী কোথাও যাওয়ার জন্য কোন গাধার উপর আরোহণ করতেন। দূরবর্তী স্থানের জন্য উষ্ট্রের উপর এবং যুদ্ধে গমনের জন্য খচ্চরের উপর আরোহণ করতেন। কেউ সাহায্য প্রার্থনা করলে তার নিকট দ্রুত পেঁছার জন্য অশ্বের উপর আরোহণ করতেন (যুদ্ধক্ষেত্রে যেহেতু দৃঢ় থাকতে হয় এজন্য সেখানে এমন জন্তুর উপর আরোহণ করতেন, যা দ্রুতভাবে পলায়ন করতে সক্ষম নয়, তাই যুদ্ধক্ষেত্রে খচ্চরের উপর আরোহণ করতেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় সাধারণত বিনয় প্রকাশের পন্থা অবলম্বন করে গাধার উপর আরোহণ করতেন আর দুর-দুরান্তের সফরের জন্য সওয়ারী হিসেবে উষ্ট্রকে এজন্য গ্রহণ করতেন যে, এই জন্তু অত্যন্ত সহনশীল)।

মহানবী হুযুর (সঃ) কাফির ও শত্রুদের সঙ্গেও তাদের মন রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করতেন এবং মুর্খ ও অজ্ঞ লোকদের অশোভন আচরণে বা মন্তব্যে ধৈর্য ধারণ করতেন। গৃহে প্রবেশ করে পারিবারিক কাজকর্ম করতেন এবং সারাক্ষণ চাদর দ্বারা দেহ আবৃত রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। প্রিয় নবী হুযুর (সঃ)-এর প্রফুল্ল চিত্ত এবং সদ্ব্যবহার সকলের জন্যই ছিল। সামান্য রাগ বা গোসা প্রিয় নবী (সঃ)-কে আত্মহারা করতো না। সাহাবাদের থেকে প্রয়োজনীয় কোন কথা গোপন করতেন না এবং তিনি চক্ষুর কোণ দ্বারা কখনও দৃষ্টিপাত করতেন না। প্রিয় নবী (সঃ) তাঁর যাবতীয় অবস্থা, কার্যাবলী এবং আলোচনায় সকল প্রকারের কবিরা-সাগিরা অর্থাৎ ছোট-বড় সকল প্রকারের গুনাহ থেকে মাহফুয থাকতেন। প্রিয় নবী (সঃ) কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নি এবং কখনো সত্য থেকে এতটুকু তাঁর পদস্খলন হয়নি। বরং তা ছিল পরিপূর্ণ অসম্ভব। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ভুল-ভ্রান্তিতে, সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় বা হাসিখুশিতে, মোটকথা, সত্য থেকে মুহূর্তের জন্য কখনো তাঁর পদস্খলন হয়নি।

প্রিয় নবী (সঃ)-এর কেশ মুবারক ও পোশাক

মক্কা বিজয়ের সময় যেদিন প্রিয় নবী হুযুর (সঃ) পবিত্র মক্কা নগরীতে শুভাগমন করেন, সেদিন প্রিয় নবী হুযুর (স.)-এর কেশরাজি চারভাগে বিভক্ত ছিল। হাদীসখানি উম্মে হানি বর্ণনা করেন।

www.pathagar.com

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) প্রথমত সিঁথি তৈরী ব্যতীতই কেশরাজিকে একত্রিত করে রাখতেন। অতঃপর সিঁথি তৈরী আরম্ভ করেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয় নবী একদিন পরপর কেশরাজিতে চিরুণী ব্যবহার করতেন। হযরত আনাস (রাঃ)-কে প্রিয় নবী (সঃ)-এর খেজাব ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ প্রিয় নবী খেজাব ব্যবহারের সীমারেখা পর্যন্তই পেঁৗছেন নি (অর্থাৎ মাত্র কয়েকটি কেশ সাদা হয়েছিল। তাতে খেজাব ব্যবহারের প্রয়োজনই হয় নি। পবিত্র মস্তকের দু'পার্শ্বের কয়েকটি কেশ সাদা হয়েছিল। তবে হযরত আবূ বকর (রাঃ) মেহেদী এবং নীল রঙের খেজাব ব্যবহার করেছেন, যাতে কেশ সাদা না হয়।) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ)-এর কয়েক গুচ্ছ কেশ মাত্র আংশিক লাল হয়েছিল অর্থাৎ কালো রং পরিবর্তন হয়ে লাল রং হয়েছিল তবে সাদা হয়নি। আবদুল্লাহ্ ইবনে আকিল বলেন ঃ হযরত আনাস (রাঃ)-এর নিকট প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর কেশ মুবারক খেজাব ব্যবহৃত অবস্থায় দর্শন করেছি। (তত্ত্ববিদগণ উভয় হাদীসের এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, হুযূর (সঃ) -এর কেশ মুবারক সাদা হতে আরম্ভ করেছিল তবে খুব বেশী সাদা হয়নি। কিছু কিছু সাদা হয়েছিল। আর কিছু হয়েছিল লাল। কিন্তু প্রিয় নবী (সঃ) তাতে খেজাব ব্যবহার করেন নি তবে প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) মেহেদীই ব্যবহার করতেন যার কারণে সাদা কেশগুলো রঙীন হয়ে থাকবে আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আকিল তাকেই খেজাব বলেছেন।)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) নিদ্রা যাপনের পূর্বে তিনবার উভয় চক্ষুতে সুরমা ব্যবহার করতেন। তিনি সাদা রঙের পোশাক পরিধান করতে ভালোবাসতেন। কখনো কখনো কালো পশমী চাদর পরিধান করতেন এবং একবার ছোট আস্তিন বিশিষ্ট রূমী কাবা পরিধান করেছিলেন। প্রিয় নবী (সঃ) কালো-সাদা রঙের চামড়ার মোজা ব্যবহার করেছেন এবং ওযূ করার সময় তার উপর মসহ্ও করেছেন। পবিত্র পা মুবারকের আঙ্গুলে ব্যবহারের জন্য জুতা মুবারকে দুটি চামড়ার টুকরা (পায়তাওয়া) ছিল এবং পদযুগলের পৃষ্ঠে ব্যবহারের পায়তাওয়া ছিল দ্বিগুণ। প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর জুতা ছিল চামড়ার তৈরী। ওযূ করেও তা ব্যবহার করতেন—এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে হযরত ইব্নে উমর (রাঃ)-এর সূত্রে। হুযূর (সঃ) কখনো কখনো জুতা পরিধান করা অবস্থায় নামায আদায় করতেন, কেননা প্রিয় নবী (সঃ)-এর জুতা পবিত্র ছিল এবং সে যুগে জুতা

www.pathagar.com

পরিধান করা অবস্থায় নামায আদায় করা বেয়াদবী ছিল না। হুযূর (সঃ) রৌপ্যের আংটি তৈরী করিয়ে তার উপর মুহর স্থাপিত করিয়েছিলেন কিন্তু তা সর্বদা পরিধান করতেন না বরং মাঝেমধ্যে পরিধান করতেন। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ)-এর আংটির পাথর ছিল আবিসিনিয়া দেশের। বুখারী শরীফের একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার একটি পাথর ছিল অথবা সে দেশের মানুষের ন্যায় তার রং অর্থাৎ কৃষ্ণ ছিল। পাথরটার নাম ছিল 'মুহরায়ে ইয়ামানী' অথবা 'আকিক'।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ)-এর আংটি ছিল রৌপ্যের এবং তার অভ্যন্তরে 'নাগিনা' অর্থাৎ পাথর তাও ঐ রৌপ্যেরই ছিল। (গ্রন্থকার বলেনঃ পাথর স্থাপনের স্থানটি রৌপ্যের ছিল এবং তাতে স্বর্ণের কোন অংশ ছিল না যেমন অনেকে তাই করেন)। হযরত আনাস (রাঃ) আরও বলেন ঃ ঐ আংটির সাদা দৃশ্য এখনও আমার দৃষ্টিতে ভাস্‌ছে। আর ঐ আংটিতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' খচিত ছিল। এক পংক্তিতে 'মুহাম্মদ' এক পংক্তিতে 'রসূল' এবং এক পংক্তিতে 'আল্লাহ্' শব্দ ছিল এই হাদীসটিও হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গমন করতেন, তখন ঐ আংটি খুলে ফেলতেন আর তা ডান হাতে পরিধান করতেন। ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থে অর্থাৎ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রাঃ)-এর সূত্রে উল্লিখিত হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ), হযরত জাবির (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ) ডান হস্তেই আংটি পরিধান করতেন এবং তাঁর তলোয়ার 'বনি হানিফা' গোত্রের ছাঁচে তৈরী ছিল এবং তার হাতল ছিল রৌপ্যের।

ওহুদের যুদ্ধের সময় প্রিয় নবী (সঃ) দু'টি লৌহবর্ম এবং মক্কা বিজয়ের দিন লৌহ টুপি পরিধান করেছিলেন। প্রিয় নবী হুযূর (সঃ) যখন পাগড়ি পরিধান করতেন, তখন উভয় স্কন্ধের মাঝখানে তার খানিকটা ঝুলিয়ে রাখতেন। সীরাতের গ্রন্থসমূহে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূর (সঃ) কখনও 'শামলা' পদ্ধতিতে (উভয় স্কন্ধের মাঝখানে পাগড়ির কিছু অংশ ঝুলিয়ে রাখাকে শামলা বলা হয়) এবং কখনো বা এমনকি পাগড়ি বাঁধতেন। আবার কখনো বা টুপি পরিধান ব্যতীতই পাগড়ি

www.pathagar.com

বাঁধতেন। হুযূর (সঃ)-এর একখানি কৃষ্ণ রঙের পাগড়ি ছিল। পায়ের নালার নিম্নদেশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে হুযূর (সঃ) পরিধান করতেন এবং আরও নিম্নদেশ পর্যন্ত পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন তবে টাখ্‌নুর নিম্নে পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

প্রিয় নবী (সঃ) যখন আসন গ্রহণ করতেন, তখন উরু দ্বারা পরিধি রচনা করে আসন গ্রহণ করতেন এবং মসজিদে এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে শয়ন করতেন। হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি প্রিয় নবী (সঃ)-কে বাম বাহুপার্শ্বে একটি বালিশে আশ্রয় গ্রহণ করে বিশ্রাম গ্রহণ করতে দেখেছি। হযরত আমুস (রাঃ) প্রিয় নবী (সঃ)-কে এমন অবস্থায় দেখেছেন যে, তিনি 'কিত্‌রী' (বাহ্‌রাইন এলাকার এক প্রকার মোটা চাদর) স্বীয় বহর নিম্নদেশ দিয়ে এনে স্কন্ধের উপর প্রসারিত করে রেখেছিলেন এবং এমনি অবস্থাতেই নামাযের ইমামতি করেছেন।

বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) আহারের পর আঙ্গুল চুষে খেতেন। আবূ যুহায়ফা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ আমি তো কোন বস্তুর সঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে আহার করি না। হুযূর (সঃ) আহারের জন্য তিনটি আঙ্গুল ব্যবহার করতেন এবং আহারের পরে ঐ আঙ্গুলগুলোকে চুষে খেতেন।

অধিকাংশ সময়ই প্রিয় নবী (সঃ) গমের রুটি আহার করতেন। হুযূর (সঃ) কখনও টেবিলে রেখে অথবা রেকাবিতে আহার করেন নি বরং দস্তরখান বিছিয়ে তার উপর খাদ্য রেখে আহার করতেন। প্রিয় নবী (সঃ)-এর জন্য কখনও চাপাতি রুটি তৈরী হয় নি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) জয়তুনের তৈল, মিষ্টি জাতীয় বস্তু, মধু এবং কদু তরকারি ভালবাসতেন। তিনি মুরগী, সরখা'র (এক প্রকার পাখী), বকরী, উষ্ট্র এবং গরুর গোশত আহার করেছেন। হুযূর (সঃ) সারিদ (গোশতের শুরুয়ার মধ্যে রুটি ভিজানো এক প্রকার খাদ্য) ভালবাসতেন।

হুযূর (সঃ) গোলমরিচ ও বিভিন্ন প্রকারের মসলাও আহার করেছেন এবং তিনি আধা-পাকা তাজা খেজুর, শুষ্ক খেজুর, শালগম (অর্থাৎ খুরমা, ঘি এবং পনির মিশ্রিত এক প্রকার খাদ্য) আহার করেছেন। তিনি খুরচুনও (এক

www.pathagar.com

প্রকার মিষ্টি) ভাল বাসতেন। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন, আহারে বরকত লাভের পন্থা হল আহারের পূর্বে এবং পরে হাত ধৌত করা। খেজুরের সঙ্গে প্রিয় নবী (সঃ) শশা আহার করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা একথা জানা যায়। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযর (সঃ) খেজুরের সঙ্গে তরমুজ আহার করতেন। একটি গরম, অন্যটির গরম ঠাণ্ডার প্রতিকার করবে। হুযূর (সঃ) মিঠা এবং ঠাণ্ডা পানি পান করতেন। এবং খেজুর ভিজানো পানি দুগ্ধ এবং পানি একই পাত্রে পান করতেন, ঐ পাত্র ছিল কাষ্ঠের তৈরী। তবে তাতে লৌহপাত লাগানো ছিল। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ দুধ ব্যতীত এমন কোন বস্তু নেই যাতে খাদ্য এবং পানীয় উভয় লাভ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সঃ) যমযমের পানি দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করেছেন। আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা থেকে—তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি প্রিয় নবী (সঃ)-কে দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট হয়ে তথা উভয় অবস্থাতেই পানি পান করতে দেখেছি। প্রিয় নবী (সঃ) পানি পান করার মাঝে দু'বার নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন। হযরত বারা ইবনে আজেব বলেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ) স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ গণ্ডদেশের নিচে রেখে নিদ্রা যাপন করতেন। তাঁর নিদ্রার সময় স্বর প্রকাশিত হতো। হাদীসখানি বর্ণনা করেন হযরত ইবনে আব্বাস। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সঃ) যে বিছানায় নিদ্রা যেতেন, তা চামড়ার ছিল। এর অভ্যন্তরে খেজুর বৃক্ষের বাকল ছিল। হযরত হাফসা বলেন ঃ হুযূর (সঃ) একখানি কম্বলের উপর নিদ্রা যেতেন। আমরা তা দ্বিগুণ করে বিছিয়ে দিতাম। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ) রোগীদেরকে দেখতে যেতেন এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন এবং গাধার উপরও আরোহণ করতেন। তিনি ক্রীতদাসের দাওয়াতও গ্রহণ করতেন এবং বনি কোরাজার যুদ্ধে হুযূর (সঃ) একটি গাধার উপর আরোহণ করেছিলেন যার বাঁধনী খেজুর বৃক্ষের বাকলের রজ্জু দ্বারা তৈরী এবং একই বস্তু দ্বারা তৈরী ছিল তার গদি। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) কখনও কখনও যমীনেই উপবেশন করতেন এবং স্বীয় বকরীর দুগ্ধ দোহন করতেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ আমাকে যদি বকরীর সম্মুখের পা আহারের জন্য দাওয়াত করা হয় তবে আমি তা গ্রহণ করবো। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটি পুরানো গদির উপর উপবেশন করে হজ্জ করেছেন, যার মূল্য এক টাকারও

www.pathagar.com

কম ছিল। আর এই মুনাজাত করেছেন ঃ হে আল্লাহ্! এই হজ্জকে কবুল কর এবং এই হজ্জকে কবূল হওয়ার উপযুক্ত করে দাও, যার মধ্যে খ্যাতি লাভ ও আড়ম্বর প্রদর্শনের ইচ্ছা না হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী (সঃ) উপহার গ্রহণ করতেন এবং তার বিনিময় দান করতেন। মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ একবার তিরিশ দিন পর্যন্ত আমরা এমন অবস্থায় অতিবাহিত করেছি যে, আমাদের নিকট এই পরিমাণ খাদ্যও ছিল না, যা কোন প্রাণী আহার কবতে পারে, হ্যাঁ, তবে এত সামান্য পরিমাণ খাদ্য ছিল, যা বিলালের বগল তলে আসতো—এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস (রাঃ)। তিনি আবও বলেছেন ঃ সকাল-বিকাল কোন দিনই দু'বেলা রুটি-গোশত তাঁর আহার্য হিসেবে একত্রিত হয়নি। তবে সর্বদা আহার্য বস্তু থেকে আহারকারীদের সংখ্যা বেশী থাকত।

প্রিয় নবী (সঃ)-এর অন্তিম মুহূর্ত

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ) তাঁর অন্তিম সময় সোমবার দিন যখন পর্দা উঠিয়ে তাকিয়েছিলেন, তখনই শেষবার প্রিয় নবী (সঃ)-এর দীদার লাভ করেছিলাম। প্রিয় নবী (সঃ)-এর চেহারা মুবারক ঐ সময় কুরআনে পাকের পৃষ্ঠার ন্যায় পাক-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। মৃত্যুর পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) প্রিয় নবী (সঃ)-এর চেহারা মুবারকে চুম্বন করেছিলেন, স্বীয় মুখ প্রিয় নবী (সঃ)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে রেখেছিলেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর হস্ত মুবারকের কব্জির উপর রাখেন এবং বলেন ঃ হায় নবী! হায় ছফি!! হায় খলিল!! সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ্ হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ থেকে এবং তিনি স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ হুযূর (সঃ) সোমবার দিন ইন্তিকাল করেছেন। সেদিন মঙ্গলবার রাত ও দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁকে দাফন করা হয় (সাহাবাদের শোকে মুহ্যমান থাকার কারণে এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থাপনার জন্য এই বিলম্ব ঘটে)। অতঃপর রাতে দাফন করা হয় এবং শেষরাতে পাহাড় থেকে এক প্রকার শব্দ হতে থাকে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন ঃ সোমবার প্রিয় নবী (সঃ) ইন্তিকাল হয়েছেন এবং মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়। গ্রন্থকার বলেন ঃ বুধবার দিবাগত রাতে দাফন করার কথাই অধিক নির্ভরযোগ্য।

www.pathagar.com

ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে প্রিয় নবী (সঃ)-এর ইরশাদ

হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ আমার চক্ষু নিদ্রা যায় কিন্তু আমার অন্তর জাগ্রত থাকে। তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ আমি রাত এভাবে যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে দেন। হুযূর (সঃ) আরও ইরশাদ করেন ঃ আমার ভুল হয় না। তবে আমাকে ভুল করিয়ে দেয়া হয় (যাতে করে ভুল সম্পর্কে শরীয়তের বিধি-বিধান নির্দিষ্ট হয়)। তিনি বলেন ঃ আমি পশ্চাৎভাগে এভাবেই দেখতে পাই যেভাবে সম্মুখ ভাগে। প্রিয় নবী (সঃ)-এর অন্তর সর্বদাই জাগ্রত থাকতো। এতদসত্ত্বেও ফজরের নামায কাযা হওয়ার তত্ত্ব এই ছিল যে, যাতে করে উম্মত কাযা নামায সম্পর্কে বিধান লাভ করতে পারে।

মহানবী (সঃ)-এর কৌতুক

প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি কখনও কারও সঙ্গে কৌতুক করলেও সত্য কথাই বলি। প্রিয় নবী (সঃ) সাহাবীদের সঙ্গে কখনও কখনও তাদের মন প্রফুল্ল রাখার জন্য কৌতুক করতেন, যেমন—একবার একজন গ্রাম্য লোক এসে আরোহণের জন্য উষ্ট্র প্রার্থনা করলো। হুযূর (সঃ) তাকে বললেন ঃ তোমাকে উষ্ট্রের বাচ্চার উপর আরোহণ করাব। তখন সে বলল ঃ আমি উষ্ট্রের বাচ্চা দিয়ে কি করব? প্রিয় নবী (সঃ) পরে স্পষ্ট করে বললেন ঃ উষ্ট্র একদিন অর্থাৎ ইতিপূর্বে বাচ্চা ছিল তার উপর তোমাকে আরোহণ করাব।

একদিন একজন বৃদ্ধাকে বললেন ঃ জান্নাতে কোন বৃদ্ধা গমন করবে না। একথা শ্রবণ করে বৃদ্ধা অত্যন্ত চিন্তিত হল। প্রিয় নবী (সঃ) পরে তাকে বুঝিয়ে বললেন ঃ জান্নাতে প্রবেশের সময় কেউ বৃদ্ধা থাকবে না, বরং যুবক-যুবতী হয়ে যাবে।

হযরত ঈসা (আঃ) হবেন অনুসারী

প্রিয় নবী (সঃ) নবীদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ নবী ছিলেন এবং হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় আবির্ভূত হয়ে হুযূর (সঃ)-এর শরীয়তের অনুসারী হবেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌পাকই মহানবী (সঃ)-এর হিফাজত করেছেন

প্রিয় নবী হুযুর (সঃ)-কেও অন্যান্য মানুষের ন্যায় চরম দুঃখ-কষ্ট করতে হয়েছে, যাতে করে তার পুণ্য দ্বিগুণ হয় এবং তিনি যেন উচ্চতর মর্তবার অধিকারী হন। হুযুর (সঃ) রুগ্নও হয়েছেন, ব্যথাও অনুভব করেছেন, শীত-গ্রীষ্মের প্রতিক্রিয়াও হয়েছে তাঁর দেহ মুবারকে। ন্যায্য কারণে তিনি রাগান্বিতও হয়েছেন। ক্লান্তি-শ্রান্তিও বোধ করেছেন। দুর্বলতা এবং বার্ধক্যের প্রভাবও তাঁর দেহে প্রকাশিত হয়েছে। একবার সওয়ারী থেকে পড়ে আহত হয়েছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে কাফিরদের হামলায় প্রিয় নবী (সঃ)-এর চেহারা মুবারক এবং মস্তকে আঘাত পেয়েছিলেন। তায়িফের কাফিরদের হস্তে প্রহৃত হয়ে তাঁর দেহ রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রিয় নবী (সঃ)-কে বিষও প্রয়োগ করা হয়। তাঁকে যাদুও করা হয়। হুযুর ঔষধ সেবন করেছেন, সিঙ্গাও লাগিয়েছেন। ঝাড়-ফুঁকও করেছেন এবং পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সময় অতিবাহিত করে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী লাভ করেছেন।

আল্লাহ্ পাক তাঁকে শত্রুদের অনেক হীন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে নিরাপদ রেখেছেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন বদর ইবনে কুম্মাহ প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রতি আক্রমণ করে, তখন তিনি আহত হন এবং লৌহ নির্মিত টুপির দুটি খণ্ড তাঁর কপাল মুবারকে প্রবেশ করে। আল্লাহ্ পাক তখনও প্রিয় নবী (সঃ)-কে রক্ষা করেছেন।

আর যখন মক্কা থেকে হিজরত করে সওর পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখনও কাফিরদের জুলুম থেকে আল্লাহ্ পাক তাঁকে রক্ষা করেন। দুর্বৃত্তের চক্ষুর উপরও আল্লাহ্‌পাক আবরণ রেখেছেন। গওরাস ইবনে হারিসের তলোয়ার থেকে, আবু জাহ্লের পাথর থেকে, সারাকা ইবনে মালিকের অশ্ব থেকে, লবিদ ইবনে আসামের যাদু থেকে এবং য়াহূদী মহিলার বিষ প্রয়োগের প্রক্রিয়া থেকে আল্লাহ্ পাক তাঁকে নিরাপদ রেখেছেন। আর এতে যে কষ্ট হয়েছে, তদ্দ্বারা প্রিয় নবী (সঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রিয় নবী হুযুর (সঃ)-কে এই কষ্ট ও ব্যথা দেওয়ার রহস্য এই যে, যাতে করে মানবজাতি তাঁর সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা না করে যে, তিনিই আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র অংশ যেমন হযরত ওজায়ের (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে এবং এতে উম্মতের জন্য রয়েছে মহান

www.pathagar.com

শিক্ষা। উম্মত নিজেদের দুঃখ-কষ্টের সময় প্রিয় নবী (সঃ)-এর কষ্টের কথা স্মরণ করে সান্ত্বনা লাভ করবে।

এ সমস্ত কষ্ট ও অবস্থা শুধু মাত্র প্রিয় নবী (সঃ)-এর দেহ মুবারকের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো কিন্তু তা তাঁর আত্মার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো না। প্রিয় নবী (সঃ)-এর পবিত্র আত্মা সর্বদাই আল্লাহ্ পাকের ধ্যানে মগ্ন থাকতো। এমন কি প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর পানাহার, উঠাবসা, চলাফেরা তথা সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে পরিচালিত হতো। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, তিনি মনগড়া কিছুই বলেন না বরং তিনি যা কিছু বলেন সবই ওহী যা আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি নাযিল করেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি, তাঁর আল আওলাদের প্রতি, তাঁর সাহাবাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত রহমত নাযিল করুন।

প্রিয় নবী হুযূর (সঃ)-এর এই হুলিয়া শরীফ দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতি তার চারিত্রিক মহান গুণাবলী, তাঁর অনিন্দ-সুন্দর আদর্শ ও নীতিমালা বিভিন্ন ও সুদীর্ঘ গ্রন্থসমূহ থেকে সংগৃহীত। আর তা কেবলমাত্র তত্ত্ববিদ আলিমগণই অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সে সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারেন। এখানে তারই সংক্ষিপ্তসার পেশ করা হয়েছে। অতি সহজভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যাবে। হে আল্লাহ্! এই গ্রন্থ যিনি পাঠ করবেন, যিনি লিপিবদ্ধ করবেন, যিনি শ্রবণ করবেন, যিনি প্রণয় করবেন এবং যিনি এর অর্থ ও ব্যাখ্যা করবেন, তাঁদের সকলকে ক্ষমা করে দিও।

পরিশেষে গ্রন্থকার নিজেও এ সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করেছেন। তা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে ঃ

يَا شَفِيعَ الْعِبَادِ خُذْ بِيَدِىْ

أَنْتَ فِى الْاِضْطِرَارِ مُعْتَمَدِىْ

অর্থাৎ হে মহান জাতির শাফা'আতকারী নবী। তুমি আমায় সাহায্য কর। সমস্ত বিপদাপদে তুমিই আমাদের সাহায্যকারী।

www.pathagar.com

لَيْسَ لِىْ مَلْجَا سِوَاكَ اَغِثْ

مَسَّنِىَ الضُّرُّ سَيِّدِىْ سَنَدِىْ

অর্থাৎ হে আমার সর্দার! আমরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত। তুমি ব্যতীত কে আর আমাদের সাহায্য করবে?

غَشَّنِىْ الدَّهْرُ يَاابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ

كُنْ مُغِيْثًا فَاَنْتَ لِىْ مَدَدِىْ

অর্থাৎ সময় আমাদের প্রতিকূলে, হে নবী তুমিই আমাদের প্রতি করুণা কর।

لَيْسَ لِىْ طَاعَةٌ وَلَا عَمَلٌ

بَيْدَ حُبِّيْكَ فَهُوَ لِىْ عَدَدِىْ

অর্থাৎ আমার না আছে কোন ইবাদত আর না আছে কোন সৎকাজ কিন্তু অন্তরে তোমার মহব্বত রয়েছে।

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَابُكَ لِىْ

مِنْ غَمَامِ الْغُمُوْمِ مُلْتَحَدِىْ

অর্থাৎ হে রসূলুল্লাহ্! আপনার করুণার দ্বারাই আমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আর কোন বিপদই আমার হবে না।

www.pathagar.com

جُدْ بِلُقْيَاكَ فِى الْمَنَامِ وَمُنَّ

سَاتِرِ الذُّنُوْبِ وَالْفَنَدِ

অর্থাৎ হে রসূল! স্বপ্নযোগে তুমি তোমার দর্শন দান কর এবং আমার অপরাধসমূহের উপর পর্দা টেনে দাও।

اَنْتَ مَافِ اَبَرِّ خَلْقِ اللهِ

وَمُقِيْلَ الْعِثَارِ وَاللَّدَدِ

অর্থাৎ হে রসূল! ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটি ক্ষমা করার সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য তোমার মধ্যেই রয়েছে।

رَحْمَةٌ لِلْعِبَادِ قَاطِبَةً

بَلْ خُصُوْصًا لِكُلِّ ذِىْ اَوَدٍ

অর্থাৎ হে রসূল! সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য তুমি রহমতস্বরূপ, বিশেষত পাপী পথভ্রষ্টদের জন্য।

لَيْتَنِى كُنْتُ تُرْبَ طَيْبَتِكُمْ

فَالْتَثَمْتُ النِّعَالَ ذٰلِكَ قَدِىْ

অর্থাৎ হায়! যদি আমি মদীনার মাটি হতাম, তবে আপনার জুতা মুবারকের চুম্বন করা আমার নসীব হতো।

www.pathagar.com

فَأُصَلِّيْ عَلَيْكَ بِالتَّسْلِيْمِ

مُشْعِفًا عِنْدَ حَضْرَةِ الصَّمَدْ

অর্থাৎ হে রসূল! আপনার প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম রহমত বর্ষিত হতে থাকুক চিরদিন ধরে।

بِعَدَادِ الرِّمَالِ وَالْاَنْفَاسِ

وَالنَّبَاتُ الْكَثِيْرِ مُنْتَعْدِيْ

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যত বালুকণা রয়েছে, যত নিশ্বাস গ্রহণ করা হয়েছে, যত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়েছে, তার চেয়েও অধিক পরিমাণে সালাত ও সালাম হে রসূল আপনার জন্য।

وَعَلَى الْاٰلِ كُلِّهِمْ اَبَدًا

بِالْفًا عِنْدَ مُنْتَهَى الْاَصْلِ

আর রহমত বর্ষিত হোক আপনার আল-আওলাদের প্রতি চিরদিন ধরে।

IFB—89-90—P/5228—5250—15.11.1989

www.pathagar.com

www.pathagar.com